পথ-ভোলা পথিক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ

১৯৩৩

মূল্য—২॥০ টাকা

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

প্রিণ্টার
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড,
এলাহাবাদ

সুপণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী,

অনুকম্পাশীল ও গুণগ্রাহী

সুহৃদ্বর

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এম-এ, বি-এল

মহাশয়ের করকমলে

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত এই সামান্য গ্রন্থ

উৎসর্গ করলাম

রমণা, ঢাকা
ঝুলন-পূর্ণিমা
শ্রাবণ, ১৩৪০

চারু

আলখাল্লা আর পাগড়ী প'রে সন্ন্যাসী হয়েছে। সে এখন বিয়ে না করেও একজন স্বামী অথবা বাবা হ'য়ে বেশ বিলাসে ঐশ্বর্য্যে সুখে আছে। সে তো সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী, তার তো আত্মপর ভেদ নেই, তার এখন বসুধৈব কুটুম্বকং, কাজেই সে আর তার ভাই-বোনের কোনো সংবাদ নেওয়ার কথা মনের কোণেও আনে না।

আর তার ছোট ভাই বর্ম্মায় চাল আর কাঠের ব্যবসা করতে গেছে, এবং সেখানেই একটি বর্ম্মী মেয়ে নিয়ে ঘরসংসার পেতে দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, সেও আর তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ঘরমুখো তো হয়ই নি. ভাই-বোনেরও কোনো খবর নেওয়া আবশ্যক মনে করেনি।

বোনটি যখন বিয়ের যোগ্য বড় হ'য়ে উঠল, তখন মেজো ভাই তার দুই ভাইকে অনেক চিঠি লিখলে, টেলিগ্রাম করলে, কিন্তু কোনও জবাবই পেলে না। অবশেষে অগত্যা সে তার পৈতৃক বাড়ী বন্ধক রেখে তার মা-মরা দুঃখিনী বোনটির বেশ ভালো ঘরেই বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের দুমাস পরেই সেই বোনটি মারা গেছে, আর তাকে পথে বসিয়ে রেখে গেছে, তার বাড়ীখানি এখন পর-হস্তগত, কখনো যে উদ্ধার করতে পারবে তার কোনও সম্ভাবনা নেই। তার বাবা বাড়ীখানি তৈরি করেছিল, আর পুঁজির টাকা না ভেঙে, চলতি রোজগার থেকেই অল্পে অল্পে মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ ক'রে বাড়ীখানিকে সম্পূর্ণ ক'রে তুলছিল। কিন্তু দেয়ালের ভিতর দিকে পলস্তারা ধরানো হ'লেও বাইরে চুনবালি লাগানো হ'য়ে ওঠেনি। এখন তো বাড়ী পরের কাছে বন্ধক, হয় তো একদিন এই বাড়ী ছেড়ে পথে দাঁড়াতে হবে, তাই সে তার বাড়ী মেরামত করবার কথা ভাবেও না; আর ভাবলেও সে করবে কিসে, ত্রিশ টাকার কেরানী সে, নিজে

খেতে-পর্‌তেই পায় না, তাতে আবার বাড়ীর গায়ে পলস্তারা লাগাবে কোথা থেকে। তাই তার বাড়ীখানি তারই মতন অকালবার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ, দরজা-জানলাতেও রং বা আলকাৎরার প্রলেপ পড়েনি, সমস্ত বাড়ীটার রুক্ষ মূর্ত্তি। সে এখন নিজের পৈতৃক ভিটাতে পরের বাড়ীতে থাকার মতন কুণ্ঠিত হ'য়ে বাস করে; তার মহাজন তাকে প্রায়ই শাসিয়ে যায় যে, সে তার বাড়ী বিক্রী ক'রে তার ঋণের আর সুদের টাকা আদায় ক'রে নেবে।

এই-সব কারণে বেচারার আর বিয়ে করা হ'য়ে ওঠেনি। তার আপনার জন বল্‌তে তিন কুলে কে আছে তাও তো সে জানে না, তারা তো কোনো কালে দেশে যায় নি, প্রবাসেই বাস ক'রে এসেছে এতদিন। তার মায়ের মৃত্যু হ'লে তার বাবা ভাত রেঁধে দেবার জন্যে একজন দূর সম্পর্কের বিধবা বোনকে এনে কাছে রেখেছিল, সেই বুড়ি পিসিই এখনো তার বাড়ীতে আছে। সেই রেঁধে-বেড়ে তাকে আপিসের ভাত দেয়, আর সে আপিসে চ'লে গেলে তার বাড়ী-ঘর আগ্‌লায়।

এ-হেন দরিদ্র বিড়ম্বিত কেরানীটির নামটি কিন্তু বেশ জমকালো—শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড, কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন গোছের। বেচারার এই উৎকট দাঁতভাঙা নামের জন্যও তার উপর আপিসের সাহেব বড় চটা, সে এর নাম মুখে উচ্চারণ কর্‌তে পারে না। না পারে সে পুণ্ডরীকাক্ষ-বাবু বল্‌তে, আর না পারে সে মিষ্টার পুতিতুণ্ড উচ্চারণ কর্‌তে। তার কথা বল্‌তে হ'লেই সাহেব বিষম চ'টে যায় আর বলে—ও! দ্যাট্ ক্লার্ক্ উইথ্ এ ন্যাষ্টি অফুল্ নেম!

পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের দুর্দ্দশা যত বেশী হচ্ছিল, তার মনও তত দুরাশায় ভ'রে উঠ্‌ছিল। সে প্রত্যেক বৎসর তার আপিসের সাহেবের

মারফতে দেশী-বিলাতী বহু ঘোড়দৌড়ের টিকিট কেনে, কি জানি যদি কোথাও লেগে যায় তা হলে রাতারাতি তার বরাত খুলে যাবে। বেচারা নিজে না খেয়ে না প'রে যা দুপয়সা জমায়, তা ঐ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার পিছনেই দৌড়ে যায়, বেশি দিন তার কাছে সঞ্চিত থাকতে পারে না। এর চেয়েও আর একটা বড় দুর্লভ দুরাশা তার মন জুড়ে ছিল, তা হচ্ছে গঙ্গানগরের জমিদার রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা মেনা দেবীকে তার এই ভাঙা কুঁড়ে ঘরের গৃহিণী ক'রে আনার প্রচণ্ড ইচ্ছা। সে মেনাকে কেবল মাত্র দূর থেকে চোখে দেখে বিষম ভাবে ভালোবেসে ফেলেছিল।

পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের বসত-বাড়ীর ঠিক সাম্‌নেই রাজা বাহাদুরের মস্ত বড় বাগানঘেরা বাড়ী। বাড়ীর প্রকাণ্ড হাতা, পাঁচীল দিয়ে বাগান ঘেরা, সাম্‌নে লোহার ফটক, তাতে সোনার গিল্‌টি করা। ফটকের সাম্‌নে সঙ্গীন-কাঁধে সান্ত্রী পাহারা। ভিতরে মস্ত বড় চক-মিলানো দোতলা বাড়ী। তার ছাদটুকু মাত্র পুণ্ডরীকের একতলা বাড়ীর উঠান থেকে দেখা যায়, বাড়ীটা বাগানের আড়ালে গাছে-পালায় আবৃত। বাইরের ফটক থেকে বাড়ীর দিকে যাবার রাস্তার ধারে একটা কাঠের ঘরে বাঁধা থাকে দুটো বাঘা কুকুর। সে দুটোর ভৌঃম্ ভৌঃম্ গম্ভীর ডাক পুণ্ডরীক তার বাড়ী থেকে শুনেই ভয়ে আঁৎকে ওঠে। যখন বিকাল-বেলা বেহারারা সেই শার্দ্দূলসদৃশ সারমেয়-যুগলকে মোটা শিকলে বেঁধে নিয়ে বেড়াতে বাহির হয়, তখন তাদের সেই বিপুল কলেবর আর প্রকাণ্ড মুখে দাঁতের বিভীষিকা দেখে পুণ্ডরীক কোনো দিন রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে যাবার কল্পনাও মনে আনেনি। অতি সুদুর্লভ ব'লেই পুণ্ডরীকের মন মেনা দেবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, সে কিছুতেই তার এই দুরাশা মন থেকে দূর করতে পারছিল না।

পুণ্ডরীকের নিছক চক্ষুরাগ। মেনা আর এনা দুই বোন, তারা প্রত্যহ কলেজে যাতায়াত করে। প্রকাণ্ড রোলস্‌রয়েস কারে চ'ড়ে কোনো কোনো দিন বা তারা বিকাল-বেলা বেড়াতে বাহির হয়। পুণ্ডরীক তার আপিস যাবার সুন্দর সুট্‌টি প'রে ধূসর বর্ণের একটি ছাতা হাতে নিয়ে তার বাড়ীর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে, মেনা দেবীকে একটি বার চোখের দেখা দেখে নিয়ে সে আপিসে শুভ যাত্রা ক'রে রওনা হবে ব'লে। কলেজের কত ছুটি। সেই-সব ছুটির দিনে মেনা এনা কলেজে যায় না। কিন্তু হতভাগা মার্চেণ্ট্‌ আপিসে তো ছুটি অত সস্তা নয়, কাজেই, পুণ্ডরীককে কলেজের ছুটির দিনে আপিসে যেতে হয় মেনা দেবীকে না দেখেই। যাত্রার সাইত শুভ ক'রে যেতে পারে না ব'লে তার মনটা সমস্ত দিন খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে, কখন কি অমঙ্গল ঘটে এই ভয়ে। কোনো দিন বড়-বাবু অথবা সাহেবের কাছে ধমক খেলেই সে মনে করে—আজ কপালে যে দুঃখ আছে তা আমি তো আগেই জানি, আজ একেবারে নিষ্ফলা যাত্রা।

মেনা আর এনার সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ ছাড়া মৌখিক আলাপ তার কোনো দিনই হয় নি। তবু সে তাদের সব পরিচয়ই সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিল চাকর-দারোয়ানদের সঙ্গে আলাপ ক'রে ক'রে।

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনাকে মনে মনে ভালোবেসেছে ব'লে মেনার বাড়ীর সব লোককেই সে ভালোবাস্‌ত, এমন কি সেই বাঘা কুকুর দুটোকে পর্য্যন্ত সে ভালোবাস্‌তে চেষ্টা করত। 'কারণ, ইংরেজীতে একটা প্রবচন আছে যে, আমাকে যদি ভালোবাস' তবে আমার কুকুরকেও ভালোবাস্‌তে হবে। সেই বাড়ীর চাকর দাসী দারোয়ান গোমস্তা সরকার সকলের প্রতিই পুণ্ডরীকাক্ষের একটা সম্ভ্রমসূচক

ভাব ছিল, সকলকেই সে সম্মান ক'রে চলত। কিন্তু ঐ বাড়ীতেই একটি লোক ছিল যাকে দেখ্‌লেই কি জানি কেন তার গা জ্বালা করত, তাকে সে দুচক্ষে দেখ্‌তে পারত না। সেই লোকটিরও পরিচয় নিয়ে সে জেনেছিল যে, সে রাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী। তার নাম ভাস্কর। লোকটার বয়স আর চেহারা দেখ্‌লেই পুণ্ডরীকাক্ষের রাগ হ'তো। তার বয়স ছাব্বিশ সাতাশ হবে। আর চেহারাটা অতি স্বশ্রী, সুন্দর ছাঁচে গড়া মুখ, সবার আগে চোখে পড়ে তার উজ্জ্বল বিষন্ন দুটি চোখ, খুব যে বড় আর টানা তা না হ'লেও চোখ দুটিতে যে কি একটা তেজ লুকানো আছে তা দেখ্‌লেই মন তার সাম্‌নে অভিভূত আর সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। চোখের পরেই নজরে পড়ে তার তীক্ষ্ণ খড়্গের মতন নাক। তার গায়ের রং চাঁপাফুলের মতন গৌর, আর তার ভিতর থেকে একটা সোনালি জর্দ্দা জলুশ ফুটে বেরোয়, সে রং যেন চাঁদের আলো শান্ত সরোবরের নীল জলের উপর। তার আকার বেশ দীর্ঘ, প্রায় ছ ফুট হবে; বেশি মোটা নয়, অথচ ছিপ্‌ছিপেও নয়, সমস্ত দেহটা যেন নিরেট, কেবল পেশী দিয়ে তৈরি, অথচ তার দেহের কমনীয়তা এমন যে, মনে হয় যেন মাখন দিয়ে গড়া, কোনো নিপুণ শিল্পী যেন মোম কুঁদে কুঁদে ঐ মূর্ত্তিটি গঠন করেছে। সে যে বলিষ্ঠ তা প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হয়, অথচ তার মধ্যে কোথাও একটু রূঢ় গুণ্ডার ভাব নেই। মুখ তার সদাই বিষন্ন আর গম্ভীর, অল্পভাষী। পুণ্ডরীকাক্ষ তাকে দেখ্‌লেও ভয়ে ভয়ে নমস্কার করে, সেও নীরবে প্রতিনমস্কার করে, তার মুখের ভাব একটুও বদল হয় না। পুণ্ডরীকাক্ষের মন জ্বালা করে তাকে নমস্কার করার পরে, অথচ সে মেনা দেবীর বাড়ীর একজন প্রধান ব্যক্তি, তাকে অসম্মান কর্‌তেও তার সাহসে

কুলায় না। পুণ্ডরীকাক্ষ কোনো দিন স্পষ্ট চিন্তা ক'রে নিজের মনের কাছে ব্যক্ত না করলেও হয় তো তার অবচেতন মগ্নচৈতন্যের তলায় একটা সন্দেহ জমা হ'য়ে ছিল যে মেনা আর ভাস্করের এই যে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য, তার মধ্যে একটা কি যেন রহস্যময় সম্পর্ক আছে। তার মনের তলায় একটা ঈর্ষা আর ভয় ছিল যে, সে যাকে প্রাণের চেয়েও ভালো-বেসেছে, তাকে বুঝি-বা এই লোকটা হরণ ক'রে নিয়ে যায়, হয় তো সে ইতিমধ্যেই মেনার মনোহরণ ক'রে ব'সে আছে। এমনই দুর্ভাবনায় পুণ্ডরীকের অন্তর যত আচ্ছন্ন হচ্ছিল, ততই সে আরও মেনার প্রতি অনুরক্ত ও ভাস্করের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে পড়্ছিল।

মেনা আর এনা ছাড়া রাজা বাহাদুরের আর কোনো সন্তান নেই। একটি ছেলে ছিল, সে বছর পাঁচ-ছয় হ'লো মারা গেছে। সেই শোকে রাণীমারও কাল হয়েছে, সেও আজ বছর তিন চার হবে। রাজা বাহাদুরের বয়স বেশি হয় নি, বড় জোর পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর হবে। এ বয়সে রাজারাজড়ার আবার একটা বিয়ে করা এমন আর কি অসম্ভব ব্যাপার। রাণীমা মারা যাওয়ার পর থেকে অনেক ঘটক তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই আনাগোনা করে। কিন্তু রাজা বাহাদুর কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হন না। তিনি বলেন যে, সোমত্থ মেয়েদের বিয়ে না দিয়ে নিজে আবার বিয়ে করলে লোকেই-বা বল্বে কি, আর মেয়েরাই-বা ভাব্বে কি। বড় মেয়ে মেনার বয়স হয়েছে উনিশ, আর ছোট মেয়ের বয়স সতেরো উত্তীর্ণ হয়-হয়। মেয়েরা কিন্তু খোট ধ'রে বসেছে যে, তারা এম-এ পাস না ক'রে বিয়ে করবেই না। মেনা আর এনা দুজনেই বি-এ পড়্ছে, একজন চতুর্থ বার্ষিক ও অপর জন তৃতীয় বার্ষিক ক্লাসে পড়ে। তাদের এম-এ পাস করতে এখনো নিদান পক্ষে দু-তিন বছর। তত দিনে তো

রাজা বাহাদুরের বয়স ষাটের কোটায় গিয়ে পড়্বে, তখন আর কি তিনি বিয়ে কর্বেন? পুষ্যিপুত্তুর নেবেন কি না, তা কিছু শোনা যায় না, তবে এটর্ণী-বাবু মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে, আর কি-সব লেখাপড়া হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষ এই-সব কথা শোনে আর ভাবে—হায় হায়, আমাকে যদি পুষ্যিপুত্তুর নিত। কিন্তু আমি রাজা বাহাদুরের পুষ্যিপুত্তুর হ'লে তো মেনা আমার বোন হ'য়ে যাবে। তা হ'লে তো বিয়ের সম্ভাবনা একেবারে ঐখানেই খতম। তার চেয়ে আমাকে যদি ঘরজামাই ক'রে রাখে তো সব দিকই বজায় থাকে। কিন্তু কি দেখে আমাকে ঘরজামাই কর্বে? কিছু নেই দেখেই তো ঘরজামাই করতে হয়, যার কিছু সম্বল কি সঙ্গতি থাকে সে বৌয়ের বাপের বাড়ীতে পেটভাতায় পরঘরী হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌তে যাবে কেন? কিছু নেই ব'লেই তো আমি আমার বৌয়ের পদানত দাস হ'য়ে হুকুম মেনে চল্‌তে রাজী হবো। তবে ঘরজামাই হ'তে হ'লে অবশ্য একটা গুণ থাকা দর্কার—সেটি হচ্ছে রাজকুমারীর বর হবার যোগ্য রূপ। কিন্তু এই চেহারাতেই জলুশ খোলে যদি দুসন্ধ্যা পেট ভ'রে ভালো জিনিস খেতে পাই। কিন্তু হায় রে কপাল! এ যে আমার আলানাস্কারের দিবাস্বপ্ন দেখা হচ্ছে। যদি ঘোড়দৌড়ের একটা দাঁও মেরে দিতে পারি, তবে আর আমাকে পায় কে। মেনা দেবী আমাকে তো রোজ দেখে, নিশ্চয় সেও আমার মতন মনে মনে আমাকে ভালোবেসে ব'সে আছে। এখন কোনো সুযোগে আমাদের বিয়ের কথাটা একবার উঠ্‌লে হয়। যদি কিছু টাকার সঙ্গতি আমার থাক্‌ত, তা হ'লে চাকর-দাসীদের বক্‌সিস দিয়ে, মেনাকে উপহার দিয়ে ঠিক বাগিয়ে নেওয়া যেতে পার্‌ত।

'হায় রে কপাল, হায় রে অর্থ !
যার নেই তার সকল ব্যর্থ !!'

বিয়ের প্রস্তাবটা আমাদের দেশে মেয়ের বাপের কাছ থেকেই এসে থাকে। কিন্তু আমাদের এ যে প্রণয়ঘটিত পরিণয়ের ব্যাপার, মেয়ে তো কিছুতেই মুখ ফুটে বাপের কাছে বিয়ে করার কথা বল্‌তে পার্‌বে না। কাজে-কাজেই বিলাতী কায়দায় বরকেই প্রস্তাব কর্‌তে হবে। কিন্তু আমার তো সাহসে কুলায় না। যদি দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় ক'রে দেয় তা হ'লে তো আমি আর মেনার কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না। শেষে কি বিয়ের লোভ ক'রে দেখার সুখটুকুও হারাব। বিরহ অসহ্য হ'লে মেনাই একদিন না একদিন কাউকে দিয়ে বাবার কাছে কথাটা নিশ্চয়ই পাড়্‌বে, আর তা হ'লেই সব সুসম্পন্ন হ'য়ে যাবে।

পুণ্ডরীকের দিনগুলি এমনি দিবাস্বপ্ন দেখে আর আকাশকুসুম চয়ন ক'রে কাটে। তার বুড়ী পিসি মাঝে মাঝে তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্য তাগাদা করে। সে বলে, আমার তো বয়েস হয়েছে, কবে ম'রে যাব তার ঠিক নেই। তখন তোকে কে দেখ্‌বে পুণ্ডরীক ? তুই একটা ডাগর-ডোগর দেখে বিয়ে কর, যে এসে তোর ঘরসংসার মাথায় ক'রে নিতে পার্‌বে।

পুণ্ডরীকাক্ষ বলে—রোসো পিসি, আগে কিছু টাকা হাতে আসুক, নইলে বউকে বাড়ীতে এনে খাওয়াব কি ?

পিসি এই কথা শুনে আপন মনেই বকবক ক'রে বকে—হ্যাঁঃ, তোমারও হাতে টাকা এসেছে, আর তুমিও বিয়ে করেছ। ন মণ তেলও পুড়্‌বে না, আর রাধাও নাচ্‌বে না।

পুণ্ডরীক কিন্তু হতাশ হয় না। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, মেনার

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার আগেই হয় সে-ই প্রচুর টাকা ঘোড়দৌড়ের বাজি জিতে পেয়ে যাবে আর তখন স্বচ্ছন্দে রাজা বাহাদুরের কাছে যেয়ে মেনার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব কর্‌তে পার্‌বে, আর নয় তো মেনাই স্বয়ংবরা হ'য়ে বাবাকে জানাবে যে, সে পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডকে ভালোবেসে ফেলেছে, তাকে ছাড়া এ-জীবনে সে আর কাউকে বিয়ে কর্‌বে না।

পুণ্ডরীক আপন মনে এমনি পাগলামি পোষণ কর্‌লেও সে কোনো দিন কারো কাছে তার মনের দুরাশা প্রকাশ ক'রে বল্‌ত না। এতটুকু বুদ্ধি তার ঘটে ছিল। আর মেনার দিক থেকেও সে কোনো-দিন তার দুরাশা সফল হবার মতন কোনো আভাস পায় নি। মেনার মুখ সদাসর্ব্বদা গম্ভীর হ'য়ে থাকে, একটা কি যেন গভীর চিন্তা তার মন জুড়ে আছে, একটা কোনো বিষাদের কারণ যেন তার জীবনে জড়িয়ে গেছে। সে মহারাণীর মতন মহামহিমান্বিতা, সে যেন দেবীপ্রতিমা, তার মুখে হাসি নেই, কোনো চাঞ্চল্য নেই, আছে কেবল আত্মস্থ থাকার পরম গাম্ভীর্য্য। তার এমন অপরূপ রূপ আর শ্রী যে তাকে দেখে শ্রদ্ধা কর্‌তে হয়, তাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা হয়, তাকে ভয় কর্‌তে হয়, কিন্তু তাকে আপনার মনে ক'রে ভালোবাসা যায় না। সে যেন নরলোকের কেউ নয়, সে যেন সংসার থেকে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

মেনার পাশে গাড়ীতে ব'সে থাকে এনা। সে যেন তার দিদির গাম্ভীর্য্যের পটভূমিকা, মেনার গাম্ভীর্য্যের পটের পশ্চাতে সে আছে তাকে আরো ফুটিয়ে তুলে প্রকাশ ক'রে তোল্‌বার জন্যে। তার চোখে হাসি, মুখে হাসি, সর্ব্ব অবয়বে হাসির হিল্লোল আর চাঞ্চল্য। সে যেন আনন্দ-সরোবরের একটি তরঙ্গ, সে যেন শরীরিণী বাণী, তার

সকল অঙ্গবিক্ষেপ কথা বল্‌তে চায়। সে পাশে থাকে ব'লেই তার দিদির মহিমা আর গম্ভীরতা আরো অধিক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আবার তার পাশে তার দিদি থাকে ব'লেই তাকে আরো অধিক চঞ্চল ব'লে মনে হয়।

মেনা যেন এ-সংসারে থেকেও এ-সংসারের কেউ নয়, এই জন্যই পুণ্ডরীকের মন তার প্রতি ভয়ে শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে ভ'রে উঠেছিল, এবং সাধারণ মেয়ের থেকে স্বতন্ত্র ব'লেই তার দিকে পুণ্ডরীকের মনোযোগ বেশি ক'রে আকৃষ্ট হয়েছিল। আর এনা সাধারণ কিশোরীর মতন প্রাণময়ী চঞ্চলা ছাড়া তার মধ্যে কোনো অসামান্যতা ছিল না ব'লে পুণ্ডরাকাক্ষ তাকে দেখেও দেখ্‌ত না।

পুণ্ডরীকাক্ষ এনাকে লক্ষ্য না করুক, কিন্তু এনা প্রত্যহ পুণ্ডরীকাক্ষকে লক্ষ্য করে, আর দিদিকে চুপিচুপি বলে—দিদি, তোমার সেই হ্যাংলা বাঙালটা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এই ব'লেই এনা হাস্‌তে হাস্‌তে যখন তার দিদির কোলে লুটিয়ে পড়ে, তখন তাদের মোটর-গাড়ী পুণ্ডরাকাক্ষের গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে অনেক দূরে চ'লে যায়। পুণ্ডরীক কোনো দিনই টের পায় না যে তাকে দেখে এনা কি কৌতুকই অনুভব করে, আর মেনা একবার চোখের কোণ দিয়ে পুণ্ডরীককে দেখে নিয়ে আরো গম্ভীর হ'য়ে বোনকে তিরস্কার ক'রে কি বলে। মেনা গম্ভীর হ'য়ে এনাকে বলে—আঃ এনা, কি ছেলেমানুষী করিস্ তুই! তুই কি দিনকের-দিন ছেলেমানুষ হচ্ছিস না কি? ও বেচারার বাড়ী ঐখানে, ওখানে ও দাঁড়াবে না তো কোথায় দাঁড়াবে?

কিন্তু কে বা শোনে যুক্তি! এনা প্রত্যহ পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখে, আর "দিদি, ঐ!" ব'লেই দিদির কোলে লুটিয়ে পড়ে। যতই দিন যায়,

এনার বাক্য তত সংক্ষিপ্ত হ'য়ে আসে, ক্রমে সে কেবল 'দিদি' ব'লেই দিদির গায়ে হাসির হিল্লোলে হেলে পড়ে, আর তার দিদিরও বুঝ্‌তে বিলম্ব হয় না যে কি দেখে তার বোনটির এমন হাস্য উদ্রেক হয়। শেষে এমন হ'লো যে, পুণ্ডরীক যথাস্থানে উপস্থিত আছে কি না দেখ্‌বার কৌতূহলে মেনাও অপাঙ্গে প্রত্যহ তাকে একবার দেখে নেয়, আর এনা হাস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে তারও মুখ ঈষৎ হাসির আভায় উদ্‌ভাসিত হ'য়ে ওঠে।

এমনি ক'রে পুণ্ডরীক মেনা আর এনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল। এবং পুণ্ডরীকও অনেক সময় মেনার আর এনার মনের চিন্তার মধ্যে বিরাজ কর্‌ত। কিন্তু তাদের অবস্থার তারতম্য এমন বিসম ছিল যে, তারা পরস্পরের প্রতিবেশী হ'য়েও বরাবর অচেনা অপরিচিতই থেকে গিয়েছে। এই জনারণ্য শহরে সাম্‌নাসাম্‌নি বাড়ীর বাসিন্দা হ'য়েও তারা কেউ কাউকে চিনেও চেনে না। প্রতিবাসী ব'লে এক পক্ষ আলাপ করা আবশ্যক মনে করে না, আর অপর পক্ষ আলাপ কর্‌বার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও সাহস ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

একদিন পুণ্ডরীকাক্ষ আপিস যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, এমন সময় তার পিসি এসে বল্‌লে—ওরে পুণ্ডরীক, কাল তোর জন্মদিন, আজ আপিস থেকে ফের্‌বার সময় তোর জন্যে কিছু ভালো-মন্দ জিনিস কিনে আনিস, আর একখানা নতুন কাপড় কিনে আনিস, কাল একখানা নতুন কাপড় প'রে মুখে একটু পরমান্ন দিতে হয়। তা বাছা, তোর এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পূর্ণ হ'লো, তুই ষেটের কোলে কাল ছত্রিশ বছরে পা দিবি। এইবার একটি বিয়ে-থা কর বাছা, এই লক্ষ্মীছাড়া আঁটকুড়ো সংসার কি ভালো দেখায় আর। তোর এক ভাই

তো সন্ন্যাসী হ'য়ে কোথায় গিয়ে রয়েছে তার ঠিক ঠিকানা নেই, শেষকালে কি তুইও সন্ন্যাসী হবি না কি? এ যে না-সন্ন্যাসী আর না-গৃহী।

পুণ্ডরীকাক্ষ একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—যা হয় ইস্‌ পার কি উস্‌ পার, তোমাকে আষাঢ় মাসে জানাব পিসিমা। হয় সংসারী, নয় ফকিরী স্থির হ'য়ে যাবে। এত দিনই তুমি যখন আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারটাকে চালিয়ে আন্‌লে, তখন আর এই ক'টা মাস কোনো রকমে চালিয়ে দাও। তার পর আমি বিয়ে কর্‌তে পারি ভালো, আর না পারি তো তোমার সেবা আর সাহায্য কর্‌বার জন্যে একজন চাকরাণী রেখে দেবো।

পিসি ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—আ আমার পোড়া কপাল! আমি কি আমার সেবা কর্‌বার জন্যে তোকে ঘরে বউ আন্‌তে বল্‌ছি? তোর আবস্থা যে আর আমি চোখে দেখ্‌তে পারি নে।

পুণ্ডরীক পিসির কথা শুনেও শুন্‌লে না, সে কোনো জবাব দিলে না। সে তখন মনে মনে হিসাব কর্‌ছিল—আস্‌ছে মার্চ্চ মাসে মেনার বি-এ পরীক্ষা হ'য়ে যাবে, আর জুন মাসে তার ফল বেরুবে। সেই জুন মাসেই ডাবি সুইপ্লেরও ফলাফল জানা যাবে। তার পর আমার অদৃষ্টের যা হোক একটা হেস্তনেস্ত হ'য়ে ভবিষ্যৎ স্থির হ'য়ে যাবে। এর মধ্যে মেনার যদি বিয়ে হ'য়ে যায়, তবে তো সব চুকে-বুকেই গেল। আর যদি ততদিনেও বিয়ে না হয়, আর আমি ঘোড়দৌড়ে টাকা জিতে যাই, তবে তো সটান একেবারে রাজা বাহাদুরের কাছে গিয়ে মেনা দেবীর পাণিগ্রহণ কর্‌বার প্রস্তাব ক'রে বস্‌ব। তখন আর মেনা কি রাজা বাহাদুর কেউই আমাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌বে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ অন্যমনস্কভাবেই একটা বাটি থেকে একটা পান

তুলে নিয়ে মুখে দিলে আর দুর্গা দুর্গা স্মরণ ক'রে তার ছাতাটি হাতে নিয়ে আপিসে যাত্রা করলে। সে তার সুঁদরী কাঠের গরানের বেড়ার আগড় খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সে বাইরে বেরিয়েই চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগল মেনাদের মোটর্-গাড়ী বেরিয়ে চ'লে গেছে কি না ; সে যে তার গাড়ীর চাকার টায়ারের ছাপ মাটিতে দেখে চিনতে পারে। সে মেনাদের বাড়ীর দিক থেকে উল্টা দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলে, মেনাদের মোটর-গাড়ী চ'লে যাচ্ছে, গাড়ীর পিছনের নম্বরটা তো তার মুখস্থ। গাড়ী তাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল দেখে সে চমকে উঠল, আর মনে মনে পিসিকে হাজার রকমের তিরস্কার করতে করতে সে আপিসে রওনা হ'লো। খামোখা বয়সের হিসাব আর বিয়ের ভাবনা মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েই তো দেরী ক'রে দিলে, আর আজকের সারা দিনটা একেবারে নিষ্ফল গেল, একটি বার তাকে চকিতের মতন দেখা, তাও আজ আর আমার ভাগ্যে জুটল না। আর আজ না-জানি আপিসে গিয়ে কি লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হবে! মধুসূদন মধুসূদন!

পুণ্ডরীক অত্যন্ত মন-মরা হ'য়ে আপিসে চলল।

দুইয়ের পরিচ্ছেদ

ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র

পুণ্ডরীকাক্ষ দুর্গা নাম জপ কর্‌তে কর্‌তে আপিসে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তাদের আপিসের বড় বাবুর নাম বৈদ্যনাথ, কিন্তু আপিসের সব কেরানী তাকে দৈত্যনাথ ব'লে ডাক্‌ত, অবশ্য অসাক্ষাতে। পুণ্ডরীকাক্ষ আপিসে গিয়ে চেয়ারের পিঠে পাকানো চাদরখানি বেঁধে রাখ্‌তে রাখ্‌তে চারিদিকে তাকাচ্ছিল আর ভাব্‌ছিল যে, আপিসে আস্‌তে তিন মিনিট দেরী হ'য়ে গেছে দেখে দৈত্যনাথটা কোথাও থেকে তেড়ে আস্‌ছে না তো, তেড়ে এলেই হ'লো, আজ যে নিষ্ফলা অযাত্রা ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। তখনো দৈত্যনাথ আপিসে আসেনি দেখে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'য়ে সে আপনার চেয়ারের উপর একখানা খবরের কাগজ পেতে বস্‌ল; তার পর লেজারের খাতা খুলে কাজে লেগে গেল।

সমস্ত দিনটা তার ভয়ে ভয়ে দুর্গা নাম জপ কর্‌তে কর্‌তেই কাট্‌ল। সেদিন শনিবার, সকাল-সকাল আপিসের ছুটিও হ'য়ে গেল; সেদিন তার ভাগ্যে কোনো রকম তিরস্কার কি অপমান ঘট্‌ল না দেখে সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়েই আপিস থেকে বের হ'লো। সে এইবার হাসিমুখে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—তা প্রতি-ক্ষণে যে দেবীসূক্ত স্মরণ করি তাই আমার রক্ষা-কবচ, দৈত্যদলনী মেনা দেবীর মহিমায় দৈত্যনাথেরও বিষদাঁত আজ আমার কিছু কর্‌তে পারেনি।

পুণ্ডরীক ছাতাটি মাথায় দিয়ে ধীর মন্থর গমনে বাড়ী ফির্‌ছিল।

তখন চারিদিকে স্বদেশী অন্দোলন আর বিদেশী বয়কটের পরমোৎসাহের বন্যা ডেকে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে কত মেয়ে-পুরুষ দলে দলে বন্দেমাতরম্ রব কর্‌তে কর্‌তে মিছিল ক'রে চলেছে। বিলাতী কাপড়ের দোকানের সাম্‌নে দলে দলে ছেলেমেয়ে ধর্‌ণা দিয়ে প'ড়ে রয়েছে, কত ছেলেমেয়ে মদ-আফিং-গাঁজার দোকানে হত্যা দিয়ে পড়েছে। চারিদিকেই একটা মহা কলরব আর চঞ্চলতা। সত্যাগ্রহী ছেলেমেয়েরা হাত জোড় ক'রে পায়ে ধ'রে ক্রেতাদের মিনতি কর্‌ছে বিদেশী জিনিস না কিন্‌তে, আর মাদক দ্রব্য স্পর্শ না কর্‌তে। অনেক ক্রেতা লজ্জিত হ'য়ে ফিরে যাচ্ছে; কেউ-বা নীরবে নিবৃত্ত হ'লেও তার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠ্‌ছে; আর কেউ কেউ-বা চীৎকার ক'রে অবুঝের মতন তর্ক কর্‌ছে, ক্রোধ প্রকাশ কর্‌ছে, তার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হচ্ছে ব'লে মহা আস্ফালন করছে। আর সেই সঙ্গে পুলিসের কন্‌ষ্টেবল আর সার্জেণ্ট্‌রা এসে সত্যাগ্রহী পিকেটারদের প্রহার কর্‌ছে, গেরেপ্তার কর্‌ছে, ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে বিতাড়িত কর্‌ছে। রাস্তা দিয়ে চলাও এখন নিরাপদ নয়, ছত্রভঙ্গ জনতা কখন ঘাড়ের উপর এসে পড়্‌বে তার ঠিক-ঠিকানা নেই. কখন যে সত্যাগ্রহীদের পিছনে ধাবমান পুলিসের লাঠি কার ঘাড়ে এসে পড়্‌বে তারও কোনো স্থিরতা নেই, সেই এলোধাবাড়ী লাঠির আঘাত অপরাধী-নিরপরাধী কিছু বাছ্‌বার অবসর পায় না, কোনোদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, কেবল তার কঠিন আদেশ "সাম্‌নে-ওয়ালা ভাগো"! রাস্তার দুই ধারের ফুটপাথ ছেড়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখান ধ'রে যাওয়াও নিরাপদ নয়, সেখানেও ট্রামের আরোহীদের ট্রাম বর্জ্জন কর্‌বার অনুরোধ কর্‌তে দলে দলে ছেলেরা চলন্ত ট্রামে উঠ্‌ছে, আর সেখানে সার্জ্জেণ্ট্ অথবা ট্রামের কর্ম্মচারী ফিরিঙ্গীদের লাঠির গুঁতা আর আঘাত খেয়ে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে।

সেদিন শনিবার। আপিসের ছুটি হ'য়ে গেলেও অনেক কলেজের ছুটি তখনো হয় নি। কলেজের গেটে গেটেও অনেক ভিড় জ'মে রয়েছে, সত্যাগ্রহী ছেলেমেয়েরা ছাত্রদের কলেজ ছেড়ে স্বদেশের দুর্দ্দিনে তার দৈন্য মোচনের জন্য আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ করছে। সেখানেও "পুলিস আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া" এবং তার পরেই "এই বেলা দাও দৌড়" চলছে পালাক্রমে।

নিরীহ পুণ্ডরীকাক্ষ বেচারা আপনার পৈতৃক প্রাণটাকে আর স্বকীয় দেহটাকে কোনোমতে বাঁচিয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরতে পারলে বাঁচে। যে-রকম কাণ্ড চলেছে, তাতে কখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে, 'কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ, কা কস্য পরিদেবনা।' তাই সে অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে পথ চলছে হন্‌হনিয়ে। সে দু-ধারের ফুটপাথ ছেড়ে দিয়ে পথের মাঝখান ধ'রে খুব দ্রুতপদেই অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। সে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের কাছাকাছি এসেছে, তখন দেখলে সেখানে ছাত্রদের বিষম জনতা জমেছে, আর তাদের কাণ্ড দেখবার জন্যে পথচারী লোকের ভিড় জমেছে ততোধিক। এমন সময় কোথা থেকে এক গাড়ী বোঝাই পুলিশ কনষ্টেবল আর সার্জেণ্ট এসে সেইখানে নামল, আর নেমেই এলোপাতাড়ি দুহাতি লাঠি চালিয়ে চারিদিকে সকলকে নির্ব্বিচারে মারতে আরম্ভ করলে। জনতা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে এদিকে সেদিকে অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পুণ্ডরীকাক্ষ বেগতিক দেখে কলেজ ষ্ট্রীট ছেড়ে দিয়ে হিন্দুস্কুলের সামনের গলিতে ঢুকে পড়লো, আর শ্যামাচরণ দের ষ্ট্রীট ধ'রে হ্যারিসন রোড পার হ'য়ে একেবারে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সামনে এসে আবার কলেজ ষ্ট্রীটে পড়লো। পিছনে যে কি কাণ্ড ঘটছে তা দূরে নিরাপদ স্থানে থেকে দেখবার প্রলোভনও সে সম্বরণ করতে পারছিল না।

বারম্বার পিছন ফিরে ফিরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে উত্তর-মুখো চলেছে. তার মুখখানা সাম্‌নের দিকে অপেক্ষা পিছনের দিকেই বেশি ফিরে আছে, তখনও সে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের সীমা ছাড়িয়ে যায়নি, সে শুন্‌তে পেলে তার সামুনের দিকে চটাপট দৌড়ে চলার শব্দ। সে ভয় পেয়ে তার পিছনে-ফেরানো মুখ সাম্‌নে ফিরিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লে, অনেকগুলি তরুণী কিশোরী মহিলা ছুটে আস্‌ছে। সে প্রথমে ছুটে আসার শব্দ শুনে যে-রকম ভয় পেয়েছিল, এখন সে সেই রকম আশ্চর্য্য আর স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো ঐ মেয়েরা যায় কোথায়। সে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলে যে, তারা মারামারির ক্ষেত্রের দিকেই চলেছে। বিস্ময়ের প্রথম বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে সে যখন চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলে, তখন সে আরো আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লে যে, সেই মহিলাদের দলের মধ্যে রয়েছে মেনা আর এনা! তারা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বাহাদুরের কন্যা, তারা গাড়ী ছাড়া এক পাও চলে না, তারাও কি না আজ পায়ে হেঁটে ছুটে চলেছে মারামারির মুখে। কি উদ্দেশ্যে যে তারা বাঁধভাঙা জলস্রোতের মতন একসঙ্গে ছুটে চলেছে, তা ঠিক বুঝ্‌তে না পেরে পুণ্ডরীকাক্ষ হতভম্ব হ'য়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু যখন সে দেখ্‌লে যে, মেনা আর এনা তাকে ছাড়িয়ে চ'লে গেল, তখন তার হুঁশ ফিরে এলো, সেও তাদের পিছনে পিছনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌ল—মেনা দেবী, মেনা দেবী, ওদিকে যাবেন না, যাবেন না, ওখানে মারামারি হচ্ছে, মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছে।

তারা সব বেথুন কলেজের ছাত্রী। পুলিস ছাত্রদের প্রহার কর্‌ছে খবর পেয়েই তারা দল বেঁধে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে ছাত্রদের নির্য্যাতন থেকে রক্ষা কর্‌বার অথবা তাঁদের সঙ্গে নির্য্যাতন ভাগ ক'রে নেবার

জন্যে। পথের মাঝখানে নাম ধ'রে ডাকা শুনে মেনা একবার মুখ ফিরিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে দেখ্‌লে, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক মেয়ে দেখ্‌লে, কিন্তু তখন তাদের পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ দেবার সময় ছিল না, কেউ কোনো কথা না ব'লে ছুটে চ'লে গেল। কেবল এনা পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখেই হেসে উঠ্‌ল—হি হি হি! দিদি! সেই...

মেনা ঈষৎ ধমকের স্বরে ছুটতে ছুট্‌তেই বল্‌লে—চুপ।

মেয়ের দল যতই এগিয়ে যায় জনতা তাদের পথ ক'রে দেয়। মেয়েরা জনতা ভেদ ক'রে এগিয়ে গেল, আর কৌতূহলী জনতা তাদের ঘিরে ফেলে পুণ্ডরীকাক্ষের দৃষ্টি থেকে আড়াল ক'রে ফেল্‌লে।

পুণ্ডরীকাক্ষ ক্ষণকাল বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটু ভেবে নিলে। তার পর সেও সেই গোলমালের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। আজ মেনার সঙ্গে পরিচয় ক'রে নেবার পরম সুযোগ মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে; এ সে কিছুতেই হারাতে দেবে না।

মেয়েরা অনায়াসেই জনতার ব্যূহ ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ কর্‌তে পেরেছিল, সকলে সসম্ভ্রমে তাদের পথ ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু জনতার নিরেট দেয়াল ভেদ ক'রে ভিতরে ঢুক্‌তে পুণ্ডরীকের অনেক দেরী হ'য়ে গেল। যখন সে পূর্ব্ব পাড়ের ফুটপাথ দিয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হ'তে পারল, তখন সে দেখ্‌লে যে, মেয়েরা দেয়ালের মতন আড়াল ক'রে ছাত্রদের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, তারা ছাত্রদের বর্ম্ম হয়েছে পুলিসের নিষ্ঠুর লাঠির আঘাতের সম্মুখে। পুলিস মেয়েদের হাত ধ'রে ধ'রে সরিয়ে দিচ্ছে, আর সেই স্থানে যে ফাঁক পাচ্ছে সেইখান দিয়ে লাঠি চালিয়ে পুরুষ পিকেটারদের তাড়না কর্‌ছে, আর অপসারিত মেয়েদের গেরেপ্তার ক'রে ক'রে মোটর-বাসে তুলে বন্দী কর্‌ছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এই-সব কাণ্ড ঘ'টে যাচ্ছে,

ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখবারও সময় কেউ পাচ্ছে না। পুণ্ডরীক ব্যাকুল দৃষ্টিতে ভিড়ের মধ্যে মেনাকে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখ্‌লে, একজন সার্জেণ্ট্‌ মেনার হাত ধর্‌তে উদ্যত হয়েছে। পুণ্ডরীকের সমস্ত ভীরুতা তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হ'য়ে গেল, সে এক-লাফে রাস্তা পার হ'য়ে তার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌বার জন্য হাতের ছাতা উঁচু ক'রে সার্জেণ্ট্‌কে বল্‌লে—টেক্‌ কেয়ার, প্লিজ ডোণ্ট্‌ টাচ্‌ হার্‌।

পর মুহূর্ত্তেই সে মাথায় আঘাত পেয়ে চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাটিতে প'ড়ে গেল। যখন তার চেতনা ফিরে এল, তখন সে দেখ্‌লে একটা অচেনা জায়গায় সে শুয়ে আছে। প্রথম জ্ঞান উন্মেষের সময় সে মনে কর্‌লে সে বুঝি মেনাদের বাড়ীতে আনীত হয়েছে, এবং স্বয়ং মেনা দেবী তার সেবা-শুশ্রূষা কর্‌ছেন, যেমন ক'রে আয়েষা শুশ্রূষা করেছিলেন জগৎসিংহের। ধীরে ধীরে অধিক চেতনা লাভ ক'রে সে দেখ্‌ল সে শুয়ে আছে হাঁসপাতালে, আর তার কাছে পাহারা দাঁড়িয়ে আছে পুলিস কন্‌ষ্টেবল। প্রথমে তার মনটা হতাশ্বাসের অবসাদে একটু ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই যেই তার মনে হ'লো যে, সে তার প্রিয়তমা মেনা দেবীকে অপমানের হাত হ'তে বাঁচাবার জন্যে আহত আর বন্দী হয়েছে, তখন তার আনন্দ হ'লো, আর সে যে কোনো কিছু পারিতোষিক না পেয়ে কেবলমাত্র ত্যাগের আগ্রহেই এই দুঃখ স্বীকার কর্‌তে পেরেছে এতে তার আত্মপ্রসাদ দ্বিগুণতর হ'য়ে উঠ্‌ল। পৃথিবীর সৃষ্টিকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত কোনো বীর যোদ্ধা যুদ্ধ জয় ক'রে অথবা যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন ক'রে এমন আনন্দ পেয়েছে কি না সন্দেহ। সে প্রবল জ্বর আর মাথার বেদনা ভুলে গিয়ে আনন্দে অভিভূত হ'য়ে চোখ বুজে শুয়ে রইল। সে তো কোনো লাভের প্রত্যাশা না রেখেই নিশ্চিত বিপদকে বরণ করেছে, তবু তার

ক্ষীণ আশা হচ্ছিল যে, যদি মেনা দেবী মুক্ত থেকে থাকেন, তা হ'লে তাঁর জন্যে যে স্বেচ্ছায় আঘাত খেয়ে বন্দী হয়েছে তাকে একবার দেখ্‌তে আস্‌বেন নিশ্চয়। আর এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ তো হ'য়ে যাবেই, ঘনিষ্ঠতা হ'তেও বিলম্ব হবে না ; আর তার পরে...

পুণ্ডরীকাক্ষ আহত মস্তিষ্ক নিয়ে এর পরের আনন্দের সম্ভাবনা আর ধারণা কর্‌তে পার্‌লে না, সে যে তার ধারণাতীত সকল সময়েই।

উপন্যাসে যা সহজে ঘটে, বাস্তব জীবনে তা সব সময় ঘটে না। কোনো উপন্যাসলেখক এমন একটা দৈবঘটনার অপঘাত হেলায় হারাতে চাইত না। এমন কি, কবিসার্ব্বভৌম রবীন্দ্রনাথও মোটর-গাড়ীর দুর্ঘটনার ভিতর দিয়ে অমিত আর লাবণ্যলতার মিলন ঘটিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা তো আহত বন্দী জগৎসিংহকে শুশ্রূষা করতে এসে তার প্রেমে পড়েছিলেন। সার ওয়াল্‌টার স্কটের রচনা রেবেকাও আইভ্যান্‌হোকে এই রকমেই ভালোবেসে ফেলেছিল। আরও কত কত লেখকের বইয়ে এই রকম সস্তা কৌশল অবলম্বন করার কাহিনী আছে। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষের ভাগ্যবিধাতা তেমন গতানুগতিক লোক মোটেই নন, তার অদৃষ্টলিপিতে তিনি এই সহজ মিলনের উপায়টা একদম উপেক্ষা ক'রেই গেলেন। ভাগ্যে গিয়েছিলেন, তাই আমাদের এই কাহিনীটা আরও একটু বর্ণনা করা দর্‌কার হচ্ছে, নইলে তো আমাদের কলম—থুড়ি, কলম নয়, টাইপ-লেখা কল—থামিয়ে ফেল্‌তে হতো, আর পাঠক-পাঠিকারাও স্বচ্ছন্দে এইখানে বই বন্ধ ক'রে গল্পের শেষ ফল অনুমান ক'রে নিতে পার্‌তেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ যে আহত হয়েছে বা বন্দী হয়েছে তা সেই বিষম গোলমালের মধ্যে মেনা বা এনা কেউই জান্‌তে পারে নি। পুলিস তাদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যখন নারিকেলডাঙা পার ক'রে গ্রামের

পথে ছেড়ে দিয়ে চ'লে আসে, তখন তারা পায়ে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত শ্রান্ত হ'য়ে বাসায় ফিরে এসেছে অনেক রাত্রে। আর তার পরেও তারা কারও কাছে শুন্‌তে পায় নি যে, পুণ্ডরীক ধরা পড়েছে বা আঘাত পেয়েছে।

তারা রোজ কলেজে যায়, পুণ্ডরীককে দেখে না। ভাবে, সে বুঝি কল্‌কাতায় নেই, অথবা তার বোধ হয় কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে। মেনা তার সম্বন্ধে তত সচেতন ছিল না, তাই সে তার অনুপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এনা সেটা প্রত্যহ লক্ষ্য কর্‌ছে, কিন্তু তার দিদির গাম্ভীর্য্য হঠাৎ আরো বেড়ে উঠেছে দেখে সে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌তে কেমন ভয় আর লজ্জা বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল।

পুণ্ডরীক দশ দিন হাসপাতালে থেকে আদালতে বিচারের জন্যে এলো। সে ছাতা উঁচিয়ে পুলিসকে মার্‌তে গিয়েছিল, আর তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা আর শান্তি রক্ষার কাজে বাধা দিয়েছে প্রমাণ হ'য়ে গেল। তার সশ্রম জেল হ'লো ছমাসের। সে এতে দুঃখিত হ'লো, কি সুখী হ'লো, তা সে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, মেনার জন্যে এই যে দুঃখ স্বীকার, এ আরো গৌরবান্বিত হ'য়ে উঠ্‌ল স্বদেশের সেবার নামে দণ্ড পেয়ে। সে তো সওদাগরী আপিসে কেরানীগিরি ক'রেই নিষ্ফল বিড়ম্বিত জীবন যাপন করত. অকস্মাৎ তার প্রণয়কে উপলক্ষ্য ক'রে দেশমাতা যে তার দুঃখ বলি-রূপে গ্রহণ কর্‌লেন, তাতে তো সে ধন্য হ'য়ে গেল। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, তার এই অবস্থায় 'সুখম্ ইতি দুঃখম্ ইতি বা'?

তিনের পরিচ্ছেদ

অপর পক্ষের পরিচয়

গঙ্গানগরের জমিদারেরা বনিয়াদী বড়লোক। কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের আমিরী চা'ল বজায় রাখ্‌তে গিয়ে অনেক দিন থেকেই অনেক বেশি দেনায় জড়িয়ে পড়েছেন। তাই তিনি দেশ ছেড়ে দিয়ে এই কল্‌কাতার বাড়ীতে এসে আছেন, কিন্তু লোককে বলেন, মেয়েদের লেখা-পড়ার জন্যে বিদেশে প'ড়ে থাক্‌তে হয়েছে। এখন এই বাড়ীখানিও বন্ধক পড়েছে, এখানি এখন যায়-যায়। রাজা বাহাদুর আশৈশব যথেচ্ছ অপব্যয় ক'রে ক'রে এমন বদ্‌অভ্যাস ক'রে ফেলেছেন যে, এখন সর্ব্বস্বান্ত হ'তে ব'সেও তিনি আর হাত গুটাতে পারেন না। আয়ের চেয়ে অধিক ব্যয় কর্‌তে কর্‌তে তাঁর এমন কদভ্যাস হয়েছে যে, হাতে টাকা এলেই ব্যয় কর্‌বার জন্যে তাঁর হাত নিশপিশ কর্‌তে থাকে। তিনি সচ্চরিত্র, সংযমী। জীবনে তাঁর নৈতিক ত্রুটি কখনো কিছু হয়েছে ব'লে তাঁর শত্রুরাও তাঁকে অপবাদ দিতে পারে না। এক তামাক খাওয়া ছাড়া তিনি আর কোনো নেশাই করেন না, চাও খান কালে-ভদ্রে সখ ক'রে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলন হ'লে। ঘোড়দৌড় প্রভৃতি জুয়াখেলাতেও তাঁর আসক্তি নেই। তিনি তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন, তাই তাঁর শৈশব থেকেই তিনি প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে যা-ইচ্ছা-তাই খরচ করতে অভ্যাস ক'রে ফেলেছেন, কিন্তু সেই খরচের ঝোঁক তাঁর সৎকর্ম্মের দিকেই চিরকাল ব'লে তাঁর পিতার কাছে তিনি কখনো

বাধা পান নি। তিনি বাল্যাবস্থায় হাতে টাকা পেলেই তাঁর সহপাঠী সঙ্গী গরিব ছেলেদের অভাব মোচনের জন্য সাহায্য করতে মুক্তহস্ত ছিলেন; বেড়াতে বেরিয়ে গরিব প্রতিবেশী আর প্রজাদের কোনো অভাবের সংবাদ পেলেই তা মোচন ক'রে দেবার জন্যে চেষ্টা করতেন। এই জন্যে তিনি ছেলেবেলা থেকেই সকলের প্রিয় হয়েছিলেন, আর তাঁর মনের ঐ দুর্ব্বলতার খবর পেয়ে অনেক লোকেই তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ আদায় ক'রে নিয়েছে। তার পর, যে-অবধি তিনি নিজে জমিদারীর মালিক হয়েছেন, সে-অবধি তাঁর তিনটি প্রধান ব্যসন একেবারে নিরঙ্কুশ হ'য়ে তাঁকে অমিতব্যয়ের চরমে এনে উপস্থিত করেছে। তাঁর একটি ব্যসন হচ্ছে বই কেনা, দ্বিতীয় ব্যসন হচ্ছে যে-কোনো ফেরিওয়ালা বা ব্যবসাদার তাঁর বাড়ীতে যে-কোনো জিনিস বিক্রি করতে নিয়ে আসে তার আবশ্যক থাক বা না থাক তা অতিরিক্ত পরিমাণে কিনে ফেলা। আর তৃতীয় ব্যসন হচ্ছে নিজের অথবা দেশের হিতকর যে-কোনো অনুষ্ঠানের নাম ক'রে যে-কেউ তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তার আবশ্যকতা বা অনাবশ্যকতা বিচার না ক'রেই তাতে বেশ মোটা রকমের চাঁদা দেওয়া। সেই সাহায্যপ্রার্থী লোক বিশ্বাসযোগ্য কি না, তারও বিচার করবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না। জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ যে রাজা বাহাদুর খেতাব পেয়েছেন তারও পশ্চাতে আছে তাঁর এই অতিব্যয়িতা। তিনি গভর্মেণ্টের প্রার্থনায় বা নিজে উপযাচক হ'য়ে গভর্মেণ্টের হাতে দেশহিতকর বা সাহেব-হিতকর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু অর্থ দান ক'রে ক'রে একেবারে নিঃস্বতার চরম সীমায় উপনীত হ'য়ে ঐ খেতাব ক্রয় করেছেন। প্রকাশ্য আর গোপন দান করতে করতে তাঁর জমিদারীর আয় প্রায় সবই নিঃশেষ হ'য়ে যায়,

তার পর জমিদারীর সদর খাজনা দেবার বেলায় ঋণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এর উপর আবার আজকাল গভর্মেণ্ট্‌কে খাজনা না দেবার জন্যে কংগ্রেসের লোকেরা প্রজাদের প্ররোচনা দিচ্ছে, তার ফলে প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে। জোরজুলুম বা নালিশ করলে তারা বলে যে, তাদের টাকা নেই, দেশজোড়া অভাব আর অনটন, নিজেরা খেতে পায় না তা জমিদারকে খাজনা দেবে কোথা থেকে। অনেক ছোট জমিদারের জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে নিলাম হ'য়ে যাচ্ছে, আর বড় বড় জমিদারেরা ক্রমাগত দেনা করছে আর সম্পত্তি বন্ধক পড়ছে। গঙ্গানগরের জমিদারীও প্রায় সমস্তই বন্ধক পড়েছে। আর ধার পাওয়াও কঠিন হ'য়ে উঠেছে। জমিদারদের সাবেক চা'ল-চলন বজায় রাখতে হচ্ছে, অথচ তাদের হাতে নেই টাকা, কাজেই তাদের অবস্থা হয়েছে অধিক শোচনীয়। এখন চাকরীজীবী লোকেরা বরং আছে ভালো, তারা মাসে নির্দ্দিষ্ট মাইনে তো পায়ই আর তার উপর সকল সামগ্রী সস্তা হওয়াতে তাদের বরং সুবিধাই হয়েছে।

সুতরাং পুণ্ডরীকাক্ষ যদিও ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানী, তবু তার অবস্থা গঙ্গানগরের রাজা বাহাদুরের চেয়ে খুব খারাপ নয়। সে বৃথা ভয় পায় রাজা বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় করতে। আর গঙ্গানগরের নিঃস্ব রাজাও বৃথা অভিমানে দরিদ্র প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু তলিয়ে দেখলে এদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নেই।

গঙ্গানগরের জমিদারের ঋণের বহরের খবর গভর্মেণ্ট্‌ পেয়েছে। রেভেনিউ বোর্ড থেকে তাঁর কাছে প্রস্তাব এসেছে যে, তাঁর জমিদারী কোর্ট অফ ওয়ার্ড্‌স্‌-এর তত্ত্বাবধানে নেওয়া হবে যদি তিনি এক

বৎসরের মধ্যে তাঁর সমস্ত ঋণ শোধ ক'রে ফেল্‌বার সন্তোষজনক ব্যবস্থা না করতে পারেন।

রাজা বাহাদুর এই দুঃসংবাদ পেয়েই ছুটে গেলেন তাঁর সহপাঠী এটর্নী সত্যনিধন দের আপিসে। সেখানে গিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে বল্‌লেন—ভাই সত্য, তুমি আমাকে বাঁচাও। শেষ কালে কি এই বুড়ো বয়সে নাবালক অথবা অবীরা স্ত্রীলোকের মতন অসহায় প্রতিপন্ন হ'য়ে পরের হাত-তোলার উপর নির্ভর ক'রে থাকৃতে হবে? তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচ্‌বার একটা পরামর্শ দাও।

সত্যনিধন বোর্ডের চিঠি দেখে বল্‌লে—তুমি যে-রকম উড়নচণ্ডী, তাতে এখন থেকে সাবধান না হ'লে তোমার অদৃষ্টে এর চেয়েও ঢের দুর্গতি আর অপমান আছে। তুমি এক কাজ করো—কল্‌কাতায় তোমার আর থাকৃবার দরকার নেই। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তুমি হয় দেশে গিয়ে থাকো, নয় অন্য কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে বাস করো, যেখানে তোমায় কেউ চেনে না, আর তুমিও কাউকে চেনো না, আর কাউকে চেনা দেবেও না। তুমি শহরে থাকলে দরকার নেই তবু রাশি রাশি বাজে জিনিস কিনে টাকা ওড়াবে। এই সেদিন দুশো টাকার আতরই কিনে বসেছ! কেন, আতর মেখে চান করবে নাকি, না ফিনাইলের বদলে নর্দ্দামায় ঢাল্‌তে হবে দুর্গন্ধ নিবারণের জন্যে?

রাজা বাহাদুর লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লেন—তা কি করি বলো তো ভাই, লোকে আসে আমার কাছে তাদের জিনিস বিক্রি হবে ব'লে, কাজেই নিতে হয়। সেদিন একজন গন্ধী এলো, বললে বঢ়িয়া আতর এনেছি আপনার নাম শুনে। কাজেই কিছু নিতে হ'লো।

সত্যনিধন হেসে বল্‌লে—ঐ তোমার কিছু! মোটে দুশো

টাকার আতর! তাই তো বল্‌ছি, যে, তুমি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাকোগে, সেখানে থাকলে তোমার খরচ কম হবে, সেখানে কেন্‌বার মতন জিনিস খুব বেশি চোখে ঠেক্‌বে না, যে, যা দেখ্‌বে তাই দুচোখো কিন্‌বে। আর সেখানে চাঁদার খাতা আর ভিক্ষের ঝুলিও বেশি তোমাকে শোষণ কর্‌তে পার্‌বে না। দেশে গিয়ে থাকলে তোমার কল্‌কাতার বাড়ী রাখ্‌বার আর দর্‌কার থাক্‌বে না। এই বাড়ীখানা বিক্রি কর্‌লেও তো তোমার পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা ঋণ অনায়াসে শোধ হ'য়ে যাবে। আর ইতিমধ্যে তুমি গভর্মেণ্টকে একটা জবাব লিখে দাও এই মর্ম্মে যে, এখন থেকে খুব সাবধানে মিতব্যয়ী হ'য়ে চল্‌বে, আর এক বছরের মধ্যে কতক ঋণ শোধ ক'রে তাঁদের দেখিয়ে দেবে যে, তুমি মিতব্যয় আরম্ভ করেছ।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন,—তা ভাই, আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে এই কল্‌কাতায় প'ড়ে আছি! আমার মেয়েদের লেখাপড়া শেষ হ'লেই তাদের বিয়ে দিয়ে আমি অন্যত্র গিয়ে থাকতে পারি। মেনা তো এইবারই বি-এ এগ্‌জামিন দেবে, তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এইবারই বিয়েটা দিয়ে দিতে হবে, পাত্র তো স্থির করাই আছে, সেই কুমীরখালির জমিদার কন্দর্পভূষণ।

সত্যনিধন বল্‌লে, সেও তো তবে অনেক দিনের কথা। তবে এর মধ্যে তুমি এক কাজ করো। তোমার একজন অভিভাবকের নিতান্ত দর্‌কার হয়েছে, যে তোমাকে সাম্‌লে নিয়ে চালাতে পার্‌বে। আমার জানা একটি ছেলে আছে, খুব উচ্চ বংশের, সচ্চরিত্র, বিদ্বান, বুদ্ধিমান্। সে এখন অবস্থার ফেরে প'ড়ে একটা চাকরী খুঁজ্‌ছে। তাকে তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা ম্যানেজার ক'রে রাখো। বেশি মাইনে এখন তাকে দিতে হবে না, শ'দুই টাকা দিলেই সে এখন

রাজি হবে। এর পরে তোমার ধারধোর কতক শোধ হ'য়ে গেলে তখন না হয় তার মাইনে কিছু তুমি বাড়িয়ে দিয়ো।

রাজা বাহাদুর সত্যনিধনের প্রস্তাব শোন্‌বামাত্র তৎক্ষণাৎ তাতে সম্মত হ'লেন। তার কারণ, তিনি টাকা খরচ করবার একটা নূতন পথ পেয়ে মহা খুশী হ'য়ে উঠেছিলেন, আর বড়মানুষীর একটা অঙ্গহানি এতদিন যে তাঁর চোখে পড়েনি তার লজ্জা নিবারণের উপায় এত শীঘ্র হ'য়ে গেল, তিনি একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী রাখ্‌বেন! কিন্তু খরচ কমাবার পরামর্শ করতে এসে মাসে দুশো টাকা খরচ যে বেড়ে গেল, সেদিকে রাজা বাহাদুরের ভ্রূক্ষেপই হ'লো না।

রাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নাম ভাস্কর। তারও পশ্চাতে একটু ইতিহাস আছে, সেটাও আমাদের জেনে রাখা দর্‌কার। ভাস্কর তার পরিচয় কাউকে দেয় না। তার পরিচয় জানে সে নিজে আর তার বাবার এটর্নী সত্যনিধন। সেও এক বড় জমিদারের ছেলে। সে ইংরেজী সাহিত্যে আর সংস্কৃত সাহিত্যে যুগ্ম এম-এ পাশ করেছে, বি-এল পরীক্ষাতেও সে উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে জমিদারের ছেলে, তার কোনো চাকরী বা ওকালতী কর্‌বার দর্‌কার ছিল না। সে দেশে গিয়ে আপনার জমিদারীর মধ্যে নানা জায়গায় প্রাইমারি স্কুল আর রাত-স্কুল ক'রে চাষীদের মধ্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা কর্‌ছিল, চাষীদের কাছে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে আর ছায়াছবি দেখিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা কর্‌ছিল স্বাস্থ্যতত্ত্ব, অর্থনীতি, কৃষিতত্ত্ব, বাণিজ্য-তত্ত্ব ইত্যাদি। আর গ্রামে গ্রামে কুস্তির আখ্‌ড়া খুলে সে সকল ছেলেমেয়েকে দেহে-মনে সুগঠিত ক'রে তোলবার কাজেই নিজেকে নিয়োজিত ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু এতখানি দেশের দিকে মন দেওয়ার উপর পুলিশের আর গভর্মেণ্টের নজর লাগল। উপর থেকে

তার বাবার কাছে হুকুম এলো, ছেলেকে ঐ-সব কাজ থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে পৈতৃক প্রভাব প্রয়োগ করতে হবে। ভাস্করের নামে এই নালিশ যে, ভাস্কর অতিমাত্রায় স্বদেশভক্ত, সে গ্রামের চাষীদের স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করে, মাদক দ্রব্য কিনতে নিষেধ করে। জমিদারের ছেলের অনুরোধ তো হুকুমই, তাই ভয়ে কেউ বিলাতী জিনিস কিনতে পারে না; আর তাতে তাদের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হচ্ছে। যে যে গ্রামে আবগারী দোকান আছে সেখানকার আয় অত্যন্ত ক'মে যাচ্ছে, যারা আবগারী দোকান ইজারা নিয়েছে তাদের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে, তারা গভর্মেণ্টের কাছে নালিশ করছে। আর এই-সবের জন্যে গভমেণ্টেরও আয় কমে যাচ্ছে। এ সমস্তের মূলে ভাস্কর। এ-সব কাণ্ড তো পরোক্ষে কংগ্রেসেরই সমর্থন। গ্রামে গ্রামে কুস্তির আখড়া খুলে দেশের ছেলেমেয়েদের গুণ্ডামি আর ডাকাতি করবার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। অতএব ভাস্করকে শীঘ্র এই-সব অসঙ্গত আচরণ ত্যাগ ক'রে শিষ্ট-শান্ত হ'য়ে থাকতে হবে। অন্যথা, এর ফলভোগ করতে হবে তার পিতাকে, কারণ তিনিই জমিদার, তাঁর জমিদারীর মধ্যে বে-আইনী কোনো আয়োজনের জন্য তিনিই তো দায়ী।

গভমেণ্টের কাছ থেকে কড়া হুকুম আর ভয়ের আভাস পেয়ে, ভাস্করের পিতা অস্থির হ'য়ে গেলেন। তিনি পুত্রকে এই সমস্ত উপদ্রব ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন। ভাস্কর বললে,—আমি ধর্ম্মতঃ আর আইনমতে কোনো অন্যায় কাজ যখন করছি না, তখন আমি গভমেণ্টের চোখরাঙানি দেখেই যদি আমার কাজ বন্ধ ক'রে দি, তা হ'লে লোকে যে আমাকে কাপুরুষ ভীরু বলবে। আপনার পুত্র হ'য়ে আমি সেই কলঙ্ক কেমন ক'রে বহন করব।

ভাস্করের পিতা সেকেলে লোক, গভর্মেণ্ট আর পুলিশকে যমের পরেই ভয় করেন। কাজেই, তিনি প্রথমে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাতে কোনো ফল না হওয়াতে অনেক অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করলেন। তাতেও একগুঁয়ে ভাস্করের জেদ নরম হ'লো না। অবশেষে তিনি অবাধ্য ছেলের উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন, আর তাকে ব'লে ফেললেন যে, "আমি এমন কুলাঙ্গার পুত্রকে ত্যাগ করলাম। শেষকালে কি ছেলের জন্যে বুড়ো বয়সে আমি জেলে যাব, না, সমস্ত জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়ে পথে পথে ভিক্ষে ক'রে খাব। তোর মতন ছেলের আমি মুখ-দর্শন করতে চাই না। তুই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যা-ইচ্ছে তাই করগে যা।"

ভাস্কর পিতার তিরস্কারের প্রত্যুত্তরে একটু মৃদু হেসে সেখান থেকে চ'লে গেল। আর তার পর দিন থেকে তাকে কেউ কোথাও খুঁজে পায়নি। সে জনারণ্য কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

কলকাতায় এসেই তার ইচ্ছা হয়েছিল যে, সেও কংগ্রেসের আদিষ্ট কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেবে। সে মনে মনে হেসে এ-কথাও ভেবেছিল যে, ঐ কাজে নেমে পড়লে আর কিছু না হোক অন্ততঃ ছ-মাসের মতন খাওয়া-পরা আর থাকার দুর্ভাবনা তো মিটে যাবে। গভর্মেণ্টই পরম সমাদরে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেবে, আর রোজ নিয়মিত সময়ে ভিটামিন-ভরা পুষ্টিকর ভুসিওয়ালা ডাল আর মোটা লাল আকাঁড়া চালের ভাত আর খোসাশুদ্ধ তরকারী খেতে পাবে, দুবেলা নিয়মিত পরিশ্রম আর ব্যায়াম করতেই হবে; সঙ্গে সঙ্গে আরদালী পাহারা থাকবে, পরম সম্মানের আর নিশ্চিন্ত নিরাপদ হবে সেই জেলখানার জীবন। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভয় হ'লো, যদি পুত্রের

অপরাধের জন্য তার পিতাকে গভর্মেণ্ট কোনো প্রকারে দণ্ড দেয় বা লাঞ্ছনা করে, তা হ'লে তো যে-ভয়ে সে বাড়ী ছেড়ে চ'লে এল সেই অঘটনই ঘটানো হবে। আজকাল তো খবরের কাগজে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে যে, পুত্রের অর্থদণ্ড পিতার কাছ থেকে আদায় করার হুকুম হচ্ছে, আর পিতা পুত্রের জন্য দায়ী হ'তে অস্বীকার করলে পিতাকে জেলে যেতে হচ্ছে। ঈশপের কথামালার এক গল্পে শোনা গিয়েছিল যে, বাঘের যুক্তিতে ছেলের অপরাধ আর বাপের অপরাধ 'সে একই কথা' ব'লে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এখনও আবার সেই বাঘের যুক্তিই ব্রিটিশসিংহের অনুচরদের কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে। গরজ বড় বালাই।

এই সম্ভাবনা ভেবে সে কংগ্রেসের কাজে যোগ দেওয়া থেকে নিবৃত্ত হ'লো। কিন্তু খাওয়া-পরার জন্য তো তার একটা কিছু উপার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাই সে অনেক ভেবে-চিন্তে তাদের এটর্নী সত্যনিধনের কাছে গিয়ে একটা কাজ দেখে দেবার অনুরোধ ক'রে এসেছিল, আর সেই সঙ্গে এ অনুরোধও করেছিল যে, তার ঠিকানা যেন তিনি তার বাবাকে না জানান। সত্যনিধন ভাস্করের দুই প্রস্তাবেই সম্মত হয়েছিল, কারণ সে ভেবেছিল যে, ভাস্করের বাবা তো বুড়ো হয়েছেন, বেশিদিন তো তিনি আর বাঁচবেন না, তিনি মারা গেলেই তো ভাস্করই জমিদারীর মালিক হবে, অতএব তার অনুরোধ রক্ষা না ক'রে তাকে চটিয়ে রেখে লোকসান ছাড়া লাভ তো কিছু নেই। অতএব সে ভাস্করের বাবাকে কোনো খবরই দেয় নি, আর তার কাজের জন্য সে সুযোগ পেয়েই গঙ্গানগরের রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিশ ক'রে দিল।

ভাস্করকে দেখ্‌বামাত্রই রাজা বাহাদুর তার চেহারা আর ভব্যতা দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে তাকে নিযুক্ত ক'রে ফেল্‌লেন। সেই দিন থেকেই

ভাস্কর রাজা বাহাদুরের বাড়ীরই একাংশে বাস করে। তার আপিসও রাজা বাহাদুরের আপিসের কাছেই। বাড়ীর সদর ফটক থেকে লাল সুরকী-দেওয়া রাস্তা এসে যেখানে বাড়ীর মার্ব্বেল-পাথর-দেওয়া উঁচু সিঁড়ির গায়ে ঠেকে শেষ হয়েছে, তারই উপরে মার্ব্বেল-পাথরে ছাওয়া লম্বা চওড়া প্রকাণ্ড দর্‌দালান। সেই দর্‌দালানের একধারে একজন দ্বারবান বুকে চাপ্‌রাস আর মাথার পাগ্‌ড়ীতে তকমা এঁটে চৌগোপ্পা পাকিয়ে একটা টুলের উপর ব'সে ব'সে ঢোলে, আর মাঝে মাঝে রাজা বাহাদুরের ডাক-ঘড়ী কিড়িং ক'রে বেজে উঠ্‌লেই সে ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে চম্‌কে ওঠে, আর 'হাজির হুজুর' ব'লে তাড়াতাড়ি রাজা বাহাদুরের কাম্‌রায় গিয়ে প্রবেশ করে। সেই দর্‌দালানেরই আর-এক পাশে রাজা বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ভাস্করের আপিস-ঘর, সেই ঘরের সাম্‌নেও একজন চাপ্‌কান-পরা চাপ্‌রাসী সর্ব্বদা হাজির থাকে, তার আর ঢোল্‌বার অবসর থাকে না, সেক্রেটারী সাহেবের ডাক-ঘড়ী মুহুর্মুহু বেজে ওঠে, সেক্রেটারী ভাস্কর উদয়াস্ত পরিশ্রম করে; যেন সওদাগরী আপিসের কেরানী। ভাস্কর এক মাস কাজ ক'রেই বুঝ্‌তে পেরেছে যে, রাজা বাহাদুর নামেই তাল-পুকুর, কিন্তু তাতে ঘটী ডোবে না, তিনি রাজা বাহাদুর হ'লে কি হবে, তাঁর সম্বল এক পয়সা নেই, সব জমিদারী আর বাড়ী দেনার দায়ে বিকিয়ে যাবার পথে বসেছে। তাই সে কঠিন পরিশ্রম ক'রে রাজা বাহাদুরের সব কাগজপত্র আর দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছিল যে, কোনো রকমে কোথাও ব্যয়সঙ্কোচ করা যায় কি না। সে একদিন রাজা বাহাদুরকে বল্‌লে—আমি দেখ্‌চি আপনার অনেক অপব্যয় হয়, সেগুলো বন্ধ করতে পারলে অনেক ঋণ শোধ করবার উপায় করা যেতে পারে।

রাজা বাহাদুর ঈষৎ হেসে বল্‌লেন—কি রকম অপব্যয়, শুনি!

ভাস্কর বল্‌লে—যেমন ধরুন, আপনার বাড়ীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু চাকর-দাসী আছে, তাদের ছাড়িয়ে দিলে কিছু টাকা বাঁচ্‌তে পারে।

রাজা বাহাদুর হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন—বাবা ভাস্কর, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার আর কত বুদ্ধি হবে? এ যেন গভর্মেণ্টের আর ঢাকা-ইউনিভার্সিটির খরচ কমাবার চেষ্টা, যত সব গরীব দারোয়ান বেহারা মেথর ভিস্তির চাকরী ছাড়িয়ে খরচ কমাবার চেষ্টা! আরে তারা আর কত পায়! যারা দু-চার হাজার টাকা ক'রে মাইনে পায়, তাদের একটার মাইনে থেকে এক খাম্‌চা যদি কেটে নেওয়া যায়, তা হ'লে ঐ অতগুলো গরীব মারার আর দর্‌কার হয় না, অথচ সমুদ্র থেকে এক ঘটী জল তুলে নিলে সমুদ্রেরও বিশেষ কিছু ক্ষতিবোধ হবে ব'লে মনে হয় না। জানো, একটা মজার গল্প মনে পড়্‌ছে—চার মাতালে একটা মড়া নিয়ে চলেছিল। তারা কিছু দূর গিয়ে বল্‌লে—"ভাই, মড়াটা তো বড় ভারী লাগ্‌ছে দেখ্‌ছি, কি করা যায়?" সেই পথ দিয়ে একজন নাপিত যাচ্ছে দেখে অন্য একজন মাতাল বল্‌লে—"ওহে, ঐ নাপিতটাকে ডেকে মড়াটার গোঁপটা কামিয়ে দেও, তা হ'লে অনেকখানি ভার ক'মে যাবে।" সকলে সমস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক মৎলব ঠাওরেছিস্, ভ্যালা তোর বুদ্ধি দাদা।" অমনি নাপিত ডেকে মড়ার গোঁপটা কামিয়ে দেওয়া হ'লো। তখন তারা মড়াটাকে কাঁধে তুলে বল্‌লে—"হ্যাঃ, এবারে অনেকখানি হাল্‌কা হয়েছে! তোমাদেরও হয়েছে ঐ গোঁপ কামিয়ে মড়া হাল্‌কা করা!

এই ব'লে রাজা বাহাদুর আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। গুড়্‌গুড়ির নলে মুখ দিয়ে দুবার টান লাগিয়ে তিনি আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—আর দেখ বাবা, ওরা সব আমার আশ্রয়ে এসে আছে,

তাদের আমি কি ত্যাগ করতে পারি? আমি জানি যে আমার বাড়ীতে এত চাকর-বাকরের দরকার নেই, তবু কি জানো, ওরা এসে যখন বলে যে, হুজুর, আপনি আমার পরবস্তি করুন, তখন ওদের তো না রেখে পারি না।

ভাস্কর হেসে বললে—পৃথিবীতে তো লোক অসংখ্য, তারা যে-কেউ এসে আপনার বাড়ীতে থাকতে চাইবে আর আপনি তাকে আশ্রয় দেবেন এও কি কখনো সম্ভব? বাড়ীতে আপনার তত স্থান কই, আর একজন মানুষ যত বড়ই হোক না কেন, এত ভার বহন করতে পারবে কেন, কোথাও তো থামতে হবে, কোথাও তো দাঁড়ি টেনে বলতে হবে যে 'আর না'?

রাজা বাহাদুর আবার হেসে উঠলেন আর বললেন—তা হ'তে পারে বাবা, কিন্তু সে-কাজ আমার দ্বারা হবে না। আমি কাউকে কখনো প্রত্যাখ্যান করি নি, আর এখনও করতে পারব না।

ভাস্কর উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললে—আপনাকে কিছু করতে হবে না, কেবল আপনি আমাকে হুকুম দিন্, আমি আপনাকে না জানিয়ে যত-দূর পারি তা করব।

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলেন—না না বাবা, ও-সব তুমি কিছু কোরো না। আমি যদি কোনো চাকরকে ডাক দিয়ে শুনি যে সে নেই, তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা হ'লে আমার আর আপশোসের অন্ত থাকবে না। না না বাবা, যা আছে তা রেখে যদি তুমি কিছু উপায় করতে পারো তো দেখো।

ভাস্করকে বিমনা হ'য়ে নিরস্ত হ'তে হ'লো। কিন্তু সে মনে মনে সেই দিন থেকে সঙ্কল্প করলে যে, সে নিজে দুশো টাকা ক'রে মাইনে নেবে না, সে তো রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে খেতে আর থাকতে

পায়, কেবল তার কাপড়চোপড়ের জন্য সে যদি মাসে পঞ্চাশ টাকা ক'রে নেয়, তা হ'লেই তো যথেষ্ট হবে।

সেই দিন থেকে ভাস্কর নিজের চাপ্‌রাসীকে হুকুম দিয়ে দিলে যে, কোনো লোক আগে তার সঙ্গে দেখা না ক'রে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতে পারবে না। ভিক্ষুক প্রার্থী বিক্রেতা চাকরীর উমেদার যে আসুক, তাকে আগে ভাস্করের সঙ্গে দেখা করতে হবে, তার পর সে যদি আবশ্যক মনে করে তবে কাউকে রাজা বাহাদুর পর্যন্ত যেতে পথ ছেড়ে দেবে, নতুবা সে-ই বিদায় ক'রে দেবে।

ভাস্করও ধনীর পুত্র, বনিয়াদী ঘরের ছেলে। তারও মন উদার, দয়াপ্রবণ। প্রার্থী কেউ এলে তারও ইচ্ছা হয় তার অভাব মোচন করবার মতন সাহায্য করতে. কিন্তু সে নিজেকে কঠোর ও সংযত ক'রে রাখতে চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। আর রাজা বাহাদুরের বদান্য-দাতা ব'লে যে খ্যাতি আছে তাও যাতে একেবারে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে না যায় তার জন্য সে প্রার্থীমাত্রকেই দেয় কিঞ্চিৎ করে না বঞ্চিত। নূতন চাকর বাহাল করা সে বন্ধ ক'রে দিয়েছে একদম, কোনো চাকর ছুটি নিয়ে বাড়ী যেতে চাইলে তাকে তৎক্ষণেই ছুটি দেওয়া হচ্ছে, আর অন্য চাকরদের ব'লে দিচ্ছে যে, ঐ চাকরের কাজ যারা আছে তাদেরই করতে হবে, অন্য নূতন চাকর বাহাল করা হবে না। কোনো ফেরিওয়ালা এলে ভাস্কর তাকে বারান্দা থেকেই বিদায় ক'রে দেয়, বলে যে দরকার নেই, দরকার হ'লে খবর দেওয়া হবে।

এই-সব কারণে বাড়ীর ও বাহিরের সকল লোকে ভাস্করের 'পর বিরক্ত হ'য়ে উঠল; তারা বলাবলি করে যে কোথা থেকে এক কঞ্জুস কৃপণ লোককে রাজা বাহাদুর এনে ঢুকিয়েছেন, এ তো রাজবাড়ীকে

মুদিখানা বানিয়ে ছেড়ে দিলে, কেবল চারিদিকে ওজন আর হিসাব! স্বয়ং রাজা বাহাদুর ভাস্করের উপর বিরক্ত বা প্রসন্ন হবেন তা স্থির ক'রে উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। যখন দিনের পর দিন চ'লে যায়, আর একজনও প্রার্থী তাঁর কাছে আসে না, তখন তাঁর মন অস্থির হ'য়ে ওঠে, কাজ না ক'রে তো তিনি থাক্‌তে পারেন না, আর এতদিন তাঁর কাজ ছিল, হয় জিনিস কেনা, নয় তো দান করা; এখন তার একটাও না থাকাতে তিনি একদম বেকার হ'য়ে পড়েছিলেন। অথচ ভাস্করের স্বভাব এমন মিষ্ট যে, তিনি তার উপর বিরক্ত হ'তেও পার্‌ছেন না, আর তার উদ্দেশ্য বিবেচনা ক'রেও তিনি অপ্রসন্ন হ'তে পার্‌ছেন না। কিন্তু তিনি চিরদিনের অভ্যাস থেকে হঠাৎ বঞ্চিত হ'য়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলেন। এখন তিনি আপনার আপিস-ঘরে নিষ্কর্ম্মা ব'সে থেকে কেবল উস্‌খুস্ করেন, আর কান পেতে থাকেন যে, কে এল ভাস্করের ঘরে, আর কা'কে ভাস্কর ভাগিয়ে দিচ্ছে। ভাস্করের ঘরে কেউ আটক পড়েছে সাড়া পেলেই রাজা বাহাদুর কোনো কোনো দিন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেন, আর প্রত্যাখ্যাত প্রার্থীকে গ্রেপ্তার ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন এবং তার প্রার্থনা শুনে ভাস্করকে আদেশ করেন তার প্রার্থনা পূরণ কর্‌তে। তখন অগত্যা ভাস্করকে প্রভুর আদেশ পালন কর্‌তে হয়, কিন্তু তার মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। আর ভাস্করকে গম্ভীর হ'তে দেখেই রাজা বাহাদুর সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়েন, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, না, আর কখনো ভাস্করের অমতে কিছু ক'রে তার মনে কষ্ট দেবো না, সে বড় ভাল ছেলে, যা কর্‌ছে তা তো আমারই ভালোর জন্যে কর্‌ছে। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা তিনি অধিক দিন রক্ষা কর্‌তে পারেন না, তাঁর অভ্যাস অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

একদিন রাজা বাহাদুর টের পেলেন যে, একজন লোককে ভাস্কর ভাগিয়ে দিলে। তাঁর প্রথমে ইচ্ছা হ'লো যে তিনি তখনই বেরিয়ে গিয়ে সেই লোকটিকে ডেকে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাতে ভাস্করকে খাটো আর অসন্তুষ্ট করা হবে এই ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে রইলেন। যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই প্রার্থী বিদায় হ'য়ে চ'লে গেছে, তখন তিনি ম্লানমুখে ভাস্করের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে ঘরে আসতে দেখেই ভাস্কর সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল, আর বুঝতে পারলে যে, কেন তিনি এসেছেন। সেইজন্য সে হাসিমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা বা তিরস্কার শোনবার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

রাজা বাহাদুর ম্লান হেসে বললেন—দেখ বাবা ভাস্কর, যে লোককে নেহাত রাক্ষস ব'লে মনে না হবে, এমন দু-একটা নিরীহ গোছের লোককে আমার কাছে ছেড়ে দিও, আমি যে কাজ বিনা হাঁপিয়ে উঠলাম, বাবা!

ভাস্কর রাজা বাহাদুরের কাতর প্রার্থনা শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হ'লো, সে গম্ভীর হ'য়ে বললে—যে আজ্ঞে।

কিন্তু ভাস্করকে গম্ভীর হ'তে দেখেই রাজা বাহাদুর ভয় পেয়ে ভড়কে গেলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বললেন— না না বাবা, তুমি যদি বিরক্ত হও, তবে ওতে আর আমার কাজ নেই, তুমি যা ভালো বোঝো ক'রো।

রাজা বাহাদুরের এই কথায় ভাস্কর আরও ব্যথিত হ'য়ে কোমল স্বরে বললে—সে কি কথা রাজা বাহাদুর, আমি আপনার চাকর, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন তা তো আমি পালন করতে বাধ্য, আমার আবার সন্তোষ অসন্তোষ কি?

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেন—না না বাবা, তুমি আমার চাকর নও, তুমি আমার ছেলে। তোমার যা ভালো মনে হয় তুমি তাই ক'রো, আমি যদি কখনো কিছু বলি, তা শুনো না, আর তাতে কিছু মনেও ক'রো না।

রাজা বাহাদুর অপরাধীর মতন সেখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন —এমন সময় একজন কাপড়ওয়ালা আর একজন জহুরী এসে উপস্থিত হ'লো। রাজা বাহাদুর তাদের দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন, আর ভয়চকিত দৃষ্টিতে পিছন ফিরে একবার ভাস্করের মুখের দিকে তাকালেন।

ভাস্কর রাজা বাহাদুরকে আগিয়ে দিতে তাঁর পিছনে পিছনে দালানে এসেছিল; সে রাজা বাহাদুরের মুখ-ভাব দেখে একটু হেসে সেখান থেকে নিজের ঘরে চ'লে গেল। রাজা বাহাদুর ভাস্করের হাসি দেখে আর তাকে চ'লে যেতে দেখে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্লেন। তিনি বিক্রেতাদের নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে দুই মেয়ের জন্য দু-ডজন শাড়ী আর কতকগুলো জড়োয়া গহনা কিনে ফেল্লেন। কিন্তু এখন সমস্ত খরচের টাকা থাকে ভাস্করের কাছে, রাজা বাহাদুর অনেক ইতস্ততঃ ক'রে তাদের হাতে একটা চির্‌কুট লিখে দিলেন যে, তারা যা পাবে তা যেন তাঁর ম্যানেজারের কাছ থেকে তারা নিয়ে যায়।

তারা ভাস্করের কাছে এলো। ভাস্কর ব্যাপার দেখে তো অবাক্, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তিন হাজার টাকার কাছাকাছি অপব্যয়! ভাস্কর বিক্রেতাদের বল্লে—আমি জিনিসগুলি যাচাই ক'রে পরশু আপনাদের টাকা দিয়ে আস্‌ব, আপনারা আপনাদের দোকানের ঠিকানা রেখে যান।

এই ব্যাপারীরা এর আগেও অনেক বার রাজা বাহাদুরকে ঠকিয়ে জিনিস বেচে গেছে, কখনো যাচাইয়ের কথা ওঠে নি; আজ এই

অপ্রত্যাশিত কথায় তারা তো অবাক্. তাদের মুখ শুকিয়ে গেল, কারণ বাজারে যার দাম দশ টাকা তার দাম এরা পঞ্চাশ টাকা নিয়ে এসেছে। তথাপি তারা মুখে বল্‌লে "যে আজ্ঞে।"

তারা চ'লে গেলে ভাস্কর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'লো। সে অল্পক্ষণ চিন্তা ক'রে ঘর থেকে বেরুল এবং বেড়াতে বেড়াতে ফটকের কাছে গেল। তাকে দেখেই ফটকের পাহারাওয়ালা সান্ত্রী সন্ত্রস্ত ভাবে সটান খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর বাঁ-কাঁধে বন্দুক রেখে সৈনিকের কায়দায় ভাস্করকে অভিবাদন কর্‌লে।

ভাস্কর ফটকের পাহারাওয়ালা সান্ত্রীদের এই হুকুম দিলে যে, কোনো লোককে যেন তারা তার হুকুম ছাড়া বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেয়।

তার পর সে অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে বাগানের মধ্যে পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌ল। রাজা বাহাদুরের অবস্থা দিন দিন যে-রকম নিঃস্ব হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাতে এঁর সমস্ত জমিদারী একদিন বিকিয়ে যাবে, আর এঁকে মেয়েদের নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে, এই দুশ্চিন্তা ভাস্করকে বিমনা গম্ভীর ক'রে রাখে। সে একেই স্বভাবতঃ গম্ভীরপ্রকৃতির যুবা, তাতে আবার দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা স্মরণ ক'রে সে কাতর, দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে সে যে কিছুই সাহায্য কর্‌তে পার্‌ছে না, তার জন্য তার মন নিরন্তর পীড়া ও গ্লানি অনুভব করতে থাকে, আর এর উপরে সে তার পিতাকে ও স্বগ্রামকে যে ত্যাগ ক'রে চ'লে এসেছে তার বিচ্ছেদ-বেদনাও তাকে সর্ব্বদা উন্মনা ক'রে রাখে। ভাস্করের প্রথম ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে রাজা বাহাদুরের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও চ'লে যাবে, কেন আর সে এখানে থেকে তাঁর অধিক ব্যয়ের কারণ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবতে লাগ্‌ল আমি চ'লে গেলে এই অসহায়

লোকটিকে দেখ্‌বার তো কোনো লোক থাক্‌বে না। আর আমি যখন অল্প বেতন নিয়েই থাকব স্থির করেছি, তখন আমি চ'লে গেলে তাঁর ক্ষতি বই কোনো লাভ হবে না। তা ছাড়া রাজা বাহাদুর তো আমাকে তাঁর ভৃত্যের ভাবে দেখেন না, যেন আমি তাঁর কোনো আত্মীয়, এই ভাবেই তিনি আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন, আমি চ'লে গেলে তিনি হয়তো মনে কষ্ট পাবেন।

বাস্তবিক রাজা বাহাদুর ভাস্করকে নিজের পুত্রের মতনই ভালোবাসেন আর তার গুণ আর গাম্ভীর্য্যের জন্য তাকে সম্মানও করেন। তার বিদ্যা বুদ্ধি ও সচ্চরিত্রতার পরিচয় তিনি যত পাচ্ছিলেন ততই তিনি তাকে ভালবেসে আদর-যত্ন করছিলেন। মাঝে মাঝে এ-কথাও তাঁর মনে উদয় হ'তো যে, এই রকম একটি সৎ অথচ উচ্চ ধনী বংশের ছেলে পেলে তার সঙ্গে এনার বিবাহ দেওয়া যেতে পারত। ভাস্কর উচ্চ-বংশ-সম্ভূত, একথা তিনি সত্যনিধন এটর্নীর কাছে শুনেছেন। কিন্তু সে তো গরীব, তার সঙ্গে তো আর রাজা বাহাদুরের কন্যার বিবাহ হ'তে পারে না। যদিও তাঁর কন্যারা তাঁর বিষয়-সম্পত্তি পাবে, তারাই তাঁর উত্তরাধিকারিণী, তবু বনিয়াদী ঘরানা না হ'লে তো আর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুরের মতন জমিদারের কন্যার বিবাহ হ'তেই পারে না। আরও তা ছাড়াও ভাস্কর যে কি রকম উচ্চ-বংশীয়, তার তো সে কোনো পরিচয়ই দেয় না, পরিচয় সে দিতেই চায় না, তার বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে কেবল একটু মৃদু হাসে, কোনো কথা বলে না। এমন অবস্থায় অজ্ঞাত-কুলশীল লোকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ কেমন ক'রে দেওয়া যেতে পারে? কিন্তু ভাস্করকে রাজা বাহাদুরের এমন ভালো লেগেছিল আর দিন দিন তার প্রতি এমন মমতা বেড়ে চলেছিল যে, তিনি প্রায়ই তার সঙ্গে এনার বিবাহের

কথা চিন্তা করেন, আবার তখনই তা অসম্ভব মনে ক'রে মন থেকে সে-চিন্তা ঝেড়ে ফেল্‌তে চেষ্টা করেন। রাজা বাহাদুর যতই এই চিন্তা মন থেকে দূর করবার চেষ্টা করছিলেন, ততই সেই চিন্তাই তাঁকে যেন বেশি ক'রে জড়িয়ে ধ'রে পেয়ে বস্‌ছিল।

ভাস্কর যুবা, সুপুরুষ। স্ত্রীলোক স্বামীতে যে-সকল গুণ পেতে চায়, তা তার মধ্যে পূরা মাত্রায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু সে বড় সাবধানী, স্বল্পভাষী, কখনো বিনা প্রয়োজনে সে মেনা বা এনার সম্মুখীন হয় না, বাক্যালাপ তো কখনোই করে না। এক বাড়ীতে থেকেও তার এই সাবধানতা রাজা বাহাদুর আর মেনা ও এনা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা মনে মনে এর জন্য ভাস্করকে খুবই প্রশংসা করেন। কিন্তু রাজা বাহাদুর মধ্যে মধ্যে মৌখিক অনুযোগ ক'রে ভাস্করকে বল্‌তেন—"তুমি তো বাবা আমার ছেলের মতন, তুমি আমার বাড়ীতে এত সঙ্কুচিত হ'য়ে পরের মতন থাকো কেন? এমন আড়ষ্ট হ'য়ে কি একসঙ্গে থাকা চলে? মেনা আর এনা তো তোমার ছোট বোনের মতন, আর তারা তো লেখাপড়া শিখছে, তাদের তো আমি কুণো পর্দ্দানশীন ক'রে রাখিনি, তুমি তাদের সঙ্গে অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা বল্‌বে।" এই অনুমতি দানের উত্তরে ভাস্কর কেবল একটু হাসে, সে কোনো দিনও এই অনুমতির অধিকারে মেনা আর এনার সঙ্গে বাক্যালাপে অগ্রসর হ'য়ে যায় নি। সে বাড়ীর দুজন যুবতী সুন্দরীর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য কোনো দিনই আগ্রহ প্রকাশ করেনি, অথচ তার ব্যবহারে সে এমন সহজ যে, তাকে একটুও নেকা বা মুখচোরা ব'লে মনে হয় না, বরং তাকে বেশ সপ্রতিভ ব'লেই মনে হয়। ভাস্করের এই আত্মসংযম মেনা আর এনার মনে বিস্ময় আর বিদ্রোহ দুই-ই জাগিয়ে রেখেছিল; তারা স্পষ্ট স্বীকার না

কর্‌লেও তাদের সুপ্তচৈতন্যের মধ্যে এই ভাবটি লুক্কায়িত হ'য়ে ছিল যে, তারা যুবতী সুন্দরী ধনীকন্যা এবং সভ্যা-ভব্যা বিদুষী হ'য়েও এই একটি যুবককে প্রলুব্ধ কর্‌তে পারেনি, এর কাছে তাদের আকর্ষণী শক্তিকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে এবং এই পরাজয়ের লজ্জা তাদের মনে বিদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। তারা এইজন্য মনে মনে ভেবে স্থির ক'রে রেখেছে যে, সে যদি আমাদের উপেক্ষা কর্‌তে পারে তবে আমরা কি তাকে অবহেলা কর্‌তে পারি না? ইস্! ভারি তো! এত দেমাক কিসের? এই ভাব মনে সদাই জাগ্রত থাকে ব'লে তারা কোনোদিন ভাস্করকে যেন লক্ষ্যই করে না, একজন লক্ষ্যযোগ্য লোক যে তাদের বাড়ীতে বাস করে, এ যেন তারা জানেই না, এ-সম্বন্ধে কোনো খবরই যেন তারা রাখে না। কিন্তু তারা ভাস্কর সম্বন্ধে উদাসীন ও অমনোযোগী হ'য়ে থাক্‌বার যতই ভাণ কর্‌ছিল, ভাস্কর সম্বন্ধে তাদের মন তত সুচেতন হ'য়ে উঠ্‌ছিল। দুই পক্ষই যখন এই রকম আপনাতে আপনি গুটিয়ে আর আপনার চারিদিকে একটা কৃত্রিম অগ্রাহ্যের বর্ম্ম টাঙিয়ে পরস্পর থেকে পৃথক্ আর দূরে থাক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল, তখন দুই পক্ষের মনের মধ্যেই অপর পক্ষের সঙ্গে পরিচয় করবার আগ্রহ বেড়েই চলেছিল। কিন্তু কোনো পক্ষই হার মেনে এতদিন পর্য্যন্ত নিজের ব্যবহারের ব্যত্যয় করেনি।

আজ ভাস্কর বাগানে বেড়াতে বেড়াতে দেখ্‌লে, বাগানের অন্য ধারে একটি মর্ম্মর-বেদিকায় মেনা একাকিনী ব'সে কি একখানা বই বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পড়্‌ছে। তাকে দেখেই ভাস্কর তার চিরদিনের অভ্যাসমতো সেখান থেকে স'রে চ'লে এলো, এবং সে যেমন চিন্তান্বিত হ'য়ে ছিল তেমনিভাবে চিন্তা করতে কর্‌তে বাগানের অপর প্রান্তে চ'লে গেল। ভাস্কর চ'লে যায় দেখে মেনা একবার মুখ

তুলে তার পিছন-ফেরা মূর্ত্তিটি দেখে নিলে, এবং পরক্ষণেই তার চোখ বইয়ের পাতার উপর নেমে এলো, একটু জোরে একটা নিঃশ্বাস বুঝি-বা পড়্‌ল।

একটু পরেই একজন চাকর এসে মেনাকে বল্‌লে—বড় দিদিমণি, ম্যানেজার-বাবু আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌তে চান।

মেনা ভৃত্যের কথা শুনে চম্‌কে উঠ্‌ল, তার মুখ অকস্মাৎ একটু লাল হ'য়ে উঠ্‌ল. সে যেন ভৃত্যের কথাটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌লে না, ভৃত্যের সংবাদ যেন তার কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হ'লো। সে আপনার শ্রবণশক্তিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে না পেরে পুনরায় স্পষ্ট ক'রে শোন্‌বার জন্যে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কে দেখা করতে চান?

ভৃত্য স্পষ্ট ক'রে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবু।

তবু মেনার কথাটা বোধগম্য হ'লো না। সে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ম্যানেজার-বাবু. কোন্ ম্যানেজার-বাবু?

ভৃত্য বল্‌লে—সেক্রেটারী বাবু, ভাস্কর বাবু।

মেনার আর কোনো সন্দেহ রইল না। কিন্তু বিস্ময়ে লজ্জায় আর একটা অস্বীকৃত আনন্দে তার মন অভিভূত হ'য়ে পড়্‌বার উপক্রম হ'লো। এই বাড়ীর সর্ব্বত্র ভাস্করের অবাধগতি। সে ইচ্ছা কর্‌লেই কাউকে কিছু না ব'লেই তার কাছে বাগানে আস্‌তে পার্‌ত, এতে কেউ কিছু আশ্চর্য্যও হ'তো না। তবু যে কেন ভাস্কর তার কাছে চাকর দিয়ে অনুমতি চেয়ে পাঠিয়েছে, তা নির্ণয় কর্‌তে না পেরে মেনা একটু উন্মনা হ'য়ে পড়্‌ল। এত কাল অপেক্ষা ক'রে থাকার পর আজ যদি বা তার মেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ও আবশ্যক বোধ হয়েছে. তবে আবার মেনার দর্শনের আদেশ প্রার্থনা ক'রে পাঠানো হয়েছে কেন? এও কি তার অতি-সাবধান সচ্চরিত্রতার ঢং? তবে

আবার দর্শনের আদেশ প্রার্থনাই বা কেন? মেনা বিস্ময় আর কৌতূহলে উন্মনা হ'য়ে ভাস্করের সাক্ষাৎকারের কারণ নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করতে করতে ভৃত্যকে বললে—আচ্ছা, এইখানে তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

ভাস্কর যদি অতি-সাবধান হ'য়ে চাকর দিয়ে এত্তেলা ক'রে লোক জানিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তবে সেই-বা কেন তার সঙ্গে কোথাও একান্তে গোপনে দেখা করবে, চাকরটা তাকে ডেকে নিয়ে আসুক, আর সকলে জানুক যে, তাদের যে দেখা-সাক্ষাৎ, তার মধ্যে নিছক কাজের ব্যাপার ছাড়া রস-কষ কিছু নেই।

ভাস্কর এসে মেনাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলে, তাতে তার মুখের গাম্ভীর্য্য একটুও হ্রাস হ'লো না। সে মেনার কাছে এসে ধীর স্বরে বললে—আমি আপনার পিতার সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলতে চাই। আপনার কি এখন পাচ-সাত মিনিট সময় হবে?

মেনাও গম্ভীরভাবে প্রতিনমস্কার ক'রে বললে—বলুন, এখন আমার কোনো কাজ নেই।

ভাস্কর বললে—রাজা বাহাদুর অনেক টাকা ঋণ করেছেন, তা আপনি জানেন বোধ হয়?

মেনার মুখ এতক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে থাকলেও সেই গাম্ভীর্য্যের অন্তরাল থেকে ছদ্ম ও গোপন আনন্দের একটি আভা তার মুখের উপর লাবণ্য বিস্তার ক'রে রেখেছিল। এখন পিতার ঋণের কথা শুনে সেই গাম্ভীর্য্য গভীর হ'য়ে তার মুখ মলিন হ'য়ে উঠল। সে মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ, শুনেছিলাম কিছু ঋণ হয়েছে।

ভাস্কর বললে—বড় অল্প কিছু নয়। প্রায় তিন লক্ষ টাকা হবে। সমস্ত সম্পত্তি আর এই বাড়ী পর্য্যন্ত বন্ধক পড়েছে। এত ঋণ হয়েছে

যে, এবারকার গভর্মেণ্ট রেভিনিউ হয় তো চর গোবিন্দপুর তালুকটা বিক্রী ক'রে তবে দিতে হবে, হাতে জমা টাকা মোটেই নেই, বন্ধক রেখে আরও ঋণ করবার মতন কোনো সম্পত্তিই আর বাকী নেই।

মেনার সুন্দর গোলাপী রঙের মুখখানি একেবারে পাংশুবর্ণ হ'য়ে গেল, সে শুষ্ক ও মলিন মুখে বল্‌লে—তা আমাকে কি করতে হবে ?

ভাস্কর বল্‌লে—আমাকে আপনার একটু সাহায্য করতে হবে। রাজা বাহাদুরের যে ঋণ তা তাঁর অতিরিক্ত দান আর অনাবশ্যক ব্যয়ের জন্য হয়েছে। আমি চেষ্টা করছি যাতে অতিদান কিছু কমাতে পারি আর অনাবশ্যক জিনিস কেনা যদি কিছু বন্ধ করতে পারি। কিন্তু আমার পাহারা এড়িয়েও মাঝে মাঝে অনেক ফেরিওয়ালা বা ব্যবসাদার এসে রাজা বাহাদুরের কাছে উপস্থিত হয় আর তাঁর কাছে দ্বিগুণ চতুর্গুণ দামে যত সব অনাবশ্যক জিনিস গছিয়ে দিয়ে যায়। এই আজই তিনি আপনাদের জন্যে দু-ডজন শাড়ী আর অনেক জড়োয়া গহনা কিনে ফেলেছেন। তাতে প্রায় তিন হাজার টাকার বিল হয়েছে। এখন এত টাকা খরচ করা তাঁর মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাঁকে নিষেধ করলে তিনি ক্ষুণ্ণ হন। তাই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। তিনি আপনাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত যে-সব জিনিস কিন্‌বেন, তা তাঁকে না জানিয়ে যদি চুপিচুপি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন তবে আমি সেগুলি ফেরত দিয়ে কিছু ব্যয়সংক্ষেপ করতে পারি। এতে রাজা বাহাদুরের ব্যয় করার ব্যসনও পরিতৃপ্ত হবে, অথচ তাতে তাঁর ক্ষতিও হবে না। আর আপনাদের যখন যা আবশ্যক হবে, তা যদি আপনারা রাজা বাহাদুরকে না ব'লে অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আদেশ ক'রে পাঠান, তা হ'লে আমি অনেক সস্তায় সেই সব জিনিস আপনাদের আনিয়ে দিতে পারি। অনেক দোকানদার তাদের জিনিস

নিয়ে রাজা বাহাদুরকে দেখাতে আসে, আর কেউ এলেই হ'লো, আবশ্যক না থাক্‌লেও তিনি সেই সব জিনিস অনেক কিনে ফেলেন, আর বাজারের চেয়ে বেশি দাম দিয়েই কেনেন। তাঁকে এ-সম্বন্ধে কিছু বল্‌লে তিনি বলেন—আহা, ওরা তো আমার নাম শুনেই আমার কাছে এসেছে, আমি না নিলে যে ওদের কাছে আমার নাম খারাপ হ'য়ে যাবে। তিনি যত প্রশ্রয় দেন দোকানদারেরা তাঁকে তত পেয়ে বসে; আর, এক দোকানদারের কাছে শুনে শতেক দোকানদার তাঁকে ঠকাতে ছুটে এসে জোটে।

মেনা গম্ভীর হ'য়ে ভাস্করের কথা শুন্‌লে। ভাস্কর যে এত কথা ব'লে গেল, তার মধ্যে একটুও সঙ্কোচ নেই, অথচ সংযমের অভাব নেই। মেনা মনে মনে এই কথা চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে ধীর স্বরে বল্‌লে—আমরা তো এত খবর জান্‌তাম না। আপনি আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছেন। আজ থেকে আমরা খুব সাবধান হ'য়ে চল্‌ব।

মেনার কথা সমাপ্ত হ'তেই ভাস্কর আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা কর্‌লে না, সে মেনাকে নমস্কার ক'রেই পশ্চাৎ ফিরে প্রস্থান কর্‌তে লাগ্‌ল।

মেনা সেইখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভাস্করের চ'লে যাওয়ার পথের উপর দৃষ্টি ফেলে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এই লোকটি এমন অসম্ভব রকম গম্ভীর কেন? এত কাল পরে আজ সে আমার সঙ্গে প্রথম কথা বল্‌তে নিজে যেচে এল, কিন্তু জগতে কেবল কি কাজের কথাই আছে, আর কোনো কথা কি বল্‌বার নেই। আমরা যেন তার বাক্যালাপেরও যোগ্য নই। তিনি আমাদের বাড়ীতে মিতব্যয় কর্‌তে এসেছেন, তাই কি তাঁর কথাতেও এত মিতব্যয়, সব-তাতেই তাঁর কৃপণতা! আজ এই জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ষণ-ক্ষান্ত অপরাহ্ন, তার চারিদিকে যুঁই বেল

গন্ধরাজের গন্ধ তাকে এসে বেষ্টন ক'রে ধরেছে, সূর্য্যমুখী-ফুল তার সোনার পাপ্‌ড়ি ছড়িয়ে বাগান আলো ক'রে রয়েছে। এর মধ্যে কেবল কাজের কথা ছাড়া আরও অন্য রকম কথা হ'তে পার্‌ত। এই কথা মনে হ'তেই মেনা তার পিতার অপব্যয় আর ঋণের কথা মনে এনে এই চিন্তা চাপা দিয়ে ফেল্‌লে এবং ভাস্করের দিক থেকে ভাবনাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলে।

মেনা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে তার পিতার ঋণ আর ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা চিন্তা কর্‌ছে, এমন সময় কোথা থেকে এনা ছিট্‌কে ছুটে এসে তার দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লে—দিদি, দিদি, ভাস্কর-বাবুর সঙ্গে তোমার কি কথা হ'লো তা আমাকে বল্‌তে হবে, ভাই। ভাস্কর-বাবু তোমাকে কি বল্‌তে এসেছিল।

মেনা তার চিন্তা ভুলে গিয়ে ঈষৎ হেসে এনার গাল টিপে দিয়ে বল্‌লে—ভাস্কর-বাবু আমাকে বল্‌তে এসেছিলেন যে তিনি এনার কালো এনাক্ষির চোখা কটাক্ষবাণ খেয়ে জখম হ'য়ে পড়েছেন; তিনি তার করুণা প্রার্থনা কর্‌তে এসেছিলেন।

এনা হেসে দিদির গায়ের উপর একেবারে গড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লে—ও! বুঝেছি ভাস্কর-বাবু কি বল্‌তে এসেছিলেন! কিন্তু দিদি, তুমি এমন বেনামী কার্‌বার কবে থেকে আরম্ভ কর্‌লে। কার কাছে তোমার প্রাণের ঋণ জমা হ'য়ে উঠ্‌ল—যার জন্যে তোমাকে বেনামী ক'রে সম্পত্তি গোপন কর্‌তে হচ্ছে? তা হ'লে আমাদের সেই ক্যাবলা বাবুটির দশায় কি হবে?

ঋণের কথা তুল্‌তেই স্বভাবগম্ভীরা মেনা আর বোনের সঙ্গে রঙ্গ কর্‌তে পার্‌ল না, সে পিতার ঋণের কথা মনে ক'রে আবার গম্ভীর হ'য়ে গেল।

মেনার মুখের হাসি অকস্মাৎ মিলিয়ে যেতে দেখে আর তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে এনা আবার ঠাট্টা ক'রে তাকে বল্‌লে—তা ভয় নেই দিদি, আমি কাউকে ব'লে দেবো না যে, তুমি বেনামী কারবার আরম্ভ করেছ। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার নাম ক'রে ভাস্কর-বাবুর সঙ্গে প্রেম করতে পারো।

এবারও মেনা হাসতে পারলে না, সে গম্ভীরভাবে এনার মুখের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এনাকে বল্‌লে—এনা ভাই, বাবার অনেক ঋণ হ'য়ে পড়েছে, তাঁর সমস্ত জমিদারী, আর এমন কি এই বাড়ীটা পর্য্যন্ত বন্ধক তো পড়েছেই, এখন চর গোবিন্দপুর পরগনাটা বিক্রি হ'য়ে যেতে বসেছে। এই দুঃসংবাদ দিতেই ভাস্কর-বাবু আমার কাছে এসেছিলেন। ভাই, বাবার মন রাজা, পৃথিবীর মতন দরাজ, তাই তাঁর কাছে যে যে-কিছু প্রার্থনা নিয়ে আসে, তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না, তা হোক না সে ভিক্ষাপ্রার্থী অথবা জিনিস বিক্রির ফেরিওয়ালা। এই আজই নাকি বাবা আমাদের জন্যে দু-ডজন শাড়ী আর অনেক জড়োয়া গহনা কিনে ফেলেছেন, কিন্তু কোথা থেকে যে তার দাম দেওয়া হবে, তার কোনো স্থিরতা নেই।

যার মুখে অফুরন্ত হাসি আর চোখে অজস্র খুশী, যার প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে চঞ্চলতা, আর প্রতি বাক্যে রসিকতা, সেই এনাও দিদির মুখে এই ভয়ের কথা শুনে আর ভয়ের ভাব দেখে গম্ভীর হ'য়ে গেল, তার দিদির মুখের বিষাদের ছায়া তার মনের আর মুখের উপর গিয়ে পড়ল। সে তার দিদিকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে ভয়ার্ত্ত স্বরে বল্‌লে—তা হ'লে কি হবে দিদি ?

মেনা বোনের ভয় দেখে তাকে প্রফুল্ল করবার জন্যে জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে ভরসা-ভরা স্বরে বল্‌লে—আরে হবে

আর কি এমন বেশি ? আমাদের জন্যেই তো বাবা এত বেশি জিনিস কেনেন। আমাদের বিলাসিতা ছাড়্তে হবে। পার্বি না ভাই, এনা ?

এনা পরম উৎসাহের সহিত ব'লে উঠ্ল—খুব পার্ব ভাই দিদি, খুব পার্ব। আমি তো খদ্দরের কাপড়ই পর্তে চাই, তা বাবা গাদা গাদা রেশমী শাড়ী কিনে দেন, তাই তো পর্তে হয়। কিন্তু ভাই, বাবার তো মোটা কাপড় পর্তে বড় কষ্ট হবে! বাবার হাতে যদি টাকা না থাকে তবে তো বাবা বড্ড দুঃখ পাবেন!

মেনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—তা আমরা বাবাকে কষ্ট পেতে দেবো কেন ? বাবা আমাদের লেখাপড়া শিল্প শিখিয়েছেন। আমরা মেয়ে ব'লেই কি বাবার কোনো কাজেই লাগ্ব না ? আমরা ছেলে হ'লে কি কর্তাম ? চাকরী ক'রে হোক, ব্যবসাবাণিজ্য ক'রে হোক, কিছু উপার্জ্জন তো কর্তাম ? আমরা এখনও সেই চেষ্টা কর্ব !

নূতনতর জীবনের আস্বাদ পাবার আনন্দে এনা উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে উঠ্ল—সে আমি খুব পার্ব দিদি, সে বেশ হবে।

এমন সময় রাজা বাহাদুর সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পিছনে পিছনে দুজন ভৃত্য কতকগুলি কাপড় আর গহনারাখার চাম্ড়া-মোড়া বাক্স বহন ক'রে নিয়ে এল।

পিতাকে আস্তে দেখেই মেনা গম্ভীর হ'য়ে এনাকে বল্লে—এনা ভাই, আমরা যে বাবার ধারের কথা কি অভাবের কথা জান্তে পেরেছি, একথা বাবাকে ব'লো না। তিনি মনে কষ্ট পাবেন।

রাজা বাহাদুর কন্যাদের দেখে হাসিমুখে বল্লেন—এই যে মায়েরা, তোমরা এখানে রয়েছ। তোমাদের জন্যে কি এনেছি দেখ !

রাজা বাহাদুর হর্ষগদ্গদ হ'য়ে যে মর্ম্মর-বেদিকায় আগে মেনা

ব'সে ছিল সেই বেদিতে বস্‌লেন এবং চাকরদের হাত থেকে কাপড় আর গহনাগুলি নিয়ে খুলে খুলে মেয়েদের দেখাতে লাগ্‌লেন।

সেগুলি দেখে এনার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই মেনার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সেও ম্লান হ'য়ে গেল।

মেনা বল্‌লে—বাবা, আমাদের কাপড় তো আল্‌মারী তোরঙ্গে ধর্‌ছে না; আর কাপড় কি হবে? আর আমরা কি সেকেলে মেয়ে তোমার, যে, রাশ রাশ গহনা গায়ে চাপিয়ে জুজুবুড়ি সেজে বেড়াব?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মেয়েরা পুরাণো কাপড় পরে, তারা ছাড়া আর পরা কাপড় পরে, এ-কথা যেন কেউ বল্‌তে না পারে। এ তো আমার দেখতে হবে? তোরা আমার মেয়ে হ'য়ে বাসি ছাড়া কাপড় পর্‌বি? লোকে বল্‌বে কি? তাতে আমার মান-ইজ্জত সব নষ্ট হ'য়ে যাবে যে!

মেনা দুঃখের ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—বাবা, তুমি আমাদের যে কাপড় দিয়েছ, তাতে ব্রহ্মার বৎসরও রোজ কাপড় বদ্‌লে কাটিয়ে দেওয়া যায়, আমাদের মানুষের মাত্র ৩৬৫ দিনের বৎসর তো অতি সংক্ষিপ্ত!

মেনার কথা শুনে রাজা বাহাদুর হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন এবং বল্‌লেন—তোরা সব লেখাপড়া শিখ্‌চিস, তোদের সঙ্গে কথায় কে পার্‌বে বল্? তোরা সব মূর্ত্তিমতী বাক্! বেশ বলেছিস্ মা! বেশ বলেছিস্। হা হা হা! ব্রহ্মার বৎসর!

মেনা পিতার এই বালকের ন্যায় অল্প কারণে প্রচুর হাসি দেখে আনন্দিত ও ব্যথিত হ'য়ে বল্‌লে—তা বাবা, আমাদের তো ঢের গহনা

আছে। আর এত গহনা আমরা নিয়ে করব কি ? এগুলো রোজ বদ্‌লে বদ্‌লে পর্‌লে লোকে যে আমাদের গায়ে থুতু দেবে, আমাদের দেমাকী ব'লে নিন্দা করবে, সবাই ভাব্‌বে যে, আমরা আমাদের বাবার ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন। দোকানদার যেমন লোক ভাড়া ক'রে তার বুকে-পিঠে অষ্টে-পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় দেখিয়ে বেড়ায়, আমাদের দেখ্‌লেও লোকে ভাব্‌বে যে, আমাদের বাবা আমাদের সেই স্যাণ্ডুইচ্ গার্ল্ অথবা ম্যানিকিন্ করেছেন তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে।

রাজা বাহাদুর আবার উচ্চ হাস্য ক'রে উঠ্‌লেন এবং হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—তুই বি-এ পাস ক'রে আইন পড়িস, তুই খুব ভালো উকীল হ'তে পার্‌বি, তোর কথা বল্‌বার ভারি সুন্দর শক্তি হচ্ছে ! বেশ মা বেশ ! কিন্তু এই-সব গহনা তো কেবল তোর বাবার ঐশ্বর্য্য দেখাবার নয়, তোদের সুন্দর দেখাবার জন্যেও তো একটু অলঙ্কারের প্রয়োজন আছে ?

এনা আবার হেসে বল্‌লে—ইস্‌! প্রয়োজন আছে বৈ কি ! আমরা কি কালো কুৎসিত যে, গহনা প'রে সেজে-গুজে সুন্দর দেখাতে যাবো। আমরা অলঙ্কার বিনাই খুব সুন্দর আছি। আমাদের "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" !

মেনা ভগিনীর বাচালতায় প্রফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—আঃ এনা, বাবার সাম্‌নে কী যে সব বলিস তার ঠিক নেই ! তুই কি চিরকাল ছেলে-মানুষই থাক্‌বি নাকি ? নিজের মুখে এত রূপের গরব করেত নেই।

এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—করব না রূপের গরব ? যে আমাদের দেখে সেই তো বলে 'হবে না কেন সুন্দরী, রাজপুত্রী তো ! আমরা কেমন সুন্দর লোকের মেয়ে ?'

রাজা বাহাদুর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—তোদের বাবা সুন্দর কি না জানিনে। কিন্তু তোদের মা ছিলেন বটে সুন্দরী! অমন রূপ মানুষর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।

রাজা বাহাদুর খুব হাস্‌তে লাগ্‌লেন, কিন্তু পরলোকগতা পত্নীর স্মৃতিতে সেই হাসি করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল। এনার বাচালতায় পিতা-পুত্রীর কথোপকথন যে লঘু তরল আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল, তাও এখন আবার বিষাদাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। মেনা ও এনাও মাতাকে স্মরণ ক'রে গম্ভীর হ'য়ে গেল। আর রাজা বাহাদুরের হাসিও বেশি ক্ষণ চল্‌তে পার্‌ল না। তিনি হাসি থামিয়ে বল্‌লেন—তা দেখ্ মা, তোদের এখন গহনার দর্‌কার থাক বা না থাক, যখন বিয়ে হবে তখন তো দর্‌কার হবে। তাই আমি একে একে কিনে রেখে দিচ্ছি।

আবার এনার কথা ফুট্‌ল, সে বল্‌লে—এই-সব পুরাণো গহনা আমাদের বিয়ের সময় আমরা পর্‌লাম্ আর কি? আমরা তখন নতুন গহনা নেবো।

রাজা বাহাদুর হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—আচ্ছা মা, আচ্ছা, তাই হবে, নতুন গহনাই তোদের আবার কিনে দেবো।

মেনা বল্‌লে—তা হ'লে এত সব গহনা এখন আমরা কি কর্‌ব? এগুলো এখন ফিরিয়ে দাও, যখন আমাদের দর্‌কার হবে তখন আমরা তোমাকে বল্‌ব।

রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌লেন—না না, ফেরত দেওয়া কি চলে, আমি কিনেছি, এখন ফেরত দিলে দোকানদার ভাব্‌বে কি যে, রাজা বাহাদুর দেউলিয়া হ'য়ে পড়েছে। আর তা ছাড়া, জহুরী বল্‌ছিল, যে, এই হার ছড়া তারা নেপালের মহারাজের জন্যে গড়িয়েছিল। পাছে এক ছড়া গড়্‌তে কোথাও খুঁত থেকে যায় তাই তারা

একসঙ্গে দু-ছড়া গড়েছিল, এক ছড়া নেপালের মহারাজা নিয়ে গেছেন, এই আর এক ছড়া সে আমার জন্যে নিয়ে এসেছে। কোচবিহারের মহারাজার জন্যে ঠিক এই রকম হার সে গেল বছর নাকি গড়িয়ে দিয়েছে।

মেনা দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লে—বাবা, তোমাকে যত সব জোচ্চোর এসে এই রকম মিথ্যে কথা ব'লে ঠকিয়ে যায়, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পারো না? অমনি দিলে ব'লে যে, নেপালের মহারাজা আর কোচবিহারের মহারাজার জন্যে বানিয়েছিল! তা বানিয়েছিল বটে,—তার সব কথাই তো বানানো। তুমি ভাস্কর-বাবুকে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

রাজা বাহাদুর চম্‌কে উঠ্‌লেন—তাঁর মনে হ'লো—কী, এখানেও সেই ভাস্কর? কিন্তু তিনি সেই ভয়ের ভাব গোপন ক'রে বললেন—ভাস্কর গরিব মানুষ, সে এই-সব হীরে-জহরাতের মর্ম্ম কি বুঝবে? কিন্তু ছেলেটি বড় ভালো। ও যদি গরিব না হ'তো, তবে এনার সঙ্গে ওর বিয়ে হ'লে বেশ হ'তো! মেনার তো বর ঠিক করাই আছে, সেই কুমীরখালির জমিদার কন্দর্পকুমার, এখন এনার জন্যে একটি পাত্র পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

এনা ব'লে উঠ্‌ল—হ্যাঁ, আমি ঐ গোম্‌রামুখো ভাস্কর-বাবুকে বিয়ে কর্‌লাম আর কি! ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আমি তো কথা না ব'লে হাঁপিয়েই ম'রে যাব। আচ্ছা বাবা, ভাস্কর-বাবু কথা বল্‌তে জানে?

এনার প্রশ্ন শুনে রাজা বাহাদুর হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন, আর মেনারও গম্ভীর মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—ভাস্কর ছেলেটি বেশ ভারিক্কি। দুঃখী গরিব মানুষ, তাই

হয় তো অমন বিমর্ষ হ'য়ে থাকে। ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তো কিছুই বলে না, কেবল হাসে। তবে সত্যনিধন আমাকে বলেছিল যে ও খুব উচ্চ বংশের ছেলে, এখন গরিব হ'য়ে পড়েছে, তাই ও নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে। তা তোরা এখন বাড়ীতে চল্, কাপড় আর গহনাগুলো তুলে রেখে দিবি চল্।

মেনা বল্লে—তুমি যাও বাবা, আমরা ততক্ষণ এগুলো দেখি।

মেনার কথা শুনে রাজা বাহাদুর মনে মনে খুব খুশী হ'য়ে গেলেন। তিনি উঠে চ'লে যেতে যেতে ভাবতে লাগ্লেন—মেয়েমানুষের আবার গহনা কাপড়ে অরুচি! গঙ্গা যেমন মড়া আলেন না, মেয়েরা তেমনি গহনা-কাপড় আলেন না। এই এতক্ষণ মুখে আপত্তি হচ্ছিল, আর এখন গহনা-কাপড় ব'সে ব'সে দেখা হবে!

রাজা বাহাদুর চ'লে গেলে মেনা চাকরকে বল্লে—রতন, একবার ভাস্কর-বাবুকে ডেকে দে তো।

অল্পক্ষণ পরেই ভাস্কর সেখানে এলো এবং জিজ্ঞাসা করলে—আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

ভাস্করকে দেখেই এনার মনে প'ড়ে গেল যে তার বাবা এখনই এই লোকটির সঙ্গে তার বিয়ের সম্ভাবনা আলোচনা করছিলেন। সে অমনি খি খি ক'রে হাস্তে আরম্ভ করলে। মেনা তাকে তিরস্কার ক'রে চাপা স্বরে বল্লে—আঃ এনা! কী যে করিস্!

এনা মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাস্তে হাস্তে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল, এবং বাগানের এক ধারে গিয়ে একটা বেদীর উপর হেসে লুটিয়ে পড়্ল।

মেনা ভাস্করের হাতে সব গহনা-কাপড়গুলি দিয়ে বল্লে—আপনি এগুলি সব ফিরিয়ে দেবেন। আর আমাদের কাছে আরও যে-সব

গহনা-কাপড় নতুন আছে সেগুলোও যদি পারেন ফিরিয়ে দেবেন, আপনাকে দেবো। আর সেদিন বাবা দু-শো টাকার আতর আর গোলাপজল কিনে ফেলেছেন, সেগুলো তো বাড়ীতে প'ড়ে পচ্‌বে, আর না হয় তো চাকরেরা মাখ্‌বে; সেগুলোও যদি আমাদের গন্ধীকে ডেকে ফিরিয়ে দিতে পারেন, তা হ'লে ভালোই হয়।

ভাস্কর কেবল একটি 'আচ্ছা' ব'লে চ'লে গেল।

আজ থেকে মেনার সঙ্গে ভাস্করের লুকোচুরির কার্‌বার আরম্ভ হ'লো। বাপকে গোপন ক'রে ভাস্করের সঙ্গে দেখা করা আর জিনিস ফেরত দেওয়া মেনার চল্‌তে লাগল।

চারের পরিচ্ছেদ

পুণ্ডরীকাক্ষের পাস্‌পোর্ট

পুণ্ডরীকাক্ষ তো জেলে বাস করছে। আর তার পিসি বাড়ীতে উপবাস করছে। সে তো মাস আনে মাস খায়, বাড়ীতে তো তার কিছুই পুঁজি জমা থাকে না। তাই সে এক মাস জেলে থাকার পর তার পিসির অন্নাভাব উপস্থিত হয়েছে। অতি কষ্টে সে কিছু দিন কাটিয়ে কয়েক দিন থেকে আর কোনো উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছে না যে কেমন ক'রে এই সুদীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহন করবে। তাকে ভিক্ষা তো করতেই হবে। সে শুনেছে যে, তাদের বাড়ীর সাম্‌নেই এক রাজা থাকেন, তিনি খুব দাতা। সে রাজার কাছে কষ্টের কথা জানিয়ে কিছু ভিক্ষা করবে ব'লে কয়েক দিন চেষ্টাও করেছে, কিন্তু ফটকের সান্ত্রী পাহারা তাকে ভিতরে যেতেই দেয় না। সে রাজ-বাড়ীর চাকর-দাসীদের কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে রাজ-বাড়ীতে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করেছে, কিন্তু তারা তার দুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে শুধু দুঃখ ক'রে বলেছে, "আর সে দিন-কাল নেই মা, একটা কোথা থেকে কিপ্‌টে ছোঁড়া এসে জুটেছে, সে রাজাকে নজরবন্দী ক'রে রেখেছে, কাউকে রাজার কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না। বলে, রাজা নাকি দান ক'রে ক'রে দেউলে হ'য়ে গেছে।"

পুণ্ডরীকাক্ষের পিসির ভাগ্যে দেশে দুর্ভিক্ষও এলো আর দাতাও দেউলে হ'লো। সে যে কি করবে তা ভেবে না পেয়ে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগল। একদিন এক দাসী পুণ্ডরীকাক্ষের পিসিকে বুদ্ধি

দিলে যে, "দিদিমণিরা রোজ স্কুলে যায়, 'যদি কোনো দিন তাদের মোটর থামিয়ে তাদের বল্‌তে পারো, আর তাদের দয়া হয়, তবে কিছু কিনারা হ'তে পারে ; নইলে কোনো উপায় নেই। সেই ম্যানেজার-বাবুর হুকুম যে, কেউ কোনো লোকের কোনো প্রার্থনা রাজা বাহাদুরের কাছে বা বাড়ীর কারো কাছে বল্‌তে পারবে না, কেউ যদি বলে তবে তার চাকরী যাবে। শেষ কালে কি মা তোমার কথা দিদিমণিদের বল্‌তে গিয়ে আমাদের চাকরীটা খোয়াব ?"

পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি রোজ চেষ্টা করে রাজকন্যাদের কাছে নিজের দুঃখ জানিয়ে কিছু সাহায্য পাবার পথ করবার। কিন্তু তাদের মোটর-গাড়ী বোঁ ক'রে এসেই গেটের ভিতর ঢুকে যায়, সে আর তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার অবসরই পায় না।

দিন পনেরো ষোলো চেষ্টা করবার পর একদিন বুড়ীর আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষেরও ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হ'লো। সেদিন মেনা আর এনা কলেজ থেকে ফিরে আস্‌ছে, তাদের মোটর-গাড়ী বাড়ীর ফটকে ঢুক্‌তে যাবে ব'লে যেই মোড় ফিরেছে অমনি তার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়। শোফার যত শিঙা ফোঁকে, ষাঁড় দাঁড়িয়ে তত মাথা নাড়ে আর ঘোঁক ঘোঁক শব্দ করে। তখন ছুটে এল সান্ত্রী তার সঙিন বাড়িয়ে, তথাপি সেই ষণ্ডের প্রকাণ্ডশরীর একটুও সঙ্কুচিত হ'লো না। যখন সেই ষণ্ডপ্রবরকে সরাবার চেষ্টা চল্‌ছে, সেই অবসরে পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি ছুটে এসে মোটর-গাড়ীর দরজা ধ'রে মেনাকে বল্‌লে—মা, আমি এক মাস থেকে তোমাদের কাছে আমার দুঃখ জানাব ব'লে চেষ্টা করছি, কিন্তু সান্ত্রীরা আমাকে ভিতরে যেতে দেয় না, আর তোমাদের মোটর-গাড়ীও কোনো দিন বাইরে একটু থামে না যে, তোমাদের একটা কথা বল্‌তে পারি।

পথরোধক ষাঁড়টা এতক্ষণে গোটাকতক ঢিল খেয়ে মন্থর গমনে একটু অগ্রসর হ'য়ে গেল। শোফার মোটরের ভেঁপু বাজিয়ে গাড়ী ছাড়্বার সঙ্কেত কর্লে। মেনা তাকে বল্লে—"অমর, একটু দাঁড়াও।" তার পর পুণ্ডরীকাক্ষের পিসিকে বল্লে—বলুন, আপনার কি চাই, আর আমরা কি কর্তে পারি?

পিসি বল্লে—মা, আমি ভিখারী নই, আমার ভাইপো আপিসে চাকরী করে; কিন্তু একদিন কোন্ কলেজের সাম্নে মেয়েদের পুলিস গেরেপ্তার কর্তে গিয়েছিল আর আমার ভাইপো পুণ্ডরীকাক্ষ পুলিসকে নাকি বাধা দিয়ে মার্তে গিয়েছিল, তাই তার ছ' মাস জেল হয়েছে। আমি এখন একেবারে আথান্তরে প'ড়ে গেছি। সে তো মাস আনে মাস খায়, আমাদের তো আর কিছু জমা হাতে থাকে না, আমি এখন কার কাছেই বা ভিক্ষা কর্তে যাই? তোমরা আমাদের বাড়ীর সাম্নে থাকো, কত দান-ধ্যান করো, তাই মনে করেছিলাম যে, তোমাদের জানালে আমার আর অপরের কাছে হাত পাত্তে যেতে হবে না।

এনা চট ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বুড়ীকে জিজ্ঞাসা কর্লে—আপনারা কি এই সাম্নের বাড়ীতে থাকেন?

বুড়ী বল্লে—হ্যা মা, এইটিই আমার ভাইপোর বাড়ী। তার তো আর কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, তাই আমি তার কাছে থাকি, আর তাকে দুটি ক'রে রেঁধে-বেড়ে দি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অধিক ক্ষণ কথা বলা অভব্যতা হচ্ছে মনে ক'রে মেনা বল্লে—আপনি আমাদের সঙ্গে বাড়ীতে আসুন, আমরা আপনার সব কথা শুন্ব।

মেনা গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। বুড়ী প্রকাণ্ড রোলস্‌রয়েস্‌ কারে উঠে বস্‌ল। আর বুড়ীর ভাইপো ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানী তখন জেল খাট্‌ছে। একেই বলে অদৃষ্ট!

গাড়ীতে বুড়ী উঠে বস্‌লে গাড়ী বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করল। বুড়ীকে সঙ্গে ক'রে বাড়ীর উপরতলায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে এনা তাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার ভাইপোর নাম কি বল্‌লেন—পুণ্ডরীকাক্ষ? পুণ্ডরীকাক্ষ কি?

বুড়ী বল্‌লে—পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড।

এই নাম শুনেই এনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

মেনা তাকে চোখ রাঙিয়ে সাবধান ক'রে দিয়ে বল্‌লে—এনা, তুই যা কাপড় ছাড়্‌গে যা।

এনা গেল না, তবে সে হাসি চেপে চোখ-মুখ লাল ক'রে মেনা আর বুড়ীর কাছে রইল পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের কাহিনী শোন্‌বার জন্যে উৎসুক হ'য়ে।

বুড়ী একটু সহানুভূতির পরিচয় পেয়ে আপনা থেকেই পুণ্ডরীকের আর তার নিজের জীবনের সব কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বুড়ী বক্‌তে বক্‌তে ক্লান্ত হ'য়ে দম নেবার জন্যে যেই একটু থাম্‌ল অমনি মেনা উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একখানি দশ টাকার নোট এনে তার হাত দিয়ে বল্‌লে—আপনার ভাইপো পুণ্ডরীক-বাবু আমাদেরই বাঁচাতে গিয়ে জেলে গেছেন মনে হচ্ছে। তা আপনি মাসে মাসে আমার কাছে এসে এই টাকা নিয়ে যাবেন।

পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি নোটখানি হাতে পেয়ে আশাতীত লাভের আনন্দে গদ্‌গদ স্বরে বল্‌লে—মা, তোমরা রাজকন্যা, তোমাদের দয়ার

শরীর, আমি লক্ষ্মীর দ্বারে হাত পেতেছি, আমাকে আর কারো কাছে হাত পাত্‌তে হ'লো না। তোমাদের আর কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব মা, তোমরা তো রাজরাণী হবেই, তবে সোয়ামী-পুত্রে সুখী হ'য়ো, আমার মতন পাকা মাথায় সিঁদুর পোরো, আমর মতন শত শত দুঃখী-দরিদ্রকে দরাজ হাতে দান কোরো। এ তো আমাকে দশ টাকা দিলে না, এ আমায় দশ লক্ষ টাকা দিলে, আমায় প্রাণদান দিলে, আমার মান রক্ষা করলে, নইলে কোথায় পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াতাম মা।

এনার সব-তাতেই অকারণে হাসি আসে, সে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুলতে ফুল্‌তে পাশের ঘরে গিয়েই হাসিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। যখন মেনা বুড়ীকে বিদায় ক'রে পাশের ঘরে এল, তখন এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—দিদি, এতদিনে তোমার সেই ক্যাব্‌লার নাম জানা গেল। কী বাহারে দাঁতভাঙা নাম! পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড! একেবারে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। বাপ-মায়ে আর নাম খুঁজে পায় নি! কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন! যে না তেনার চেহারা!

মেনাও হেসে বল্‌লে,—যাক, এতদিনে তোর ভাবনা ঘুচ্‌ল, জপ কর্‌বার মতন একটা নাম তোর জুট্‌ল, এতদিন তো হাঁপিয়েই মরছিলি।

এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে,—ইস্! ঐ ক্যাব্‌লার নাম জপ কর্‌বার জন্যে আমার ব'য়ে গেছে। আমি তো তোমার জন্যেই খুঁজ্‌ছিলাম। আচ্ছা দিদি, তোমার তো এখন তিনটি নাম জপের হলো—কন্দর্প, পুণ্ডরীকাক্ষ আর ভাস্কর। একেবারে ট্রিনিটি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব।

মেনা হেসে বল্‌লে—তোর যদি হিংসে হয় তবে তুই গোটা দুই স্বচ্ছন্দে নিতে পারিস, আমি নিঃস্বত্ব হ'য়ে দান ক'রে দিচ্ছি।

এনা বল্‌লে—তা দিদি, বলো তো কোন্‌টুটিকে তুমি দান ক'রে কোন্‌টিকে নিজের জন্যে রেখে দিলে ?

মেনা হেসে বল্‌লে—সে আমার 'গোপন কথাটি' আমি তোকে কেন বল্‌ব ?

এনা হেসে বল্‌লে—তা আমি বল্‌তে পারি। কন্দর্প তো বাজে, বাবার বাছা বর। পুণ্ডরীকাক্ষটা ক্যাব্‌লা, ওটাও বাজে। স্বয়ম্বর হচ্ছে ভাস্কর-বাবু। কেমন, ঠিক বলিনি ?

মেনার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, কিন্তু সে প্রতিবাদ ক'রে বল্‌লে—কী যা-তা বলিস্‌! ছি!

কিন্তু তার প্রতিবাদের মধ্যে তেমন জোর বাঁধ্‌ল না। কেমন ক্ষীণ শোনাল।

পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি টাকা পেয়ে যখন চ'লে যাচ্ছিল তখন গেটের কাছে ভাস্কর তাকে দেখ্‌তে পেয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করূলে—আপনি ভিতরে এলেন কি ক'রে।

বুড়ী ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে বল্‌লে—আমি আপনি আসি নি বাবা, রাজকন্যারা আমাকে আপনাদের গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন, আর এই দশটি টাকা দিয়ে বলেছেন প্রত্যেক মাসে এসে নিয়ে যেতে।

ভাস্কর আর কিছু না ব'লে সেখান থেকে চ'লে গেল। বুড়ীও পালিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

বিকাল বেলা যখন মেনা আর এনা বাগানে বেড়াচ্ছিল তখন একজন চাকর এসে মেনাকে বল্‌লে—ম্যানেজার-বাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা করূতে চান।

মেনার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে এনার দিকে তাকাতে পারূলে

না, একটা ঢোক গিলে চাকরকে বল্‌লে—এইখানে ডেকে নিয়ে আয়।

চাকর চ'লে যেতেই এনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—দিদি, এ যে নিত্য অভিসার আরম্ভ হ'লো!

মেনা মুখে হাসি চেপে আর চোখ রাঙিয়ে বোনকে শাসন ক'রে বল্‌লে—চুপ, যা মুখে আসে তাই বলিস্, আমি তোর দিদি না?

দূরে ভাস্করকে আস্‌তে দেখে এনা চ'লে যেতে যেতে মেনাকে ব'লে গেল—আমি পালাই ভাই, টু ইজ কম্প্যানী, থ্রি ইজ নান্; আর আমি হাসি চেপে চুপ ক'রে থাক্‌তেও পারব না।

ভাস্কর এসে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—আজ রাজা বাহাদুর একেবারে একসঙ্গে ছ'টা মৃগনাভি কিনেছেন। নিজে একটা ভুটানীকে কোথা থেকে মোটরে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলেন। তার কাছে যতগুলো মৃগনাভি ছিল সব কিনেছেন। এত মৃগনাভি তো সারা কল্‌কাতা শহরের মুমূর্ষু লোককে বাঁচিয়ে তোল্‌বার পক্ষেও যথেষ্ট। অতএব, এর থেকে অন্ততঃ পাঁচটা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন, আমি সেই ভুটানীকে আস্‌তে বলেছি, তাকে ফিরিয়ে দেবো।

মেনা তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যের সহিত বল্‌লে—আচ্ছা, চেষ্টা করব, যদি চুরি করতে পারি।

মেনা আর গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে পার্‌লে না, তার মুখে একটু হাসির আভা ফুটে উঠ্‌ল, চুরির কথা বল্‌তে গিয়ে।

তার কথা শুনে আর হাসি দেখে ভাস্করও হেসে বল্‌লে—আজ তো শুন্‌লাম আপনি একজন বৃদ্ধাকে নিজের গাড়ীতে ক'রে বাড়ীর ভিতরে "স্মাগ্‌ল্" ক'রে এনে তাকে দশ টাকা দান করেছেন। পাহারাওয়ালাই যদি চোর হয় তবে তো আর কিছুতেই রক্ষা নেই।

মেনা কেবল ঈষৎ হাস্য করলে আর কিছু বল্‌লে না। আর কোনো কথা বল্‌বার না থাকাতে ভাস্কর আবার নমস্কার ক'রে বিদায় নিল।

ভাস্কর চ'লে যেতেই এনা ছুটে এসে দিদিকে বল্‌লে—দিদি ভাই, ভাস্কর বাবুর সঙ্গে তোমার কি কথা হ'লো? আমি ওপরের জান্‌লা থেকে সব দেখ্‌ছিলাম, ভারি হেসে হেসে কি কথা হচ্ছিল? ঐ গুমোটমুখো লোকটির মুখে তুমি হাসি ফুটিয়েছ, তুমি তো সোজা লোক নও!

মেনা হেসে বল্‌লে—অতই যদি হিংসে, তবে তুইও থাক্‌লেই পারিস্, পালিয়ে গিয়ে আড়ি পেতে দেখ্‌বারই বা দর্‌কার কি? আমার চেয়ে তুইই তো হাস্‌তে বেশি পটু, তুই থাক্‌লে তোদের কথা হাস্‌তে হাস্‌তেই হয়।

এনা কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ধারণ ক'রে ঠোঁট উল্‌টে বল্‌লে—না ভাই, শেষ কালে তোমরা দুজনেই আবার আমাকে মনে মনে অভিসম্পাত কর্‌তে থাক্‌বে? যা অবস্থা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, কন্দর্প বাবুর কপালে তুমি খাট্টা গুল্‌লে ব'লে।

মেনা হেসে বল্‌লে—কন্দর্প বাবুর জন্যে তোর যদি অত দরদ, তবে তুই তো আছিস্ তার ব্যথাহারিণী বিশল্যকরণী।

এনা সেই রকম গম্ভীর ভাবেই বল্‌লে—না ভাই, আমার কন্দর্পে কাজ নেই, আমি ঐ-সব যুক্ত-অক্ষর-দেওয়া কটমট নাম মনে রাখ্‌তে বা উচ্চারণ কর্‌তে পার্‌ব না। পুণ্ডরীকাক্ষ! কন্দর্প-কান্তি! ভাস্করাচার্য্য! কেউ কম যান না।

মেনা বল্‌লে—আচ্ছা, এদের মধ্যে যাকে তোর পছন্দ বেছে নিস্, নামটা বদ্‌লে ললিত কি অধর-নধর কিছু রেখে দিলেই হবে। নাম

বদ্‌লাতে আর কতক্ষণ। গোড়ায় গলদে গদাই গয়লার নাম বদ্‌লাবার প্রস্তাব কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাজে পর্য্যবসিত হয় নি !

এনা বল্‌লে—আমার যে বর হবে সে অ-ধর হবে কেন, সে তো আমার কাছে সর্ব্বদা ধরা দিয়েই থাক্‌বে। তার নাম হবে সধর বৈরাগী —ধরা দেবে অথচ দেবে না, সে কখনো নিজেকে সুলভ ক'রে পুরোণো ক'রে ফেল্‌বে না।

মেনা হেসে বল্‌লে—অর্থাৎ তোমার তিনি হবেন বৈরাগী, আর তুমি হবে বৈরাগিণী !

দুই ভগিনীর রঙ্গ-রসিকতা কতক্ষণ চল্‌ত তা বলা কঠিন। তারা দুজনে বোন হ'লেও তারা অন্য সঙ্গিনীর অভাবে পরস্পরের সখী হ'য়ে উঠেছিল। একজন চাকর এসে বল্‌লে, গানের ওস্তাদজী এসেছেন।

দুই বোনে গান-বাজনা শিখ্‌তে চ'লে গেল।

তার পর দিন মেনা কলেজ থেকে ফের্‌বার পথে একটা কাপড়ের দোকান থেকে দু-জোড়া সাদা ধুতি কিনে নিয়ে এল।

এনা গাড়ীতে জিজ্ঞাসা করলে—সাদা ধুতি কি হবে দিদি ?

মেনা বল্‌লে—পুণ্ডরীকাক্ষ বাবুর পিসিকে পাঠিয়ে দেবো। কাল যে টাকা দিয়েছি, তাতে কাপড় কিন্‌তে হ'লে খাবে কি ?

এনা হেসে দিদির কোলে গড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লে– তা হ'লে ঐ ক্যাব্‌লা-বাবুর ওপরই বেশি টান দেখ্‌তে পাচ্ছি। পুণ্ডরীকাক্ষ না পিণ্ডি খেজুর ! কাক্ষ না খোক্কস ! যরলবহক্ষ !

এনা এমনি আবোল তাবোল বক্‌তে বক্‌তে দিদির কোলে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌ল।

মেনা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লে—এনা, তুই যেন এমনি ছেলেমানুষই চিরকাল থাকিস্‌, তোর অফুরন্ত হাসি

যেন কখনো হ্রাস না হয়, তোর সদাপ্রফুল্ল-মুখ যেন কখনো ম্লান না হয়।

এনা হাসি থামিয়ে উঠে বস্‌ল, আর গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—দিদি, তোমার জ্বালায় একটু প্রাণ খুলে আশ মিটিয়ে হাস্‌বারও জো নেই, অমনি তুমি গম্ভীর হ'য়ে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের মতন সার্মন দিতে আরম্ভ কর্‌লে, সেকালের মুনি-ঋষিদের মতন আশীর্ব্বাদ আর বরের ছড়াছড়ি কর্‌তে লাগ্‌লে। কথায় কথায় তুমি এত সিরিয়াস্ হ'লে আমার প্রাণ তো হাঁপিয়ে ওঠে ভাই!

এমনি আনন্দে হাসিতে তাদের দুই বোনের দিন কাটে। তারা প্রতি মাসে এক দিন পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর দরজায় মোটর থামিয়ে তার বুড়ী পিসিকে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে আসে, আর তাকে টাকা দিয়ে, ভরসা দিয়ে, আর তার দুঃখের কাহিনী শুনে তাকে বিদায় দেয়। এইরূপে পুণ্ডরীকাক্ষের পিসির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে তারা ওদের সব সংবাদ সংগ্রহ ক'রে নিয়েছে।

পুণ্ডরীকাক্ষের সংবাদ শুন্‌তে এনারও আগ্রহ কম নয়। সে এক মনে বুড়ীর কথা শোনে, আর তার কথা শোন্‌বার সময় তার আর হাসি পায় না।

একদিন পিসি চ'লে গেলে এনা মেনাকে বল্‌লে—দিদি, রবি বাবু যে বলেছেন, সামান্য মানুষের মধ্যেও ভীষ্ম-দ্রোণের স্বজাতীয় বীর আছে, তা মিথ্যা নয়। এই ক্যাবলা-বাবু দেখ্‌তে অমন লেলাখেপা হ'লে কি হবে, ওর মধ্যেও ত্যাগের আর স্বেচ্ছায় কষ্ট বরণ ক'রে নেবার বীরত্ব আছে!

মেনাও মুগ্ধভাবে বল্‌লে—সব মানুষের মধ্যেই মনুষ্যত্ব নিহিত আছে, প্রকাশের ক্ষেত্র পেলে তা লোকে জান্‌তে পারে,

পুণ্ডরীকাক্ষ বাবু কেবল তো আমাদের জন্যেই আজ জেলে গেছেন।

এনার লঘু-তারল্য আবার উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—তা তোমার জন্যে সে প্রাণ দিতে পারে, তা ছ' মাস জেল খাটা আর এমন কি! রোজ যে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত! ঠিক মনে হ'তো যেন রাহু চাঁদ গিলে খেতে চাচ্ছে।

মেনা হেসে বল্‌লে—তা সে আমাকে দেখ্‌ত কি তোকে দেখ্‌ত, তা তুই কেমন ক'রে জান্‌লি?

এনা বল্‌লে—ওর চোখের দৃষ্টির রেখা দেখে জান্‌তাম, সোজা এসে পড়্‌ত তোমার মুখের উপরে!

মেনা বল্‌লে—আচ্ছা তিনি ফিরে আসুন, তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তাঁর দৃষ্টির রেখাটা সরিয়ে দেওয়াব তোরই মুখের দিকে। কেমন, তা হ'লে তো হবে?

এনা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল—না না দিদি, দোহাই তোমার, আমি ঐ ক্যাব্‌লার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় কর্‌তে পার্‌ব না, তা হ'লে আমি হেসে হেসে পেট ফেটে মরেই যাব।

দুই বোন পরস্পরের দিকে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

চতুর্থ মাসে একদিন মেনাদের মোটর পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর বাহিরে মেনার আদেশে দাঁড়াল এবং শোফার ভেঁপু বাজাতে লাগ্‌ল।

সেই শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি তার বুড়ি পিসি বাহির হ'য়ে এল, আর হাসিমুখে মেনাকে বল্‌লে—মা, তোমাদের কল্যাণে আজ আমার পুণ্ডরীকাক্ষকে ছেড়ে দিয়েছে, জেলখানায় নাকি আর জায়গা হচ্ছে না, তাই পুরোনো কয়েদী ছেড়ে দিয়ে নতুন কয়েদীদের জন্যে জায়গা কর্‌ছে। আর তোমার কাছ থেকে আমার কিছু নেবার দরকার

থাকবে না। তোমরা রাজরাজেশ্বরী হও মা, পাকা মাথায় সিঁদুর প'রো, স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কোরো। পুণ্ডরীকাক্ষকে তোমাদের সব দয়ার কথা বলেছি। সে বড় খুসী হয়েছে শুনে, বল্‌লে—হবে না দয়া, ওঁরা যে দেবী! স্বয়ং লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী শ্রী, শরীরিণী বাণী! পুণ্ডরীক এখন বাড়ীতে নেই, নইলে সে-ই এসে তোমাদের এই-সব কথা বল্‌তো, কতবার ক'রে যে সে এই কথা আমার কাছে বলেছে, শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে, কিন্তু আমি কি ছাই ওর মানে-টানে বুঝি? উচ্চারণই করতে পারিনে!

পুণ্ডরীকাক্ষ এসে যদি দেবীসূক্ত আওড়াতে আরম্ভ ক'রে দেয়, এই ভয়ে মেনা তাড়াতাড়ি বল্‌লে—আচ্ছা, আমরা তা হ'লে এখন আসি। কোনো অসুবিধা কি দরকার হ'লে আমাদের জানাবেন।

মেনাদের মোটর তাদের বাড়ীর ফটকের ভিতর ঢুক্‌ল। বুড়ীর মুখে ঐ-সব বড় বড় সংস্কৃত কথা শুনে মেনারও হাসি পাচ্ছিল। এনা তো হেসে গড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লে—দিদি, দিদি, দেবী-বন্দনা শুন্‌লে তো। স্বয়ং লক্ষ্মী, মূর্ত্তিমতী শ্রী, শরীরিণী বাণী! বাহবা রে কেবলরাম! আবার কবিত্বও আছে, সংস্কৃত স্তোত্র আওড়ানোও আছে! তোমার এমনি তো গম্ভীর স্বভাব, এই-সব প্রশংসা শুনে তোমার অহঙ্কার আরো বেড়ে যাবে দেখ্‌ছি।

মেনা হেসে বল্‌লে—তোর সকল তাতেই হিংসে! ঐ বন্দনা আর স্তব কি কেবল আমার, তোরও তো ওতে অর্দ্ধেক ভাগ আছে।

এনা জোরে মাথা নেড়ে বল্‌লে—মোটেই না, একটুও না! যদি বল্‌ত জীবন্ত হাসির ফোয়ারা, তা হ'লে বটে বুঝতাম যে, সেটা আমি ছাড়া তুমি নও! ঐ বিশেষণগুলো তো আমাতে মোটেই প্রয়োগ করা চলে না।

মেনা গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীতে যেতে যেতে বল্‌লে—ওরে ভাবের যখন আতিশয্য হয় তখন অমন কত কত অপপ্রয়োগ ঘ'টে থাকে। তা শরীরিণী বাণী তো তোকে ছাড়া আমাকে বোঝায় না। তোর নাকে-মুখে কথায় তুব্‌ড়ি ছোটে!

এনা বল্‌লে—ওটা কি জানো, ওটা ফিগারেটিভ স্পিচ্‌, রূপক। তুমি বিদুষী, বিদ্যাবতী কি না, তাই তোমাকে শরীরিণী বাণী বলেছে।

মেনা হেসে বল্‌লে—তোর সঙ্গে আমি কথায় পার্‌ব না। একদিন পুণ্ডরীকাক্ষ বাবুকে ডেকে মীমাংসা ক'রে সন্দেহভঞ্জন কর্‌লেই হবে।

এনা বল্‌লে—না দিদি, আমি ঐ ক্যাব্‌লার সাম্‌নে বেরুতে পার্‌বো না, যে ড্যাবাড্যাবা চোখে কটমট ক'রে তাকিয়ে থাকে, যেন আস্ত মানুষখেকো রাক্ষস! থুড়ি থুড়ি, খোক্ষস! পিণ্ডিখোক্ষস!

মেনা কৃত্রিম ভর্ৎসনার স্বরে বল্‌লে—আঃ এনা, ভদ্রলোকের নামটাকে কি বিশ্রী ক'রে তুল্‌ছিস্‌!

এনা অমনি বিস্ময়ের স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—উঃ, এত দরদ, নাম খিস্তি করা প্রাণে সহ্য হচ্ছে না! আচ্ছা, তবে এখন থেকে মহা সম্মানের সঙ্গে বল্‌ব, শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড মহাশয়!

মেনা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বল্‌লে—যাঃ, তোর সঙ্গে পার্‌বার জো নেই!

তার পর দিনই কলেজে যাবার সময় মেনা আর এনা দেখ্‌লে পুণ্ডরীকাক্ষ তার বাড়ীর দরজায় তার সেই ধূসর বর্ণের ছাতাটি হাতে নিয়ে আপিসের পোষাক প'রে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ছে। এবার তার দৃষ্টিটা আগের মতন অর্থহীন ভাবশূন্য ফ্যাল্‌ফেলে নয়, আজ তার মধ্যে একটু হাসির জলুস ঝিলিক্‌ মার্‌ছে, আর তা থেকে কৃতজ্ঞতার আনন্দ ক্ষরিত হচ্ছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ছুটেছিল আপিসে, জীবনোপায় চাকরীটির প্রতি মমতায়; সেটি কি অবস্থায় আছে, না গেছে, তাই জান্‌বার অদম্য আগ্রহে। তাই কাল যখন মেনাদের মোটর তাদের বাড়ীর দরজায় থেমেছিল, তখন সে বাড়ীতে ছিল না, আর তার জীবনের একটি পরম স্থযোগ হয় তো বা চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেল্‌লে। কাল যদি সে তখন বাড়ীতে থাক্‌ত, তা'হলে সে নিজের মুখে মেনাকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার সঙ্গে কথা ব'লে জীবনকে ধন্য সার্থক ক'রে নিতে পার্‌ত। 'ক্ষেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর,' সেই পরশ-পাথর যখন তার জীবন-মন সোনা ক'রে দিতে পার্‌ত, সেই পরম মুহূর্ত্তে সে তার আপিসের বড়-বাবু দৈত্যনাথের কাছে এক দফা মুখ-খিচুনি খেয়ে সাহেবের শ্রীমুখ থেকে শুন্‌ছিল যে, তার চাক্‌রী আর নেই, যারা কংগ্রেসের দলের লোক এমন বিদ্রোহীদের সে-আপিসে স্থান নেই। পুণ্ডরীক অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা করার পর এই ফল হ'লো যে, তার তখন-তখনই চাকরী থেকে বরখাস্ত হ'লো না, একমাসের নোটিস দেওয়া হ'লো, এবং দয়া ক'রে সে যে-ক'টা দিন কাজ করার পর জেলে গিয়েছিল সেই ক'টা দিনের মাইনেও তাকে দিয়ে দেওয়া হ'লো।

পুণ্ডরীকাক্ষ মনে করেছিল যে, একদিন সে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে ব'লে আস্‌বে তাঁর কন্যার করুণার কথা, আর যদি সেই স্থযোগে স্বয়ং মেনাদেবীর সাক্ষাৎ তার ভাগ্যে জুটে যায়, তবে তাঁকেও সে পরিপূর্ণ হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা ব'লে জীবনের সাধ পূর্ণ ক'রে আস্‌বে। কিন্তু আপিসে গিয়েই যখন সে জান্‌লে যে, একমাস পরে আর তার চাক্‌রী থাক্‌বে না, তখন তার

মন থেকে মেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সঙ্কল্প উবে গেল। সে যদি এখন রাজা বাহাদুর কিম্বা মেনাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে যায়, তা হ'লে তাঁরা ভাব্‌বেন, সে তার অভাব জানাতে প্রার্থী হ'য়ে তাঁদের দ্বারস্থ হয়েছে। মেনাদেবী হয় তো মনে কর্‌বেন, আহা বেচারা আমাদের বাঁচাতে গিয়ে চাকরীটি খুইয়েছে. অতএব ওকে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা যাক্। এ সে কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। সে কি তার প্রাণপূর্ণ ভালোবাসাকে শেষে পণ্যে পরিণত কর্‌তে যাবে? কখনই নয়। সে মেনার সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ কর্‌বার আশা ও চেষ্টা একেবারে ছেড়ে দিল; এবং সে আগে যেমন দূর থেকে মেনাকে এক নিমেষের চোখের-দেখা দেখে খুসি হ'তো তেমনি সে তার অভ্যাসমতো স্থানে অপেক্ষা ক'রে থাকে। কোনো দিন বা সে মেনাকে দেখ্‌তে পায়, আর কোনো দিন বা দেখ্‌তে না পেয়ে বুকের মধ্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিরুৎসাহ গতিতে আপিসে চ'লে যায়। তার জীবনে এখন আর কোনো উৎসাহ নেই। কিন্তু তখনও তার মনের কোণে এটু ক্ষীণ আশা লেগে আছে যে, যদি সে ডার্বির ঘোড়দৌড়ের টাকা পেয়ে যায়, তবে তার সকল অভাব এক নিমেষে দূর হ'য়ে যাবে।

পাঁচের পরিচ্ছেদ

দরিদ্রের মনোরথ

পুণ্ডরীকাক্ষের চাকরীর আর মাত্র দশ দিন বাকী আছে। সেদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে, আষাঢ় মাসের ইল্‌সে গুঁড়ি। পুণ্ডরীকাক্ষ সেই বৃষ্টির মধ্যে ছাতাটি মাথায় দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছে। পাড়ার একজন লোক আপিস যেতে যেতে তাকে ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি পুণ্ডরীক বাবু, জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে?

পুণ্ডরীকাক্ষ দাঁত বাহির ক'রে অপ্রতিভ হাসি হেসে বল্‌লে—এই এমনি একজন লোকের জন্যে অপেক্ষা কর্‌ছি।

বৃষ্টি জোরে ঝেঁপে এল। তার সমস্ত কাপড়-জামা ভিজে যেতে লাগ্‌ল, তবু সে পাহারাওয়ালা সৈনিকের মতন নিজের পাহারার ঘাটী ছেড়ে নড়্‌তে পারে না। একটু পরে মেনাদের মোটর বেরিয়ে চারিদিকে কাদা ছিটিয়ে বোঁ ক'রে চ'লে গেল। তখন সেও সেই গাড়ীর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌ল।

গাড়ীর পিছনের কাচের ছোট জান্‌লা দিয়ে পিছন দিকে দেখে এনা মেনাকে বল্‌লে—আহা বেচারা! দিদি, তোমাকে একটি বার দেখ্‌বার জন্যে বেচারা এই জলে-কাদায় দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছিল, এখন মোটরের পিছনে পিছনে গুটি গুটি আস্‌ছে। ওকে দেখে হাস্‌ব কি কাঁদ্‌ব, তা ঠিক কর্‌তে পারি না। বাস্তবিক ওকে দেখে আমার বড়

মায়া লাগে। দিদি, হয় ওকে বিয়ে ক'রে ফেল, আর না হয় তো ওকে একদিন ডেকে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দাও যে, অমন বকবৃত্তি ছেড়ে দিক্।

মেনা গম্ভীর হ'য়ে বল্লে—তোর যদি অত দরদ হ'য়ে থাকে, তবে তুইই একদিন ডেকে পাঠাস্।

পুণ্ডরীকাক্ষ আপিসে গেল একেবারে সপ্‌সপে হ'য়ে ভিজে। সে ভিজে জুতো থেকে জল ঢেলে ফেলে আর কোটের কোণগুলো নিংড়ে নিয়ে চেয়ারে বস্‌বার উপক্রম কর্‌ছে, এমন সময় দেখ্‌লে বড় বাবু বৈদ্যনাথ তার দিকে আস্‌ছে। সে তাড়াতাড়ি ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে তার আপিসে আস্‌তে পনেরো মিনিট দেরি হ'য়ে গেছে। সে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—আস্‌ছেন দৈত্যনাথ দাঁত খিচোতে। আসুক। কে আর তার তোয়াক্কা রাখে! মরার বাড়া তো আর গাল নেই, মুমূর্ষু রোগীর আবার অপঘাতের ভয়। চাকরীর মেয়াদ তো আর দশ দিন, আজ আর দাঁত-খিঁচোনো সহ্য কর্‌ব না, দেবো বেশ ক'রে শুনিয়ে। দশ দিন পরে উপোষ তো কর্‌তেই হবে, না হয়. কদিন আগে থেকেই আরম্ভ হবে।

বৈদ্যনাথ বিশ্বাসের একটা চোখ ভয়ানক টেরা, সে তাকায় এক দিকে, আর দেখে অন্য দিকে। তার গায়ের রং আব্‌লুশ কাঠকেও লজ্জা দেয়, তার গায়ের কালো আল্‌পাকার চাপ্‌কান, তার গায়ের রঙের তুলনায় ফিকে সাদাটে ব'লে ভ্রম হয়; তার অধীন কেরানীরা বলে—বাবাজী আস্‌ছেন কি যাচ্ছেন তা বোঝ্‌বার জো নেই দূর থেকে; আর গায়ে কোনো জামা আছে, না কর্ত্তা খালি গায়ে আছেন. তা বোঝে কার বাবার সাধ্য। আস্ত একটি হোঁদল-কুৎকুতের বাচ্চা, গায়ে যেন আল্‌কাৎরার প্রলেপ লাগিয়ে আছেন। নবীন তপস্বিনী

নাটকের জলধরকেও এ হার মানিয়েছে। তার শরীর শীর্ণ শুঁটকো, যেন তার দেহ-মনের সমস্ত রস-কষ কে নিংড়ে বাহির ক'রে নিয়ে কেবল ছিব্‌ড়ে শিঠেটা বাকী রেখেছে। সে কোনোদিন কোনো কেরানীর সঙ্গে হেসে কথা বলে না, মুখ না খিচিয়ে সে একটা কথা বল্‌তে পারে না। কটু কথা কর্কশ ভাবে বল্‌তে পারার তার একটা ঈশ্বর-দত্ত অসামান্য ক্ষমতা আছে! সকলে শনির দৃষ্টির চেয়েও তার দৃষ্টিকে ভয় করে।

এ-হেন বড়-বাবুকে তারই দিকে আস্‌তে দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রমাদ গণ্‌লে। সে যদিও বৈদ্যনাথ দূরে থাক্‌তে মনে সাহস সঞ্চয় কর্‌ছিল যে, সে আর তাকে গ্রাহ্য কর্‌বে না, মরিয়া লোকের আবার ভয় কা'কে, কিন্তু অভ্যাস এমনি ব্যাপার যে, তাকে শীঘ্র অতিক্রম করা যায় না। পুণ্ডরীকাক্ষ এতদিনের অভ্যাস-বশতঃই বৈদ্যনাথের ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি লেজার খাতা টেনে নিয়ে যে-কোনো একটা জায়গা খুলে ফেলে তারি উপর ঝুঁকে পড়্‌ল, যেন সে হিসাব পরীক্ষাতে অত্যন্ত মনোনিবেশ করেছে, বৈদ্যনাথের শুভাগমন সে লক্ষ্যই করে নি। কিন্তু সে মনে মনে ভাব্‌ছিল—অদ্য প্রাতরেব অনিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্ অনভিমতং দর্শয়িষ্যতি। অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে বলো. ললাটে বিধাতা এত কষ্টও লিখেছিলেন যে, মরণকালেও ঐ লোকটার মুখঝাম্‌টা খেয়ে আমাকে যেতে হবে। মধুসূদন, মধুসূদন! দৈত্যনাথ বাবুকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাও, বাবা!

বৈদ্যনাথ আস্তে আস্তে পুণ্ডরীকাক্ষের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এই যে পুণ্ডরীক বাবু, নমস্কার!

পুণ্ডরীক চম্‌কে উঠ্‌ল। বৈদ্যনাথের কথাগুলো আজ তো দৈত্য-নাথের কথার মতন তত কর্কশ শোনালো না। পুণ্ডরীকাক্ষ আশ্চর্য্য

হ'য়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে পিছন ফিরে বৈদ্যনাথের দিকে তাকাল। অবাক্ কাণ্ড! বৈদ্যনাথের মুখে হাসি! এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! এমন তো কখনো ন ভূতঃ, ন ভবিষ্যতি! বড়-বাবু সামান্য কেরানীর সঙ্গে হেসে কথা বলে! আবার তাও মোলায়েম স্বরে!

পুণ্ডরীকাক্ষ বিস্ময়ে ভয়ে অভিভূত হ'য়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

বৈদ্যনাথ বল্‌লে—বসুন বসুন, পুণ্ডরীক বাবু, আমি বস্‌ছি আপনার কাছে।

আজ যে আপনি এত সকাল-সকাল আপিসে এসেছেন!

পুণ্ডরীকাক্ষ অপাঙ্গে একবার চট ক'রে ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখে নিলে, তখন সওয়া দশটা বেজে গেছে। এর আগে যদি কেউ এত বিলম্বে আপিসে এসেছে তবে তার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়েছে। আর আজ সে বল্‌লে কি না যে, বড় সকাল-সকাল আপিসে এসেছেন! পুণ্ডরীকের মুখ শুকিয়ে একেবারে আম্‌সি হ'য়ে গেল, তার মনে হ'লো বৈদ্যনাথ তার বিলম্বের জন্য তাকে ব্যঙ্গ ক'রে তিরস্কার কর্‌ছে। পুণ্ডরীকাক্ষ কিছুই স্থির কর্‌তে না পেরে হতভম্বের মতন বৈদ্যনাথের মুখের দিকে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বৈদ্যনাথ পুণ্ডরীকাক্ষের বস্‌বার চেয়ারের কাছে আর-একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌তে বস্‌তে বল্‌লে—বসুন, আপনিও বসুন, পুণ্ডরীক বাবু, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

পুণ্ডরীকাক্ষ আড়ষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েই রইল। সে বুঝ্‌তে পার্‌ছিল না, যে ব্যাপার কি! দৈত্যনাথ যে তার সাম্‌নে একজন সামান্য কেরানীকে বস্‌বার জন্যে নরম স্বরে অনুরোধ কর্‌তে পারে, এ সে কল্পনাই কর্‌তে পারছিল না। সে এই আপিসে এসে অবধি কখনো কোনো

কেরানীকে তার সাম্‌নে বস্‌তে দেখেনি, সকলেই তটস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে কেবল হুকুম শুনেছে আর খিঁচুনি খেয়েছে। বৈদ্যনাথকে কখনো কোনো কেরানীর টেবিলে এসে বস্‌তেও সে দেখেনি। সে কোনো ভদ্রলোককে বস্‌তে বলে না, বা কোনো ভদ্রলোক তার কাছে গেলেও উঠে দাঁড়ায় না!

বৈদ্যনাথ বল্‌লে—পুণ্ডরীক বাবু, আপনার কাপড় যে একেবারে ভিজে গেছে দেখ্‌ছি। বৃষ্টিটা একটু দেখে তার পর এলেই পার্‌তেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ আর আপনার ইন্দ্রিয়দের বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না, তারা সব যে ঠিক ঠিক কাজ কর্‌ছে সে-বিষয়ে তার সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল। তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যে. সে বুঝি স্বপ্ন দেখ্‌ছে, তার বুঝি মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। মাথা খারাপ হওয়ার আর অপরাধ কি? অন্নচিন্তা চমৎকারা। চাকরী যাওয়ার চিন্তায় এই এক মাস কি তার আর মাথার ঠিক আছে! নইলে সে মনে কর্‌ছে যে, সে শুন্‌ছে, বৈদ্যনাথ বল্‌ছে—বৃষ্টিটা একটু দেখে তার পর এলেই হ'তো! সে কি তবে চাকরীর চিন্তায় শেষ-কালে উন্মাদ হ'য়ে উঠ্‌ল?

পুণ্ডরীকাক্ষকে নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে বৈদ্যনাথ বল্‌লে—পুণ্ডরীক বাবু, আপনার ডাবির খবর কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ এইবার প্রকৃতিস্থ হ'লো। নাঃ, তা হ'লে বৈদ্যনাথ তার সঙ্গে মিষ্ট কথা বাস্তবিকই বল্‌ছে না. সে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ কর্‌তেই এসেছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ তখনও নীরব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে বৈদ্যনাথ আবার তাকে বল্‌লে—ডাবির খবর কিছু পেয়েছেন আপনি?

পুণ্ডরীকাক্ষ এবার লজ্জিত আর সঙ্কুচিত হ'য়ে মাথা নীচু ক'রে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বল্‌লে—ও পাগলামির কথা তুলে আমাকে কেন বৃথা লজ্জা

দেন? ওটা যে আমার নিতান্ত বাতুলতা, তা কি আর আমি জানি না? তবে দারিদ্র্যের কষ্টটা ভুলে থাকবার জন্যে ঐ আমার একটা আশার নেশা করা! লোকে দুঃখ ভোলবার জন্যে মদ খায়, গাঁজা খায়, আরও কত অপকর্ম্ম করে। আর আমি এই আশার নেশা ক'রে দারিদ্র্য-দুঃখের বিভীষিকা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি!

পুণ্ডরীকাক্ষের কথা শুনে বৈদ্যনাথেরও মনে একটু করুণার সঞ্চার হ'লো, সে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করবার চেষ্টা ক'রে বললে—আচ্ছা, এমনি কথার কথাই ধরুন না, যে, আপনি যদি সত্যি-সত্যি এমন একটা টিকিট পেয়ে যান যাতে আপনার লক্ষ টাকা লাভ হওয়া অবধারিত হ'য়ে যায়, তা হ'লে আপনি কি করেন? এইটা জানতে আমার বড় কৌতূহল হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

যে বৈদ্যনাথ কোনো কেরানীকে একটা কথা বলতে দেখলে বা একবার বাইরে যেতে দেখলে মারমুখো হ'য়ে মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে আসে, সে-ই নিজে আজ যেচে এসে গল্প করছে, আর আপিসের কাজের যে কতখানি ক্ষতি হ'য়ে যাচ্ছে তার দিকে লক্ষ্য বা ভ্রূক্ষেপই নেই, এতে পুণ্ডরীকাক্ষ অতিমাত্র আশ্চয্য হচ্ছিল। বৈদ্যনাথের অনুরোধ শুনে নিতান্ত লজ্জিত আর অপ্রতিভ হ'য়ে সে বললে—দেখুন বড়বাবু, যারা বদ্ধ নেশাখোর, তাদেরও কাছে তাদের নেশার কথা তুললে তা'রা লজ্জা পায়। আপনি দয়া ক'রে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

বৈদ্যনাথ বললে—না, আমি আপনার সঙ্গে তামাসা হাসি-মস্করা করছি না। আজ আমাদের সকলের টিকিটের নম্বর সাহেবের কাছে এসেছে। আমি শুনে সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম কার কত নম্বরের টিকিট দেখতে। আপনার টিকিটের কত নম্বর তা জানেন? একেবারে সুন্দর একটি রাউণ্ড্ নম্বর, দশ হাজার! দশ হাজার, এ একটা

ভারী লাকী নম্বর! কেমন, আপনার কি তা মনে হচ্ছে না? আমার তো মন যেন ডেকে বল্‌ছে যে, আপনি এবার ফাষ্ট সেকেণ্ড কোনো একটা প্রাইজ পেয়ে যাবেন। শুধু লাকী নম্বর ব'লেই নয়। আজ যে আমাদের নম্বর আস্‌বে, তা আমি আগে মোটে জান্‌তামও না। অথচ কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম কি জানেন? যেন আপনার নামের টিকিটের ঘোড়াই বাজি জিতেছে, আর আপনি কয়েক লক্ষ টাকা পেয়ে গেছেন! আর আপনি আপনার বাড়ীটিকে মার্ব্বেল্‌ প্যালেস্‌ বানিয়ে তাতে আমাদের সকলকে খুব সমারোহ ক'রে ভোজ দিচ্ছেন! আপিসে এসেই শুন্‌লাম টিকিটের নম্বর এসেছে। এই যে যোগাযোগ, এটা কি নিরর্থক মনে করেন, আপনি? আমি তো এর মধ্যে একটা গভীর অর্থভরা ইঙ্গিত দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনার ভাগ্য-বিধাতা ভবিষ্যতের স্পষ্ট আভাস আপনাকে জানাচ্ছেন! আপনার টিকিটের নম্বর দশ হাজার—একটি নিটোল মুক্তার মতন একটা রাউণ্ড ফিগার। তার সঙ্গে ভাঙ্গা নেই, ভর্ত্তি নেই, সম্পূর্ণ। এই নম্বর দেখেই আমার তখনই স্বপ্নের কথা মনে প'ড়ে গেল, আর মনে হ'লো যে, এবার আপনার কপাল খুলে গেছে। স্বপ্ন, টিকিট, দশ হাজার নম্বর, এর মধ্যে কি একটা কার্য্য-কারণ সম্পর্ক আর একটা শুভ ইঙ্গিত আপনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না? এবার আপনার ভাগ্য আর দৈব আপনার উপর সুপ্রসন্ন হয়েছেন। তাই জিজ্ঞাসা করছি যে, আপনি যদি বাস্তবিকই লক্ষ লক্ষ টাকা পেয়ে যান, তা হ'লে সেই টাকা নিয়ে আপনি কি করেন?

বৈদ্যনাথের কথা শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ অনেকখানি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌লেও অপ্রতিভ ভাবে কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লে—আমার সে-সব ক্ষেপার খেয়াল আর আলানাস্কারের দিবাস্বপ্ন আমি নিজের কাছে স্পষ্ট স্বীকার

করতে লজ্জা বোধ করি, আপনি আর আমাকে কেন মিথ্যে লজ্জা দিচ্ছেন! আমাকে মাপ করবেন, আমি ও-সম্বন্ধে কখনো কোনো আলোচনা করি না, কারণ, ন-মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না, আমি আবার টাকা পাব, আর সেই টাকা পেয়ে আমি কি করব তাই আবার জান্‌বার!

বৈদ্যনাথ নাছোড় হ'য়ে পুণ্ডরীককে পেয়ে বস্‌ল; সে আবার তাকে বল্‌লে—আমাকে আপনি কেন পর ভাব্‌ছেন? আমি চিরকাল আপনার বন্ধু, কিসে আপনার ভালো হবে, কিসে আপনার উন্নতি হবে, কিসে আপনার উপর সাহেবের সুনজর পড়্‌বে, এই চেষ্টাই আমি বরাবর ক'রে এসেছি। তবে আমার স্বভাব এমন নয় যে, আমার দ্বারা কারো ভালো হ'লে তা আমি কথায় বা ব্যবহারে প্রকাশ করি, আমি যার হিত করি, তাকে তা জান্‌তে দিতে আমার ভারি লজ্জা করে। আপনার চাকরীটি তো গিয়েই ছিল, সাহেব বলে যে, যে-লোক ল অ্যাণ্ড্‌ অর্ডার ডিফাই ক'রে জেলে গেছে, তাকে এখনই সামারীলি ডিস্‌মিস্‌ ক'রে দাও। আমি তাকে কত ক'রে বলায়-কওয়ায় তবে আপনাকে আর এক মাস নোটিস দিয়ে রাখ্‌তে রাজি হ'লো। তার পর আজ আপনার টিকিটের নম্বরের কথা যখন উঠ্‌ল, তখন সুযোগ পেয়ে সেই কথাপ্রসঙ্গে আমি সাহেবকে বল্‌লাম যে, আপনার মতন একজন অনেষ্ট্‌ এণ্ড্‌ এফিসিয়েণ্ট্‌ ক্লার্ক্‌ আমাদের আপিসে অল্পই আছে। তখন সাহেব আপনার কাজ দেখ্‌তে চাইলে। আমি আপনার হাতের সব কাজ নিয়ে গিয়ে তাকে দেখালাম, তাকে সব বুঝিয়ে দিলাম, তাতে সাহেব আপনার উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে আমাকে বলেছেন যে, আপনার যাতে প্রমোশন হয়, আর মাইনে বাড়ে তার দিকে যেন আমি নজর রাখি, কেবল আপনি একটা আণ্ডারটেকিং

দেবেন যে, আর কখনো আপনি বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেবেন না। আমি এর পরে প্রথম সুযোগেই আপনার প্রমোশানের আর বেশী মাইনের ব্যবস্থা ক'রে দেবো, এ আপনি নিশ্চয়ই জেনে রাখুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ তো অবাক্! হ'লো কি! দশ দিন বাদে চাকরী যাবার কথা, আর আজ অকস্মাৎ তার প্রমোশানের আর মাইনে বৃদ্ধির আশা ও প্রতিশ্রুতি! আর সেই আশা আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কে. না, স্বয়ং বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, যাকে আপিসের সকলে দৈত্যনাথ অবিশ্বাস নাম দিয়েছে! এবং সে এসে উপযাচক হ'য়ে সেই আশা আর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে! আর সাহেবও তাতে সম্মতি দিয়েছে! এমন সৌভাগ্যোদয় কোন্ পুণ্যফলে হ'লো, তা পুণ্ডরীকাক্ষ ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌ছিল না। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এও কি মেনাদেবীর করুণা আর অনুকম্পা লাভেরই আনুষঙ্গিক লাভ!

পুণ্ডরীকাক্ষকে নিরুত্তর থাক্‌তে দেখে বৈদ্যনাথ তাকে আবার বল্‌তে লাগ্‌ল—তা দেখুন, আমাদের রাজেন্দ্রবাবু তো এই জুলাই মাসে রিটায়ার কর্‌ছেন, সেই পোষ্ট্ যদি আপনি পছন্দ করেন তো আজই আপনাকে সেই পোষ্টের এপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্-লেটার দিয়ে দি। এতে আপনার মাইনে তো প্রায় দ্বিগুণ হ'য়ে যাবে। এর ওপর যদি আপনি ডাবি জিতে অনেক টাকা পেয়ে যান, তবে আপনি সেই টাকা নিয়ে কি কর্‌বেন, তাই আমি জান্‌তে চাচ্ছি। আমাকে আপনি বল্‌বেন না?

পুণ্ডরীকাক্ষ অকস্মাৎ আশাতীত লাভের সম্ভাবনায় আনন্দের আতিশয্যে অভিভূত হ'য়ে উঠ্‌ল। কোথায় তার চাকরী যাবার কথা, আর তার জায়গায় কি না ডবল্ মাইনের চাকরী লাভ! ডাবির টিকিটে কিছু টাকা পাক্ না পাক্, তাতে তার কি আসে-যায়, যদি

এইটুকুই সত্য হয়। কিন্তু বৈদ্যনাথ এমন মোলায়েম স্বরে সেই আশার কথা বল্‌ছিল যে, পুণ্ডরীকাক্ষ কিছুতেই তার সত্যতা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ করতে পার্‌ছিল না। তাই সে বৈদ্যনাথের বারম্বার অনুরোধ শুনে অল্পক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সঙ্কোচের সহিত বল্‌তে লাগ্‌ল—দেখুন বড়বাবু, আপনি আদেশ কর্‌ছেন তাই আমি অমান্য কর্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু আমার পাগ্‌লামির কথা শুনে আপনি অনুগ্রহ ক'রে হাস্‌বেন না, আমার এই পাগ্‌লামির অন্তরালে একটা বিষম দুঃখ যে লুকানো আছে।

বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—না না, আপনি আমাকে আপনার বন্ধু ব'লেই জান্‌বেন. আপনার সুখ-দুঃখ নিয়ে কি আমি খেলা কর্‌তে পারি? আপনি স্বচ্ছন্দে আমার কাছে আপনার মনের কথা খুলে বলুন। আপনি বল্‌লেই এখনই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, আমি আপনার ভালোর জন্যেই আপনার মনের কল্পনার সংবাদ জান্‌তে চাইছি।

বৈদ্যনাথের কথা শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সে মাথা নীচু ক'রে একটি কুণ্ঠিত লাজুকতার সঙ্গে দরিদ্রের দুরাশার আব্রু উন্মোচন কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—আমি যদি একটু ভালো চাকরী আপনার অনুগ্রহে পেয়ে যাই, তা হ'লে আমি সর্ব্বাগ্রে আমার এই ছেঁড়া কাপড় জামা জুতো আর ছাতাটা বদ্‌লাই, আর পারি তো একটা বর্ষাতি ওয়াটারপ্রুফ জামা কিনি।

বেচারা আজ এইমাত্র সদ্য ভিজে এসেছে, তাই তার একটা অছিদ্র ছাতা আর বর্ষাতি জামা কেন্‌বার কথা মনে হ'লো।

বৈদ্যনাথ উৎসাহ দিয়ে বল্‌লে—এ তো আপনার অতি সঙ্গত অভিলাষ, এ তো আপনি সহজেই কর্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু চাকরীর চেয়েও বড় হঠাৎ দম্‌কা লাভ যদি হ'য়ে যায়? তা হ'লে আপনি কি কর্‌বেন, তাই আমি শুন্‌তে এত আগ্রহ কর্‌ছি।

পুণ্ডরীকাক্ষ আপনার আশার আকাঙ্ক্ষা বিবৃত কর্‌তে আরম্ভ ক'রে একটু সাহস পেয়ে গিয়েছিল, সে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি যদি লাখ খানেক টাকা পেয়ে যাই, তবে আমার বাবার তৈরী আমাদের ভদ্রাসন বাড়ীখানা বন্ধক থেকে উৎরে ভালো ক'রে মেরামত করাই, একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরাই, আর···আর···একখানা মোটর গাড়ী কিনি···

প্রত্যহই মেনার মোটর গাড়ী চ'লে যাওয়া দেখে পুণ্ডরীকাক্ষের মনে হয় যে, আমার যদি একখানা মোটর থাকৃত, তা হ'লে আমিও মেনার গাড়ীর পিছনে পিছনে বা পাশে পাশে তার সঙ্গে সঙ্গে যেতে পার্‌তাম! মেনাকে অনুসরণ কর্‌বার লোভেই তার মোটর গাড়ী কেন্‌বার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে মনের মধ্যে লুকানো ছিল; এখন প্রথমেই সেই ইচ্ছাটা প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌তেই সে লজ্জা অনুভব ক'রে হঠাৎ বাক্য অসমাপ্ত রেখেই থেমে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষকে থাম্‌তে দেখে বৈদ্যনাথ বল্‌লে—কুল্লে এইটুকু! এ তো অতি সামান্য ইচ্ছা! এ তো আপনি মনে কর্‌লে কালই ক'রে তুল্‌তে পার্‌বেন। আপনি কেবল একটু মন কর্‌লেই হয়!

পুণ্ডরীকাক্ষ তো অবাক্! বৈদ্যনাথ বলে কি! সে মনে কর্‌লেই এই পাগলামির দুরাশার স্বপ্ন পূর্ণ হ'য়ে যেতে পারে! বৈদ্যনাথ কি তার হাতে আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ এনে দেবে নাকি!

পুণ্ডরীকাক্ষ অবাক্ হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বৈদ্যনাথ বল্‌লে—আপনি আমার কথা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছেন না, মনে কর্‌ছেন, আমি আপনাকে ঠাট্টা কর্‌ছি? কিন্তু তা নয় মোটেই। আপনার নামে বাস্তবিক ডার্বির যে টিকিট উঠেছে তা যদি এখনই বিক্রি ক'রে ফেলেন তা হ'লে আপনি এই মুহূর্ত্তেই চার লাখ টাকা পেয়ে যেতে

সে আপনাকে ধীরে ধীরে অত ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে সইয়ে সইয়ে আপনার হঠাৎ লাভের সম্ভাবনার কথা পাড়্ছিলাম। আগে আপনার চাকরী থাকার সম্ভাবনা ব'লে আপনার মনটাকে একটু প্রফুল্ল ক'রে নিলাম, তার পর বেশি মাইনের কাজের কথা ব'লে আর-একটু আনন্দিত করলাম, তার পর আপনার ডার্বির টিকিটে যে নম্বর উঠেছে তা যে খুব সৌভাগ্যসূচক, তা ব'লে আপনার মনটাকে আশান্বিত ক'রে নিলাম, তার পর শেষে আপনাকে টিকিট বেচ্লে এখনই হাতে হাতে চার লক্ষ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনার কথা জানালাম। কেমন, ভালো করিনি? একেবারে হঠাৎ শেষের কথাটা বল্লে আপনি হয় পাগল হ'য়ে যেতেন, নয় ত হার্ট্ ফেল ক'রে মারা যেতেন। এমন অনেক লোকের হয়েছে, শোনা গেছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ অতি ক্ষীণস্বরে বল্লে—আপনি চিরকাল আমাকে এমনি দয়া ক'রে এসেছেন···তা বড়সাহেব কেন আমার টিকিটটা কিন্তে চান? তিনিও তো অনেকগুলো টিকিট প্রত্যেক বছরই কিনে থাকেন?

বৈদ্যনাথ বল্তে লাগ্ল—আজ সাহেবের কাছে কেব্ল্গ্রাম্ এসেছে যে, আপনার টিকিটের নম্বরে একটা খুব ভালো ঘোড়া উঠেছে, তার নাম সিল্ভার বুলেট! সে-ই খুব সম্ভব ফার্ষ্ট সেকেণ্ড্ হবে। নাও জিৎতে পারে, সবই তো চান্স্, কিছুই তো আর ঠিক ক'রে বল্বার উপায় নাই। শেষ কালে ঐ ঘোড়া নাও দৌড়াতে পারে, কোনো প্লেস্ নাও পেতে পারে। কিন্তু যদি জিতে যায়, তা হ'লে আপনি দশ বারো লক্ষ টাকা পেয়ে যেতে পারেন। আর যদি না জেতে কিম্বা না দৌড়ায় [illegible] হ'লে [illegible] মূলেই হা-ভাত!

কিছুতেই ছাড়্‌বেন না। চার লাখ টাকা, চার লাখই সই, এক্ষেত্রে লাখ টাকাও তো আপনি মোফ্‌তে পেয়ে যাচ্ছেন! কথায় বলে, শস্ত্রঞ্চ গৃহম্ আগতম্—প'ড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা!

বৈদ্যনাথ এইবার চ'লে যাবার উপক্রম ক'রে বল্‌লে—আজ আপনি তো আপিসের কোনো কাজ আর কর্‌তে পার্‌বেন না, আজ আপনার ছুটি, আপনি বাড়ী যান। বাড়ী গিয়ে আপনার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে বেশ ক'রে পরামর্শ ক'রে কাল এসে আমাকে আপনার মত বল্‌বেন। আপনি এখন বেশ ক'রে ভেবে চিন্তে মতি স্থির ক'রে ফেলুন। তবে আমার পরামর্শ যদি শোনেন, তবে ঐ যা বল্লুম, ওটা বেচে ফেলাই ভালো, বুঝ্‌লেন কিনা···

বৈদ্যনাথ চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষের আশেপাশের কেরানীরা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ছিল, তারা বৈদ্যনাথ চ'লে যাওয়ার অপেক্ষায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছিল, এখন তাকে চ'লে যেতে দেখেই তা'রা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল, এবং সে চক্ষের অন্তরালে চ'লে যেতেই সকলে এসে পুণ্ডরীকাক্ষকে ঘিরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ শূন্যদৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে যেমন ব'সেছিল তেমনি ব'সেই রইল, কারো কোনো কথারই জবাব দিতে পার্‌লে না।

সকলে মনে কর্‌লে, পুণ্ডরীকাক্ষের একটা কিছু দারুণ বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে, সে তাতে একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেছে, তার মাথার আর ঠিক নেই।

পুণ্ডরীকাক্ষ তখন ব'সে ব'সে ভাব্‌ছিল। নানা চিন্তার তরঙ্গ তার মনের মধ্যে উত্তাল হ'য়ে তোলপাড় কর্‌ছিল, তার কি আর

সে ভাব্‌ছিল—আমার কপালে কি এও কখন সম্ভব হ'তে পারে একেবারে হাতে হাতে চাইবামাত্র চার লক্ষ টাকা এসে যাবে! বৈদ্যনাথ আমাকে ঠাট্টা করছে না তো! কিন্তু সে তো বারম্বার বলেছে যে, সে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে না। তবে আমি এখন একটা মুখের কথা খসালেই এখনই চার চার লাখ টাকার চেক হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাব! আর আমি এখনই ইম্পিরিয়্যাল্‌ ব্যাঙ্কে গিয়ে সেই চেক ক্যাশ্‌ ক'রে ভাঙিয়ে নগদ চার লক্ষ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে না হোক মোটর-লরীতে বোঝাই ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি, অথবা পথে হরির লুট ছড়াতে ছড়াতে যেতে পারি, আর যদি আমি আমার টিকিট এখন না বেচি, তা হ'লে চাই কি দশ বারো লক্ষ টাকা পেয়ে যেতে পারি, আবার সব ভুয়ো হ'য়ে যেতেও পারে, তখন সমূলেন বিনশ্যতি! আর যদি আমি বেশী টাকাই পাই, তা হ'লে তার জন্যে এখনও দু-তিন মাস হা-প্রত্যাশায় ব'সে থাক্‌তে হবে। ততদিন প্রতীক্ষা কর্‌তে কর্‌তে যদি মেনার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে যায়, তবে আমি সেই ছাই টাকা নিয়ে কর্‌ব কি? আমার চিতায় কি মঠ দেবো? তার চেয়ে এখন টাকাটা হাতে পেলে আমি একবার বেয়ে চেয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি।

এই কথা মনে পড়্‌তেই পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্কল্প পাকা হ'য়ে গেল। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সটান বড়বাবুর কাম্‌রায় চ'লে গেল।

আপিসের সকল লোক আশ্চর্য্য হ'য়ে তার কাণ্ড দেখ্‌তে লাগ্‌ল, আর শতেক রকম কারণ আন্দাজ কর্‌তে লাগ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখেই বৈদ্যনাথ বাবু সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লে—আসুন আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক পুণ্ডরীক বাবু! আপনার প্রফুল্ল আর দৃঢ় মুখভাব দেখেই বুঝতে

পুণ্ডরীকাক্ষ যেন নিশিতে-পাওয়া লোকের মতন ঘুম-ঘোরে অচেতন অবস্থায় বল্‌লে— আজ্ঞে হ্যাঁ।

পুণ্ডরীকাক্ষ আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌লে না, একখানা চেয়ারে ধপ্‌ ক'রে ব'সে পড়্‌ল। বৈদ্যনাথের ঘরের চেয়ারে উপবেশন এই তার প্রথম!

বৈদ্যনাথ উল্লসিত হ'য়ে বল্‌লে— এই তো বুদ্ধিমানের মতন কার্য্য। ইংরাজীতে বলে—ওয়ান বার্ড্‌ ইন্‌ হ্যাণ্ড্‌ ইজ্‌ ওয়াথ্‌ টু ইন্‌ দি বুশ্‌!

পুণ্ডরীকাক্ষ অভিভূতের মতন স্তম্ভিত হ'য়ে চুপ ক'রে চেয়ারে ব'সেই রইল, কোনো কথাই বল্‌তে পার্‌লে না।

বৈদ্যনাথ পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে থেকে বল্‌লে— তবে চলুন পুণ্ডরীক বাবু, সাহেবের কাছে চলুন, চেক নিয়ে আস্‌বেন, চলুন......

বৈদ্যনাথ অগ্রসর হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষও যন্ত্রচালিতের মতন উঠ্‌ল। বৈদ্যনাথ এগিয়ে যেতে যেতে বল্‌লে—আসুন·। পুণ্ডরীকাক্ষ হিপ্‌নোটাইজ-করা সম্মোহিত লোকের মতন বৈদ্যনাথের পিছনে পিছনে চল্‌ল। সে যে কোথায় চলেছে, কেন যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে তার কোনো জ্ঞান বা সংজ্ঞা যেন ছিল না।

বৈদ্যনাথের পিছনে পিছনে পুণ্ডরীকাক্ষ বড় সাহেবের কাম্‌রায় প্রবেশ কর্‌তেই, তাকে দেখেই সাহেব তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এবং তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—হ্যালো মিষ্টার পুটিটুণ্ডা, মাই হার্টিয়েষ্ট্‌ কন্‌গ্রাচুলেসান্‌স্‌ টু ইউ! আই উইশ্‌ ইউ ভেরি গুড্‌ লাক্‌।

পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের মুণ্ড তখন ঘুরছে, সে চোখে সর্ষে ফুল

বিমুখ লক্ষ্মীর সঙ্গে আপনার শুধু ভাব করিয়ে নয়, একেবারে মিলন ঘটিয়ে দিলাম! এখন একটি গৃহলক্ষ্মী জুটিয়ে দেওয়া আর বেশি শক্ত কথা কি?

বিয়ের কথা উত্থাপন করাতে পুণ্ডরীকাক্ষের মনের সাম্‌নে মেনার লাল-চেলী-পরা নববধূবেশের অবগুণ্ঠিত ব্রীড়াবনত সুন্দর মুখখানি ভেসে উঠ্‌ল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লে—বড়বাবু, আপনাকে দুদিন নিমন্ত্রণ এখনই ক'রে রাখ্‌ছি। কিন্তু তৃতীয় নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। বিয়ে তো কেবল বরের ইচ্ছাতেই হয় না, ক'নের ইচ্ছা হওয়াও তো চাই? আমাকে ক'নের পছন্দ নাও হ'তে পারে।

বৈদ্যনাথ হেসে বল্‌লে—পাঁচ লক্ষ টাকার মালিককে পছন্দ হবে না এমন ক'নে বাংলা দেশে আছে কেউ? আমি তো জানিনে। আর পছন্দ হবে এমন লক্ষ লক্ষ ক'নে যে আছে, এ আমি বিলক্ষণ জানি। আপনার পছন্দমতো ক'নে বেছে ঘটকালি কর্‌বার ভার আমার। তবে যদি আপনার কোনো বিশেষ ক'নের প্রতি পক্ষপাত থেকে থাকে, তবে সে ভিন্ন কথা। সে-রকম কিছু রোমান্স টোমান্স আছে নাকি? যদি থাকে, তবে তাও বিশ্বাস ক'রে আমাকে বল্‌তে পারেন, আমি একবার চেষ্টা ক'রে সেখানেও দেখ্‌তে পারি। আমার নাম বৈদ্যনাথ বিশ্বাস!

মেনার প্রতি পুণ্ডরীকাক্ষের যে প্রণয় ও আকর্ষণ ছিল, তা তার কাছে অতি-পবিত্র গোপন সাধনার ধন ব'লে মনে হ'তো। তাই সে কখনো কারো কাছে এই কথা নিয়ে আলোচনা করা তো দূরে থাক্, কখনো ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্‌তে চায় নি। এটা তার নিতান্তই একলার বস্তু ছিল। সে বৈদ্যনাথের প্রশ্নে সঙ্কুচিত হ'য়ে বল্‌লে—না

না, গরিবের আবার ঘোড়ারোগ, ত্রিশ টাকার মাইনের কেরানীর জীবনে আবার রোমান্স্।

বৈদ্যনাথ বল্‌লে—কিন্তু আপনি তো আর গরিব নেই।

পুণ্ডরীকাক্ষ ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—এখন গরিব নেই। কিন্তু আজ সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত তো গরিবই ছিলাম, একেবারে নিঃস্ব।

বৈদ্যনাথ বল্‌লে—তা যাই হোক্, আপনার যদি বিয়ের ঘটকালি কর্‌বার দর্‌কার হয়, তবে আপনার এই বন্ধুকে স্মরণ কর্‌বেন। আমি হয় তো তাতেও আমার হাত-যশ প্রমাণ ক'রে দেখাতে পার্‌ব।

পুণ্ডরীকাক্ষ ম্লান মুখে একটু হেসে মাথা নত ক'রে বৈদ্যনাথকে নমস্কার কর্‌লে, আর কিছু বল্‌লে না। আর তার পরে একখানা ট্যাক্‌সি ডেকে তার উপর চেপে বস্‌ল। সে ট্যাক্‌সি চ'ড়ে ছুটে চল্‌তে চল্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—মেনার প্রতি আমার যে অনুরাগ, সে শুধু আমার মনের গোপন পুরীর ব্যাপার, তা কি আর কাউকে জানাতে পারি? জানাব যদি মেনা দেবীই কোনো দিন সেই অধিকার আমাকে দেন, নতুবা এ-কথা আমার মনের মধ্যেই লুকানো থেকে আমার চিতায় বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে।

ছয়ের পরিচ্ছেদ

ভোল ফেরা

পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যাঙ্ক্ থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গেল চাঁদনী চকের বাজারে। সেখানে গিয়ে সে নানা দোকান থেকে বেছে বেছে নানা রকম সাজ-সজ্জা কিন্‌তে লাগ্‌ল। সে একটা ময়ূরকণ্ঠি রঙের 'শট্' সিল্‌কের পাঞ্জাবী জামা কিন্‌লে, সেটা খুবই জম্‌কালো চক্‌চকে, তার ভিতর থেকে নানা রঙের জেল্লা জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে ঠিক্‌রে বেরোয়। সে এক জোড়া জুতো কিন্‌লে, পাম্প-শু, পেটেণ্ট্ লেদারের, তাও খুব চক্‌চকে। একগাছা ছড়ি কিন্‌লে, তার বাঁটে একটা তুঁতে রঙের কাকাতুয়ার মাথা লাগানো, আর ছড়ির দাঁটিটায় নানা রঙের আঁজি আর ডোরা কাটা। একটা ছাতা কিন্‌লে, তার হাতলটা হাতীর দাঁতের, তাতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-করা, আর ফুল-লতা-পাতার মধ্যে একটি উলঙ্গ রমণী-শরীর এলিয়ে শুয়ে আছে। তার পর সে রঙীন ছক-কাটা মোজা, রঙীন রুমাল, এসেন্স, সাবান, চিরুনী, বুরুষ, আয়না, জিলেটের নতুন ধরণের সোনার গিল্টি করা সেফ্‌টি ক্ষুর, দাড়ি কামাবার ক্রীম, বার্ব্বাসোল প্রভৃতি বহু বাবু-সজ্জার উপকরণ প্রাণের বহুকাল-সঞ্চিত আশ মিটিয়ে কিনে ফেল্‌লে। তার পর সে বসাক কোম্পানীর গহনার দোকানে গিয়ে একটা বড় কোমল হীরার আংটি, একটা সোনার হাতঘড়ী আর তার সোনার মণিবন্ধ কিনে ফেল্‌লে।

এই সব সওদা কিনে পুণ্ডরীকাক্ষ বাড়ীতে ফিরে গেল এবং নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে বেশ পরিবর্ত্তনে মনোনিবেশ কর্‌লে।

সে যখন ঘরের দরজা খুলে বাহিরে বেরিয়ে এল, তখন তার চেহারার আর পোশাকের ভোল ফেরা দেখে তার পিসি তো একেবারে কপালে চোখ তুল্‌লে!

পুণ্ডরীকাক্ষ তার পিসির বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখে হেসে বল্‌লে— দেখ্‌ছ কি পিসিমা? তুমি আমার জন্মদিনে কিছু ভালো কাপড়-জামা কিনে পর্‌তে বলেছিলে। মনে আছে? সেইদিনই তো আমি গোলমালে প'ড়ে পুলিসের হাতে গেরেপ্তার হ'য়ে জেলে যাই। তার পর চার মাস তো জেলেই কেটে গেল, ফিরে এসেও নানা ঝঞ্ঝাটে তোমার অনুরোধ মনে ছিল না। আজ হঠাৎ মনে হ'য়ে গেল যে, পিসি তো বলেছিল, জন্মদিনে নতুন কাপড়-জামা পর্‌তে! তাই তোমার কথা মনে ক'রেই একটু ভালো কাপড়-জামা কিনে এনে পর্‌লাম। কেমন, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে! রাজার জামাইয়ের মতন মনে হচ্ছে কি না? এইবার তোমার সাধ মিটাতে চেষ্টা কর্‌ব পিসিমা। আমি বিয়ে কর্‌ব, অবশ্য আমি যাকে বিয়ে কর্‌তে চাই সে যদি আমাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়। আর তুমি আমাদের বাড়ীর পাশের খোলার ঘরের বস্তিতে একবার খোঁজ ক'রে সেখানকার লোকেদের ব'লে দেখ তাদের কেউ যদি ঝি-চাকরের কাজ কর্‌তে রাজি হয়। তুমি একজন ঝি, একজন চাকর, আর একজন রাঁধুনী বামুন কি বাম্‌নী, আজই ঠিক ক'রে ফেল। তুমি কেবল আমার বাড়ীর আর সংসারের তদারক কর্‌বে, ঘরকন্না দেখ্‌বে। তুমি বুড়োমানুষ, তুমি কি আর দুবেলা বাসন মেজে রান্নাবান্না কর্‌তে পারো? আর আমার পিসি রান্না কর্‌লে লোকে আমাকেই বা বল্‌বে কি, আর তোমাকেই বা বল্‌বে কি?

পিসিমা এত আশ্চর্য্য আর চিন্তিত হয়েছিল যে, সে কোনো কথাই বল্‌তে পার্‌ছিল না। তার মনে প্রবল সন্দেহ উঁকি মার্‌তে আরম্ভ

করেছিল যে, পুণ্ডরীকাক্ষের মাথা নিশ্চয় বিগ্‌ড়ে গেছে। নতুবা যে লোকের চাকরীর মেয়াদ আর মোটে দশটি দিন, তার এমন হঠাৎ নবাবী চাল মাথা খারাপ না হ'লে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় হওয়া সম্ভব নয়। আহা! ছেলেটার চাকরীর চিন্তাতেই মাথা বিগ্‌ড়ে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ পিসিকে বিস্ময় সাম্‌লে উঠে কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চ'লে গেল। তার বাড়ীর সাম্‌নে ট্যাক্‌সি তো অপেক্ষা কর্‌ছিলই, সে তাতে চ'ড়ে বস্‌ল, এবং বরাবর মার্টিন কোম্পানীর আপিসে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। বাড়ী তৈরির কন্‌ট্র্যাক্‌টার মার্টিন কোম্পানীর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে সে বল্‌লে যে, তার বসত-বাড়ী ভেঙে ফেলে ঐ তিন কাঠা জমির উপর নূতন ফ্যাশানের একটি সুন্দর পরম রমণীয় সুদর্শন ইমারত বানিয়ে দেবার কন্‌ট্র্যাক্‌ট্ তাদের নিতে হবে, এবং যত রকম হাল ফ্যাশানের আরামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে তা সেই বাড়ীতে কর্‌তে হবে। যদি সম্ভব হয়, তবে তারা শ্রীশ চাটুর্জ্জেকে দিয়ে নব-ভারতীয় পদ্ধতির স্থাপত্য অনুযায়ী বাড়ীর নক্‌সা তৈরি করিয়ে নেবে। কিন্তু তা করাতে যদি বিলম্ব হবে মনে হয়, তবে তা করিয়ে কাজ নেই, তাদের নিজের লোকেরাই যা পারে একটা দেশী ধরণের নক্‌সা বানিয়ে বাড়ী চট্‌পট্ আরম্ভ ক'রে দেবে। তার ঐ বাড়ী যত শীঘ্র সম্ভব শেষ ক'রে দিতে হবে, তার জন্য সে অধিক টাকা ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত আছে, যদি সম্ভব হয়, তবে রাতারাতি বাড়ী তৈরি সম্পূর্ণ ক'রে দিতে পার্‌লে সে আরো সুখী হবে এবং তার জন্যে সে বাজার-দর অপেক্ষা দ্বিগুণ রেটে কন্‌ট্র্যাক্‌ট্ কর্‌তেও প্রস্তুত আছে। মার্টিন কোম্পানীর অনেক ইঞ্জিনিয়ার, অনেক মাল-মস্‌লা মজুত থাকে, তাই তাদের কাছে সে সর্ব্বাগ্রে এসেছে, যাতে বাড়ীখানা তারা হাতাহাতি তুলে দিতে পারে।

কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার যদি এখনই তার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখে মাপজোঁক নিয়ে রাতারাতি প্ল্যান তৈরি করে এবং কাল থেকেই তার পুরাতন বাড়ী ভেঙে নূতন বাড়ী গড়্‌তে সুরু ক'রে দেয়, তা হ'লে সে তাদের সঙ্গে যে-কোনো সর্ত্তে কন্‌ট্র্যাক্‌ট্‌ কর্‌তে রাজি আছে। পুণ্ডরীকাক্ষের কেবলই মনে হচ্ছিল যে, হায় হায়! যদি তার হাতে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ থাকৃত তাহ'লে সে রাতারাতি তার ইমারত তৈরি ক'রে মেনাকে তাক্‌ লাগিয়ে দিতে পার্‌ত।

মার্টিন কোম্পানীর ম্যানেজার পুণ্ডরীকাক্ষের কথা শুনে, আর তাড়াতাড়ি কর্‌বার ব্যগ্রতা, আর তার বেশভূষা দেখে সন্দেহ কর্‌ছিল লোকটা পাগল নাকি! তথাপি সে স্বীকার কর্‌লে যে, তিন কাঠা জমির উপর একটা বাড়ী এক মাসের মধ্যেই তারা গ'ড়ে দিতে পার্‌বে। সে তখনই তাদের একজন ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে ব'লে দিলে, পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে গিয়ে জমি দেখে আস্‌তে আর সেই মাপ অনুসারে একটা ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলের বাড়ীর সুন্দর নক্‌সা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখিয়ে পছন্দ করিয়ে নিতে।

পুণ্ডরীকাক্ষ ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে তার ট্যাক্‌সিতে ক'রে বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল। এই মহাব্যস্ত দরাজ-দিল ধনী লোকটির নিজের একখানা মোটর নেই দেখে ইঞ্জিনিয়ার আশ্চর্য্য হ'লো, আর তারও মনে সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল একটা পাগলের পাল্লায় পড়্‌ল না কি।

পুণ্ডরীকাক্ষ সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে ফেল্‌লে। সে নিজের ধনশালিতা প্রমাণ কর্‌বার জন্য মার্টিন কোম্পানীকে একখানা পাঁচ হাজার টাকার চেক আগাম কেটে দিলে।

তার পরেই সে গেল তার মহাজনের কাছে, যার কাছে তার বাড়ী বন্ধক আছে। তাকে বল্‌লে—আমার ধারের টাকাটা আমি

শোধ ক'রে দিয়ে আমার বাড়ীটা খালাস ক'রে নিতে চাই। আমি চেক কেটে দিচ্ছি, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার বন্ধকী খতের পিঠে টাকা উশুল লিখে আমাকে খতখানা ফিরিয়ে দিন্।

সেই মহাজন লোকটি পুণ্ডরীকাক্ষের বেশভূষা আর কথাবার্ত্তা শুনে মনে করলে যে, পুণ্ডরীকাক্ষ ঠিক পাগল হ'য়ে গেছে। যে লোক ধারের টাকার স্থদ পর্য্যন্ত দিতে পারে না, যে তার কাছে কত তাগাদা আর গালাগালি নীরবে সহ্য করেছে, সে এসে কি না বলে যে, সমস্ত স্থদে-আসলে যত টাকা হয়েছে সব টাকার চেক এখনই কেটে দিচ্ছি! বদ্ধ পাগল না হ'লে কি আর এমন অসম্ভব কথা কেউ বলে? কিন্তু যখন পুণ্ডরীকাক্ষ পকেট থেকে তার চেক-বই বাহির করলে তখন তো মহাজনের চক্ষুস্থির! তথাপি তার সন্দেহ দূর হ'তে চায় না। চেক-বইয়ের উপর যদিও সে দেখ্ছে যে, পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের নাম-ঠিকানা ঠিকই লেখা আছে, কিন্তু কে জানে যে, সে কোথাও থেকে একখানা চেক-বই জোগাড় ক'রে, চুরি ক'রে না হয় না-ই বল্লে,—নিয়ে আসেনি! পাগলে আর জোচ্চোরে না পারে কি? তাই সেই মহাজন সাবধান হ'য়ে বল্লে—আমি ভারী স্থখী হলুম পুণ্ডরীক বাবু, যে আপনি সব টাকা শোধ ক'রে দেবেন। তবে আপনার দলিলখানা এখন আমার কাছে নেই, আমার গদিতে আছে, আপনি কা'ল সকালে যদি আসেন তবে আমি গদি থেকে আনিয়ে রেখে দেবো, আর না হয় যদি আমার গদিতে এগারোটার সময় যান তাহ'লে সেখানেই আপনার হাতে দিতে পারি। তবে একটা কথা আছে পুণ্ডরীক বাবু, কিছু মনে করবেন না, আমার কিছু টাকার কাল্কেই বিশেষ দর্কার আছে, আপনি যে এই অসময়ে আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য কর্তে পার্লেন তাতে আমি বড় উপকৃত হলুম। তা আপনি টাকাটা যদি নগদ দেন, তাহ'লে

আমার বড় স্থবিধা হয়, নইলে ব্যাঙ্কে চেক পাঠিয়ে টাকা পেতে অনেক দেরী হ'য়ে যাবে, আমার তাতে একটু অস্থবিধা হবে...

পুণ্ডরীকাক্ষ মহাজনের সন্দেহ বুঝ্তে পার্‌লে। সে একটু ঈষৎ হেসে বল্‌লে—আপনার সন্দেহ হচ্ছে যে, কাল্‌কের কাঙাল পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড আজ হঠাৎ ধনপতি হ'য়ে দাঁড়াল কেমন ক'রে। এ সন্দেহ আপনার হ'তেই পারে···

মহাজন লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—না না, তা নয়, তা নয়, তবে···

পুণ্ডরীকাক্ষ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—তবে আমি কাল নগদ টাকা নিয়েই আপনার সঙ্গে এগারোটার সময় আপনার গদিতে দেখা কর্‌ব। আপনি অনুগ্রহ ক'রে খতখানা সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বেন, কারণ, কাল থেকেই আমার পুরানো বাড়ী ভেঙে ফেলে নূতন বাড়ী তৈরি হ'তে আরম্ভ হবে, আমি মার্টিন কোম্পানীকে কন্‌ট্রাক্ট দিয়ে এসেছি।

মহাজনের গদিতে খত আছে বলা পুণ্ডরীকাক্ষ যে বিশ্বাস করে নি, এবং সে মহাজনকে খতখানা কাল গদিতে নিয়ে যেতে বল্‌লে, এর প্রতিবাদ ক'রে নিজের মিথ্যাবাদিতার অপবাদ ক্ষালনের জন্য মহাজন কোনোই চেষ্টা কর্‌তে পার্‌ল না, পুণ্ডরীকাক্ষের লম্বাচওড়া কথা শুনে তার বাক্য একেবারে হ'রে গিয়েছিল। সে কেবল ভাব্‌ছিল যে, পুণ্ডরীকাক্ষ বলে কি ! একেবারে মার্টিন কোম্পানীকে বাড়ী তৈরির কন্‌ট্র্যাক্ট !

পুণ্ডরীকাক্ষ উঠ্‌ল। মহাজনকে নমস্কার ক'রে আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, "কাল এগারোটার সময় আমি আপনার সব টাকা নগদ নিয়ে আপনার গদিতে উপস্থিত হবো, আর আমার খতখানা উদ্ধার ক'রে নিয়ে আস্‌ব। কাল্‌কেই আমি যেন খত পাই, আর খত যদি না-ই পাই তবে আপনি সমস্ত টাকা বুঝে পেয়েছেন এই মর্ম্মে একটা

পাকা রশিদ আমাকে লিখে দেবেন, কারণ, আমার বিলম্ব কর্‌বার সময় নেই, কালই মার্টিন কোম্পানীর লোক বাড়ী ভাঙ্‌তে আরম্ভ কর্‌বে।"

পুণ্ডরীকাক্ষ বাড়ীতে ফিরেই তার বাড়ীর গলিতেই একখানা বাড়ী ভাড়া কর্‌বার চেষ্টায় বেরুল। সেই গলিতে একখানা বাড়ীর ললাটে অনেক দিন থেকে নোটিস লট্‌কানো ছিল যে, "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে, ৩৬ নম্বর বেচারাম পোদ্দারের গলিতে অনুসন্ধান করুন।" সেই বাড়ীখানি পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর সেই দিকেই—যেদিকে মেনাদের মোটর-গাড়ী রোজ যায়। তা যদি না হ'তো, যদি সেই বাড়ী তার বিপরীত দিকে হ'তো, তা হ'লে পুণ্ডরীকাক্ষ কখনই সে বাড়ী ভাড়া কর্‌তে যেত না। সে যদি কোঠা বাড়ী ভাড়া না পেত, তা হ'লে কোনো খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে কিছুদিন থাকৃত, তবু সে অন্য রাস্তায় বা ঐ গলিরই অন্য দিকে কোনো বাড়ীতে থাকৃত না।

পুণ্ডরীকাক্ষ সেই বাড়ীওয়ালার সন্ধানে রওনা হ'লো। এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে এক মাসের ভাড়া আগাম দিয়ে বাড়ী ভাড়া স্থির ক'রে এলো।

সে তার সৌভাগ্যক্রমে মেনা যে পথ দিয়ে নিত্য গতায়তি করে, সেই পথের ধারেই বাড়ী ভাড়া পেয়ে গেল, মেনাকে নিত্য দেখ্‌বার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হ'লো না। সে যে-বাড়ী ভাড়া কর্‌লে তা তার নিজের বাড়ীর চেয়ে বেশ অনেকখানিই বড় আর ভালোও, কিন্তু তবু তার মন খুঁতখুঁত কর্‌তে লাগ্‌লো যে, সে বাড়ীখানি এমন যথেষ্ট জম্‌কালো নয় যে, লোকে তা দেখেই বুঝ্‌তে পারে যে, তার কেমন অবস্থা-পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

পরদিন প্রভাতেই সে তার নূতন ভাড়াটে বাড়ীতে বাস বদল কর্‌লে। তার কিই-বা সামান্য জিনিস-পত্র ছিল, অতি সহজেই সব

স্থানান্তরিত হ'য়ে গেল। যখন তার বাড়ী থেকে ভাঙা কেওড়াকাঠের চৌকী, পায়া-নড়বড়ে আর পৃষ্ঠভঙ্গ-দেওয়া চেয়ার, কতকগুলো ময়লা কালী-পড়া হাঁড়ি-কুঁড়ি, আর ফুটো মরচে-ধরা টিনের তোরঙ্গ আর তাল-তোবড়া ক্যাম্বিসের স্যুটকেশ বাহির হ'তে লাগ্‌ল, তখন পুণ্ডরীকাক্ষের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে গেল। সকালে মেনাকে দেখ্‌বার জন্যে তাকে অপেক্ষা কর্‌তেই হবে, এখন তার বাজারে বেরিয়ে নতুন জিনিস কিনে আন্‌বার সময় নেই। অন্যদিন আবার সে তার নিয়মিত স্থানটিতে দাঁড়িয়ে মেনার দর্শনের জন্য অপেক্ষা কর্‌তো, কিন্তু আজ সে নূতন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, মেনা তার অভ্যাসমতো আজ সেই পুরাতন স্থানের দিকেই চেয়ে দেখ্‌বে আর তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে হতাশ হ'য়ে যাবে, আর হয়তো এই নূতন স্থানে দণ্ডায়মান তার দিকে সে দৃক্‌পাতও কর্‌বে না; আবার কতদিন যাবে, তারপরে মেনা এই স্থানটির সঙ্গে পরিচিত হবে; কিন্তু এখানকার সঙ্গে তার পরিচয় পাতানো ঘনিষ্ঠ হ'তে না হ'তে সে তো আবার বাড়ী বদল ক'রে তার নূতন বসত-বাড়ীতে উঠে যাবে; তখন আবার মেনা এই স্থানটির দিকে তাকিয়ে তাকে দেখ্‌তে পাবে না, আবার সেই আগেকার স্থানটিতেই তাকে হঠাৎ একদিন দেখ্‌তে পাবে; কতদিন এমনি বৃথা যাবে, মেনার সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হবে না। এতে সে অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে উঠ্‌তে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যে, এতে মেনার মন তার প্রতি সচেতন হ'য়ে উঠ্‌বে, তার জন্য মেনার মনে অনুসন্ধানের ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগ্‌বে, তার প্রতি মেনার অনুরাগ বর্দ্ধিত হবার ও মন আকৃষ্ট হবার সুযোগ হবে; এবং এই সম্ভাবনা ভেবে সে মনে মনে অত্যন্ত উৎসাহিত ও প্রফুল্ল হ'য়েই উঠ্‌ল।

বেলা দশটার আগে থেকেই পুণ্ডরীকাক্ষ তার নববেশে সুশোভিত

হ'য়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল, মেনাদের মোটর-গাড়ী যাবার অপেক্ষায়।

পুণ্ডরীকাক্ষ যা আশা করেছিল তাই তার সৌভাগ্যক্রমে ঘট্‌ল— মেনাদের মোটর-গাড়ী পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর সাম্‌নে আস্‌বামাত্রই মেনা ও এনা দুজনেই তার নিত্যকার অপেক্ষার স্থানটির দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লে, এবং দুজনেই লক্ষ্য কর্‌লে যে, আজ সেখানে পুণ্ডরীকাক্ষ নেই, কিন্তু কেউ কারো কাছে সে-সম্বন্ধে কোনো কথা উত্থাপন কর্‌লে না; একজন অচেনা লোক তার বাড়ীর সাম্‌নে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে, আজ নেই, তাতে আর তাদের কি, এই ভাব দেখিয়ে তারা কোনো কথা তুল্‌লে না বটে, কিন্তু দুজনেরই মনে হ'লো আজ পুণ্ডরীকাক্ষ গরহাজির কেন? কোথায় গেল সে?

গাড়ী অল্পদূর এগিয়ে যেতেই এনা দেখ্‌লে পুণ্ডরীকাক্ষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই এনা উৎসাহিত হ'য়ে ব্যগ্র স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—দিদি, দিদি, দেখ, দেখ, তোমার হেংলা বাবু আজ কেমন ময়ূরপুচ্ছ-ভূষিত দাঁড়কাকটির মতন দাঁড়িয়ে আছে! ওর আবার নতুন সাজ-সজ্জা হয়েছে! কিন্তু ও পেলে কোথায়?

পুণ্ডরীকাক্ষের উপর দৃষ্টি ফেল্‌তে না ফেল্‌তে মোটর-গাড়ী এগিয়ে চ'লে গেল। চকিতে এনা তার যতটুকু আভাস দেখে নিয়েছিল তাতেই সে হেসে কুটি কুটি হ'য়ে তার দিদির কোলের উপর গড়িয়ে পড়্‌ল। মেনাও ভগিনীর কথা শুনে গাড়ীর জানালা দিয়ে একটু উঁকি মেরে পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখে একটু হেসে ফেল্‌লে।

পুণ্ডরীকাক্ষের তো আনন্দ রাখ্‌বার জায়গা তার হৃদয়ে আর হয় না! মেনা দেবী গাড়ীর ভিতর থেকে উঁকি মেরে তাকে দেখে হেসে তার সঙ্গে পরিচয় ও প্রীতির সম্বন্ধ স্বীকার ক'রে গেলেন, এত বড়

পরম সৌভাগ্যের আনন্দ কি কেবল মাত্র ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ ক'রে রাখা যায়! তার ইচ্ছা কর্‌ছিল যে, সে চীৎকার ক'রে বিশ্ববাসী সকলকে ডেকে বলে যে, "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমার জীবন-মন আজ অমৃত লাভ করেছে, আমার দেহ মেনার পাবন দৃষ্টিপাতে পূত হ'য়ে গেছে!" তার ইচ্ছা করছিল, সে আনন্দের আতিশয্যে পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে মেনার গাড়ীর চাকায় চিহ্নিত স্থানটিকে বুকে চেপে ধরে। এইবার পুণ্ডরীকাক্ষ বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ল যে, ভক্তেরা কীর্ত্তনের সময় ভাবাবেশে কেন মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, কেন তাদের দশা লাগে!

বিকাল বেলা কলেজ থেকে বাড়ীতে ফের্‌বার সময় মেনা আর এনা আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌লে যে, বহু মজুর মিলে দুড়দাড় দুমদাম ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষের পুরাতন বাড়ীখানি ভেঙে ফেল্‌ছে। তাদের মনের মধ্যে কত কৌতূহল উদয় হ'তে লাগ্‌ল। তাদের জান্‌বার ইচ্ছা হ'তে লাগ্‌ল যে, তার বাড়ীখানি কি তার দেনার দায়ে বিকিয়েই গেল? যে সেটা কিনেছে, সে এটা ভেঙে নতুন ক'রে গড়াচ্ছে? অথবা পুণ্ডরীকাক্ষেরই অবস্থার এমন কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে' গেছে যাতে সে-ই তার বাড়ী নতুন ক'রে তৈরি করিয়ে নিচ্ছে? কিন্তু পরের সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়া সঙ্গত নয় মনে ক'রে কেউই আর কোনো উচ্চবাচ্য কর্‌লে না। এনা মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, একদিন পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি বুড়ীটা তো আমাদের বাড়ীতে বেড়াতেও আসে না যে, তার কাছ থেকে কিছু শুনে নেওয়া যাবে? বুড়ীটা কি? এতদিন দিদি তাকে সাহায্য কর্‌লে, কিন্তু তার পর আর দেখা দেবার নামটি নেই?

পরদিন সকালে কলেজে যাবার সময় এনা দেখ্‌লে পুণ্ডরীকাক্ষ তার নূতন বাসার সাম্‌নে নূতন পোশাক প'রে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দূর থেকে দেখে এনা দিদিকে বল্‌লে—দিদি, দিদি, হেংলাবাবু তার

বালাখানা ছেড়ে নতুন বড় বাড়ীতে উঠে এসেছে, নতুন পোশাক কেনা হয়েছে! আহা! তার অমন স্থন্দর আপিস যাবার পোশাকটা ও কর্‌লে কি? সেটা নিশ্চয় কোনো একৃজিবিশানে পাঠিয়ে দিয়েছে আর নয় তো মিউজিয়ামে রাখ্‌তে দিয়েছে! আহা! বাঙ্গারামের কি স্থন্দর অপরূপ পছন্দ! বাজার হাঁট্‌কে একটি জামা কিনেছে শট্‌ সিল্কের, তার কাপড়ের ভিতর থেকে জল-তরঙ্গের জেল্লা ঝিলিক দিয়ে বেরুচ্ছে! হাতে আংটি, ঘড়ী প'রে একেবারে নব-কার্ত্তিক সাজা হয়েছে! বাঙাল আর কা'কে বলে, বাঙাল কি আর গাছে ফলে, না বাঙাল কোনো বিশেষ দেশে বাস করে? যার কাণ্ডজ্ঞান নেই, সাধারণ বুদ্ধি নেই, সেই তো বাঙাল!

পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ী তৈরী হ'তে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। বহু রাজমিস্ত্রী খাট্‌ছে। হু হু ক'রে বাড়ী উচু হ'য়ে উঠ্‌ছে। পুণ্ডরীকাক্ষ এখন সকাল-সন্ধ্যা সেই নূতন বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে, বাড়ীর তদারক কর্‌বার জন্যেও বটে, আর এই বাড়ী যে তারই তৈরি হচ্ছে এই কথাটি মেনাকে জানিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষাতেও বটে। তাকে রোজ সেই বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখে একদিন এনা তার দিদিকে বল্‌লে—দিদি, হেংলাবাবু আবার নিজের পুরানো বাড়ী ভেঙে নতুন বাড়ী বানাচ্ছে! ওর হ'লো কী! এ যে একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া দেখ্‌ছি! এইবার ও নিশ্চয় বিয়ে কর্‌বে!

মেনা তার বোনের মন্তব্য শুনে একটু মুচ্‌কি হেসে ঠাট্টা ক'রে বল্‌লে—তোর বুঝি তাতে ভয় হচ্ছে? না, হিংসে হচ্ছে? তুই যে-রকম মনোযোগ দিয়ে রোজ রোজ ঐ বাবুটির জীবনযাত্রা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছিস্‌, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ হচ্ছে যে, তুই ঐ বাবুটির সঙ্গে লভে প'ড়ে গেছিস্‌। দেখ্‌, খুব যদি পছন্দ হ'য়ে থাকে তবে আমাকে না

হয় চুপি চুপি বল্, আমি বাবাকে ব'লে তোর সঙ্গেই ওর বিয়ের ঘটকালি করি।

দিদির কথা শুনে এনা লজ্জা পেয়ে হেসে বল্লে—দূর! ঐ কেব্লারামকে আমি বিয়ে কর্তে গেলাম কেন! ওর বৌ আস্বে ফেরতা দিয়ে কাপড় প'রে, নাকে বেসর আর কানে ঝুম্কো ঝুলিয়ে ন-বছরের কচি খুকী! আর ও লোকের কাছে অতি সসম্ভ্রমে ওর বৌয়ের পরিচয় দেবে—ইনি আমার ইস্তিড়ী!

এই কথা ব'লেই এনা হেসে তার দিদির কোলের উপর লুটিয়ে পড়্ল, এবং আজ মেনাও তার বোনের হাসির সঙ্গে নীরবে যোগ দিলে।

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রত্যহ হা-প্রত্যাশায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে মেনাকে একটিবার দূর থেকে চকিতের মতন দেখে নেবার জন্যে। কিন্তু সে তো কখনো স্বপ্নেও মনে করে না যে, তাকে নিয়ে ঐ ভগিনী-যুগলের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়, অথবা সে তাদের কৌতুকের পাত্র হ'য়ে তাদের হাস্যজনক হ'য়ে আছে! তাকে দেখে এনার চোখে-মুখে কথা ও হাসি ফুট্তে না ফুট্তে তাদের মোটর-গাড়ী তাড়াতাড়ি তাদের দৃষ্টির অন্তরালে নিয়ে চ'লে যায়. এবং তাদের সমস্ত আলোচনা আর হাসি-তামাসা তার অগোচরেই হ'য়ে থাকে।

দেখ্তে দেখ্তে পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ী তৈরি হ'য়ে উঠ্ল। তার বাড়ীর সাম্নের দেয়ালে শ্বেতপাথরের টালি লাগানো, তার বাড়ীর সকল ঘরের মেঝেই শ্বেতপাথর দিয়ে মোড়া, আর ঘরের দেয়ালে পঙ্খের কাজ করা, ছাদের তলে অজন্তার ধরণে আল্পনা আর ফুল লতা পাতা পাখী বিচিত্র চিত্র-অঙ্কিত! তার ঘরে ঘরে ইলেক্ট্রিক্ ফ্যান আর অতি মনোহর আলোর ঝাড়। বাড়ীতে জায়গা কম ব'লে বাড়ীখানি হয়েছে চার তলা। প্রত্যেক তলায় দুটি ক'রে মাত্র বড় লম্বা ঘর, আর সেই ঘরের পাশে

সংলগ্ন একটি চৌকা ড্রেসিং রুম ও একটি বাথরুম ; সেখানেও ইলেক্‌ট্রিক্ ফ্যান আর আলোর কার্পণ্য করা হয় নি। বাড়ীর এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠেছে, আর অন্য পাশ দিয়ে খাটানো হয়েছে একটা লিফ্‌ট্ বা আরোহণ-যন্ত্র। পায়খানা আর বাথরুমের মেঝে শঙ্খশুভ্র পোর্সিলেনের টালি দিয়ে আচ্ছাদিত, দেয়ালের গায়েও সেই-রকম টালি লাগানো আর তার উপরে রঙীন ফুলকাটা টালির পাড়। বাড়ীর উত্তর দিকেও তিন তলা বাড়ী ; তার একতলায় চাকর-দাসীদের থাকবার ঘর ; দোতলায় গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিক্ উনান বসানো রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর ; তেতালায় ভাঁড়ার ঘর। বাড়ী কালো হ'য়ে যাবার ভয়ে বাড়ীতে কয়লার উননের কারবার নেই। বাড়ীখানি যদিও আয়তনে ক্ষুদ্র, তথাপি তাকে যত দূর সম্ভব সুন্দর কর্‌বার চেষ্টার ও ব্যয়ের কোনোই ত্রুটি করা হয় নি। তার বাড়ীর পাশেই একটা খোলার ঘরের বস্তি ছিল, সেই জায়গাটা কেন্‌বার চেষ্টা ক'রে না পেয়ে অবশেষে ডবল্ খাজনায় জমা নিয়েছে। তার উপরে একটি সুন্দর বাগান আর মোটরের গ্যারাজ পত্তন আরম্ভ করা হয়েছে। এই তিন কাঠা জমির উপর বাড়ী তুল্‌তেই পুণ্ডরীকাক্ষের পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা খরচ হ'য়ে গেল!

এনা পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর দৈনন্দিন উন্নতি দেখে, আর বিস্মিত হ'য়ে দিদিকে বলে—দিদি, বাঙালটা করছে কী! এ যে একবারে অভ্রংলিহ স্কাইস্ক্রেপার তৈরি কর্‌ছে! তৈরি হচ্ছে তো একটা টং, তার আবার বাহারের ঢং দেখো না! আগাগোড়া কেবল শ্বেতপাথর আর শ্বেত পোর্সিলেন! ও যে টাকাটা এই বাড়ীর পিছনে খরচ কর্‌লে, সেই টাকাগুলো গলিয়েই তারই রূপো দিয়ে যেন সে এই বাড়ীটাকে রূপ দিলে! সর্ব্বস্ব খুইয়ে ও তো পাকা বাড়ী তৈরি কর্‌লে, কিন্তু কি খেয়ে ও ওতে থাক্‌বে, এই আমার দুর্ভাবনা হচ্ছে!

এনার কথা শুনে মেনা হেসে বল্‌লে—গৃহলক্ষ্মীকে আবাহন ক'রে নেবার জন্যে তাঁর চরণ রাখ্‌বার শতদল তো ফোটানো হ'লো, তার পর লক্ষ্মী তাতে পদার্পণ কর্‌লেই ভাণ্ডার যাতে খালি না হয়, সেদিকে তিনিই পূর্ণদৃষ্টি রাখ্‌বেন! আগে বাড়ীতে যেয়েই নাও, তার পরে পরের ভাবনা ভেবো!

এনা ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বল্‌লে—ইস্! ওর বাড়ীতে যাবার আমার দায় পড়েছে, ওর যা না চেহারা আর পছন্দ!

মেনা হেসে বল্‌লে—তা তোর ভয় নেই, ওর পছন্দ এই বেলা ভুল করবে না। আর ও যদি নেহাৎই ভুল কর্‌তে যায়, আমরা না হয় ওর ভুল শুধরে যাতে ঠিক লোকটিকেই সে পছন্দ করে তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

এনা ঠোঁট উল্‌টে বল্‌লে—ইস্! আগে তুমি কোথাও যাবে, তবে তো আমি যাব! তা তুমিই যাও না কেন ওর বাড়ীতে, লক্ষ্মীর মতন চেহারাও আছে তোমার! তোমার ও কুমীরখালির চেয়ে কল্‌কাতা শহরে থাকার সুবিধা ঢের ভালো হবে!

কৌতুক-রহস্যের মধ্যে মেনার মুখ ম্লান হ'য়ে উঠ্‌ল, আর তার চোখের কোণে এক ফোঁটা ক'রে জল চক্‌চক্ কর্‌তে লাগ্‌ল। সে একটু থেমে থেকে আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে বিষণ্ণ স্বরে বল্‌লে—আমি বাবাকে ছেড়ে কোথায় যাব ভাই! আমি অন্য কোথাও চ'লে গেলে ঐ বৃদ্ধ শিশুটিকে কে দেখ্‌বে? আমি তাঁর কাছে থেকেও তো কিছু কর্‌তে পার্‌ছি না, তবু…

মেনার কথাগুলি যেন অশ্রু-সরোবরে স্নান ক'রে সিক্ত হ'য়ে উঠে এল; কথার গা থেকে যেন অশ্রু বিগলিত হ'য়ে পড়্‌ল। এই বিষণ্ণতার ছোঁয়াচ লেগে এনার মুখের হাসিও মিলিয়ে গেল, সেও ম্লান দৃষ্টিতে তার দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে!

সাতের পরিচ্ছেদ

নীচৈর্ গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ

পুণ্ডরীকাক্ষ তার আপিসের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এখন বাড়ীতেই থাকে, তার নিজের নূতন বাড়ী তৈরীর তদারক-তদ্বির কর্‌তে হ'বে, ফার্ণিচার কিনে বাড়ী সাজাতে হ'বে, তার কি এখন আপিসে গিয়ে পরের এস্তেজারি কর্‌লে চলে !

পুণ্ডরীকাক্ষ রোজ তার শট্‌সিল্‌কের জামা গায়ে দিয়ে আর হাতের আংটি আর ঘড়ী যাতে লোকে দেখ্‌তে পায় এমনভাবে হাতে ছড়ি ধ'রে তার নূতন বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাকে, আর মেনাদের মোটর গেলে তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে। মোটর গ্যারাজটা হ'য়ে গেলেই সে একটা নিজে মোটর কিন্‌বে, আর মেনাদে পশ্চাতে ধাবমান হবে। সে অবশ্য রাজা বাহাদুরের মতন রোল্‌স্‌রয়েস্‌ কার্ কিন্‌তে পারবে না, সে একখানা ডেম্‌লার কি মিনার্ভা কার্ কেন্‌বার চেষ্টা করবে !

যখন পুণ্ডরীকাক্ষের প্রাসাদ নির্ম্মিত হ'য়ে নিত্য নূতন নূতন ঐশ্বর্য্যের সজ্জায় ভূষিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, সেই সময়ে গঙ্গানগরের বনিয়াদী জমিদার রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর কল্‌কাতার বাড়ী আর বাড়ীর সব আস্‌বাব, আর রোল্‌স্‌রয়েস্‌ মোটর-গাড়ী বিক্রি ক'রে ফেল্‌বার জন্যে দালাল লাগানো হয়েছিল !

একদিকে দরিদ্রের অভ্যুদয়, আর তার পাশেই অন্য দিকে ধনবানের নিঃস্ব হ'য়ে যাওয়া। এই দেখেই কবি কালিদাস লিখেছিলেন—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধিনাম্
আবিষ্কৃতোঽরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অস্ত যাচ্ছেন, আর অন্য দিকে অরুণসারথি সূর্য্য উদয় হচ্ছেন; পূর্ণিমা তিথির প্রভাতকালে দুইটি তেজোময় জ্যোতিষ্কের একসঙ্গে বিপদ্ ও অভ্যুদয় দেখে লোকে নিজেদের দশাবিপর্য্যয় সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে।

একদিন রাজা বাহাদুর নিজের কাগজপত্র দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দেখ্‌তে পেলেন যে, ভাস্কর অনেক মাস থেকে তার মাইনে কিছুই নেয় নি। তিনি এই দেখে ভাস্করকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—বাবা, ভাস্কর, আমি দেখ্‌ছি, তুমি অনেক দিন থেকে তোমার বেতন নিচ্ছ না। কেন?

ভাস্কর লজ্জিত আর দুঃখিত ভাবে বল্‌লে—আমার দরকার হয় না। আমি তো আপনার বাড়ীতেই থাকি, খাই; ধোবারও কোনো খরচ আমার লাগে না। তবে আর টাকা নিয়ে আমি করব কি?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তোমার জামা-কাপড়ের জন্যে তো তোমার কিছু দর্‌কার হওয়ার কথা।

ভাস্কর অপ্রতিভ ভাবে বল্‌লে—আমি মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখি, তাতে মাসে মাসে কিছু ক'রে পাই, তাতেই আমার হাত-খরচ চ'লে যায়।

রাজা বাহাদুর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লেখ ? কৈ তোমার নাম তো আমি কোনো পত্রিকায় কখনো দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না ?

ভাস্কর লজ্জিতভাবে বললে—আমি নিজের নামে লিখি না, আমার একটা অন্য ছদ্মনামে লিখি।

রাজা বাহাদুর কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ছদ্মনামটি কি !

ভাস্কর মাথা নীচু ক'রে বললে—শঙ্কর শর্ম্মা।

রাজা বাহাদুর আনন্দিত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠলেন—ও ! শঙ্কর শর্ম্মা তুমি ! আমি আর মেনা অনেক দিন বলাবলি করছি যে, এই শঙ্কর শর্ম্মা লোকটি কে, খাসা লেখে, আর পণ্ডিত লোক ! তখন কি জানি যে তুমি এমন বর্ণচোরা মেঘনাদ ! আমি মেনাকে বলবো, সে শুনে কত খুসী হবে। সে শঙ্কর শর্ম্মার লেখার একজন পরম ভক্ত।

ভাস্করের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠল। সে আর কোনো কথা বললে না।

তাকে নীরব দেখে রাজা বাহাদুর বলতে লাগলেন—তা তুমি তো ইংরেজী-বাংলা অনেক কাগজেই লিখে থাকো, তোমার লেখা বিলাতি নেশান-এথিনিয়াম্ আর স্পেক্‌টেটর কাগজেও তো দেখেছি। তাতে তো তোমার বেশ আয় হবার কথা। কিন্তু যতই তোমার আয় হোক না কেন, তুমি আমার কাজ ক'রে পারিশ্রমিক নেবে না কেন ?

ভাস্করের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সে বললে—রাজা বাহাদুর, টাকাটাই কি কেবল মানুষকে কাজ করায় ? টাকাই কি সব-চেয়ে বড় পারিশ্রমিক ? আমি যে আপনাদের কাছথেকে স্নেহ-যত্ন, সম্মান-সমাদর পাই, তা কি অমূল্য উপহার নয়, তার কি কোনো তুলনা

আছে ? আমি তো একদিনও মনে কর্‌তে পারি না যে, আমি পরের বাড়ীতে কাজ কর্‌ছি। আমি যদি আমার পিতার জমিদারীর…

ভাস্করের মুখ দিয়ে অসাবধানে তার পিতার জমিদারীর কথা বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মনে হ'য়ে যাওয়াতে সে, কথা অৰ্দ্ধসমাপ্ত রেখেই, থেমে গেল।

রাজা বাহাদুর কিন্তু তার কথার মৰ্ম্ম ঠিক হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌লেন না। তিনি মনে কর্‌লেন যে, ভাস্কর বল্‌তে যাচ্ছিল যে, যদি এই তাঁর জমিদারীটা তার পিতার হ'তো, আর সে সেই জমিদারীর কাজ দেখ্‌ত, তা হ'লে সে কি কিছু পারিশ্রমিক নিতে পার্‌ত, না, তার পিতাই তাকে দিতে পার্‌তেন বা দিতে চাইতেন ? ভাস্কর তাঁকে তো পিতৃতুল্যই মনে করে, তবে সে তাঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ কর্‌বে কেন ? তাই তিনি ভাস্করের কথার উপসংহার স্বরূপ বল্‌লেন—তা আমি তোমাকে নিজের পুত্রের মতনই মনে করি। তোমার নিজের খরচ চ'লে যাচ্ছে বটে, কিন্তু তোমার আত্মীয়-স্বজন যাঁরা আছেন তাঁদের তো তোমার কিছু সাহায্য কর্‌তে হয় ?

ভাস্কর বিব্রত হ'য়ে পড়্‌ল, তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তো তার পিতা, এবং তিনি এই রাজা বাহাদুরের চেয়েও অনেক অনেক ধনশালী জমীদার, তাঁর জমীদারী ঋণমুক্ত, সচ্ছল। সে মৃদুস্বরে কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—না, আমার কোনো আত্মীয় আমার কোনো প্রত্যাশা করেন না, তাঁরা জানেন যে, আমি অতি অভাজন অকৰ্ম্মণ্য।

রাজা বাহাদুর যুগপৎ হৃষ্ট ও বিষণ্ণ হ'য়ে বল্‌লেন—তা হ'লে তো বাবা, তারা কেউ তোমাকে চেনেন নি, তাঁদের চেয়ে তো আমি তোমার পরিচয় বেশী পেয়েছি ! তুমি যে কত কৰ্ম্মণ্য ও অশেষ-কল্যাণভাজন, তা আমি বেশ জান্‌তে পেরেছি।

ভাস্করের কথা হারিয়ে গেল। সে রাজা বাহাদুরের প্রশংসা আর স্নেহভাষণ শুনে এমন অভিভূত হলো যে, সে যে এর পর কি বলবে তা স্থির করতে পারছিল না।

তাকে নিষ্কৃতি দিয়ে ঠিক সেই সময় সেই ঘরে এসে প্রবেশ করল মেনা। সে জানতো না যে, তার বাবার ঘরে এখন ভাস্কর আছে। সে ঘরে এসেই ভাস্করকে দেখেই লজ্জিত হলো, এবং তখনই স্মিতমুখ নত ক'রে ঘর থেকে ফিরে চ'লে যাবার উপক্রম করলে।

তাকে চ'লে যেতে উদ্যত দেখে রাজা বাহাদুর বললেন—মেনা, আয় আয়। আমি তোকে ডেকে পাঠাব মনে করছিলাম। তুই শঙ্কর শর্ম্মার লেখার খুব তারিফ করিস্ তো? আমিও ভাল বলি। কিন্তু এই ভাস্করের সঙ্গে আমাদের মতবিরোধ উপস্থিত হয়েছে। ইনি বলছেন, সে আবার একটা লেখক, সে অতি অভাজন অকর্ম্মণ্য! তা আমি তো এই ডবল্ এম-এর সঙ্গে তর্কে পেরে উঠ্ব না, তুই এসেছিস্ ভালোই হয়েছে।

মেনা মুস্কিলে প'ড়ে গেল। সে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় সেখানেই অর্দ্ধপ্রত্যাবৃত্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার প্রিয় লেখকের নিন্দা তার অসহ্য বটে এবং তার পিতা তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করছেনও বটে, কিন্তু সে কেমন ক'রে অল্পপরিচিত ভাস্করের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হ'তে পারবে? এই দ্বিধার সঙ্কটে প'ড়ে সে লজ্জিতা হ'য়ে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

এঁদের পিতাপুত্রীর রহস্য দেখে ভাস্কর খুব কৌতুক অনুভব করছিল, তার মুখ হাসির প্রভায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছিল, অথচ সে হাসছিল না।

কন্যার লজ্জিত অবস্থা দেখে রাজা বাহাদুর বললেন—আর জানিস্ মেনা, কেন ভাস্কর শঙ্কর শর্ম্মার অমন ক'রে নিন্দা করতে পারলেন?

ইনিই সেই ছদ্মনামে কাগজে লিখে থাকেন; ইনি তাই আত্মনিন্দা করেছেন; পরনিন্দা কর্‌বেন এমন লোক তো ভাস্কর নন।

ভাস্কর নত মুখ তুলে একবার মেনার মুখের দিকে চাইলে, আর মেনাও সেই সময় তার দিকে চেয়েছিল; দুজনের চোখে চোখে মিলন ঘট্‌ল, আর পরক্ষণেই দুজনেই হেসে চোখ নামিয়ে নিলে।

মেনা মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—ও! পেটে পেটে এত বিদ্যে! ডুব দিয়ে জল খাওয়া হয়! এদিকে দেখ্‌তে তো ভিজে বেরালটি, যেন ভাজা মাছটি উল্‌টে খেতে জানেন না!

শঙ্কর শর্ম্মা যে ভাস্করই, তার প্রিয় লেখক যে তারই পরিচিত একজন লোক, এই সংবাদে মেনার মনে আনন্দ প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। সে সেই আনন্দ গোপন কর্‌বার জন্যে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

মেনা নিজেদের মহলে গিয়ে এনাকে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—জানিস্‌ এনা, লেখক শঙ্কর শর্ম্মা আমাদের ভাস্কর বাবু! তিনি নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মনামে লিখে থাকেন!

এনা আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—অ্যাঁ! তাই নাকি? তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে? ভাস্কর বাবু বুঝি তোমাকে তাঁর গোপন রহস্যটি চুপিচুপি বল্‌লেন?

এনার চোখে একটা দুষ্টামির আভা চমক মেরে গেল, তার চোখ মিট্‌মিট্‌ ক'রে উঠ্‌ল।

মেনা তার রঙ্গ দেখে হেসে বল্‌লে—না ভাই, তোমাকে আমার নিতান্তই হতাশ কর্‌তে হচ্ছে; তুমি যে কবিত্ব আন্দাজ করছ, তা মোটেই আমার ভাগ্যে ঘটেনি; আমি এই মাত্র বাবার মুখ থেকে শুনে এলাম।

এনা হেসে বল্লে—আহা দিদি, তোমার তা হ'লে কি আফ্‌শোষ ! এমন উত্তম সংবাদটা তুমি ভাস্কর বাবুর কাছ থেকে শুন্‌তে পেলে না ? তুমি বোধ হয় আগেই খবরটা আর কোথাও থেকে পেয়েছিলে, নইলে ঐ শঙ্কর শর্ম্মার লেখার প্রতি তোমার অত পক্ষপাত হবার কারণ কি বলো তো ?

যখন এ-ঘরে মেনা আর এনাতে মিলে ভাস্করকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা চল্‌ছিল, তখন অন্য ঘরে রাজা বাহাদুর ভাস্করের মনের আনন্দ একটি কথায় ম্লান ক'রে দিলেন ;—মেনা চ'লে আস্‌তেই তিনি ভাস্করকে বল্‌লেন—তুমি যে আমার কাছ থেকে বেতন নেও না কেন, তা কি আমি জানিনে বাবা ? তুমি মনে করো যে, এই দেউলে লোকটার কাছ থেকে বেতন নিয়ে তাকে আর কেন বেশি ক'রে ডোবাই ? কিন্তু বাবা, যার মাথার চুল পর্য্যন্ত ঋণের তলায় তলিয়ে গেছে, তাকে আর তুমি কতটুকু সাহায্য করতে পার্‌বে ?

ভাস্কর মলিন মুখে বল্‌লে—কাঠবিড়ালীও তো সেতুবন্ধে রামচন্দ্রকে সাহায্য কর্‌তে চেষ্টা করেছিল, আর তার সেই চেষ্টা তো রামচন্দ্র উপেক্ষা করেন নি।

রাজা বাহাদুরও মলিন মুখে বল্‌লেন—না বাবা, আমি তো তোমার প্রীতির দান উপেক্ষা কিম্বা অবহেলা করিনি। তুমি কাঠ-বিড়ালীর চেয়েও কত শ্রেষ্ঠ, আর আমি রামচন্দ্রের তুলনায় কত নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র,—আমি কি কখনো তোমার সাহায্য হতাদর কর্‌তে পারি ? কিন্তু তোমার এ সাহায্য কি রকম বাবা, জানো ? ভারাক্রান্ত নৌকা ডুবে যাচ্ছে দেখে একজন মেয়েলোক তার বোচ্‌কাটা নিজের মাথায় তুলে নৌকার ভার লাঘব কর্‌তে চেয়েছিল। তোমার চেষ্টাও সেই রকম বৃথা, যদিও উদ্দেশ্য মহৎ ! আজ আমার জমিদারীর

ম্যানেজারের পত্র পেলাম, সে লিখেছে খাজনা কিছুই আদায় হচ্ছে না, পাটের দর অত্যন্ত নেমে গেছে, প্রজারা নিজেরাই খেতে-পর্‌তে পাচ্ছে না, তো জমিদারের খাজনা দেবে কিসে? সমস্ত জমিদারী এইবার বিক্রি না কর্‌লে আমার আর খাজনা দেওয়ার অথবা ঋণ শোধ কর্‌বার কোনো উপায় নেই। কাল তো এই বাড়ী বন্ধকের টাকার জন্যে মাড়োয়ারী মহাজন এসে কী কড়া তাগাদা ক'রে গেল, তা তো জানো।

ভাস্কর ম্লান বিষণ্ণ মুখ নত ক'রে ব'সে রইল, কোনো উত্তর দেবার বা আশা-ভরসা দেবার মতন কথা সে খুঁজে পেলে না।

এমন সময় রাজা বাহাদুরের ঘরের দরজায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। রাজা বাহাদুর আর ভাস্কর দুজনেই সেই দিকে তাকালেন। ভাস্কর পিছন ফিরে ব'সে ছিল, সে মুখ ফিরিয়েই দেখ্‌লে মেনা আবার সেই ঘরের দিকে আস্‌ছিল, কিন্তু ঘরে তাকে দেখে সে ফিরে চ'লে যাচ্ছে। ভাস্কর অমনি তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

ভাস্কর চ'লে গেল দেখে মেনা আবার ফিরে এসে তার বাবার ঘরে প্রবেশ কর্‌লে। সে ঘরে এসেই দেখ্‌লে, তার বাবার মুখ অত্যন্ত ম্লান হ'য়ে আছে, তাঁর চোখে দুশ্চিন্তা ঘনীভূত হ'য়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে তার বাবার কাছে গিয়ে বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবা, তোমার মুখ এত বিষণ্ণ কেন, কি হয়েছে বাবা?

রাজা বাহাদুর হাস্‌বার চেষ্টা ক'রে বল্‌লেন—না মা, কিছুই হয়নি তো। বুড়োমানুষ, সর্ব্বদা কি আর প্রফুল্ল থাক্‌তে পারি, কত মিথ্যা দুর্ভাবনায় মন ভারী হ'য়ে ওঠে!

যেমন ক'রে মা ছোট ছেলেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কোমল স্বরে ভুলিয়ে কথা জেনে নিতে চায়, মেনা তেমনি ক'রে বাবাকে বল্‌লে—বাবা, আমি তোমার ছেলে হ'লে তো তুমি আমাকে তোমার ভাবনার ভাগ দিতে, মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি ব'লেই কি তুমি আমাকে তোমার মন থেকে দূরে ঠেলে রেখে দেবে ? মেয়ে একদিন পরের বাড়ী চ'লে যায় ব'লে কি মেয়ে এমনি পর ? আমি তো বাবা, তোমাকে ফেলে কোথাও যেতে পার্‌ব না। তবে তুমি আমাকে এমন পর ক'রে রেখেছ কেন ?

মেনার কথা শুনে রাজা বাহাদুরের চোখ দুটি সজল হ'য়ে উঠ্‌ল, তিনি বিষাদমগ্ন স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন—না মা, তোদের কি আমি কখনো পর ভাব্‌তে পারি ? তোরাই তো আমার সর্ব্বস্ব ! তোরা ছেলেমানুষ, তাই তোদের আমার দুশ্চিন্তার ভাগ দিয়ে অনাবশ্যক কষ্ট দিতে চাইনে।

মেনা কাতর ভাবে বল্‌লে—বাবা, আমরা কি তোমাকে কোনো রকমে সাহায্য কর্‌তে পারি নে ?

রাজা বাহাদুর অল্প ক্ষণ নীরব হ'য়ে চিন্তা ক'রে বল্‌লেন—মা, যে-কথা তোরা অপরের কাছ থেকে আজ হোক কাল হোক শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌বি, সে-কথা যতই কেন কঠোর হোক না, তোদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কোনো লাভ নেই। আমার সমস্ত জমিদারী আর এই বাড়ী বিকিয়ে যেতে বসেছে। আমার যে ঋণ হয়েছে তা আর শোধ কর্‌বার কোনো উপায় নেই। অথচ পাওনাদারেরা ভয়ানক কড়া তাগাদা দিচ্ছে।

মেনা বল্‌লে—আমি তা জানি বাবা, কিন্তু তুমি মনে কষ্ট পাবে ব'লে আমি তোমাকে এ-সম্বন্ধে কোনো কথা বলি-বলি ক'রেও বল্‌তে পারিনি।

রাজা বাহাদুর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই এ খবর আগেই জানিস্ ? কেমন ক'রে জান্লি ?

মেনার মলিন মুখখানি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্ল—মেঘ্লা সন্ধ্যায় মেঘের একটু ফাঁক দিয়ে অস্তসূর্য্যের আভা-লাগা আকাশের মতন। সে মৃদু লজ্জিত স্বরে বল্লে—আমাকে ভাস্কর বাবু বলেছিলেন। তুমি আমাদের দু-বোনকে যে গহনা দিয়েছ, আর আমাদের দুজনের নামে যে কোম্পানির কাগজ আর ক্যাশ-সার্টিফিকেট কিনে রেখেছ, আর ব্যাঙ্কেও আমাদের দুবোনের নামে যে টাকা জমা দেওয়া আছে, তা সব একত্র করলে প্রায় লাখ টাকা হবে। তুমি সেই সব দিয়ে তোমার ঋণ কতক শোধ ক'রে এখন মহাজনদের কিছুদিনের জন্য থামিয়ে রাখ্তে তো পারো। তারপর সাবধানে সমঝে খরচ কমিয়ে চল্লে সব ঋণ শীঘ্রই শোধ ক'রে ফেল্তে পারা যাবে।

রাজা বাহাদুর দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন—তোদের আমি তো কিছু দিতে পারিনি। আমার হাতে কিছুই থাকে না; যখন তোদের বিয়ের সময় আস্বে তখন টাকা সংগ্রহ করতে পারব কি না, এই ভেবে আগে থাক্তেই তোদের জন্যে কিছু কিছু টাকা নানা রকমে জমা ক'রে রেখেছি। লোকে মনে করে যে, আমি তোদের বেনামী ক'রে মহাজন ঠকাবার ফন্দি করেছি। লোকে এর জন্যে আমাকে নিন্দে করে। তবু আমি বিচলিত হইনি। তোদের আমাকে তো ভাল পাত্রে সম্প্রদান করতে হবে ?

মেনা দুঃখিত হ'য়ে বল্লে—বাবা, তোমার মেয়েদের যদি এমন কোনো গুণ না-ই থাকে, যার জন্যে কোনো সৎপাত্র তাদের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতে চাইবে না, তবে পাত্রদের ঘুষ দিয়ে মেয়ে গছাবার চেষ্টা করলে তোমার মেয়েদের কি অপমান করা হবে না ? তোমার

মেয়েদের সদ্‌গতির জন্যে তোমার টাকা জমিয়ে রাখ্‌তে হবে না, তুমি স্বচ্ছন্দে ঐ টাকা নিয়ে তোমার ধার শোধ ক'রে ফেলো।

মেনা পিতাকে আর কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেনা নিজের ঘরে গিয়ে তার দেওয়ালে-গাঁথা লোহার দেরাজ খুলে রাশি রাশি গহনা আর গহনার 'কেস্‌ বাহির করতে লাগ্‌ল। তা দেখে এনা এসে হেসে হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দিদি, এত গহনা বা'র কর্‌ছ যে, কোথায় যেতে হবে? অভিসারে? কিন্তু অত গহনা গায়ে চাপিও না. তা হ'লে তোমারি নূপুর তোমারি চরণে বিমরি' বিমরি' বাজ্‌বে!

মেনা ভগিনীর হাসিমুখের দিকে ম্লানমুখ তুলে বল্‌লে—ভাই এনা, বাবা ঋণ শোধ কর্‌বার দুশ্চিন্তায় আকুল হ'য়ে ব'সে রয়েছেন দেখে এলাম। তাই আমি তাঁকে আমার সব গহনা আর টাকা দিতে যাচ্ছি, তা দিয়ে তো তাঁর কিছু চিন্তার লাঘব কর্‌তে পার্‌বো!

এনার হাসিমুখও মলিন হ'য়ে গেল; সে কিন্তু উৎসাহিত স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—দিদি, আমারও তো অনেক গহনা আর টাকার দলিল আমার কাছে বাবা দিয়েছেন। আমিও তো সেগুলি বাবাকে দিলে বাবার অনেক ভাবনা ঘোচে।

মেনার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুই সে-সব মমতা ছেড়ে দিয়ে দিতে পার্‌বি ভাই? তোর মনে কষ্ট হবে না?

এনার ঠোঁট দুখানি অভিমানে ফুলে উঠ্‌ল, সে ভারি গলায় বল্‌লে—দিদি, বাবাকে কি কেবল তুমিই ভালোবাসো? বাবার চেয়েও কি আমার এই সব কতকগুলো ধাতু-পাথর আর কাগজ বেশি

প্রিয় ? তুমি আমাকে এমন স্বার্থপর হৃদয়হীন ভাব্‌তে পার্‌লে দিদি !

এনার চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

মেনা এনার চোখের জল দেখে খুশী হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠে তাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধর্‌লে, আর তার চোখের জল না মুছিয়ে তার পিতৃস্নেহের নিদর্শন অশ্রুধারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বল্‌লে—ভারি সুখী হলুম দিদি, তোর এই ত্যাগের সাহস দেখে ! তুই ছেলেমানুষ, তাই ভরসা ক'রে তোকে আমি বল্‌তে পারি নি। আর তা ছাড়া বাবা বলেন যে, এই সব গহনা আর টাকা আমাদের বিয়ের যৌতুক হবে, নইলে ভালো পাত্রে আমাদের সম্প্রদান করা তাঁর পক্ষে মুস্কিল হবে।

এনার চোখের জল মেনা চুম্বন ক'রে ক'রে নিজের মুখে মেখে মুছিয়ে দিলে।

এনা দিদির আদরে প্রকৃতিস্থ হ'য়ে তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বল্‌লে—যিনি কেবল মাত্র আমার যৌতুকের টাকার লোভে দয়া ক'রে আমাকে গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করতে সম্মত হবেন তেমন ধনলোলুপ ছোটলোককে আমি স্বামী ব'লে স্বীকার করব, এ কি তুমি অথবা বাবা এতদিন আমাকে দেখেও মনে করো ? আমার নিজের কি কোনো স্বকীয় মূল্য নেই, আমার মধ্যে কি এমন কিছু নেই যার জন্যে কেউ আমার জন্যেই আমাকে প্রার্থনা করবে ? তা যদি না-ই হয় তবে আমি কি চিরজীবন এমনি কুমারী থেকে যেতে পারব না ? তুমি যে তোমার সব সম্পত্তি বাবাকে দিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছ, সে কিসের সাহসে ? আমি যা বল্‌লাম সেই রকম একটা কিছু কি তুমিও ভাবো নি দিদি ?

মেনা বল্‌লে—ঠিক বলেছিস্ ভাই, ঠিক ধরেছিস্। আমিও ঠিক ঐ কথাই এই মাত্র বাবাকে ব'লে এসেছি। তবে চল্, আমরা দুই বোনে একসঙ্গে গিয়ে বাবাকে আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়ে প্রণাম করিগে, বাবা নিশ্চিন্ত হোন, আমরাও তাঁর মেয়ের উপযুক্ত হই।

মেনা আর এনা দুজনে তাদের সব গহনা আর টাকার কাগজপত্র বাহির ক'রে দুটি রূপার হাতল-দেওয়া ট্রেতে সাজিয়ে রাখ্‌লে। তার পর প্রত্যেকে একখানি ট্রে দু-হাতে ক'রে ধ'রে নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তাদের দেখে রাজা বাহাদুরের চোখ বিস্ময়ে আর আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি আর কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লেন না। মেনা আর এনা পিতার পায়ের কাছে দুখানি রূপার থালা নামিয়ে রেখে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিলে। তার পর মেনা বল্‌লে—বাবা, তুমি এইসব কতকগুলো খেলনা আমাদের দিয়েছিলে। এখন আমরা বড় হয়েছি, আর আমাদের এইসব খেলনাতে কোনো দর্‌কার নেই, তুমি এখন এগুলি সব ফিরিয়ে নাও, আমরা স্বেচ্ছায় আর স্বচ্ছন্দ মনে তোমাকে এ-সব দিচ্ছি। আমি এনার জিনিষ নিতে চাইনি, তাতে এনার কি অভিমান! সে কেঁদেই আমাকে হার মানিয়ে দিলে।

রাজা বাহাদুর দুই হাতে দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধ'রে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—তোরা তো আমার মা, এখন তোদের এই বুড়ো ছেলেকে এই খেলনাগুলো দিয়ে দিচ্ছিস্?

রাজা বাহাদুর হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু তাঁর দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তা দেখে মেনা আর এনারও চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণ নীরব থেকে রাজা বাহাদুর গাঢ় স্বরে বল্‌লেন—যাই, ভাস্করকে এই শুভসংবাদ দিইগে। সে একজন নিঃসম্পর্কীয় পর, সেও

আমার জন্যে ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে, তার মুখে হাসি নেই, চিন্তার অন্ত নেই!

মেনার দিকে চেয়ে এনা একটু মুচ্‌কি হাস্‌লে। মেনার মুখ আনন্দে আর লজ্জায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—আজ আর বৃহস্পতি বারের বারবেলায় কোথাও যাব না, কাল গিয়ে সব পাওনাদারদের পাওনা কতক কতক চুকিয়ে দেবো। কিন্তু মা, তোদের এই সর্ব্বস্ব নিয়ে তোদের একেবারে নিঃস্ব ক'রে আমার মান বাঁচাতেও প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌ছে।

এনা ব'লে উঠ্‌ল—আমাদের তুমি দিয়েছিলে, আমরা এখন নিজেরা ইচ্ছা ক'রে তোমায় আমাদের জিনিষ দিচ্ছি, তুমি তো আর চাওনি, আর জোর ক'রেও নেওনি. তবে আর এতে তোমার দুঃখ কর্‌বার কি আছে?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—যাই ভাস্করকে খবর দিইগে, সে শুনে খুব খুশী হবে।

রাজা বাহাদুর সমস্ত গহনা আর কাগজপত্রগুলি লোহার সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে লাগ্‌লেন। মেনা আর এনা আনন্দিত হাসিমুখে পিতার ঘর থেকে বাহির হ'য়ে এল। একটা মহৎ ত্যাগের আর পিতৃবাৎসল্যের পরিচয় দেওয়াতে তাদের অন্তর-বাহির মধুময় বোধ হচ্ছিল।

আটের পরিচ্ছেদ

রাজা বাহাদুর ও পুণ্ডরীকাক্ষ

পরদিন দ্বিপ্রহরে রাজা বাহাদুর স্বয়ং কন্যাদের গহনাগুলি নিয়ে তাঁর জহুরী হীরালাল ঠাকুরদাসের দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সেই সময় পুণ্ডরীকাক্ষও সেই দোকানে গিয়ে তার নিজের জন্য এক সেট সোনার বোতাম আর একটা স্কার্ফপিন কিন্‌ছিল। সে বেছে বেছে একটা মাথা-ভারী হীরাবসানো মাড়োয়ারী-পছন্দ সোনার শিকলে গাঁথা শার্টের বোতাম এবং একটা বুল্‌ডগের অতি কুৎসিত মুখওয়ালা পিন আর একটা চাবুকের সঙ্গে একটা শুওরের মুখ-লাগানো পিন বেছে নিয়ে দেখ্‌ছিল।

সেই সময় রাজা বাহাদুর দোকানে প্রবেশ কর্‌তেই যে দোকানদার পুণ্ডরীকাক্ষকে জিনিষ দেখাচ্ছিল সে তটস্থ হ'য়ে সসম্ভ্রমে ব'লে উঠ্‌ল— আইয়ে রাজা সাহেব, আইয়ে।

কে রাজা সাহেব এসেছে দেখ্‌বার জন্যে পুণ্ডরীকাক্ষ হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। তার ঘাড়ে একটা বেদনা হয়েছিল ব'লে সে ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখ্‌তে পারে না, তাকে পিছনের কিছু দেখ্‌তে হ'লেই নিজের সর্ব্বাঙ্গকে সম্পূর্ণ মোড় ফিরিয়ে ঘুরপাক খেয়ে তবে পিছনে দেখ্‌তে হয়। সে যে অকস্মাৎ সর্ব্বশরীর নিয়ে ঘুরপাক খেয়ে ফিরে দাঁড়াবে এ সম্ভাবনা আন্দাজ না ক'রে রাজা বাহাদুর তার ঠিক পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ ঘুরপাক খেতে গিয়ে দিলে তাঁর পা মাড়িয়ে! সে তার সাম্‌নে দেখ্‌লে শ্রীমতী মেনাদেবীর পিতা রাজা বাহাদুর স্বয়ং সমাগত! সে তৎক্ষণাৎ জিভ কেটে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে

প্রণাম ক'রে রাজা বাহাদুরের পায়ের ধুলো নিতে হাত বাড়ালে। রাজা বাহাদুরের পা সে মাড়িয়ে দিয়ে লজ্জায় আর গুরুজনের কাছে অপরাধের ভয়ে সঙ্কুচিত হ'লেও তার মন আনন্দে ভরপূর হ'য়ে উঠেছিল যে, এই সুত্রে সে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় কর্‌বার ও আলাপ কর্‌বার সুযোগ পেয়ে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখে রাজা বাহাদুরের মনে হ'লো যেন চেনা-চেনা লোক, তাকে নিশ্চয় কোথাও অনেকবার তিনি দেখেছেন, কিন্তু কোথায় দেখেছেন, তা তিনি মনে কর্‌তে পার্‌ছেন না। সেই অতি অল্প-পরিচিত লোকটি তাঁর পায়ের ধূলা নেবে ব'লে মাটিতে অবনত হ'য়ে হাত বাড়িয়েছে দেখে তিনি ব্যস্ত হ'য়ে পিছু হ'টে যেতে যেতে বল্‌লেন—থাক্‌, থাক্‌, ও কি করেন, আপনি আমার পায়ে হাত দেবেন কেন?

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের পায়ের অর্থাৎ জুতার ধূলা নিয়ে মাথায় বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়াল, আর দন্ত বিকাশ ক'রে বল্‌লে—আপনার পায়ের ধুলো নেবো না, আপনি গুরুজন!

রাজা বাহাদুর তো অবাক্! গুরুজন তিনি! অথচ এই লোকটিকে তিনি তো কিছুতেই চিনে উঠ্‌তে পার্‌ছেন না, মনে কর্‌তে পার্‌ছেন না যে, তাকে কোথায় তিনি কি উপলক্ষ্যে দেখেছেন! তিনি লজ্জাজড়িত বিস্মিত দৃষ্টিতে পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—আমার তো মনে পড়্‌ছে না আমি আপনাকে কোথায় দেখেছি। বুড়ো হ'য়ে গেছি কি না, তাই সব কথা আর মনে রাখ্‌তে পারি না।

পুণ্ডরীকাক্ষ হর্ষগদ্‌গদ হ'য়ে উঠেছিল—সে রাজা বাহাদুরের মতন একজন বুনিয়াদী জমিদারের সঙ্গে একই ঘরে সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড়িয়ে তাঁর

সঙ্গে কথা বল্‌বার পরম আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ আজ পেয়ে গেছে, এবং সে তাঁর সঙ্গে পরিচয়েরও সৌভাগ্য লাভ করতে যাচ্ছে। সে আনন্দে একেবারে জেলিফিশের মতন নরম তল্‌তলে হ'য়ে রাজা বাহাদুরকে বল্‌লে—আপনি আমার মতন একজন সামান্য লোককে চিন্‌বেন কেমন ক'রে! কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আপনাকে কল্‌কাতা শহরে না চেনে কে? আপনি একজন পুণ্যশ্লোক লোক! আমি আপনার বাড়ীর সাম্‌নেই থাকি, ঐখানেই আমার বাড়ী।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—ও! তাই চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল! কিন্তু কল্‌কাতা শহরের এমনি মজা যে, বাড়ীর সাম্‌নের প্রতিবেশীকেও চেন্‌বার জান্‌বার কোনো সুযোগ হয় না। তা আপনার নামটি কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃতার্থ ও ধন্য হ'য়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে দীন বিনীত ভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে, এই অধমের নাম শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড। আমি আপনার বাড়ীর গেটের ঠিক সাম্‌নের বাড়ীতেই থাক্‌তাম, এখন সে বাড়ী ভেঙে নতুন ক'রে তৈরি করাচ্ছি। তাই এখন সেখান থেকে উঠে অন্য একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে নিকটেই এখনও আছি। তবে শিগ্‌গিরই ঐ নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ করব।

পুণ্ডরীকাক্ষের গায়ে প'ড়ে আপনার ধনশালিতার পরিচয় দেবার আগ্রহ দেখে রাজা বাহাদুর মনে মনে হেসে বল্‌লেন—ও! ঐ যে প্রকাণ্ড মার্ব্বেল প্যালেস তৈরি হচ্ছে! সেইটি আপনার বাড়ী?

পুতিতুণ্ড রাজা বাহাদুরেরও বিস্ময় উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে দেখে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—আজ্ঞে ওকে কি আর প্যালেস বলে, একটা টং বানাচ্ছি, জমি তো অতি সামান্যই। তবে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে থাকা কোনো রকমে। ঐ বাড়ীটির কি যে নাম রাখ্‌ব, তাই এখন ভাব্‌ছি।

রাজা বাহাদুর একটু হেসে বল্‌লেন—তা ভেবে-চিন্তে যা হয় একটা কিছু রেখে দেবেন।

রাজা বাহাদুর এই হঠাৎ-নবাবকে তার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার প্রকাশ কর্‌বার আর অবসর না দিয়ে দোকানদারকে বল্‌লেন—এই স্যুট-কেশের মধ্যে কতকগুলি গহনা আছে, এগুলি আপনাকে শীঘ্র বিক্রি ক'রে দিতে হবে। মেয়েরা এখন এ-সব গহনা আর পছন্দ করে না, তারা টাকা ক'রে নিতে চায়। আমি একটা লিষ্ট্‌ ক'রে এনেছি; আপনি তার সঙ্গে জিনিষ মিলিয়ে নিয়ে আমাকে একটা রসিদ দেবেন।

রাজা বাহাদুর যে দেনার দায়ে মেয়েদের গহনা এনে বিক্রি কর্‌ছেন, এই দীনতার লজ্জা ঢাকবার জন্য যখন মিথ্যা কথার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেন, তখন তাঁর মুখ ম্লান ও কণ্ঠস্বর কম্পিত ও অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। পুণ্ডরীকাক্ষ এটা লক্ষ্য কর্‌লে। সে লোকের কাছে অনেক দিন থেকেই কানাঘুষা শুন্‌ছিল যে, রাজা বাহাদুর দেনায় জড়িয়ে পড়েছেন, আর দেনার দায়ে তাঁর সমস্ত জমিদারী আর বাড়ী বিকিয়ে যেতে বসেছে। রাজার বাড়ীর চাকর-দাসীদের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে সে এই কথার সত্যতা জেনে নিয়েছিল। তার পিসিও যখন মাসে মাসে মেনার কাছে গিয়ে মাসহারা আন্‌ত তখন সেও সেখানে কিছু আভাস পেয়ে এসেছিল, পুণ্ডরীকাক্ষ সে সংবাদ পিসির কাছ থেকেও পেয়েছিল। আজ স্বচক্ষে রাজা বাহাদুরকে গহনা বিক্রি কর্‌তে দেখে তার সেই সন্দেহ দৃঢ় বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। সে যেন আর রাজার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, এমনি ভাবে নিজের বোতাম আর স্কার্ফ্‌-পিন বাছাই কর্‌তে মনোনিবেশ কর্‌লে, কিন্তু তার মন ও চোরা চাহনি রইল রাজার গহনা আর কথার দিকে। রাজার পিছনে কয়েকজন উর্দ্দি-পরা বেহারা আর দারোয়ান অনেকগুলি বড় বড় স্যুট-

কেস বহন ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজার আদেশে তারা অগ্রসর হ'য়ে এসে একটা টেবিলের উপর স্যুট-কেস কয়েকটি রেখে দিয়ে পাশে স'রে দাঁড়াল। রাজা পকেট থেকে চাবি বাহির ক'রে সব কয়টা বাক্সই পর পর খুলে ডালা তুলে দিলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ চোরা চাহনিতে একবার দেখে নিলে কতকগুলি বাক্সে আছে সোনা-রূপার বাসন, আতর-দান, গোলাপ-পাশ, আলবোলার মুখনল, সর্‌পোশ, চাম্‌চে, গেলাস, বাটি, থালা ইত্যাদি। আর অন্য বাক্সগুলিতে আছে সোনা-রূপার আর জহরাতের গহনা।

রাজা বাহাদুর বাড়ী থেকেই দুটি লিষ্ট্ ক'রে এনেছিলেন। তা দেখে দোকানদার বল্‌লে—আমরা এই লিষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে আপনাকে এরই একটা লিষ্টে আমাদের দোকানের সিলমোহর দিয়ে সই ক'রে দিচ্ছি, তাতেই তো রশিদ দেওয়া হবে। আর তা হ'লে আপনার আর অধিকক্ষণ বিলম্ব কর্‌তে হবে না।

রাজা বাহাদুর তাঁর সম্মুখে উন্মুক্ত তাঁর বহু যত্নসঞ্চিত সামগ্রী-গুলির দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি আর কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, কেবল একটু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

রাজা বাহাদুর তাঁর দ্রব্যের রশিদ নিয়ে চ'লে গেলেন। যাবার সময় সঙ্কুচিত ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষকে নমস্কার ক'রে ক্ষীণ স্বরে বল্‌লেন—তা যখন আমরা প্রতিবেশী, আর আলাপও হ'য়ে গেল, তখন মাঝে মাঝে দেখা হবে।

রাজা বাহাদুর যেন কোনো অপকর্ম্ম কর্‌তে এসে পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে ধরা প'ড়ে গেছেন এমনি ভাবে মুখ কাচুমাচু ক'রে সেখান থেকে পলায়ন কর্‌লেন। একজন অতি-নিকট প্রতিবেশী যে তাঁর সম্পত্তি বিক্রয় করার ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখে ফেল্‌লে এবং সে জেনে এই কথা

যে শীঘ্রই প্রচার ক'রে দেবে, এই লজ্জায় আর অপমানের আশঙ্কায় রাজা বাহাদুর ব্যস্ত হ'য়ে প্রস্থান করলেন, তিনি আর পুণ্ডরীকাক্ষকে ভদ্রতা ক'রেও নিমন্ত্রণ করতে পারলেন না যে, আপনি একদিন আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে যাবেন, অথবা একথাও বলতে পারলেন না যে, আমিই একদিন আপনার বাড়ীতে যাব অথবা আপনার নূতন বাড়ী দেখতে যাব।

রাজা বাহাদুর যে তাকে পুনরায় সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ করলেন না, এটা বোকা পুণ্ডরীকাক্ষেরও কাছে ধরা পড়তে বিলম্ব হ'লো না। তবে সে ভাবলে যে, সেটা কেবল আভিজাত্যের অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সে মেনার পিতার উপর রাগ করতে পারলে না।

রাজা বাহাদুর চ'লে যেতেই পুণ্ডরীকাক্ষ জহুরীকে বললে—দেখুন, রাজা বাহাদুরের সব জিনিষ আমি কিনে নেবো, ও আর কারও কাছে বিক্রি করতে পারবেন না। আমি আজই বায়না দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ঐ সব চিজ আমি চাই, ওর একটাও যেন অন্য কেউ না নেয়, কিছু যেন বেহাত হ'য়ে না যায়। আপনি দাম ঠিক ক'রে আমাকে খবর দেবেন, আমি এসে নিয়ে যাব; অথবা আপনারাই আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ ক'রে ঐগুলি পাঠিয়ে দেবেন। যা ন্যায্য দাম হয় তাই ধরবেন, কিছু কম করবার দরকার নেই। গহনা বিক্রির কমিশনও আমি দেবো, রাজা বাহাদুরের টাকা থেকে কিছু কম করবেন না।

দোকানদার তো অবাক্। এই মাত্র রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হ'লো তাতে তো বেশ বোঝা গেল যে, তাঁদের উভয়ের মধ্যে চেনাশোনা পর্য্যন্ত নেই। তবে এই লোকটি তাঁর প্রতি এত দরদ কেন প্রকাশ করছে? দোকানদার বিস্ময়ের কোনো সঙ্গত কারণ নির্ণয় করতে না পেরে বললে—যে আজ্ঞে, আমরা পরশু-তরশু আপনাকে

এই সবের দাম জানাব, আর সেই দিনই আপনার কাছে এসমস্ত পৌঁছে দেবো।

পুণ্ডরীকাক্ষ খুশী হ'য়ে তখনি পকেট থেকে চেক-বই বাহির করলে, আর বায়না-স্বরূপ পাঁচ শত টাকার এক চেক কেটে দোকানদারের হাতে দিলে। সে সেই টাকার একটা রশিদ নিয়ে আর তার কেনা বোতাম আর পিন নিয়ে তার প্রকাণ্ড ডেম্‌লার কারে গিয়ে উঠ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ মোটর-গাড়ী কিনে ফেলেছে, সে তার গ্যারাজ তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারেনি। তার যখন টাকা আছে, সে যখন গাড়ী কিন্‌তে পারে, আর সেই গাড়ীতে চ'ড়ে মেনার গাড়ীর পিছনে পিছনে অনুসরণ করতে পারে, তখন সে বৃথা কেন সময় অপব্যয় ক'রে বঞ্চিত হ'য়ে থাকে ? সে সকালে নিজের বাড়ীর সাম্‌নে কার্ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং মেনারা বাহির হ'লেই তার পিছনে পিছনে বা পাশে পাশে চল্‌তে থাকে ; আবার বিকালবেলা সে মেনাদের কলেজের সাম্‌নে ধন্না দিয়ে অপেক্ষা করে এবং মেনাদের গাড়ী বাহির হ'লেই তার সঙ্গ নেয়। কিন্তু সে নিজের গাড়ীতে অতি গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে বসে থাকে, সে যে মেনার দিকে দেখে, তাও যাতে তারা দুই বোনে না জান্‌তে পারে এমনি ভাবে চোরা চাহনিতে চকিতে এক একবার দেখে নেয়। কিন্তু মেনাদের আর জান্‌তে বাকী থাকে না যে, কেন তার মোটর-গাড়ী রোজ রোজ তাদের অনুসরণ ক'রে ফেরে। এই কাঙালপনা দেখে এনা খুব হাসে, আর এই নিয়ে তাদের দুই বোনের মধ্যে অনেক আলোচনাও হয়। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষের সে-সব দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই, সে মেনাকে দেখেই আর তার সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে পারার অধিকারেই সুখী। প্রথম প্রথম তার শোফারকে

তাদের গাড়ী অনুসরণ ক'রে চল্‌তে বল্‌তে তার লজ্জা কর্‌ত, সে কেবল বল্‌ত কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধ'রে বরাবর সিধা চলো, অথবা ফের্‌বার সময় বল্‌ত বরাবর বাড়ী চলো। তাতে কোনোদিন বা মেনাদের গাড়ীর পিছনে প'ড়ে যেত, কোনোদিন বা এগিয়ে চ'লে যেত, কোনোদিন বা মেনাদের গাড়ী অন্য পথে বেঁকে গেলে তার আর অনুসরণ করা হ'তো না। তাই সে নিজে মোটর চালানো শিখে নিয়ে লাইসেন্‌স্‌ নিয়েছে, এখন সে একাই গাড়ী চালায়, আর তার কারো কাছে লজ্জা পেতে হয় না, অথবা মেনাকে চোখে হারাতে হয় না।

সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে যে—

সমায়াতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
বিনির্যাতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

এর মানে হচ্ছে যে—লক্ষ্মী ঠাকৃরুণ যখন দয়া ক'রে কারো ঘরে আসেন, তখন যে কখন কোন্‌ পথে কেমন ক'রে আসেন তা কেউ টেরও পায় না, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘর ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ভ'রে ওঠে,—যেমন নারিকেল-ফলের মধ্যে সকল লোকের অগোচরে জল ভ'রে ওঠে; আর লক্ষ্মী ঠাকৃরুণ যখন কারো উপর বিমুখ হ'য়ে তার গৃহ ত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেন তাও কেউ জান্‌তে পারে না কেন কোন্‌ পথ দিয়ে কেমন ক'রে তার সর্ব্বস্ব নিঃশেষ হ'য়ে গেল, যেমন হাতী কয়েৎ-বেল খেলে তার উপরের খোলাটা ঠিকই থাকে, ভাঙেও না, ফুটাও হয় না, অথচ তার ভিতর থেকে শাঁসটুকু উবে যায়, ঠিক সেই রকম।

হিন্দীতেও একটা কথা চলিত আছে যে—ভগবান্‌ যব্‌ দেতা হ্যায়, তব্‌ ছপ্পর তোড়্‌কে দেতা হ্যায়! অর্থাৎ ভগবান যখন কাউকে দেন, তখন তাকে জোর ক'রেই পাইয়ে দেন, সে যদি তার প্রবেশদ্বার বন্ধ ক'রেও রাখে, তথাপি তাকে তার ঘরের ছাদ ফুঁড়ে অর্থ পাইয়ে দেন।

বাংলাতেও বলে—যখন কপাল ফলে, তখন উপরি উপরি মেলে। আর, জলেই জল বাধে।

এই সব প্রবচন পুণ্ডরীকাক্ষের বেলা সত্য হচ্ছিল। সে তো ত্রিশ টাকার কেরানী। অকস্মাৎ বরাত-জোরে ডার্বির টিকিট বেচে পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়ে সে রাতারাতি বড়লোক হ'য়ে গেছে। তার আবার আরও আশাতীত অকস্মাৎ লাভ এসে উপস্থিত হ'লো, এবং তাও অনেক। তার দুই ভাই ছিল,—একজন ছিল বর্ম্মায় ব্যবসাদার, আর একজন ছিল আমেরিকায় সন্ন্যাসী। দুজনেই যেন পরামর্শ ক'রে একই সময়ে মারা গেছে এবং তাদের সম্পত্তি তাদের ভাই আর বোনকে উইল ক'রে দিয়ে গেছে। সেই দুই উইলের খবর সেই দুই দেশ থেকে পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে এসেছে। সে এখন সেগুলির প্রোবেট নিয়ে সম্পত্তি দখল করলেই হয়। বোন বা ভাইয়ের মৃত্যু হ'য়ে থাকলে একের অংশ অপরে পাবে; পুণ্ডরীকাক্ষ তাইতে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

পুণ্ডরীকাক্ষ যে কেমন ক'রে ঐ-সব দূর দেশের সম্পত্তির ব্যবস্থা করবে, তা স্থির করতে না পেরে কোনো এটর্নির পরামর্শ নেবে স্থির করলে। কোন্ এটনির কাছে সে পরামর্শ নিতে যাবে, কাউকেই তো সে চেনে না, কারো সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। প্রথমে তার মনে হ'লো কোনো ইংরেজ এটর্নির কাছে গেলে কাজ খুব সহজে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়্ল যে, রাজা বাহাদুরের এটর্নি হচ্ছে সত্যনিধন। অতএব তার কাছেই সে যাবে। তার সঙ্গে কারবার করলেও সে মনে করবে মেনার সঙ্গে তার একটা পরোক্ষ যোগ আছে।

সে সত্যনিধনের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে নিজের কাজের

পরিচয় দিলে এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করলে। সত্যনিধন বললে—আচ্ছা, আপনার কাগজপত্র সব আজ রেখে যান, আমি কাল দেখে রাখ্‌ব, আপনি পরশু কিংবা তরশু আস্‌বেন। অ্যামেরিক্যান কন্‌সালের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এর একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর রেঙ্গুনের কেস্‌টা সহজেই হ'য়ে যাবে, সেখানে আমারই ভাইপো হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট আছে, সে সহজেই প্রোবেট নিয়ে দিতে পার্‌বে। তাকে লিখে দেবো।

পুণ্ডরীকাক্ষ সত্যনিধনের কাম্‌রা থেকে বেরিয়ে আস্‌বে, দরজার কাছে স্বয়ং রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে গেল। পুণ্ডরীকাক্ষ থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি রাজা বাহাদুরের সাম্‌নে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে ।

তাকে দেখে রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—এই যে, আপনি যে? এখানে? কাজ ছিল বুঝি? মাম্‌লা-মোকদ্দমা আবার লাগ্‌ল কার সঙ্গে?

পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ডের উৎকট নামটা রাজা বাহাদুর মনে ক'রে রাখ্‌তে পারেন নি। তাই তিনি তার সঙ্গে কথা বল্‌বার সময় তাকে কোনো নামে সম্বোধন না ক'রে কেবল আপনি ব'লেই কথা সেরে নিলেন।

পুতিতুণ্ড এই দ্বিতীয়বার রাজা বাহাদুরের সঙ্গে মিলিত হ'লো, কিন্তু আজও তাঁর ঘাড়ের উপর প'ড়ে, তাঁকে ধাক্কা লাগিয়ে। এতে সে লজ্জিত ও সঙ্কোচে জড়সড় হ'য়ে বল্‌লে—আজ্ঞে মাম্‌লা-মোকদ্দমা কিছু নয়, কিছু বিষয়-সম্পত্তির কাজে এটর্নির পরামর্শ নিতে এসেছিলাম।

রাজা বাহাদুর ঘরের ভিতর চ'লে যেতে যেতে কেবল বল্‌লেন—ও!

পুণ্ডরীকাক্ষ চ'লে গেল।

রাজা বাহাদুর তাকে এটর্নির বাড়ীতে বিষয়-সম্পত্তির জন্য আগত দেখে ভাবতে লাগ্‌লেন, লোকটা তো সম্প্রতি ধনী হ'য়ে উঠেছে, এখনও তো তার বাড়ী তৈরি শেষ হয়নি। অতএব তার এটর্নির বাড়ীতে আগমন ঋণ কর্‌বার জন্যে নিশ্চয় নয়, তবে কি সম্পত্তি ক্রয়ের জন্যে? আমার সম্পত্তিগুলো ওর কাছে বন্ধক রাখ্‌তে পার্‌লে হ'তো, তা'হলে পুরাণো পাওনাদারদের টাকা শোধ ক'রে দেওয়া যেত, আর ও নূতন ধার দিয়েই শীঘ্রই তাগাদা করত না। তাহ'লে আমার সম্পত্তিগুলো বিক্রি না ক'রে কিছুদিন আরও রাখা চল্‌তে পারত। দেখি, সত্যনিধনকে জিজ্ঞাসা ক'রে, সে যদি এর একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে।

রাজা বাহাদুর সত্যনিধনের কাছে এসেই প্রথমে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—হ্যাঁ হে সত্য, ঐ যে লোকটি এখনই বেরিয়ে গেল, ওর নাম কি হে?

সত্যনিধন বল্‌লে—পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড। ওকে তুমি চেনো না? ও তো তোমারই বাড়ীর ঠিক সাম্‌নে থাকে, বল্‌লে। তোমার এটর্নি ব'লে সে আমার নাম শুনে আমার কাছে এসেছে, এ-কথাও সে ব'লে গেল। সে ঠিক তোমার বাড়ীর সাম্‌নে নূতন বাড়ী কর্‌ছে তাও আমাকে শুনিয়ে গেল! লোকটার একটু মাথার ছিট আছে বোধ হয়, নইলে আর ঐ-রকম মাড়োয়ারী প্যাটার্নের অদ্ভুত জম্‌কালো পোষাক পর্‌তে পারে? লোকটার কী বীভৎস পছন্দ! নিশ্চয় পাড়াগেঁয়ে বাঙাল!

রাজা বাহাদুর সত্যনিধনের কথার দিকে মনোযোগ না দিয়ে একটু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা ও তোমার কাছে কেন

এসেছিল? আমাকে বল্‌লে বিষয়-সম্পত্তির জন্যে। ওরও কি আমারই মতন দশা নাকি?

সত্যনিধন বল্‌লে—না হে না, লোকটার বরাত ভালো। দু-দুজন ভাই বিদেশে মারা গেছে, নিঃসন্তান। তাদের সমস্ত সম্পত্তি পাবে ও।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কত টাকার সম্পত্তি?

সত্যনিধন বল্‌লে— তা লাখ তিনেক টাকার হবে।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা আমার সম্পত্তিগুলো ওর কাছে বন্ধক রাখ্‌তে পারা যায় না? তা হ'লে পুরোণো পাওনাদারের তাগাদা থেকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য বাঁচা যায়।

সত্যনিধন বল্‌লে—এটা তুমি মন্দ বুদ্ধি ঠাওরাও নি। তা আমি তাকে বল্‌ব যে, তার টাকা তো কোনো রকমে ইন্‌ভেষ্ট্‌ কর্‌তে হবে। জমিদারী বন্ধক রাখা সব চেয়ে নিরাপদ ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট্‌। তা আমি চেষ্টা ক'রে দেখব।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—দেখ, আমি প্রায় লাখ খানেক টাকা সংগ্রহ করেছি। মনে কর্‌ছি, এই টাকাটা দিয়ে আমার বাড়ীটা উৎরে নি, আর এ বছরের সদর খাজনাটা দিয়ে দি। তুমি কি বলো?

সত্যনিধন আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এত টাকা তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ কর্‌লে?

রাজা বাহাদুর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—আমার দুশ্চিন্তা দেখে আমার মেয়েরা তাদের সব গহনা আর টাকা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তাই কতক বিক্রি করেছি।

সত্যনিধন রাজার দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লে—দেখ, তুমি যদি এই পুণ্ডরীকাক্ষের মতন একটা হঠাৎ-ধনী লোককে জামাই কর্‌তে পারো, তা হ'লে মন্দ হয় না। তার কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখ্‌লে সে

তো আর তোমাকে তাগাদা করতে পারবে না, আর তুমি যদি কখনো সম্পত্তি আর উদ্ধার না করতে পারো তাতেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই, তোমার জমিদারী তো তোমার মেয়েরই হবে। এই পুণ্ডরীকাক্ষ যদি তোমার জাত হয়, আর বিয়ে না ক'রে থাকে, তা হ'লে একবার খোঁজ ক'রে দেখো না, ওকে যদি তোমার ছোট মেয়ে এনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে পারো। ওর টাকা আছে।

এই পরামর্শটা রাজা বাহাদুরের মনে ভালোই লাগ্‌ল। লোকটির একটু বয়স হয়েছে। এতদিন কি সে বিয়ে না ক'রে আছে? আর লোকটির চেহারাটা একটু হাস্যোদ্দীপক, এনা আবার যে রঙ্গপ্রিয় নকুলে মেয়ে, ওর কি আর এ-কে পছন্দ হবে? তবু তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, তিনি খোঁজ ক'রে দেখ্‌বেন যে, সে বিয়ে করেছে কি না, আর বিয়ে করতে চায় কি না।

রাজা বাহাদুরকে নীরব থাকতে দেখে সত্যনিধন বল্‌লে—কথাটা ভেবে দেখো। আর আমিও পরশু তাকে তোমার সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা ইন্‌ভেষ্ট্‌ করার কথা বল্‌ব।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তা হ'লে কোনো পাওনাদার যদি তোমার কাছে টাকার জন্যে তাগাদা করতে আসে, তা হ'লে তাকে কিছুদিন তুমি ঠেকিয়ে রেখো। ও সম্পত্তি পাবে, তবে না আমার সম্পত্তি নিতে পারবে। তাতে তো কিছুদিন দেরী হবে।

সত্যনিধন বল্‌লে—তা আমি কিছুদিন তাদের ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারব।

দুদিন পরে পুণ্ডরীকাক্ষ সত্যনিধন এটনির কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। সে যখন ঘরে ঢুকল, তখন এটনির কাছে কতকগুলি লোক

ব'সে কথাবার্ত্তা বল্‌ছিল। ঘরে ঢুকৃতেই পুণ্ডরীকাক্ষের কানে এই কথাটা গেল—তা রাজা বাহাদুর যদি সব টাকাটা একেবারে শোধ ক'রে দিতে পারেন, তা আমরা না হয় আর ছ-মাস অপেক্ষা কর্‌লাম। কিন্তু সব টাকা শোধ কর্‌বার কি কোনো সম্ভাবনা আছে তাঁর ?

পুণ্ডরীকাক্ষকে দেখেই সত্যনিধন বল্‌লে—এই যে আস্থন, বস্থন আপনি। আমি এঁদের সঙ্গে কথাটা শেষ ক'রে নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ব। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ঐ পাশের ঘরে একটু অপেক্ষা করুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ পাশের ঘরে চ'লে গেল। কিন্তু পাশের ঘরে ব'সে ব'সেই সে শুন্‌তে লাগ্‌ল—হাঁ, তিনি অন্য একজন ধনী মহাজন স্থির কর্‌ছেন, যিনি সব টাকা শোধ ক'রে দিয়ে সমস্ত জমিদারীটা নিজে নিয়ে রাখ্‌বেন। রাজা বাহাদুরও তাই চান, যে, তাঁর পৈতৃক জমিদারীটা নানা টুক্‌রা হ'য়ে বিক্রি না হ'য়ে যদি বিকিয়েই যায় তো একজনের কাছেই বিকোক। আর তিনি মেয়েদের গহনা বেচে, আর অন্য কিছু বেচে কতক টাকা সংগ্রহ করেছেন। তা আপনারা যদি চান তো আপনাদের সকলেই কিছু কিছু ক'রে নিতে পারেন, অন্ততঃ তাতে সকলের স্থদ শোধ হ'য়ে যেতে পারে। নইলে রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা যে, ঐ টাকাটা দিয়ে তাঁর কল্‌কাতার বাড়ীখানাকে আগে উদ্ধার করেন।

—না, কেবল একজনের ধার শোধ হবে, আর সকলে অনিশ্চিতের আশায় হাঁ ক'রে অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকৃবে, এ তো ভালো ব্যবস্থা নয়। তার চেয়ে বরং রাজা বাহাদুর যে টাকা সংগ্রহ করেছেন, সেই টাকা সকলকে প্রত্যেকের ধারের অনুপাতে রেটেব্‌লি বিলি ক'রে দিন্‌,

সবাই বুঝুক যে, হ্যাঁ আমি কিছু পেলাম। হাতে কিছু আসুক, নইলে তো আমাদের সব টাকাই জলে যেতে বসেছে।

—জলে কেন যাবে, রাজা বাহাদুরের সম্পত্তিই তো আপনাদের কাছে বাঁধা আছে, আপনারা তো কেউ আর তাঁকে বিনা বন্ধকে কিছু ধার দেন নি। তা আচ্ছা, আপনারা আসছে হপ্তার এই বারে আসবেন, আমি যত টাকা পারি জোগাড় ক'রে এনে আপনাদের সকলকে বিলি ক'রে দেবো।

—দেখবেন মশায়, আর আমাদের মোয়ার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখবেন না। ঐ দিন যেন আমরা সত্য-সত্যই কিছু হাতে পাই।

—তা পাবেন। আমি পাকা কথা দিচ্ছি।

পুণ্ডরীকাক্ষ পাশের ঘর থেকেই শুনতে পেলে, কতকগুলো পায়ের জুতার শব্দ। সে বুঝলে যে, রাজা বাহাদুরের মহাজনেরা সব চ'লে গেল। এই রাজা বাহাদুর কে? মেনার বাবা রাজেন্দ্রনারায়ণ ব'লেই তো বোধ হচ্ছে। তিনি কি এত ঋণে জড়িত? তিনিই হবেন। তিনিই তো মেয়েদের সব গহনা সেদিন বেচে এলেন, আর আমি সব কিনে রেখেছি। সেই গহনা-বেচা টাকা দিয়েই এইসব মহাজনের সুদ শোধ করা হবে। হুঁ!

পুণ্ডরীকাক্ষ ব'সে ব'সে এই সব ভাবছে, এমন সময় একজন লোক এসে তাকে খবর দিলে—আপনি এ ঘরে আসুন, এটর্নি ফ্রি হয়েছেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ সত্যনিধনের কাছে এল।

সত্যনিধন হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষকে চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত ক'রে বললেন—আপনার সব কাগজপত্র দেখলুম। আপনার আমেরিকার ভাই তো কাজ সব গুছিয়ে রেখে গেছেন। তাঁর তো সব নগদ টাকা। ক্যালিফর্ণিয়া ব্যাঙ্কে সব টাকা জমা আছে। সেই

ব' টাকা তিনি আপনাকে দিয়ে গেছেন। একটা প্রোবেট পেলেই টাকাটা এখানকার ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের মার্‌ফতে বের ক'রে আনা সহজ কাজ হবে। সেখানে আপনার আছে ৮০ হাজার ডলার। সে প্রায় দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হবে। আর আপনার রেঙ্গুনের ভাইয়েরও রেঙ্গুনের ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে জমা আছে ৪৮ হাজার টাকা, আর একটা কাঠের কার্‌বার আছে। টাকাটা তো কেবল একাউণ্ট্‌ ট্র্যান্‌স্‌ফার ক'রে এখানকার ব্যাঙ্কে নিয়ে এলেই হবে। কাঠের কার্‌বারটা আপনি যদি রাখেন তো সে আলাদা কথা, আর যদি বিক্রি ক'রে ফেলেন, তো কত দাম হবে তা তো এখন বলা যায় না। সেখানে দালাল লাগিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে হয়। আপনার চেনাশোনা কোনো লোক যদি সেখানে থাকেন তো তাকে এজেণ্ট ঠিক কর্‌তে পারেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমার কেউ কোথাও চেনা নেই। আর আমি কল্‌কাতা ছেড়ে এক দিনও বাইরে যেতে পার্‌ব না। আমার তো সবই প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। তাতে যদি আমি দু-চার হাজার টাকা কমই পাই তাতে আমার এমন কি বেশি ক্ষতি? আমি যা পাব তাই তো আমার লাভ। অতএব আপনি আপনার ভাইপোকে আজই টেলিগ্রাম ক'রে দিন্‌, তিনি সব ব্যবস্থা স্থির করুন, কার্‌বারটা বেচে ফেল্‌বার চেষ্টা দেখুন। আমি চাই চট্‌পট্‌ যা পাবার তা হাতে পেয়ে যেতে। আপনি প্রোবেটের জন্যেও একটা দরখাস্ত কালই যদি পেশ ক'রে দিতে পারেন তো ভালো হয়।

সত্যনিধন এই বোকা লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ দু পয়সা লাভ কর্‌তে পার্‌বে ভেবে খুব খুশী হ'লো। সে একটু মুচ্‌কি হেসে বল্‌লে— আচ্ছা, আমি খুব চেষ্টা কর্‌ব, যাতে আপনি শীঘ্র টাকাটা পেয়ে যান। কিন্তু তাড়াতাড়ি কর্‌লে তো খরচ কিছু বেশি হবে।

পুণ্ডরীকাক্ষ অগ্রাহ্যের ভাবে বল্‌লে—তা হোক, আপনি কেবল কাজটা শীঘ্র সেরে ফেল্‌বেন, খরচের দিকে তাকাবেন না।

সত্যনিধন তখনই মনে মনে স্থির ক'রে ফেল্‌লে যে, রেঙ্গুনের কাঠের কারবারটা বেচে ফেল্‌লে ভোগা দিয়ে তার অর্দ্ধেক অন্ততঃ আমাদের হাতে এসে যাবে। এ'কে আধা দাম দিলেই এ সন্তুষ্ট হবে, আর জান্‌তেও পার্‌বে না যে, কত দামে কোথায় কে কিন্‌লে। আমার ভাইপোকে সব কথা বুঝিয়ে কালই চিঠি লিখ্‌তে হবে।

সত্যনিধন চুপ ক'রে আছে দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমার একটা কৌতূহল আপনি মাপ কর্‌বেন। এই এখনই আপনার কাছে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের কথা শুনে মনে হ'লো তাঁরা কোনো এক রাজা বাহাদুরের মহাজন। এ কি সেই সেদিন যে রাজা বাহাদুরকে আপনার এখানে আস্‌তে দেখেছিলাম, তিনিই। তাঁরই কি সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক প'ড়ে বিকিয়ে যেতে বসেছে?

সত্যনিধন বল্‌লে—হ্যাঁ, আমি এই কথা আপনাকে বল্‌ব-বল্‌ব মনে কর্‌ছিলাম। তা আপনিই কথাটা পাড়্‌লেন, ভালোই হ'লো। আমি বল্‌ছিলাম কি, আপনি তো প্রায় তিন লক্ষ টাকা পাবেন ভাইয়েদের সম্পত্তি। ঐ টাকাটা তো আপনি কিছুতে ইন্‌ভেষ্ট্‌ কর্‌বেন, বসিয়ে তো রাখ্‌বেন না। তা জমিদারী বন্ধক রেখে টাকা ধার দেওয়া সব চাইতে সেফ্‌, নিরাপদ আর নির্ঝঞ্ঝাট ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট্‌। আপনি যদি সম্মত হন, তা হ'লে আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আপনি যদি দয়া ক'রে রাজা বাহাদুরের সব মহাজনেরই নাম-ঠিকানা, আর কার কাছে কি দেনা আছে, আমাকে লিখে দেন, তা হ'লে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারি। আমার

হাতে এখন কিছু টাকা ব্যাঙ্কে বেকার প'ড়ে আছে। সেই টাকাটা আমি এখনই কাজে লাগিয়ে দিতে পারি।

সত্যনিধন বল্‌লে—তা আমি এখনই আপনাকে দিচ্ছি। তারা তো সব আস্‌ছে হপ্তায় আমার এখানে আস্‌ছে, আপনিও যদি সেইদিন সেই সময় আমার এখানে দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দেন, তা হ'লে তাদের সঙ্গে মোকাবেলায় সব ট্র্যান্‌জ্যাক্‌শান ঠিক হ'য়ে যেতে পারে। ওর জন্যে তো আবার লেখা-পড়া কর্‌তে হবে!

পুণ্ডরীকাক্ষ একটু অপ্রতিভ ভাবে বল্‌লে—তা বেশ, আমি সেই-দিন আস্‌ব। কিন্তু আপনি দয়া ক'রে একটি কাজ কর্‌বেন, আমি যে টাকা দিচ্ছি এই খবরটি রাজা বাহাদুরকে বল্‌বেন না।

সত্যনিধন পরম বিজ্ঞের মতন গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—তা আমাকে বল্‌তে হবে না। আপনি তো রাজা বাহাদুরের প্রতিবেশী, রোজ দেখা-সাক্ষাৎ হয়। চক্ষুলজ্জা হবারই তো কথা। তা তিনি জান্‌বেন না। যা কিছু লেন-দেন হবে তা আমার মার্‌ফতেই হবে। আমি আপনাদের দুজনের মধ্যস্থ হ'য়ে থাক্‌ব।

পুণ্ডরীকাক্ষ ধন্যবাদ দিয়ে আনন্দিত মনে বিদায় হ'লো।



নয়ের পরিচ্ছেদ

দ্বারমোচন

পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ী তৈরি হ'য়ে গেছে। ইন্‌সেল এণ্ড্ সিল্‌ক্ কোম্পানী তার বাড়ীর স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা করেছে। অস্‌লার কোম্পানী তার বাড়ীতে আলো আর পাখা লাগাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছে। ল্যাজারাস কোম্পানী তার বাড়ীর খাট, পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার, আলমারী, সোফা, কাউচ ইত্যাদি সরবরাহ কর্‌ছে; আর্টস্কুল আর ভারতীয় শিল্প-পরিষৎ থেকে সে কতকগুলি ছবি কিনে এনে দেওয়ালে টাঙাচ্ছে। এমন সময় তাকে একজন চাকর এসে খবর দিলে যে, সাম্‌নের বাড়ীর রাজা বাহাদুর তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ তো একেবারে অকস্মাৎ আকাশ থেকে পড়্‌ল; আবার তৎক্ষণাৎ তার মনে হলো সে বোঁ ক'রে স্বর্গে নন্দনবনে চ'লে গিয়ে পারিজাতের শয্যার উপর লুণ্ঠিত হচ্ছে। সে মাথা ঘুরে প'ড়ে যেতে যেতে সাম্‌লে নিয়ে টুল থেকে নেমে পড়্‌ল, কিন্তু সে যে-ছবিখানা তখন টাঙাচ্ছিল, সেখানা হুকের গায়ে তের্‌ছা হ'য়ে ঝুল্‌তে লাগ্‌ল, তাকে আর যথাস্থানে সমান ক'রে বসানোর সময় তার হ'লো না। সে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলে এবং কেমন ক'রে কি ব'লে যে তাঁর অভ্যর্থনা কর্‌বে তা স্থির কর্‌তে না পেরে পুণ্ডরীকাক্ষ থতমত খেয়ে বল্‌লে—আপনি···আপনি···নিজে এসেছেন···আমাকে ডেকে পাঠালেই হ'তো······

রাজা বাহাদুর হেসে বল্‌লেন—তাতে কি, আপনি তো আমার প্রতিবেশী, আমি এলামই বা। আমাদের আগে আলাপ-পরিচয় ছিল না, তাই এতদিন আমাদের আসা-যাওয়া ছিল না। এখন আলাপ-পরিচয় হয়েছে, এখন হামেশা আমরা যাওয়া-আসা কর্‌ব। এখন অত আড়ষ্ট ফর্‌ম্যালিটি পালন কর্‌লে তো আর চল্‌বে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের সৌজন্য আর অমায়িকতায় একেবারে কৃতার্থ হ'য়ে গেল, কিন্তু তার মধ্যেও তার মনে এই কথাটা উঁকি মেরে গেল যে, হায়রে টাকা! এতদিন সে যে এঁদের বাড়ীর সাম্‌নে ছিল তা কেউ লক্ষ্যও করেনি। কিন্তু আজ তার মার্ব্বেল-প্যালেস্ চূড়া উঁচিয়ে তাঁদের চোখে খোঁচা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে বাধ্য করেছে! পরক্ষণেই আবার তার মনে পড়্‌ল যে, মেনা তার পিসিমাকে তাদের বিপদের সময় ঢের সাহায্যও করেছে। সে রাজা বাহাদুরকে বল্‌লে—আমার বাড়ী এখনো গুছিয়ে সাজিয়ে তুল্‌তে পারিনি, সব এলোমেলো হ'য়ে আছে। আপনার বস্‌বার উপযুক্ত কোনো আসন এখনও আমার আসেনি। তবে অনুগ্রহ ক'রে যদি ওপরে যান, তা হ'লে কোনো রকমে আপনাকে কোথাও বসাতে পারি।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তা চলুন না। আমি তো আপনার বাড়ী দেখ্‌তেই এসেছি, বস্‌তে তো আসিনি। আমাকে আপনার বাড়ী দেখান। খাসা স্থন্দর বাড়ী হয়েছে আপনার। যেমন ডিজাইন, তেমন গড়ন, আর তেমনি অলঙ্কার আর সজ্জা! আপনার দিব্য আর্টিষ্টিক রুচি! তা বাড়ীর নাম কি রাখ্‌লেন? সেদিন তো আমাকে বাড়ীর নামের কথা বল্‌ছিলেন!

পুণ্ডরীকাক্ষ লজ্জাকুণ্ঠিত হাসি হেসে বল্‌লে—আপাততঃ তো নাম রেখেছি মর্ম্মর-মন্দির! এই নামটায় কেবল মার্ব্বেল পাথরের

বাড়ীই বুঝাবে না, তার মধ্যে মর্ম্মের মন্দির এই ভাবটাও লুকানো আছে। কেমন, ভালো হয় নি নামটা?

রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষের কথা শুনে কৌতুক বোধ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—খাসা নাম হয়েছে! আপনার মধ্যে কবিত্বও আছে, দেখ্‌ছি।

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের প্রশংসা শুনে হর্ষগদ্‌গদ হ'য়ে একমুখ দাঁত বের ক'রে বল্‌লে—আমার আবার কবিত্ব! আমি ভারি একটা মানুষ, তা আবার আমার কবিত্ব!

রাজা বাহাদুর হেসে বল্‌লেন—আপনি তো খাসা মানুষ, বড়-মানুষ! তবে শুন্‌লুম যে, আপনার এখনো নাকি বিয়ে হয়নি। তা এইবার একটি গৃহলক্ষ্মী নিয়ে আসুন, এই আপনার মর্ম্মের মন্দিরে লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করুন!

পুণ্ডরীকাক্ষ এই সুযোগে বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল যে, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে মেনা দেবীকে এনে এই মর্ম্মর-মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত করি। কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত আর সাহস সঞ্চয় কর্‌তে পার্‌লে না। সে কেবল বল্‌লে—হ্যাঁ, আমি বিয়ে কর্‌তে পারি, যদি আমার পছন্দমতো একটি মেয়ে পাই। কিন্তু আমাকে কে মেয়ে দেবে, আর কোন্ মেয়েই বা আমাকে পছন্দ কর্‌বে?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—সে কি কথা আপনি বল্‌ছেন? আপনার মতন সৎপাত্র পেলে তো মেয়ের বাপেরা লুফে নেবে। তবে আপনি যদি আপনার অবস্থার মতন আর ঐশ্বর্য্যের উপযুক্ত যৌতুক মেয়ের বাপের কাছে চান, তা হ'লে হয়তো অনেককেই পিছু হট্‌তে হবে।

পুণ্ডরীকাক্ষ আগ্রহের সঙ্গে বল্‌লে— আমি কিছুই চাই না। আমি কেবল আমার মনের মতন একটি গৃহলক্ষ্মী চাই, যিনি হবেন

আমার গৃহের শোভা, আমার মনের ঐশ্বর্য্য, আমার জীবনের সার্থকতা, আমার মর্ম্মের গেহিনী !

রাজা বাহাদুর সন্তুষ্ট হ'য়ে বল্লেন—বাঃ বাঃ! এই তো আপনার মতন ধনীর উপযুক্ত কথা। ধনসম্পত্তি তো ঈশ্বরের ইচ্ছায় আপনার প্রচুর হয়েছে। এখন একটি সদ্‌বংশের সুন্দরী আর সুশীলা পাত্রী পেলেই আপনার বিবাহ করা উচিত। বেশ বেশ! আমি শুনে অত্যন্ত সুখী হলুম। আমার একটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা আছে, তার জন্যে আমি অনেক জায়গায় পাত্র খুঁজ্‌ছি। আমার মনের মতন কোনো পাত্র এ পর্য্যন্ত পাইনি। তা আপনি একদিন অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে আসুন না। তাহ'লে আপনি আমার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেখ্‌তে পারেন, সে আপনার মতন ঐশ্বর্য্য-শালী লোকের যোগ্য সহধর্ম্মিণী হ'তে পারে কি না।

পুণ্ডরীকাক্ষ আনন্দে আশায় বিহ্বল হ'য়ে একেবারে বিগলিত অবস্থায় ভূমিলুণ্ঠিত হ'য়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করলে ও তাঁর পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় লেপন কর্‌তে লাগ্‌ল। সে আশাতীত সৌভাগ্যের সম্ভাবনায় একেবারে আত্মহারা হ'য়ে বল্লে—এ আমার স্বপ্নেরও অতীত সৌভাগ্য, যে, আপনি আমাকে আপনার জামাতৃপদে আমন্ত্রণ কর্‌বেন। আমি আপনার এই অনুগ্রহের জন্য চিরজীবন আপনার কেনা দাস হ'য়ে থাক্‌ব।

রাজা বাহাদুর মনে করলেন এই হঠাৎ-নবাব লোকটি রাজা বাহাদুরের কন্যার পাণিগ্রহণের সম্মানলাভের সম্ভাবনাতেই এমন বিহ্বল হ'য়ে উঠেছে। রাজা বাহাদুর বল্লেন—বেশ বেশ, তা আপনি একদিন আসুন আমার বাড়ীতে। আমি এখন কিছু পাকা কথা দিতে পার্‌ছি না, কেননা আমার মেয়ের তো বয়স হয়েছে, সে লেখাপড়াও

শিখ্‌ছে, সুতরাং তার তো নিজেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে, মতামত আছে। তবে আমার মনে হয় যে, আমার কথা আমার মেয়ে নিশ্চয় রাখ্‌বে, আমি যাকে তার উপযুক্ত ব'লে মনে কর্‌ব, সে তাকেই গ্রহণ কর্‌বে আনন্দিত মনে, কোনো আপত্তি হবে ব'লে আমার মনে হয় না।

পুণ্ডরীকাক্ষ আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ভাব্‌ছিল যে, রাজা বাহাদুর নিশ্চয় মেনা দেবীর সঙ্গেই বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত কর্‌ছেন। বড় মেয়ের বিয়ে না হ'লে তো আর কেউ ছোট মেয়ের বিয়ের কথা উত্থাপন করে না। সে যা এতদিন নিজের অতিবড় দুরাশারও অনায়ত্ত ব'লে মনে কর্‌ত, তা আজ তার বাড়ী ব'য়ে যেচে তাকে সাধ্‌ছে! এই ব্যাপার কিছুদিন আগে হ'লে তার কাছে অবিশ্বাস্য হ'তো, কিন্তু তার ভাগ্যলক্ষ্মী অকস্মাৎ তার উপর সুপ্রসন্ন হ'য়ে উঠেছেন, বারম্বার তাকে অনেক অর্থ পাইয়ে দিয়ে তিনি ধনশালী ক'রে তুলেছেন, যার জোরে আজ রাজা বাহাদুরও নিজে উপযাচক হ'য়ে তার বাড়ী ব'য়ে এসে নিজের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন কর্‌ছেন। অতএব সে যখন ভাগ্যদেবীর অশেষ অনুগ্রহভাজন হ'য়ে উঠেছে, তখন সে যে মেনা দেবীকে লাভ কর্‌তে পার্‌বে, তাতে তার আর কোনো সন্দেহ থাক্‌ল না। সে হর্ষবিহ্বল হ'য়ে রাজা বাহাদুরকে বল্‌লে—আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে বলি-বলি কর্‌ছিলাম যে, এই-রকম একটা অতিদুরাশা আমার মনের কোণে অনেক দিন থেকে লুকানো ছিল, আজ তা আপনি দয়া ক'রে সফল ক'রে তোল্‌বার সূত্রপাত ক'রে দিলেন। এখন আমার কপাল। আমি আপনার জামাতা হবার সৌভাগ্য লাভ করি বা না করি, আমি আপনার স্নেহভাজন হ'য়ে চিরকাল থাক্‌তে চাই। অতএব আপনি আজ থেকে আমাকে

আর আপনি ব'লে সম্বোধন করবেন না, আমাকে অনুগ্রহ ক'রে তুমি বললে আমি কৃতার্থ হবো।

রাজা বাহাদুর হেসে বললেন—তা তোমরা তো ছেলে মানুষ, আমি তোমাকে 'তুমি' বলতে পারি। তাই বলব, তুমি যখন নিজেই অনুরোধ করছ। নইলে সাহস হতো না, শেষকালে কি তুমি ব'লে কারো মানহানি ক'রে ফেলব !

এই ব'লে রাজা বাহাদুর হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ সেই হাসিতে নীরবে যোগ দিয়ে হাসতে লাগল। আজ তার মনে আর খুশী ধরছিল না।

রাজা বাহাদুর বললেন—বাঃ! দিব্যি বাড়ী হয়েছে আপনার ! রাজপ্রাসাদ ! যেদিন আপনার গৃহপ্রবেশ হবে, সেদিন আবার এসে সজ্জিত বাড়ী দেখে যাব।

রাজা বাহাদুর নিজে যেচে তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ স্বীকার করছেন শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ আর আপনাতে আপনি রইল না। সে আনন্দোদ্বেল অন্তরে কৃতজ্ঞভাবে বললে,—আমার প্রতি আপনার অশেষ অনুগ্রহ। আপনি এই সাহস আমাকে না দিলে আমি কখনো আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে পারতাম না। আমার মতন সামান্য লোকের বাড়ীতে আপনার মতন মহান্ লোকের পদধূলি পড়বে, এ কি আমি আশা করতে পারতাম ! কিন্তু আপনি এখনও আমাকে আপনি ব'লেই কথা বলছেন কেন ?

রাজা বাহাদুর উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললেন—আমি আবার আপনি বলেছি নাকি ? ঐ দেখ, অভ্যাস এমনি জিনিস ! তা এইবার সচেতন হ'য়ে তুমি বলা অভ্যাস করব। তা তুমি কবে আমাদের বাড়ী যাবে, বলো ?

পুণ্ডরীকাক্ষ হেসে লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে—কথায় বলে,—ক্ষেপা ভাত খাবি ? ক্ষেপা বলে, হাত ধোব কোথায় ? আমি তো আপনার বাড়ীতে যাবার জন্যে কতকাল থেকে যে উৎসুক হ'য়ে আছি, তা আর কি বল্‌ব। এখন আপনি যেদিন অনুমতি কর্‌বেন আমি সেইদিনই যাব।

রাজা বাহাদুর হাসিমুখে বল্‌লেন—তা হ'লে কাল বিকালে ৫টার সময় তুমি আমার ওখানে গিয়ে চা খাবে। কেমন ?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমি চা খাওয়া কখনো অভ্যাস করিনি। আমার আগে ভাত জুট্‌ত না, তা চা খাওয়ার বিলাসিতা করব কোথা থেকে !

রাজা বাহাদুর সুখী হ'য়ে বল্‌লেন—তুমি চা খাও না ? আমিও খাই না। চা-টা একটা নাম মাত্র। তা তোমার বিকালে জলখাওয়ার নিমন্ত্রণ রইল আমার বাড়ীতে ; আচ্ছা, আজ এখন আমি যাই ?

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরকে তাঁর বাড়ীর গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলে এবং আবার তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর্‌ল। রাজা বাহাদুরের কথায় তার এমন আনন্দ হয়েছিল যে, সে রাজা বাহাদুরের পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিয়ে মনের তৃপ্তিসাধন কর্‌তে চাইছিল।

পুণ্ডরীকাক্ষ যখন নিজের বাড়ীতে ফিরে এল, তখন তার মনে আনন্দের প্রবল জোয়ার উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। তার চোখে আনন্দের রঙীন নেশা লেগে গেছে। সে যেদিকে তাকায় সেদিকে সে দেখে মেনার সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ কিরণের প্রতিচ্ছায়া ! সে তার শ্বেতপাথরের দেয়ালের গায়ে মেনার গোলাপী অধরের মধুর হাসির প্রতিস্ফুরণ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আষাঢ় মাস। মেঘ ক'রে এসেছে, কালো মেঘ।

তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন মেনার কালো চোখের অনিমিষ দৃষ্টি সমস্ত আকাশকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। অসহ্য আনন্দে তার মন ফেটে চৌচির হ'য়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু তার সঙ্গে একটা দুঃসহ দুঃখও তাকে পীড়া দিচ্ছিল যে, সে মেনার কাছে যেতে পাবে, তার সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌বে, তার মুখের কথা শুন্‌তে পাবে, তার মুখের মধুর হাসি দেখে প্রাণ শীতল আর এই সামান্য জীবন সার্থক ও মহনীয় ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে, কিন্তু তার জন্য তাকে এখনও সুদীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে থাকৃতে হবে! এক ঘণ্টায় ষাট মিনিট; চব্বিশ ঘণ্টায়—উঃ!—সে কত মিনিট! না জানি সে কত মিনিট? সে তখনি কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে গুণ কর্‌তে বস্‌ল যে চব্বিশকে ষাট দিয়ে গুণ কর্‌লে কত হয়? ওরে বাপরে! এক হাজার চার শ চল্লিশ মিনিট! সে যখন কাগজ আর পেন্‌সিল নিয়ে বসেইছিল তখন তার অঙ্ক কষা ঐখানেই থাম্‌ল না। তার আবার মনে হ'লো যে, ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট হয়! তা হ'লে ১৪৪০ মিনিটে কত সেকেণ্ড্‌ হবে, দেখা যাক। আবার গুণ! হ'লো ৮৬৪০০—ছিয়াশি হাজার চার শ সেকেণ্ড! ঐ অতক্ষণ তাকে অপেক্ষা ক'রে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত গোণার পর তবে মেনার সাক্ষাৎ মিল্‌বে! তার অধীর মন ইচ্ছা কর্‌ছিল সে এখনই ছুটে রাজা বাহাদুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'য়ে বলুক যে, সে আর অপেক্ষা ক'রে থাকৃতে পার্‌ছে না। খাওয়া ব্যাপারটা তো অতি তুচ্ছ এবং গৌণ, ওটা যবে হয় হবে, কিন্তু মেনা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়টা আজই হ'য়ে যাক। কিন্তু তখনই তার মনে হ'লো—না, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট! আর একটা সংস্কৃত শ্লোকের শেষ চরণও তার মনে পড়্‌ল—'বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে!' ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি কি দুই হাতে খায়! অতএব তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকৃতেই হবে

কাল পাঁচটা পর্য্যন্ত ! সে একান্ত অধীর হ'য়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে একখানা মেঘদূত টেনে এনে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—

যে-মেঘ দরশনে ফুটিয়া উঠি' সদা কেতকী ফুলকুল সুখে দোদুল,
যক্ষ তারি আগে নীরবে ভাবে কত, হৃদয় হ'য়ে ওঠে বাষ্পাকুল !
হেরিয়া জলধর সুখীরো অন্তর রহিতে চাহে না যে অচঞ্চল :
কণ্ঠলীন প্রিয়- জনেরে ছেড়ে দূরে রহে যে তার দশা কিবা তা বল ?

দশের পরিচ্ছেদ

প্রিয়-সন্নিধানে

পুণ্ডরীকাক্ষ অতি কষ্টে পল-মুহূর্ত্ত গ'ণে গ'ণে কোনোমতে তো পরদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কাটালে। কিন্তু আর সময় কাট্‌তে চায় না। তখন তার মডেল ভগিনীর নায়িকা কমলিনীর ন্যায় মনে হ'তে লাগ্‌ল যে কেন ভগবান সূর্য্যের অধীন ঘড়ী করেছেন, ঘড়ীর অধীন সূর্য্যকে করেননি। এখন যদি ঘড়ীর কাঁটা সরিয়ে দিলেই পাঁচটা বেজে যেত, তো কেয়া মজাই না হ'তো? তা হ'লে এখনই সে ছুটে গিয়ে মেনা দেবীকে দেখ্‌তে পারত। কিন্তু এখনও চার পাঁচ ঘণ্টা সময় বাকী, এই সুদীর্ঘ কাল তাকে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। সে কি করবে এই ভাবনায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে শেষে স্থির করলে যে যাত্রার আয়োজন করা যাক, তাতে অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময় তো ব্যয় হবে, আর মনটাও অন্যমনস্ক হ'য়ে ভুলে থাক্‌বে।

তার প্রসাধন আরম্ভ হলো। চন্দনের সাবান মেখে সে খুব ক'ষে একবার স্নান ক'রে নিলে। তার পর একখানি ফরাসডাঙার কাঁচি কাপড় পরিপাটি ক'রে কুঁচিয়ে পরিধান করলে। গায়ে একটি জালি গেঞ্জি দিয়ে তার উপর টকটকে লাল রঙের শট্-সিল্কের একটা জামা পরলে, সেই জামার লাল রঙের ভিতর থেকে একটা সোনালি জলুস জলজল ক'রে আগুনের অর্চ্চির মতন বাহির হয়। তার উপরে মুর্শিদাবাদের খুব দামী গরদের একখানি চাদর গায়ের উপর ছড়িয়ে দিলে। তার দু হাতে কেবল মাত্র বুড়ো আঙুলটা বাদ দিয়ে আটটা নানা রঙের নানা গড়নের আংটি! বাঁ হাতের মণিবন্ধে সোনার

বেষ্টনীতে বাঁধা সোনার ঘড়ী। পায়ে বার্ণিশ-করা পাম্প-স্থ। জামায় কাপড়ে দামী খসখসের আতর মাখালে। মাথায় ল্যাভেণ্ডার-ওয়াটার দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে তার অবাধ্য চুলগুলিকে বুরুশের শাসনে আন্‌বার অনেক সাধ্যসাধনা কর্‌লে। তার গোঁপের দুই প্রান্ত যে ঝুলে পড়েছে, তাদের মোম মাখিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে সূক্ষ্মাগ্র ঈষদ্‌বক্র শৃঙ্গ-সাদৃশ্য দেবার জন্যেও অনেক যত্ন কর্‌তে হ'লো। এই রকম ধস্তাধস্তি করার পর ও সে ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে তখন মাত্র চারটা বেজেছে। এদিকে জামা-কাপড় তো আষাঢ়ে গ্রীষ্মের ঘামে ভিজে লাট হ'য়ে ওঠ্‌বার উপক্রম হ'লো! পুরা দমে ফ্যান খুলে দিয়ে সে তার তলায় চুপ ক'রে ব'সে রইল, আর মুহুর্মুহু ঘড়ীর দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। ঘড়ীর কাঁটা যত পাঁচটার ঘরের কাছে এগিয়ে যেতে লাগ্‌ল, তত তার অস্থিরতা বাড়্‌তে লাগ্‌ল, আর তত জোরে তার হৃৎপিণ্ড পঞ্জরের অন্তরালে দ্রুত তালে নৃত্য করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

অবশেষে পাঁচটা বাজ্‌তে পনেরো মিনিট মাত্র বাকী রইল। এই বার সে দুর্গা, হরি, সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ ও প্রণাম ক'রে ছড়ি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে মনে মনে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল এই যাত্রা যেন আমার শুভযাত্রা হয়, মেনার মনে যেন আমাকে ধরে, হে ঠাকুর! তা হ'লে আমি কালীঘাটে ঘটা ক'রে পূজো দেবো, সমারোহ ক'রে হরির লুট দেবো, প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের শিন্নি দেবার ব্যবস্থা করব। দেবতাদের যত রকমে ঘুষ দেবার কথা তার মনে হ'লো, তা সে মনে মনে তাঁদের ব'লে শুনিয়ে রাখ্‌তে চাইলে!

এই-রকম সেজে সে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, সে হেঁটে পদব্রজেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌তে যাবে, না, তার ডেমলার কারে

চ'ড়ে যাবে ? রাস্তার এপারে আর ওপারে তো বাড়ী, স্বচ্ছন্দে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু মর্য্যাদার তো কোনো হানি হবে না ? কেউ তো তাকে কৃপণ অথবা যথেষ্ট অভিজাত নয়, ভাব্‌বে না ? কিন্তু তার মনে পড়ল, কাল স্বয়ং রাজা বাহাদুর পায়ে হেঁটে তার বাড়ীতেই তাকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব কর্‌তে এসেছিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ অবশেষে পায়ে হেঁটেই যাওয়া স্থির কর্‌লে।

সারা পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি ! এত সাজসজ্জা, এত দামী চটকদার চোখ-ঝল্‌সানো আয়োজন, সব পণ্ড হ'য়ে যেতে বস্‌ল। সে যখন রাজা বাহাদুরের বাড়ীর গেটে ঢুক্‌তে যাবে, তখন পাহারাওয়ালা সান্ত্রী পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বাধা দিয়ে বল্‌লে—বাবু সাহেব, ম্যানেজার বাবুকা হুকুম নেই হোনেসে কিসিকো ভিতর যানা মানা হ্যায় !

হায় হায় ! ধরণী দ্বিধা হও ! এতবড় অভ্রংলিহ মর্ম্মর-প্রাসাদ আর এতগুলো আংটি আর এমন লাল টকটকে উজ্জ্বল জামা তার কিছুই কাজে লাগ্‌ল না ! স্বয়ং রাজা বাহাদুরের যেচে-গিয়ে-ক'রে-আসা নিমন্ত্রণ, তাও বৃথা হ'য়ে গেল, এক কোন্ বেতনভুক্ ভৃত্য ম্যানেজারের একটা কথায় ! রাজা বাহাদুরের ভাবী জামাতার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল একটা চাকরের আদেশ ! তার দুরাশা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেবার সময় এ কী দারুণ দুর্দৈব আর বিঘ্ন উপস্থিত ! শেষ কালে কি তাকে শিশুপালের মতন বরসজ্জায় পরাজয়ের লজ্জা ঢেকে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে লুকাতে হবে ? লজ্জায় পুণ্ডরীকাক্ষের কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হ'য়ে উঠ্‌ল !

তাকে নীরব দেখে, আর তাকে সম্মুখের বাড়ীর বাবু জেনে,

সান্ত্রী সম্মানিত বিনয়ের সঙ্গে বল্‌লে—আপ আপকা কার্ড দিজিয়ে, হাম তুরন্ত্‌ হুকুম লে আতা হ্যায় !

হায় হায়! লজ্জার উপর লজ্জা! তার তো এখনো কার্ড ছাপানো হয়নি! সব বড়মানুষীর মধ্যে যে এটা একটা বিশেষ অঙ্গ, এতদিন তো তার মনেই পড়ে নি! সাধে কি আর ঋষিবাক্য প্রচলিত হয়েছে—শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি! সফলতার মন্দিরে কী কড়া পাহারা!

পুণ্ডরীকাক্ষ মুখ কাচুমাচু ক'রে বল্‌লে—হাম তো কার্ড্‌ লায়া নেই!

এই ব'লেই সে ফিরে চ'লে যাচ্ছিল। তাই দেখে সান্ত্রী বল্‌লে—বাবু সাহেব, আপ এক মিনিট ঠাহ্‌রিয়ে, হাম হুকুম লেকে আতা হ্যায়!

সে বাড়ীর গেটের ভিতর চ'লে গেল, এবং সেই গেটের পাশেই দ্বারবানদের ঘরের সাম্‌নে গিয়ে অপর একজন দ্বারবানকে বল্‌লে—এ তেওয়ারী, ম্যানেজারবাবুকে বোলো যে, সাম্‌নে বাড়ীকা বাবু আয়েঁ হ্যাঁয়, ভিতর যানে মাঙ্‌তে হ্যাঁয়!

তেওয়ারী খৈনি মল্‌তে মল্‌তে বল্‌লে—আরে কার্ড্‌ কাঁহা ?

সান্ত্রী বল্‌লে—বাবু কার্ড্‌ নেহি লায়া!

তেওয়ারী খৈনিটুকু মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে সেটুকুকে জিব দিয়ে একত্র ক'রে অধরের তলায় জমা কর্‌তে কর্‌তে অস্পষ্ট ভাষায় বল্‌লে—আরে তব কৈসন বাবু!

পুণ্ডরীকাক্ষের কানে সেই মন্তব্য তীব্র বিদ্রূপের মতন বিদ্ধ হ'লো। তার মনে হ'লো, হায় ধরণী দ্বিধা হও, এ অপমান তো সহ্য হয় না।

পুণ্ডরীকাক্ষ যখন লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ফিরে চ'লে যাওয়াই স্থির কর্‌ছিল, তখন রাজা বাহাদুরের বাড়ীর উপরের বারান্দা থেকে এনা

তাকে দেখ্‌তে পেলে এবং পুণ্ডরীকাক্ষকে প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লে সে ফটকে আটক পড়েছে; কাল বাবা যখন তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন, তখন এসে সেই খবর বাড়ীতে তাদের বলেছিলেন, কিন্তু সান্ত্রীদের ব'লে রাখ্‌তে নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তাঁর বাড়ী আগের মতন আর অবারিতদ্বার নেই, ভাস্করের আদেশে এখন বিনা অনুমতিতে কেউ বাড়ীতে প্রবেশ করতে পায় না। এনা উপর থেকেই তীক্ষ্ণ মিহি স্বরে হুকুম দিলে,—এই দারোয়ান, বাবুকো আনে দেও!

এনার তীক্ষ্ণ স্বর পুণ্ডরীকাক্ষেরও কানে গেল। সে তাড়াতাড়ি আবার ফির্‌ল, এবং অপস্রিয়মাণা এনার সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'য়ে গেল। এনা লজ্জা পেয়ে একটু হেসে তাড়াতাড়ি স'রে গেল, পুণ্ডরীকাক্ষেরও মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌ল! সে মনে কর্‌লে যে, সফলতার মন্দিরে প্রবেশের আগে আমার ঐকান্তিকতার একটা অগ্নিপরীক্ষা হ'য়ে গেল! আমি তো ফেল হ'য়ে যেতে বসেছিলাম, আমাকে উদ্ধার কর্‌লেন শ্রীমতী এনা দেবী! তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে হবে!

এনার হুকুম শুনেই সান্ত্রী ছুটে এল এবং বিনীত স্বরে পুণ্ডরীকাক্ষকে বল্‌লে—যাইয়ে হুজুর, যাইয়ে!

পুণ্ডরীকাক্ষ আনন্দে গর্ব্বে পা ফেলে ভিতরে চ'লে গেল। কিন্তু তার মনটা ভাস্করের উপর ভয়ানক চ'টে গেল! কোথাকার কে একটা, তাকে পথে আটক ক'রে এ রকম ভাবে অপমান করে!

পুণ্ডরীকাক্ষ অল্পদূর অগ্রসর হ'য়ে যেতে না যেতে এনার কথা শুনেই ভাস্কর নিজের আপিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং অগ্রসর হ'য়ে এসে পুণ্ডরীকাক্ষকে নমস্কার ক'রে বল্‌লে—আস্‌তে আজ্ঞা হোক, আসুন, আসুন!

পুণ্ডরীকাক্ষ অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে তাকে প্রতিনমস্কার করলে, কিন্তু একটু হাসলেও না, কোনো কথাও বললে না, সে তাকে উপেক্ষা ক'রেই তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল, আর মনে মনে ভাবতে লাগল—আচ্ছা, আচ্ছা, খুব হয়েছে! এখন আর কাষ্ঠ-লৌকিকতা করতে হবে না! ঢের ভদ্রতা দেখানো হয়েছে!

পুণ্ডরীকাক্ষ ভাস্করকে তাচ্ছিল্য করছে দেখে ভাস্কর একটু হেসে ভাবলে—হুঁ! লক্ষ্মীর পেঁচার ছোঁয়াচ লেগেছে?

বাড়ীর বারান্দায় ওঠবার জন্যে মার্বেল পাথরের সিঁড়িতে পা দিতেই রাজা বাহাদুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং হাসিমুখে পুণ্ডরীকাক্ষকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন—এসো, এসো! আমি বড় দুঃখিত হলাম যে, দারোয়ানেরা তোমাকে চিনেও ফটকে আটকেছিল। আমারই দোষ, আমি তাদের ব'লে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। কিছু মনে কোরো না, তুমি! আমারই অন্যায় হয়েছে, আমারই দোষ হয়েছে! বুড়ো মানুষ, সব কথা সব সময় মনে রাখতে পারি না, সকল দিক সামলে কাজ করতেও পারি না। তা তুমি কিছু মনে কোরো না!

রাজা বাহাদুর বারম্বার আপনার দোষ আর ত্রুটি স্বীকার ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষের মনের গ্লানি আর লজ্জা দূর ক'রে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাঁর কথায় পুণ্ডরীকাক্ষের মনও সহজে প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। সে রাজা বাহাদুরকে বারম্বার ত্রুটি স্বীকার করতে শুনে অপ্রতিভ হ'য়ে আমতা-আমতা ক'রে বললে—না না, তাতে আর কি হয়েছে? আমি তো এর আগে আর কখনো এখানে আসিনি, তাই ওরা চিনতে পারে নি।

যখন রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে ত্রুটি স্বীকার ক'রে

তাকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তখন এনা মুখ লাল ক'রে দৌড়ে গিয়ে মেনাকে বল্‌লে—দিদি, দিদি, ছি ছি, কী কেলেঙ্কারী হ'য়ে গেল!

এনার মুখে হাসি নেই, কোনো চাঞ্চল্য নেই, চোখে-মুখে একটা বিষণ্ণতা! এই অস্বাভাবিক আর অসাধারণ অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে মেনা জিজ্ঞাসা কর্‌লে— কী হ'লো রে? অ্যাঁ? হয়েছে কি?

এনা ভ্রূ কুঁচ্‌কে বল্‌লে—ভারি ভুল হ'য়ে গেছে, সান্ত্রীদের ব'লে রাখা হয়নি, যে, পুণ্ডরীকাক্ষ বাবু আজ আস্‌বেন, তাকে যেন তারা আটক না করে।

মেনা এইবার কৌতুক বোধ ক'রে একটু হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তাঁকে গেটে আট্‌কেছিল বুঝি? তার পর?

এনা ভ্রূভঙ্গী ক'রে বল্‌লে—তুমি হাস্‌ছ! আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে! আমি যে ওঁর সাম্‌নে কেমন ক'রে বেরুব তাই আমি ভাব্‌ছি। সত্যি, উনি আমাদের কী ভাব্‌ছেন না জানি! তোমার ভাস্কর বাবুটি একটি চীজ? তার জন্যেই তো এই কাণ্ডটা হ'লো!

মেনার হাস্যের অন্তরালে একটি বিশেষ অর্থপূর্ণ কারণ প্রচ্ছন্ন হ'য়েছিল। কাল তার পিতা পুণ্ডরীকাক্ষকে নিমন্ত্রণ ক'রে এসে মেনাকে একাকী ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—দেখ মেনা, তোমার তো পাত্র স্থির করাই আছে।

অকস্মাৎ পিতাকে তার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌তে শুনে মেনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ভীত আর লজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে মুখ লাল ক'রে চকিত দৃষ্টিতে একবার পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নীচু কর্‌লে।

রাজা বাহাদুর বল্‌তে লাগ্‌লেন—তোমার পাত্র তো স্থির করাই আছে। এখন এনার জন্য একটি পাত্র স্থির কর্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই। আমাদের বাড়ীর সাম্‌নে যে পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড ব'লে এক ভদ্রলোক আছে, যে ঐ মার্ব্বেল-প্যালেস তৈরি করিয়েছে, সে হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে বড়লোক হ'য়ে উঠেছে। আমি অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, লোকটির স্বভাব-চরিত্র সব বেশ ভালো, বাড়ীতে আর কোনো লোকজনও নেই, কোনো শরিকও নেই, বংশও মন্দ নয়। আমি মনে কর্‌ছি, কি, ওর সঙ্গে এনার বিবাহ হ'লে বেশ হয়। ছেলেটির একটু বয়স হয়েছে। তা আজকালের ছেলেরা তো বেশ বেশি বয়সেই বিয়ে ক'রে থাকে, আর এনাও তো ছোটটি নেই, তা ওদের মানাবে। এখন এনা যদি ওকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হয়, তবেই হ'তে পারে। এই জন্যে আমি আজ নিজে তার বাড়ী গিয়ে তাকে কাল আমাদের বাড়ীতে বিকেলে জলখাবার নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছি। তা ছেলেটি এদিকে খাসা, খুব বিনয়ী, ভদ্র, চা-টুকু পর্য্যন্ত খায় না। কাল সে এলে তোমাদের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেবো। তুমি একটু দেখো, যাতে ওর ওপর এনার মন অনুকূল হয়। এনাকে কিন্তু এখন বিয়ের কথা কিছু ব'লে কাজ নেই। আগে দেখা যাক্ ওদের দুজনের মনের ভাব কি রকম হয়। তুমি কেবল এনাকে খবর দিও যে, কাল পুণ্ডরীকাক্ষকে নিমন্ত্রণ করেছি, আর তার সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেবো, তোমরা তার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌বে। আর পারো তো বাড়ীতে কিছু খাবার তৈরি করিও, আর বাজার থেকে কি কি আন্‌তে হবে তাও ভাস্করকে ব'লে দিও।

মেনা পিতার কথা নীরবে শুনে অবশেষে কেবল বল্‌লে—আচ্ছা।

তার পর সে গিয়ে এনাকে বল্‌লে—এনা, বাবা কাল পুণ্ডরীকাক্ষ-

বাবুকে বিকেলে জলখাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। তিনি সেই সময়ে আমাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেবেন, বল্‌ছিলেন। তুই কিন্তু কাল কোনো রকম পাগলামি কর্‌তে পারবিনে, তা তোকে এখন থেকে ব'লে রাখ্‌ছি। ভদ্রলোককে তুই যেন কোনো রকম অপমান ক'রে বসিস্‌ না।

এনা তার ডাগর টানা চোখ দুটি বিস্ফারিত ক'রে বল্‌লে—দিদি, তুমি কি আমাকে এমনি অভব্য ভাবো যে, একজন ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে আমি তাঁকে অপমান ক'রে বস্‌ব। তিনি আমাদের জন্যে চার মাস জেল খেটে এলেন, তাঁর কাছে তো আমরা এমনি অপরাধী হ'য়ে আছি। তাঁর পিসিকে দিয়ে অবশ্য তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি, কিন্তু আমরা তো কোনো দিন নিজে তাঁকে কিছু বলিনি। আমি তোমাকে বল্‌ব-বল্‌ব মনে কর্‌ছিলাম যে, বাবাকে ব'লে ওঁকে একদিন নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লে হয়। তা বাবা আপনিই করেছেন, দেখ্‌ছি। তা বেশ করেছেন।

মেনা অবাক্‌ হ'য়ে এনার মুখের দিকে চাইলে। এই এনা দুদিন আগে না ব'লেছিল যে, না দিদি, না, আমি ওর সঙ্গে কথা কইতে পার্‌ব না, কথা কইতে গেলে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে পেট ফুলে ম'রে যাব! এই কয়দিনে তার এত পরিবর্ত্তন কেন আর কেমন ক'রে হ'লো!

মেনা মনে মনে একটু হেসে প্রকাশ্যে বল্‌লে—বাবা বল্‌ছিলেন, ভদ্রলোককে খেতে বলা হয়েছে, কিছু খাবার বাড়িতে তৈরি কর্‌তে পার্‌লে ভালো হ'তো। কিন্তু বামুন-ঠাকুর কি কিছু ঠিক ক'রে কর্‌তে পার্‌বে? তার চেয়ে বাজার থেকে কিনে আনালেই ভালো হবে। কি বলিস্‌?

এনা আগ্রহভরা স্বরে বল্‌লে—ছিঃ! বাজারের খাবার তো লোকে ইচ্ছে কর্‌লেই খেতে পারে। কারো বাড়ী নিমন্ত্রণের অন্তরঙ্গতা আর আনন্দ তো সেই বাড়ীর লোকদের নিজের হাতের তৈরি খাবার খাওয়ায়। তা আমরা দুজনে যদি আজ থেকে তৈরি কর্‌তে লেগে যাই তা হ'লে কাল বিকেলের মধ্যে সব রকম খাবার কি তৈরি ক'রে ফেল্‌তে পারব না! আজকে কতক মিষ্টান্ন তৈরি ক'রে রেখে দিতে হয়, কাল সকালে কতক কর্‌তে হয়, আর কাল দুপুরে নিমকি খাবার গরম-গরম তৈরি ক'রে ফেল্‌তে হয়।

মেনা কষ্টে হাসি চেপে বল্‌লে—তা তুই যদি শান্ত হ'য়ে জোগাড় দিস্ তা হ'লে আমি কর্‌তে সাহস পাই।

এনা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—তা একজন ভদ্রলোককে বাবা নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছেন, আর আমি তার আয়োজনে সাহায্য কর্‌ব না! সে ভদ্রলোক আবার যে-সে লোক নয়, আমাদের জন্যে জেল খেটে এসেছে!

মেনা খুব আমোদ অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি এনার অত্যন্ত দরদ দেখে। সে এনাকে নিয়ে উৎসাহের সহিত সমস্ত খাবার ঘরেই প্রস্তুত কর্‌তে লেগে গেল। সে খুশী হ'য়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল যে, যে-এনাকে এক দণ্ড এক জায়গায় বসিয়ে রাখা দায় হয়, সেই চঞ্চলা এনা কী একাগ্র নিষ্ঠার সহিত সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন ক'রে তুল্‌তে লেগেছে!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে তারা দুই বোনে নানারকম খাদ্য প্রস্তুত কর্‌লে। তার পরদিন প্রত্যূষে উঠে আবার তাদের আয়োজন আরম্ভ হ'লো। এনারই তাড়া বেশি! বিকাল পৌনে চারটা পর্য্যন্ত এনা মেনার সঙ্গে সঙ্গে কাজ ক'রে হঠাৎ ঘড়ীর দিকে তাকিয়েই ব'লে

উঠ্ল—দিদি, তুমি এইবার ঝি-চাকরদের নিয়ে খাবার গুছিয়ে ফেলো, আমি কিন্তু এখন চল্লাম। আমি আর থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি গা ধুয়ে কাপড়চোপড় প'রে ঠিক হই গে, উনি আবার কখন এসে পড়্‌বেন, আর বাবা ডাক্‌বেন।

মেনা মুখ নীচু ক'রে হাসি লুকিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, তুই যা। আমি সব ঠিক কর্‌ছি।

এনা চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেল—তা তুমিও আর বেশি দেরী ক'রো না যেন, শিগ্‌গির ক'রে সেরে নিয়ে এসো। ততক্ষণ আমি গা ধুয়ে নিইগে আগে।

এনা চ'লে গেল। মেনা মনে মনে হেসে বল্‌লে—বাবাকে বেশি কষ্ট কর্‌তে হবে না। বোনের আমার এখনি মন পড়েছে। এখন আর সে ক্যাব্‌লা নয়, বাঙাল নয়, খোক্কস নয়! এখন সে উনি। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের কারণ? ঐ মর্ম্মর-মন্দির?

এনা যখন তার বেশভূষা ক'রে বেরিয়ে দিদির কাছে এলো তখন মেনা দেখ্‌লে এনা আজ একটি বিশেষ কবিত্বময় ভঙ্গীতে পরিপাটি বেশবিন্যাস করেছে। একখানি ফিকে আস্‌মানি রঙের রেশমী শাড়ীর রূপালি পাড় তার অঙ্গ বেষ্টন ক'রে চকচক কর্‌ছে, যেন আষাঢ়ের মেঘের গায়ে বিদ্যুৎবিলাস! তার গায়ে যে ব্লাউসটি, তাতে একটি কদম্বগাছের উপর একটি নৃত্যপরায়ণ ময়ূর অতি নিপুণ শিল্প-রুচির সঙ্গে সেলাই ক'রে এঁকে তোলা হয়েছে! তার পায়ে জরি দেওয়া লাল দিল্লীওয়ালা সেলিমশাহী জুতা! বুকের উপর কটকের রূপা-সোনায় কাজ-করা তারের একটি গোলাপ ফুলের উপর একটি প্রজাপতি! তার কাঁধের কাছে একটি তারা ফুলের ব্রুচ দিয়ে কাপড় বাঁধা! সে যেন শরীরিণী বর্ষারাণী সেজে এসেছে!

এনাকে দেখে মেনার মনে ঠাট্টা করবার প্রলোভন প্রবল হ'য়ে উঠল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করলে। এনা যে-রকম চঞ্চলপ্রকৃতির মেয়ে, তাকে ঠাট্টা করলে হয় তো সে বেঁকেই বসবে যে, সে পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎই করবে না। মেনা মনে মনে সুখী হ'য়ে বললে—তুই এসেছিস ভাই, তুই দাঁড়িয়ে একটু দেখ্, আমি ততক্ষণে আমার কাপড়টা বদলে আসি।

এনা অতিরিক্ত যত্নের সহিত নিজের প্রসাধন সম্পাদন করেছিল এবং সেটা মেনার নজরে লেগেছিল ব'লেই মেনা নিতান্ত সাদাসিধা রকম কাপড়চোপড় প'রে এলো।

তাকে তদ্‌বিধ বেশ ক'রে আসতে দেখে এনা চোখ কপালে তুলে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে—ওমা! দিদি! এ কি বেশ হ'লো? কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্—এইটে যে কালিদাসের কতবড় সত্য কথা, তাই প্রমাণ ক'রে দেখাতে চাও বুঝি!

মেনা হেসে বললে—আমি তো ভাই বুকড্ হ'য়ে আছি। আমার জন্যে তো কুমীরখালি হাঁ ক'রেই আছে। আবার অন্য কার নজরে প'ড়ে শেষকালে দোটানায় প'ড়ে মারা যাব। তার চেয়ে আগে থাকতেই সাবধান থাকা ভালো। কি বলিস্? হাল কবি বলেছেন যে, অলঙ্কার প্রসাধনে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য অধিক মনোজ্ঞ হয়; তুই এখনো সোঁদা আছিস্; তুই এখন ফুলশর সেজে দিগ্বিজয়ে যেতে পারিস্! যদি কারো হৃদয়ে বিদ্ধ হোস্, তা হ'লে তুইই আবার বিশল্যকরণী হ'তে পারবি!

এনা ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে—হ্যাঁ, আমার দায় প'ড়ে গেছে ঐ ক্যাবলার হৃদয়ে বিদ্ধ হ'তে!

মেনা এনার মুখে আবার ক্যাবলা নাম শুনেই চিন্তিত হ'য়ে তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালে; কিন্তু সে দেখে আশ্বস্ত

হ'লো যে, এনার চোখে মুখে একটি আনন্দের দীপ্তি খেলা কর্‌ছে, একটি কমনীয় ব্রীড়া তার মুখের উপর লাবণ্য বিস্তার করেছে।

এনাকে মেনা সাবধান কর্‌বার ছলে হেসে বল্‌লে—কিন্তু দেখিস্, ভদ্রলোকের সাম্‌নে যেন ক্যাব্‌লা ট্যাব্‌লা বলিস্‌নে।

এনা হেসে বল্‌লে—না, আজ বল্‌ব না। কিন্তু আরো বেশি আলাপ হ'লে কখনো যে বল্‌ব না, এমন হলপ আমি কর্‌তে পারি না।

মেনা হেসে বল্‌লে—আরো বেশি আলাপ কর্‌বার বাসনা মনে পোষা আছে নাকি?

এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আমার মোটেই নেই! ইস্! আমার ব'য়ে গেছে। কিন্তু ঐ ক্যাঙ্‌লা কি একদিনেই সন্তুষ্ট হ'য়ে নিবৃত্ত হবে নাকি? তবে ও অমন ক'রে হাড়গিলের মতন গলা বাড়িয়ে রোজ রাস্তায় হাপিত্যেশে দাঁড়িয়ে থাকৃত কেন? বৃষ্টি নেই, বাদল নেই, রোদ নেই, হিম নেই, হাঁ ক'রে এক নিমেষ দেখে নেবার জন্যে যার অত আগ্রহ, সে কি আর আজ একদিনেই পরিতৃপ্ত হ'য়ে ফিরে যাবে?

মেনা মৃদু হাস্য কর্‌লে। সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, এনা প্রত্যহ পুণ্ডরীকাক্ষের আচরণ লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে এবং তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কর্‌তে কর্‌তে নিজেরও অজ্ঞাতসারে তার প্রতি আকৃষ্ট, এমন কি, বোধ করি অনুরক্তই হ'য়ে পড়েছে! তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে বাবার ইচ্ছা সহজেই সম্পূর্ণ হবে।

এনা মেনার নীরবতা লক্ষ্য না ক'রেই ব'লে যেতে লাগ্‌ল—আমার সঙ্গে একটু আলাপ হ'লে ওকে একটু ভদ্র ক'রে তুল্‌তে হবে। ওকে ব'লে দিতে হবে যে, অমন চোখে-খোঁচা-দেওয়া রঙীন জামা পর্‌বার বয়স তার দশ বছরের পরে আর মোটেই ছিল

না। আর ঐ খাপ্‌সুরত গোঁপ জোড়াটি ঠোঁটের দুই পাশে ঝুলিয়ে না রেখে দাড়ির সঙ্গে চেঁছে ফেল্‌লে চেহারাটা ঢের মানানসই হবে। আর জুল্‌ফীটা আরও দু ইঞ্চি উপরে ঘেঁসে ক্ষুর চালিয়ে চেঁছে ফেল্‌লে তার চেহারাটা ভদ্রসভার নেহাৎ অনুপযোগী হবে না।

মেনা বোনের কথা শুনে কেবল একটু হাস্‌লে।

এনা বল্‌লে—হঠাৎ-নবাব যে এখনো এলেন না? পাঁচটা তো বাজে। তাঁর আল্‌তা পরা এখনো শেষ হয়নি বোধ হয়! দেখি তো বারান্দা থেকে বাবু-সাহেব আস্‌ছেন কি না!

এই ব'লে সে হেসে চ'লে গেল, এবং বারান্দার যেখানে দাঁড়ালে গেট থেকে বাহিরের রাস্তার খানিকটা দেখা যায় সেইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পুণ্ডরীকাক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল।

অল্পক্ষণ পরেই সে দেখ্‌লে পুণ্ডরীকাক্ষ জম্‌কালো পোষাক প'রে তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। তার পর সে তাদের বাড়ীর ফটকের কাছে এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল, এবং সান্ত্রীর সঙ্গে কি কথা বল্‌তে লাগ্‌ল, তা এনা এতদূর থেকে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌লে না। এনার রাগ হ'তে লাগ্‌ল পুণ্ডরীকাক্ষের উপরে, কেন সে সটান চ'লে আস্‌ছে না, সে কি ঐখানে দাঁড়িয়ে দ্বারীর অনুমতি ভিক্ষা কর্‌ছে নাকি? এতটুকু যার সাহস নেই সে আবার বড়মানুষীর ভড়ং করে কেন? হবে না? এতদিন ধনীর দুয়ারে সঙ্কোচ ক'রে ক'রে মন ভীরু হ'য়ে পড়েছে যে। ওকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে। যদি ও আমাদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে, তাহ'লে দুদিনে ওকে আমি ঠাট্টার চোটেই মানুষ ক'রে তুল্‌ব।

তার পরেই সে শুন্‌লে যে, সান্ত্রী আর-একজন দারোয়ানকে বল্‌ছে, পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশাধিকারের অনুমতি ম্যানেজার-বাবুর কাছ থেকে

নিয়ে আস্‌তে। এই কথা শুনেই তো তার ভাস্করের উপর রাগে গা জ্ব'লে উঠ্‌ল, আর পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে অপরাধের লজ্জায় তার মন পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আপনার অবস্থা ভুলে গিয়ে ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—এই দারোয়ান, বাবুকো আনে দেও! এবং যেই পুণ্ডরীকাক্ষ তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে তার দিকে সকরুণ কৃতজ্ঞতাভরা স্মিত দৃষ্টিতে তাকালো, অম্‌নি সে লজ্জা পেয়ে দিদির কাছে ছুটে চ'লে গিয়ে বল্‌লে—দিদি, দিদি, ছি ছি! কী কেলেঙ্কারী হ'য়ে গেল!

রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষকে নিয়ে উপরের বৈঠকখানায় এলেন। ভাস্কর সিঁড়ির তলা থেকেই স'রে চ'লে যাচ্ছিল দেখে রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—"ভাস্কর, তুমিও এস।" তার পর তিনি পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরে বল্‌লেন—ইনি শ্রীমান্ ভাস্কর রায়, আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। পুণ্ডরীকাক্ষ ভাস্করের দিকে না ফিরেই বল্‌লে—হ্যাঁ, ওঁকে আমি চিনি, ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে।

ভাস্কর পুণ্ডরীকাক্ষের ভাব দেখে বুঝ্‌লে যে, সে তাকে অগ্রাহ্য কর্‌তে চায়। তাই সে ঈষৎ হেসে রাজা বাহাদুরকে বল্‌লে—আজ্ঞে, আমার একটু দরকার আছে, এখনই বাইরে বেরুতে হবে।

রাজা বাহাদুর সিঁড়িতে উঠ্‌তে উঠ্‌তে সিঁড়ির মধ্যদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে ভাস্করকে বল্‌লেন—তা আমাদের সঙ্গে জল খেয়ে তার পর বেরুলে হ'তো না?

ভাস্কর ধীর অথচ দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—আজ্ঞে না, আমার আর দেরী কর্‌বার জো নেই।

রাজা বাহাদুর আর কিছু বল্‌লেন না, পুণ্ডরীকাক্ষকে নিয়ে উপরে চ'লে গেলেন।

রাজা বাহাদুর বৈঠকখানায় গিয়েই খান্‌সামাকে বল্‌লেন—ঘনশ্যাম, যাও, দিদিমণিদের বলোগে, যে, পুণ্ডরীকাক্ষ-বাবু এসেছেন। :

বিলাতী কায়দায় রাজা বাহাদুরের বৈঠকখানা সাজানো। মেঝেতে দামী পারস্যের কার্পেট বিছানো, আর তার উপর সোফা, কাউচ, লাউঞ্জ, চেয়ার চারি ধারে সজ্জিত আছে। কার্পেটের উপর ঘরের দুধারে দুখানা বাঘের চাম্‌ড়া পাতা আছে, সেই মরা বাঘ তার জ্বলন্ত চোখ আর বিকশিত দন্তপংক্তি নিয়ে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে। কোণে কোণে মার্ব্বেল-পাটাতন-দেওয়া ছোট ছোট তেপায়ার উপর প্রিচেরিয়া পাম আর ফ্যান্ পামের গাছ ব্রাসো-দিয়ে-মাজা স্বর্ণ-কান্তি পিতলের সুগঠন টবের ভিতর রক্ষিত আছে, আর ঘরের মাঝখানে একটি বড় শ্বেতপাথরের টেবিল আর তার উপর মাঝখানে মোরাদাবাদী বিদ্‌রীর কাজ-করা পিতলের প্রকাণ্ড ফুলদানীতে আর তার দুপাশে দুটি রূপার ফুলদানীতে সূর্য্যমুখী, কৃষ্ণচূড়া, দোপাটী, কদম, কেয়া, পর্টুলাক্কা প্রভৃতি বর্ষার বিবিধ ফুল সাজানো আছে। তিনটি ফুলদানীর মাঝখানে দুখানি ঢাকাই কাজ-করা রূপার রেকাবির উপর যুঁই, বেল, চামেলী, কুন্দ, কুরচী, বকুল, কুরুবক, লিলি প্রভৃতি বর্ষার শুভ্র সুরভি:ফুল রক্ষিত আছে। দেয়ালের ধারে ধারে চেয়ার সোফা কাউচের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট টেবিলের উপর আর পামের টবের ধারে ধারে কাশীর পিতলের খেলনা, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের খেলনা আর কৃষ্ণনগরের মাটির খেলনা সাজানো আছে। ঘরের মধ্যস্থিত বড় টেবিলটির দুই পাশে দুটি ছোট টেবিল, তার মাথায় কাশীর কাজ-করা পিতলের বড় বড় থালা লাগানো, তার উপরে দুটি কাঁচের পায়াওয়ালা অর্দ্ধ গোলকের মধ্যে নানা বর্ণের মাছ সবুজ শৈবালের ফাঁকে ফাঁকে খেলা ক'রে সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। দেয়ালের

গায়ে বিলাতী শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট্‌দের আঁকা ছবির প্রতিলিপি, জাপানী ছবি, চীনা ছবি, আর দেশের নবীন চিত্রকরদের অঙ্কিত বহু ছবি প্রলম্বিত।

পুণ্ডরীকাক্ষ চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছিল যে, বনিয়াদী ঘরের সজ্জা দেখে তার নূতন গৃহসজ্জার কোনো খুঁৎ সংশোধন ক'রে নেওয়া যায় কি না।

এমন সময় সেই ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌ল মেনা আর তার পাশে পাশে এনা।

ঘরে লোক আসার পদ-শব্দ শুনেই পুণ্ডরীকাক্ষ চকিত হ'য়ে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েই দেখ্‌লে তার এতদিনের স্বপ্ন কল্পনা দুরাশা আজ শরীরিণী হ'য়ে তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে! সে বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় চম্‌কে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়্‌ল, আর যেমন ক'রে অন্ত্যজ জাতির দীনাত্মা মুগ্ধ ভক্ত দেবীপ্রতিমার মুখের দিকে ভক্তি-ভয়-সম্ভ্রম-মিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তেমনি ক'রে মেনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে আগন্তুক মহিলাদের নমস্কার কর্‌তেই ভুলে গেল।

মেনার মুখ প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে উজ্জ্বল, আর এনার মুখ ব্রীড়াজনিত স্মিতহাস্যে সমুদ্ভাসিত। তারা ঘরের মধ্যে এসে পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে ফিরে পরম ভব্যতার সঙ্গে বিনীত নমস্কার কর্‌লে। তখন পুণ্ডরীকাক্ষের চেতনা হ'লো, সেও তাড়াতাড়ি মেনারই দিকে চেয়ে যে নমস্কারটি করলে, তা প্রায় প্রণামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাল।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—এই আমার বড় মেয়ে মেনা, আর এটি আমার ছোট মেয়ে এনা। আর ইনি পুণ্ডরীকাক্ষ বাবু।

পুণ্ডরীকাক্ষ কি কর্‌বে বা কি বল্‌বে, তা ভেবে স্থির কর্‌তে না

পেরে আবার অতি অবনত ললাটে যুক্তকর ঠেকিয়ে নমস্কার কর্‌লে। মেনা ঈষৎ একটু মাথা নত কর্‌লে, এনা কেমন এক অকারণ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ দেখ্‌লে যে, এই দুটি মেয়ের প্রতি-অঙ্গক্ষেপে তাদের অভিজাতিত্বের ছাপ পড়ে, আর তাদের থেকে একটি অভি-জাতিত্বের স্নিগ্ধ পরিচয় তাদের চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—ইনি যে চমৎকার বাড়ী বানিয়েছেন মেনা, তা যদি তোমরা দেখ্‌তে, তা হ'লে অবাক্ হ'য়ে যেতে!

পুণ্ডরীকাক্ষ লজ্জায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ঈষৎ হেসে মেনার দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে কি যে বল্‌লে তা কেউ বুঝ্‌তেই পার্‌লে না।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—আমি আমার মেয়েদের কাছে শুন্‌লাম যে, তুমি ওদের পুলিসের হাত থেকে বাঁচাতে যেয়ে চার মাস জেল খেটে এসেছ। এ খবর তো আমি আগে জান্‌তাম না, আজ শুন্‌লাম। এ তো তোমার অতি মহত্ত্ব!

পুণ্ডরীকাক্ষ নিজের প্রশংসা শুনে অপ্রতিভ হ'য়ে কিছু বল্‌লে—কিন্তু তার এক বর্ণও কারো বোধগম্য হ'লো না।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি আমার মেয়েদের কেমন ক'রে চিন্‌তে পারলে?

এই প্রশ্ন করবামাত্রই এনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল এবং মেনার চিম্‌টি খেয়ে গম্ভীর হ'য়ে হাসি চাপ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে গিয়ে একটা অদ্ভুত অস্পষ্ট শব্দ কর্‌তে লাগ্‌ল।

এনার হাসি দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ অপ্রস্তুত হ'য়ে কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না, নীরব হ'য়েই রইল।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তুমি আমাদের সকলকে চিন্‌তে, কিন্তু

আমি তো তোমাকে চিন্‌তাম না। এ আমাদের অত্যন্ত অন্যায় ত্রুটি হ'য়ে গেছে।

এবারে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন হাস্যের সঙ্গে বিনীত মৃদু স্বরে বল্‌লে—আপনারা আমার মতন নগণ্য লোককে কেমন ক'রে চিন্‌তে পারবেন? আমার মধ্যে তো এমন কিছু গুণ নেই যার জন্য আমি কারো লক্ষ্যের বিষয় হ'তে পারি।

এনা মনে মনে বল্‌লে—গুণের ঘাট নেই, তার উপর বাহারে রূপ তো আছে! তা যে চোখে খোঁচা মেরে লক্ষ্য করায়!

এনা হাস্‌তে হাস্‌তে উঠে বাহিরে চ'লে গেল।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—সেই জন্যে তো তোমার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা আরো বেশি।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—কিসের কৃতজ্ঞতা? আমি এঁদের রক্ষা কর্‌তে ইচ্ছা করেছিলাম মাত্র, কিন্তু রক্ষা তো কর্‌তে পারি নি। কিন্তু আমার কৃতজ্ঞতা আপনাদের কাছে অত্যন্ত অধিক। আমি যখন জেল খাট্‌ছিলাম, তখন আমার পিসি উপবাসী হ'য়ে মারা যেতে বসেছিল। এঁরা তাকে ডেকে বাড়ীতে এনে মাসে মাসে টাকা কাপড় দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই ঋণ তো আমার অপরিশোধ্য!

পুণ্ডরীকাক্ষের কথা শুনে রাজা বাহাদুর আশ্চর্য্য হলেন, কারণ, তিনি তো এই সংবাদ জান্‌তেন না। তিনি বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেনার মুখের দিকে চাইলেন। মেনা লজ্জিত স্মিত মুখ নত কর্‌লে।

রাজা বাহাদুর মেনার সঙ্কোচ দেখে ও কন্যার দয়ার ও পরোপকারের প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়ে সুখী হ'য়ে বল্‌লেন—এ কথা তো আমি আগে জান্‌তাম না। তা হ'লে আমাদের উভয়তঃই তো আগে থাকৃতেই আত্মীয় সম্পর্ক হ'য়ে রয়েছে। বেশ, বেশ!

এনা হাসি থামিয়ে চোখ মুখ লাল ক'রে ঘরে ফিরে এল। তখনো তার সর্ব্বাঙ্গে চাপা হাসির দ্যুতি লেগে রয়েছে! তাকে দেখেই মেনা বল্‌লে—এনা, খাবার কি দেওয়া হয়েছে?

এনা মেনার পাশে বস্‌তে বস্‌তে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, দিচ্ছে।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—মেনা, তুমি দেখ, দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

মেনা উঠে যায় দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—না না, আপনি বসুন, খাবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কি, সে হবে এখন। দেওয়া হ'লে চাকরেরাই খবর দেবে।

মেনা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এনা অন্যের অলক্ষ্যে তার হাত ধ'রে একটু নীচের দিকে টান দিয়ে তাকে বস্‌বার ইঙ্গিত ক'রে মেনার মুখের উপর একটা হাসিভরা কটাক্ষ হেনে উঠে চ'লে গেল।

এনা পাশের ঘর থেকে তখনই ফিরে এসে বল্‌লে—খাবার দেওয়া হয়েছে।

রাজা বাহাদুর উঠ্‌তে উঠ্‌তে বল্‌লেন—চলো পুণ্ডরীকাক্ষ।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষ ও মেনা উঠে দাঁড়াল।

রাজা বাহাদুর অগ্রসর হলেন। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ তাঁর অনুসরণ না ক'রে তটস্থ হ'য়ে দাঁড়িয়ে মেনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

মেনা অপ্রতিভ হ'য়ে মৃদু স্বরে অনুরোধ করলে—চলুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ সম্ভ্রমের সহিত বল্‌লে—আগে আপনি চলুন।

আর কথা কাটাকাটি করা অশোভন হবে মনে ক'রে মেনা অগ্রসর হ'লো। তার পিছনে পিছনে পুণ্ডরীকাক্ষ অনুসরণ ক'রে চল্‌ল।

মেনা পিতার কাছে গিয়ে বল্‌লে—বাবা, ভাস্কর-বাবুকে ডাক্‌লে না?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—ভাস্কর আস্‌বেন না, তাঁকে তো আমরা নিমন্ত্রণ করিনি। আমরা মনে করেছিলাম, ও তো আমাদের বাড়ীতে নিত্য খায়, আজও খাবে। কিন্তু আজ তো বিশেষ খাওয়া বাহিরের লোকের সঙ্গে! আজ তাকে আমাদের নিমন্ত্রণ করা উচিত ছিল। আমাদের এটা অত্যন্ত অন্যায় ভুল হ'য়ে গেছে।

মেনার মুখ ম্লান গম্ভীরতর হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আর কোনো কথা বল্‌লে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ পাশের ঘরে যেয়ে দেখ্‌লে—একটা বড় ডিম্বাকৃতি মার্ব্বেল টেবিলের উপর খাবার দেওয়া হয়েছে, রূপার রেকাবি বাটি আর গেলাসের অরণ্য সাজানো হয়েছে বল্‌লেই হয়! একখানা রেকাবিতে নিমকি খাবার, একখানা রেকাবিতে মিষ্ট খাবার, একখানা রেকাবিতে আম জাম কাঁটাল, একখানায় কাবুলের মেওয়া আর বিদেশী ফল, বাটিতে তরকারী মাছ মাংস রাবড়ী দই ক্ষীর, গেলাসে তরমুজের আর ঘোলের সরবৎ আর কেওড়া-দেওয়া জল, গেলাসগুলি বরফের ঠাণ্ডায় ঘেমে উঠেছে।

রাজা বাহাদুর গিয়ে টেবিলের এক প্রান্তে বস্‌লেন। তাঁর দুই মেয়ে টেবিলের দুই পাশে মুখোমুখী বস্‌ল। আর রাজা বাহাদুরের সম্মুখে বস্‌ল পুণ্ডরীকাক্ষ। মেনার পাশে একখানি চেয়ার শূন্য রইল, আর তার সাম্‌নে খাদ্যসামগ্রী সাজানো প'ড়ে রইল। এই আসনটি ভাস্করের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। মেনা ত জান্‌ত না যে, সে আস্‌বে না।

খাওয়ার সময় কথা উঠ্‌ল দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এবং রাজা বাহাদুর কথাপ্রসঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষকে তার জেলের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। বেচারা পুণ্ডরীকাক্ষ এতক্ষণ কী যে বল্‌বে, ভেবে পাচ্ছিল না, এতক্ষণে বল্‌বার মতন একটা বিষয় পেয়ে সে হাঁপ

ছেড়ে বাঁচল, এবং উৎসাহের সহিত নিজের জেলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা কর্‌তে লাগ্‌ল।

গল্পের ভিতর দিয়ে খাওয়া শেষ হ'লো। রাজা বাহাদুর বল্‌লেন —তুমি তো কিছুই যে খেলে না। এ সব খাবারই বাড়ীতে মেয়েরা করেছে। ভালো হয় নি?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—খেয়েই বুঝেছিলাম যে, কোনো ময়রার বা হালুইকরের বাবার সাধ্য নেই যে, এমন খাবার তৈরি করে। এর স্বাদের মধ্যে যে মাধুর্য্য আছে, তা একমাত্র দেবতারা অমৃত আস্বাদ কর্‌বার সময় টের পায়।

পুণ্ডরীকাক্ষের কবিত্বময় প্রশংসা শুনে রাজা বাহাদুর আর মেনা ও এনা হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তা তুমি এখনই যেতে পাবে না। তুমি ব'সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করো, আমি ততক্ষণ সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আসি।

এই ছল ক'রে রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষকে মেয়েদের কাছে একাকী থাক্‌বার স্থযোগ দেবার জন্যে উঠে চ'লে গেলেন। তিনি চ'লে যেতেই মেনা বল্‌লে—এনা, তুমি এঁকে নিয়ে গিয়ে বৈঠকখানায় বসাও, আমি বাবার সন্ধ্যাহ্নিকের জোগাড় ক'রে দিয়ে আস্‌ছি।

এনা আর পুণ্ডরীকাক্ষ একাকী। প্রথমে কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েই নীরব, উভয়েই ভাব্‌ছে কে আগে কথা বল্‌বে আর কি বল্‌বে। চুপ ক'রে থাকা অশোভন হচ্ছে ব'লে এনাই প্রথমে কথা বল্‌লে—আপনার কাছে আমাদের ক্ষমা চাইবার আছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনা না থাকাতে এখন বেশ সহজভাবে সাহস ক'রে কথা বল্‌তে পার্‌ছিল। সে এনার কথার জবাবে রহস্যের স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন, কি অপরাধ?

এনা কুণ্ঠিত ভাবে মাথা নীচু ক'রে বল্‌লে—দারোয়ান আপনাকে গেটে আট্‌কেছিল।

পুণ্ডরীকাক্ষ হেসে বল্‌লে—সে তো ভালোই করেছিল, ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা হ'য়ে গেল। দেবী-মন্দিরে দীন ভক্তের প্রবেশ কি কখনো অবাধ হ'তে পারে?

এনার সঙ্কোচ কেটে উঠ্‌ছিল পুণ্ডরীকাক্ষের কবিত্বময় প্রশংসা আর রসিকতা শুনে। সে মুখ তুলে বল্‌লে—আরও তা ছাড়া আপনি আমাদের জন্যে জেলে গিয়ে কত কষ্ট পেয়ে এসেছেন!

পুণ্ডরীকাক্ষ হাসিমুখে বল্‌লে—সেও তো আমার পরম ভাগ্য! লোকে তপস্যা না কর্‌লে কি কখনো দেবীর প্রসন্নতা লাভ করে? ভাগ্যে আমি পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিলাম, তাই আমার পিসি আপনাদের দ্বারস্থ হ'তে বাধ্য হয়েছিল, আর দেবীর দয়া আমার দিকে প্রধাবিত হয়েছিল। এ না হ'লে তো আমি চিরকাল আপনাদের কাছে অপরিচিত থেকেই যেতাম!

এনা হেসে বল্‌লে—না, এ না হ'লে কি আমরা আপনাকে চিন্‌তাম না?

পুণ্ডরীকাক্ষ এনার কথার পুনরুক্তি ক'রে শ্লেষবাক্যে বল্‌লে—ঠিক বলেছেন, না 'এনা' হ'লে হয়তো আমাকে চিন্‌তেন না. কিন্তু এনাক্ষির করুণা-কটাক্ষ-পাত হয়েছিল ব'লেই তো আজ আমি দারুণ দৌবারিকের বারণ এড়িয়ে দেবী-মন্দিরে প্রবেশ কর্‌তে পেরে জীবন ধন্য করেছি।

এনা স্বভাবতঃ রঙ্গরসিকা, তার উপর পুণ্ডরীকাক্ষের বাচালতা শুনে তার মন উৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ছিল; সে পুণ্ডরীকাক্ষকে রোজ পথে দেখে দেখে এমনই অভ্যস্ত যে, সে যে আজ নূতন এই প্রথম তাদের বাড়ীতে এসেছে এবং তার সঙ্গে এই নূতন পরিচয় ও আলাপ হচ্ছে

তা এনা ভুলেই গেল, তার মনের মধ্যে যে কৌতুক এত দিন জমা হ'য়ে উঠেছিল, তারই আকস্মিক উচ্ছ্বাসে সে বহুপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলার মতন অতি তরল ভাবে ব'লে উঠ্‌ল—না গো মশায়, না; কেবল আজই এনাক্ষির কটাক্ষপাত আপনার জীবন ধন্য করেনি, অনেক দিন আগে থেকেই আপনার জীবন ধন্য হচ্ছিল।

পুণ্ডরীকাক্ষ কৌতূহলী হ'য়ে রঙ্গের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এমন সৌভাগ্য এই অভাজনের কেমন ক'রে ঘটেছিল? কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে স্বাতী নক্ষত্রের জল এই সামান্য শুক্তিপুটের উপর পড়েছিল, তা তো সে জান্‌তেও পারে নি।

এনা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বল্‌লে—শুক্তিপুটে পড়েনি, পড়েছিল হস্তিমূর্খ মানুষের মাথায়, নইলে আর সে কাণা হ'য়ে দেখ্‌তে পায়নি যে, রোজ আমরা তাকে পথের ধারে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকৃতে দেখ্‌তাম।

তার নিত্যকার দর্শনপ্রতীক্ষার কৃচ্ছ্রসাধন যে ব্যর্থ হয়নি এই সংবাদ পেয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ পুলকিত হ'য়ে বল্‌লে—ঠিক বলেছেন, স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছিল হস্তিমূর্খের মাথায়, তাতে হস্তীর মাথার মধ্যে দুরালভা গজমুক্তা জন্মলাভ করেছে, আর হস্তীর সঙ্গী মূর্খতার মাথায় পড়েছিল ব'লে সে চোখ থাকৃতেও কাণা হ'য়ে দৃষ্টিভিক্ষার জন্যে রোজ পথের ধারে হাপ্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাকৃত! সে যে রোজই স্বর্ণকণিকা ভিক্ষা পেয়ে মহাধনী হ'য়ে উঠ্‌ছে এ তো সে কোনোদিনও মনেও কর্‌তে পারেনি। সে মনে কর্‌ত তার ভিক্ষাভাজন বুঝি শূন্য নিয়েই সে ফিরে আসে, কিন্তু তাতে যে কনক-কণিকা প্রত্যহ নিক্ষিপ্ত হয়, তা তো সেই কাণা বুঝ্‌তেও পারেনি; সে অনেক দিন তার ভিক্ষাভাজনে হাত বুলিয়ে দেখেছে, মনে করেছে বুঝি বালুকা-কণা

কিচ্‌কিচ্‌ করছে! যাকে সযত্নে সঞ্চয় ক'রে রাখা উচিত ছিল, তাকে সে নিত্য অবহেলা ক'রে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে!

এনা খুশী হ'য়ে বললে—তা আগে যা লোকসান হয়েছে তা এখন সুদসুদ্ধ উশুল ক'রে নেবেন। এখন তো চোখ ফুটেছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ বললে—হ্যাঁ, অনেক প্রাণীরই জন্মমাত্র চোখ ফোটে না, কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। তা আমার নবজন্মের পর চোখ যদিও বা ফুটল, কিন্তু চোখে দেখার মতন দর্শনীয় যা, তা তো সেই কাণা অবস্থার মতনই এখনও দুর্লভ থেকেই যাবে।

প্রফুল্ল মুখে এনা বললে—দুর্লভ থাকবে কেন? একটা রাস্তা পার হ'য়ে চ'লে আসা কি এতই কঠিন ব্যাপার? কাণা যে ছিল সে আবার খোঁড়া হ'লো নাকি?

পুণ্ডরীকাক্ষ হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে বললে—এই করুণার আশ্বাস যদি পায়, তবে খোঁড়া কেবল এই রাস্তাটুকু পার হ'তে কেন, কোনো দুস্তর পারাবার পার হ'তেও ভয় পায় না।

এনা হেসে বললে—পারাবার পার হওয়া অভ্যাস আছে অনেক দিনের, তা জানি। কিন্তু তত কষ্ট করবার দরকার হবে না। কেবল এই রাস্তাটুকু পার হ'লেই চলবে। পারবেন তো, সাহসে কুলাবে তো?

পুণ্ডরীকাক্ষ উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠল—

কেবলি এই রাস্তাটুকু পার হ'তে কি ভয়?
জয় অভয়ার জয়!

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তাম্ অহং বন্দে বরাভয়প্রদায়িনীম্॥

কিন্তু বেশি প্রশ্রয় দেবেন না, জানেন তো—

'কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল।
ভালো-মন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয়-পাগল ॥'

লোভীকে নিমন্ত্রণ করছেন। শেষে আবার দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা না দিতে হয়? আমি কিন্তু রোজ আসব, তা ব'লে রাখছি।

এনা হাসতে হাসতে বললে—তথাস্তু। দারোয়ানের গলাধাক্কা তো আজ বউনি হ'য়ে গেছে। তবে দেখা যাবে, যাতে ভবিষ্যতে আর না অপব্যয় হয়।

পুণ্ডরীকাক্ষ বললে—আর এক বিষয়ে অভয় চাই। রোজ আসব, কিন্তু ঐ রকম আহারের বহর যেন না থাকে?

এনা মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? রান্না ভালো হয়নি বুঝি?

পুণ্ডরীকাক্ষ বললে—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদের হাতের অমৃত পরিবেষণ কি কখনো আমি খারাপ বলতে পারি। যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছিল তাতে স্বয়ং দশাননকে হার মানতে হয়। তবে কুম্ভকর্ণের পক্ষে ঐ খাবার যথেষ্ট কি না, তা বলতে পারলাম না।

এনা হাসতে হাসতে বললে—কেন বলতে পারলেন না? অত দিনের কথা মনে নেই বুঝি? আপনার সব উপমাই দেখছি, ত্রেতা যুগের স্মৃতি থেকে আমদানী! আপনি রামচন্দ্রের দলের একজন মহাবীর ছিলেন নাকি?

পুণ্ডরীকাক্ষ এনার ঠাট্টা শুনে খুশী হ'য়ে বললে—না, সে সৌভাগ্য আমার হয় নি।

এমন সময় মেনা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

মেনাকে আসতে দেখেই পুণ্ডরীকাক্ষ পরম গম্ভীর হ'য়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

মেনাকে দেখেই এনা ব'লে উঠ্‌ল—দিদি, ইনি রোজ আস্‌বার পাস্‌পোর্ট্‌ চাচ্ছেন, আর অভয় চাচ্ছেন যেন দারোয়ান আর ওঁকে না আট্‌কায়!

মেনা হেসে বল্‌লে—তুমি অভয় দিলেই উনি নির্ভয়ে আস্‌তে পারেন। তুমি যে বাচাল!

এনা হেসে বল্‌লে—আমার বাচালতা ওঁর খানিকটা গা-সহা হ'য়ে এসেছে। এর পরে আর নেহাৎ অসহ্য বোধ হবে না। আজ প্রথম সাক্ষাতেই নিজের যে পরিচয় দিলেন, তাতে আর চিড়িয়াখানায় যাবার আবশ্যক হবে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ অপ্রতিভ ভাবে মুখ লাল ক'রে চাপা স্বরে এনাকে বল্‌লে—আঃ! এঁর সাম্‌নে ওসব কী বল্‌ছেন? উনি কী মনে কর্‌বেন?

এনা কৌতুক অনুভব ক'রে বল্‌লে—কেন, ওঁকে দেখে এত সমীহ কেন? আমার কাছে তো এতক্ষণ মুখে খই ফুট্‌ছিল!

এনার কথা শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্‌লে—আঃ! সব কথা কি ওঁর কাছে বলা উচিত?

মেনার কাছে পুণ্ডরীকাক্ষের এই সঙ্কোচ আর গোপন করার প্রয়াসের অর্থ মেনা আর এনা দুজনেই ভুল বুঝ্‌লে। তারা মনে কর্‌লে যে, পুণ্ডরীকাক্ষ তো এনার পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এসেছে, সেই জন্য সে এনার সঙ্গে যে-সকল রঙ্গ-রহস্য কর্‌বে, তা তাদের দুজনেরই মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌বার জন্যই কর্‌বে, তা অপরের নিকট প্রকাশ করা তার বাঞ্ছনীয় নয়। এই উদ্দেশ্য অনুমান ক'রে এনা পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে একটি সলজ্জ স্মিত কটাক্ষ হেনে চুপ কর্‌লে, আর মেনা গুরুজনের ন্যায় পরম গম্ভীর হ'য়ে গেল।

মেনা আর এনা উভয়ে নীরব হ'লো দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ মহা মুস্কিলে প'ড়ে গেল। তার যে এখন কি করা উচিত বা বলা উচিত, তা সে স্থির ক'রে উঠ্‌তে না পেরে মেনাকে নমস্কার কর্‌ল।

মেনা তার নমস্কারের অর্থ বিদায়-প্রার্থনা বুঝে বল্‌লে—আপনি এখনই যাবেন? বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন না? বাবা এখনই এলেন ব'লে।

পুণ্ডরীকাক্ষ নীরবে ব'সে রইল। এনারও আর মুখ খুল্‌ল না। তখন অগত্যা মেনাকেই কথা আরম্ভ কর্‌তে হ'লো।

মেনা বল্‌লে—আপনার নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ হ'বে কবে?

পুণ্ডরীকাক্ষ মূঢ়ের মতন মেনার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বল্‌লে—আজ্ঞে যেদিন বল্‌বেন।

পুণ্ডরীকাক্ষের এই উত্তরের অর্থ বুঝ্‌তে না পেরে তার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় মনে ক'রে মেনা মনে মনে হাস্‌লে, আর এনা তো প্রকাশ্যেই হিহি ক'রে হেসে উঠ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ অপ্রতিভ হ'য়ে লজ্জা পেয়ে মুখ নত কর্‌ল।

আর কোনো আলাপের সম্ভাবনা না দেখে মেনা বল্‌লে—যাই, দেখি, বাবার পূজো হ'লো কি না।

মেনা উঠে চ'লে গেল। মেনাকে উঠ্‌তে দেখে পুণ্ডরীকাক্ষও তটস্থ হ'য়ে উঠে দাঁড়াল।

মেনা চ'লে গেলে এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—দিদিকে দেখে আপনি ভয়ে অমন জুজু ব'নে যান কেন। দিদি বাইরে যতটা গম্ভীর, অন্তরে ঠিক অতটা নয়, আর ভয়ঙ্কর মোটেই নয়।

পুণ্ডরীকাক্ষ এখন বেশ সহজ হাস্যের সহিত বল্‌লে—না না, তা নয়, তবে কি না, ওঁর সাম্‌নে কি আমি কিছু বল্‌তে পারি?

এনা কৌতুক অনুভব ক'রে বল্‌লে—কেন ? গুরুজন নাকি ? তাই এত সম্মান ?

পুণ্ডরীকাক্ষ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—না, গুরুজন নন। তবে……

পুণ্ডরীকাক্ষের তবের পরে যে কথাটুকু উহ্য থেকে গেল, তা তার অতি গোপন মর্ম্মের কথা, সে তো কারও কাছে তা ব্যক্ত করতে পারে না।

এনা কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষের ইতস্ততঃ ভাবটিকে ভুল বুঝ্‌ল। সে মনে কর্‌ল যে, পুণ্ডরীকাক্ষ তাকে তার সমকক্ষ ও প্রণয়পাত্রী ব'লে মনে কর্‌ছে ব'লেই সে অত সহজ ভাবে তার সঙ্গে আলাপ, রঙ্গ-রসিকতা কর্‌তে পার্‌ছে, আর তার দিদিকে সে মান্যজন মনে ক'রে সমীহ ও সঙ্কোচ ক'রে চল্‌ছে।

রাজা বাহাদুর এসে ঘরে প্রবেশ কর্‌লেন, তাঁর পিছনে পিছনে এলো মেনা।

রাজা বাহাদুর ঘরে আস্‌তেই আবার পুণ্ডরীকাক্ষ উঠে দাঁড়াল।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—এখনই যাবে ? তা আচ্ছা। তবে মাঝে মাঝে বেড়াতে এসো, আমরা তো সব একলাই থাকি।

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরকে সম্মান দেখাবার জন্যে এবং বিশেষ ক'রে মেনাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায় নি মোটেই। মেনাকে ছেড়ে চ'লে যাবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। কিন্তু রাজা বাহাদুর যখন আচ্ছা ব'লে তাকে বিদায় দিয়ে চুকুলেন, তখন তার আর থাকা চল্‌ল না, তাকে অগত্যা বিদায় নিতে হ'লো। যদিও সে সমস্ত দিন-রাত সেইখানে ব'সে থেকে মেনার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌তেই চাইছিল।

পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্কার ক'রে বিদায় নিলে। মেনা সিঁড়ির মুখ পর্য্যন্ত তাকে আগিয়ে দিতে গেল।

সে মেনার দিকে মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ি নাম্‌তে গিয়ে একটা সিঁড়ি থেকে পা ফস্‌কে প'ড়ে যেতে যেতে র'য়ে গেল। পরম গম্ভীরা মেনার মুখেও হাসি দেখা দিল। পুণ্ডরীকাক্ষ একেবারে অপ্রস্তুত হ'য়ে দ্রুতপদে সিঁড়ি নেমে পলায়ন করল।

পুণ্ডরীকাক্ষের পা পিছ্‌লে যাওয়ার শব্দ শুনে এনা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খিলখিল ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল। মেনা, এনার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বল্‌লে—তুই ভদ্রলোককে প্রথম দিনেই কি সব বল্‌ছিলি?

এনা খুব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—বেশি কিছু বলিনি দিদি, কেবল উনি ত্রেতার বীর কি না তাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

মেনা আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—ওমা! বলিস কি তুই! ভদ্র-লোককে ঐসব ঠাট্টা করতে তোর মুখে আট্‌কাল না? ভদ্রলোক কি মনে ক'রে গেল, বল্ দেখি?

এনা বল্‌লে—কী আর মনে করবে। ড্যাম গ্ল্যাড্ হ'য়ে গেছে। বলে রোজ আস্‌ব। বেশ মজার লোক দিদি, আমাদের সন্ধ্যাগুলো বড় ডাল্ হ'য়ে থাকে। ওকে নিয়ে মজা ক'রে কাট্‌বে ভালো। ও লোকটা ভাস্কর-বাবুর মতন বোবা মোটেই নয়। আমি মুখবোজা লোক দুচক্ষে দেখ্‌তে পারিনে।

মেনা এনার কথা শুনে সন্তুষ্ট হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—ওঁকে জুল্‌ফি-টুল্‌ফির কথা কিছু বলিস্ নি তো?

এনা হাসিমুখে বল্‌লে—না, আজ বলা হয়নি। পরে অনেক কথা বল্‌তে হ'বে। জুল্‌ফিটা দু ইঞ্চি উঁচুতে তুল্‌তে বল্‌তে হ'বে, হাতের আটটা আংটির মধ্যে সাতটা খুলে রেখে দিতে বল্‌তে হবে, গায়ে মেয়েদের মতন অমন রংচঙা জামা দেওয়া যে অভব্যতা তা

ওকে সমঝিয়ে দিতে হ'বে। আর মেয়েদের মুখের দিকে যে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক্‌তে নেই সে সম্বন্ধেও তাকে একটু সচেতন ক'রে দিতে হ'বে। আরও খুটিনাটি যা যখন মনে হবে তা করা আর বলা যাবে। ওকে মানুষ ক'রে তোল্‌বার ভার আমাকেই নিতে হ'বে দেখ্‌ছি।

মেনা এনার কথা শুনে মনে করলে এনা পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি অনুরাগিণী হয়েছে এবং পুণ্ডরীকাক্ষও এনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে সে পিতার অভিলাষ পূর্ণ হবে মনে ক'রে সন্তুষ্ট হলো এবং হাস্‌তে হাস্‌তে পিতার কাছে চ'লে গেল।

রাজা বাহাদুর তাদের দেখে বল্‌লেন—লোকটি বেশ সরল আর শান্ত ব'লে মনে হয়।

মেনা বল্‌লে—হ্যাঁ, বেশ ভদ্র।

এনা মেনার কানে কানে বল্‌লে—ছাই! একদম বঙ্গচন্দ্র!

মেনা হেসে পিতার কানে না যায় এমন নিম্নস্বরে বল্‌লে—তা তুই তো পালিশ ক'রে তোল্‌বার কঠিন ব্রত নিতে প্রস্তুত হয়েছিস।

এনা বল্‌লে—তা কি করি ভাই, প্রতিবেশীর কর্ত্তব্যও তো আছে?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—ওকে তোমরা আস্‌তে বলেছ তো মাঝে মাঝে?

পিতার প্রশ্ন শুনে এনার এমন হাসি পেল যে, সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বাহির হ'য়ে চ'লে গেল।

পিতার প্রশ্নের উত্তর মেনা দিলে—হ্যাঁ, এনা তাকে রোজ আস্‌তে বলেছে।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী রকম মনে হয়, এনা ওকে পছন্দ করবে?

মেনা স্মিতহাস্য ক'রে বললে—পছন্দ তো করেছেই। ওদের এরই মধ্যে বেশ ভাব হ'য়ে গেছে। ওরা অনেকক্ষণ বেশ গল্প করেছে।

মেনার কথা শুনে রাজা বাহাদুরের মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন—ওদের যাতে বেশ ভাব হয় সে দিকে তুমি একটু চেষ্টা কোরো। ওর সঙ্গে এনার বিয়ে দিয়ে যদি আমার জমিদারীটা ওর কাছে বন্ধক রাখ্‌তে পারি তাহ'লে আর আমার জমিদারীটা অন্যের হাতে গিয়ে পড়ে না। জান্‌ব যে, মেয়ে জামাইই পেলে। আমি তোমার জন্যে যে কিছুই রাখ্‌তে পার্‌ব না সেই দুঃখই আমার প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে।

মেনা ধীর মৃদু কোমল স্বরে সান্ত্বনা দেবার ভাবে বল্‌লে—বাবা, আমার জন্যে তোমার কিছু ভাব্‌তে হবে না। তোমার আশীর্ব্বাদে আমার কোনো অভাব থাক্‌বে না।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তা মা, যদি তোমাকে কুমীরখালির জমিদারের হাতে সমর্পণ কর্‌তে পারি তাহ'লে তোমার কোনো অভাবই থাক্‌বে না, সেখানে তুমি রাজরাণী হ'য়ে সুখে থাক্‌বে।

মেনা গম্ভীর হ'য়ে মাথা নত কর্‌লে।

রাজা বাহাদুর মেনার মাথার উপর তাঁর দক্ষিণ হস্ত রেখে তার মাথায় পিতৃস্নেহ ঢেলে দিলেন।

এগারোর পরিচ্ছেদ

গৃহপ্রবেশ

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রায় রোজই মেনাদের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। সে এনার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায় হাস্য-পরিহাসে অনেকক্ষণ সে-বাড়ীতে যাপন ক'রে আসে। কিন্তু মেনা তাদের কাছে এলেই দুজনেরই মুখ কেন আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে যায়। এতে মেনা আর রাজা বাহাদুর আনন্দিত হন এই ভেবে যে, পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে এনার সম্প্রীতি দিন দিন প্রগাঢ় হ'য়ে উঠ্‌ছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ এনার সঙ্গে পরিহাস করে তাকে ছোট শ্যালিকা বিবেচনা ক'রে। আর এনা ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ তাকে ভালোবাস্‌ছে তাই তার সঙ্গে এত ভাব, সে তাকে ভাবী পত্নীরূপে দেখ্‌ছে ব'লেই সে তার সঙ্গে এমন রঙ্গ-রসিকতা করছে এবং সে মেনাকে গুরুজন বিবেচনা ক'রে তার কাছে নীরব হ'য়ে থাকে। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ যে, মেনার কাছে মুখ খুল্‌তে সঙ্কোচ বোধ করে তা তাকে গুরুজন জ্ঞান ক'রে মোটেই নয়, সে তাকে এত অধিক ভালোবেসেছে যে, সে ভালো-বাসা সম্মান ও ভক্তির পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে।

পুণ্ডরীকাক্ষের ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে তাকে প্রত্যহ মেনার নিকটে যেতে প্রেরণা দেয়। কিন্তু সে লজ্জা ও ভয়-বশতঃই নিত্য সেখানে যেতে পারে না। কিন্তু যেদিন সে না যায় সেদিন সে নেশাখোরের মৌতাতের সময় উপস্থিত হ'লে যেমন অবস্থা হয় তেমনি ছটফট করতে থাকে এবং একবার নিজের অত্যুচ্চ অট্টালিকার চিলের ছাদে উঠে', অথবা রাজা বাহাদুরের বাড়ীর গেটের ফাঁক দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মেরে'

ছোঁকছোঁক ক'রে বেড়ায়। যদি কোনো ফাঁকে সে মেনাকে একটি মুহূর্ত্ত চকিতের ন্যায় দেখ্তে পায়। কোনো কোনো দিন মেনা অথবা এনা তাকে ঐ রকম কর্‌তে দেখে ফেলে। তখন চুরি কর্‌তে গিয়ে ধরা পড়ার লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হ'য়ে পলায়ন করে। মেনা তাকে ঐ অবস্থায় দেখ্তে পেলে ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ এনাকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে লোলুপ চোরের বৃত্তি অবলম্বন করেছে এবং এতে সে মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করে। এনা যদি দেখ্তে পায় তবে সে ভাবে যে, পুণ্ডরীকাক্ষ তার সাময়িক বিরহও সহ্য কর্‌তে না পেরে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে, এতে সে পুণ্ডরীকাক্ষের অনুরাগাধিক্য কল্পনা ক'রে তার দিকে আরো অনুরাগে আকৃষ্ট হয় এবং মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। এখন সে আর পুণ্ডরীকাক্ষকে নিয়ে দিদির কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে না, পুণ্ডরীকাক্ষের চুরি ক'রে দেখার চেষ্টার কথা তার একলার গোপন সম্পত্তি হ'য়ে থাকে, সে তার দিদিকে সেই সংবাদ দিতে লজ্জা বোধ করে এবং যক্ষের ধনের মতন তা আগ্‌লিয়ে রাখে; সে ভাবে—"যা আছে থাক, আমারি থাক তাহা।" মেনা তাদের এই লুকাচুরি খেলা অনেক দিন দেখে ফেলেও দেখেনি এই রকম ভাব দেখায়।

একদিন সকালে পুণ্ডরীকাক্ষ অনেক বাজার ক'রে নিয়ে এল। তা দেখে তার পিসি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এত সব সামগ্রী কি হবে রে পুণ্ডরীকাক্ষ!

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমাদের নতুন বাড়ীতে গৃহপ্রবেশ কর্‌তে হবে পিসিমা।

পিসি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কতজন লোককে নিমন্ত্রণ করেছিস? আমি একলা কি এত রান্নাবান্না কর্‌তে পার্‌ব?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—এখনো কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি। কাল রাত্রে খাওয়াব। আজ বিকালে নেমন্তন্ন কর্‌লেই হবে। বেশি কাউকে নেমন্তন্ন কর্‌ব না। জন চারেক লোককে নেমন্তন্ন কর্‌ব মনে করেছি। আমাদের কেই বা আত্মীয়-বন্ধু আছে যে, নেমন্তন্ন কর্‌তে যাব। আর লোক য জনই হোক না কেন, তোমাকে কিছু কর্‌তে হবে না পিসিমা। তুমি কি চিরকালই খেটে মর্‌বে। তবে ভগবান আমাকে এত দয়া করেছেন কেন? তুমি শুধু ব'সে ব'সে তদারক কর্‌বে, আর ভাণ্ডার থেকে যা যা লাগে তা বা'র ক'রে ক'রে দেবে। আমি খুব ভালো হালুইকর বামুন ঠিক ক'রে এসেছি, তারাই কাল সকালে এসে যত রকম ভালো খাবার পাকপ্রণালীতে লেখা আছে তা সব কর্‌বে।

সমস্তদিনই পুণ্ডরীকাক্ষ নানাস্থানে জিনিসের বায়না দিয়ে দিয়ে বেড়াল এবং ক্ষেপে ক্ষেপে বেরিয়ে এক-একবারে আরো অনেক জিনিস কিনে কিনে নিয়ে এল।

বিকাল বেলা সে স্নান ক'রে আপনার বেশবিন্যাসে নিযুক্ত হলো। বেলা পাঁচটার সময় সে নিজের অভ্যাস মতো অতি জম্‌কালো পোশাক প'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিসিকে বল্‌লে—পিসিমা, তুমিও কাপড় বদ্‌লে নাও, চলো রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রে আসি। তুমি একখানা গরদ প'রে নাও, আর একখানা গরদের চাদর গায়ে দাও।

পিসি বল্‌লে—না বাবা, আমি এমনি সাদাসিধা ভাবেই ওঁদের বাড়ীতে যাব। তাদের কাছে একদিন আমি হাত পেতে ভিক্ষে করেছি, আজ গরদ প'রে তাদের কাছে বড়মানুষী দেখাতে যাওয়া সঙ্গত হবে না। ঐশ্বর্য্য দেখাব তাদের যারা কখনো আমাদের

দরিদ্রতাকে অবজ্ঞা করেছে, অপমান করেছে। ওদের কাছে তো আমাদের মান-অপমান কিছু নেই বাবা।

পিসির কথা শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ এক মুহূর্ত্ত কি ভাব্‌লে। তার পরে বল্‌লে—তুমি ঠিক বলেছ পিসিমা। আমার তো এতদিন এ বুদ্ধি জোগায় নি। এমন সহজ কথাটা এতদিন এর আগে তো আমার মনে পড়েনি। তবে তুমি ততক্ষণ কাপড় ছাড়, আমিও আমার এই যাত্রাওয়ালার রাজার পোষাক ছেড়ে ভদ্র হ'য়ে আসি।

পুণ্ডরীকাক্ষ তার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে তার জম্‌কালো রঙের সাটিনের জামা ছেড়ে সাদা স্থতি কাপড়ের একটা জামা গায়ে দিলে, আর আঙুল থেকে সাতটা আংটি খুলে রেখে দিলে, কেবল একটি বড় হীরার আংটি তার হাতে রইল।

পুণ্ডরীকাক্ষ ফিরে এসে দেখ্‌লে পিসি প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছে। সে পিসিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তোমার হয়েছে পিসিমা? তাহ'লে গাড়ী আন্‌তে বলি?

পিসি বল্‌লে—গাড়ী আবার কি হবে রে! এই তো গলির ওপারে ওদের বাড়ী। এই পথটুকু পার হ'য়ে আমি যেতে পার্‌ব না?

পুণ্ডরীকাক্ষের আজ যেন নবচক্ষু উন্মীলিত হ'তে লাগ্‌ল। তার নিরক্ষরা পিসির যে বিচার বিবেচনা আছে, তা যে তার নেই এই বোধ তার মনে প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আর কিছু না ব'লে অগ্রসর হ'লো। তার পিসি তাকে অনুসরণ ক'রে চল্‌ল।

রাজা বাহাদুরের সান্ত্রীরা আর পুণ্ডরীকাক্ষের প্রবেশে বাধা দেয় না, তারা রাজা বাহাদুরের হুকুম পেয়েছে তাকে অবাধে আস্‌তে দিতে হবে। তা ছাড়া সে প্রত্যহ আসা-যাওয়া করাতে সান্ত্রীদের কাছেও পরিচিত হ'য়ে গেছে। পুণ্ডরীকাক্ষকে আস্‌তে দেখেই সান্ত্রী সামরিক

কায়দায় তাকে অভিবাদন করলে। সেও প্রত্যভিবাদন ক'রে ভিতরে প্রবেশ করল।

পুণ্ডরীকাক্ষের আগমন-প্রতীক্ষায় এনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুণ্ডরীকাক্ষকে আসতে দেখেই তার মুখ প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে দেখলে পুণ্ডরীকাক্ষের পিছনে আসছে তার পিসি। অমনি সে দৌড়ে গিয়ে দিদিকে বললে—দিদি, দিদি, ঐ ওবাড়ীর পিসিমা আসছেন, তুমি এস।

এনা পুণ্ডরীকাক্ষের নাম পারতপক্ষে করে না, উনি ইনি ক'রেই সারে; পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ী তার কাছে ওবাড়ী এবং তার পিসিমা এনারও পিসিমা! এতে মেনা কৌতুক অনুভব করে। এখন এনার কথা শুনে সে প্রফুল্লমুখে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে আগন্তুকদের প্রত্যুদ্‌গমন ক'রে অভ্যর্থনা করলে—"আসুন, পিসিমা, আসুন।" তার পর পিসি তার নিকটস্থ হ'লে মেনা অবনত হ'য়ে তার পায়ের ধূলা নিয়ে তাকে প্রণাম করলে।

পুণ্ডরীকাক্ষ যখন দেখলে যে, মেনা তার পিসিকে পিসি ব'লে সম্বোধন করলে এবং তার পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করলে, তখন তার অন্তর আশায় আর আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল। সে মেনার নিকটে গ্রহণীয় ব'লে স্বীকৃত হয়েছে, এ সম্বন্ধে তার আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রইল না। মেনা স্মিতমুখে পুণ্ডরীকাক্ষকেও নমস্কার করলে। পুণ্ডরীকাক্ষ অমনি সসম্ভ্রমে তাকে প্রতিনমস্কার করলে।

পিসি মেনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললে—রাজরাণী হ'য়ে মনের সুখে চিরকাল থেকো মা। কেমন আছ তোমরা? আমি অনেক দিন আসতে পারিনি, তোমাদের খবর পুণ্ডরীকাক্ষের কাছ থেকে প্রায়ই পাই। তোমরা আমার পুণ্ডরীককে যথেষ্ট অনুগ্রহ করো তা আমি

শুনেছি। করবে না? তোমাদের যে স্বভাবই হচ্ছে দয়া করা। তোমাদের দয়াতেই তো আমাদের মান-ইজ্জৎ সব বেঁচেছে।

মেনা লজ্জায় কুণ্ঠিত হ'য়ে মিষ্ট স্বরে বল্‌লে—আমরা এমন কী করেছি পিসিমা, যে, আপনি রোজ রোজ ঐ এক কথাই বলেন। এমন ক'রে আমাদের আপনি লজ্জা দেবেন না। আমরা তো কেবল প্রতিবেশীর কর্ত্তব্য পালন করবার সামান্য চেষ্টা করেছিলাম।

পিসি উপরে উঠে বল্‌লে—আমি আজ আবার তোমার কাছে একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে এসেছি।

মেনার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে মনে করলে বৃদ্ধা বোধ হয় তার ভাইপোর বিবাহের প্রস্তাব করতে এসেছে এবং তারই ভূমিকা করছে। সে আনন্দোজ্জ্বল মুখে বল্‌লে—আপনি আবার ঐ রকম কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করছেন, পিসিমা? আপনি আদেশ করবেন, আর আমি পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনার কি আদেশ তা বলুন।

পিসি বল্‌লে—কাল পুণ্ডরীকের গৃহপ্রবেশ হবে। তার বড় সাধ যে, রাজা বাহাদুর আর তোমরা দুই বোন তার বাড়ীতে গিয়ে পায়ের ধুলো দেও। সে তো রাজা বাহাদুরকে সাহস ক'রে বলতে পারবে না। তাই সে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। আমি তাঁকে বিনীত ভাবে নিমন্ত্রণ করছি, তোমাদেরও হাতে ধ'রে নিমন্ত্রণ করছি, তোমরা গিয়ে এই মঙ্গল অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করবে আর রাত্রে আটটার সময় কিছু মিষ্টিমুখ করবে।

পুণ্ডরীকাক্ষ তার পিসির বচনচাতুর্য্য শুনে খুশী হ'য়ে প্রফুল্ল মুখে অনুরোধ-ভরা দৃষ্টি মেনার মুখের উপর স্থাপন করলে।

মেনা বৃদ্ধার কথা শুনে নিরাশ হ'লো, সে মনে করেছিল যে, পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি তার ভাইপোর সঙ্গে এনার বিবাহের প্রস্তাব করতে এসেছে, তা নয় দেখে সে একটু ক্ষুণ্ন হ'লো, কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষের গৃহপ্রবেশে তাদের নিমন্ত্রণ জেনে তার প্রাথমিক আনন্দ একেবারে ম্লান হ'য়ে গেল না। সে হাসিমুখে বল্লে—এই! এরই জন্যে এমন ক'রে বলা! এ তো অতি আনন্দের ব্যাপার! আমরা নিশ্চয় যাব, বাবাও যাবেন। একে, যে বাড়ীর সম্বন্ধে এত প্রশংসা শুনছি সেই বাড়ী স্বচক্ষে দেখে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে, আর তার উপর আবার খাবার নিমন্ত্রণ!

এনা এসে পুণ্ডরীকাক্ষের পিসিকে প্রণাম করলে। পিসি তাকেও সেই একই আশীর্ব্বাদ করলে—রাজরাণী হ'য়ে চিরকাল স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে ঘরকন্না কোরো মা।

মেনা হাসিমুখে এনাকে বল্লে—শুনেছিস্ এনা? কাল পুণ্ডরীক-বাবুর গৃহপ্রবেশ! তাই পিসিমা আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন। যেন পুণ্ডরীকবাবু নিজে নিমন্ত্রণ করলে আমরা যেতাম না, তাই একেবারে পিসিমার ওয়ারেন্ট্ আর গেরেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে এসেছেন। কি বলিস্, যাবি তো?

এনা হাসিমুখে পুণ্ডরীকাক্ষের কাছ ঘেঁসে গিয়ে চুপিচুপি তার কানের কাছে বল্লে—আমাকে আপনি নিজে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না।

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃত্রিম ক্রোধে ভ্রূকুটি ক'রে তেমনি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বল্লে—আঃ! দিদির সাম্‌নে কি দুষ্টুমি! আচ্ছা, দিদি চ'লে যান, যখন আপনি একলা থাকবেন তখন আমি পায়ে ধ'রে সেধে নেমন্তন্ন করব।

এনা কটাক্ষ হেনে বল্‌লে—তা'হলে দাঁড়ান, আমি চট্‌ ক'রে জুতো ছেড়ে চরণকমল অলক্তকরঞ্জিত ক'রে আসি।

এনা পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে চুপিচুপি কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে দেখেই মেনা পিসিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে অন্যত্র চ'লে যাচ্ছিল। তাদের এক ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ এবার একটু স্পষ্ট ভাষায় বল্‌লে—অলক্তকরাগের কোনো আবশ্যক কি আছে, যেখানে কত লোক তাদের হৃদয়-রক্ত-রাগে ঐ চরণ দিতেছে রাঙিয়া!

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য-গগন-বিহারী!
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী!
মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী!

পুণ্ডরীকাক্ষের এই রসিকতায় আবৃত্তি-করা কবিতাটির সমস্তটাই এনার মনে প'ড়ে গেল, এবং লজ্জায় আর আনন্দে তার মুখখানি গোলাপফুলের সমতুল্য হ'য়ে উঠ্‌ল। সে একটি শোভন-মোহন ভঙ্গীতে তার সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়ে তুলে কটাক্ষ হেনে বল্‌লে—ইস্‌ গো মশায়, আবার কবিত্বও আছে প্রাণে! কত সুখ যায় রে চিতে মলের আগায় চুট্‌কি দিতে! ওঁর হৃদয়-গগন-বিহারিণী হবার জন্যে

আমার দায় পড়েছে, আমার দায় পড়েছে, আমার তো আর ঘুম হচ্ছে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ কি বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় রাজা বাহাদুর পাশের ঘর থেকে বাহির হ'য়ে এলেন। পুণ্ডরীকাক্ষের অর্দ্ধোচ্চারিত রসিকতা তার চোখের দৃষ্টিতে আর মুখের উপরে হাসি হ'য়ে লেগে রইল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'য়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম কর্‌তে গেল।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—কাল তোমার গৃহপ্রবেশ! বেশ বেশ! শুনে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা নেমন্তন্ন পেয়েছি। যথাসময়ে সবাই মিলে যাব। আমরা তিন জনেই যাব।

পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি ভাস্করকে নিমন্ত্রণ করেনি। হয় তো সেটা বিস্মৃতিবশতঃ উল্লেখ করা হয়নি মনে ক'রে রাজা বাহাদুর আবার পুণ্ডরীকাক্ষকে মনে করিয়ে দেবার জন্যেই বিশেষ ক'রে তিন জনের কথা উল্লেখ কর্‌লেন।

তার উত্তরে পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমার প্রতি আপনাদের অসীম অনুগ্রহ। এ ঋণ আমি জীবনে কখনো শোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

পুণ্ডরীকাক্ষও ভাস্করের নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে কোনো কথা উত্থাপন কর্‌লে না দেখে রাজা বাহাদুর একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন। কিন্তু আর কিছু বল্‌লেন না। পুণ্ডরীকাক্ষকে বল্‌লেন—এস ঘরে বস্‌বে এস। এনা, ওঁকে এনে বসাও!

পুণ্ডরীকাক্ষ অগ্রসর হ'লো। তাকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌তে দেখে রাজা বাহাদুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লেন। তখন এনা চুপি-চুপি পুণ্ডরীকাক্ষকে বল্‌লে—হেঁটে যেতে পার্‌বেন তো, না ষ্ট্রেচার আন্‌তে হ'বে? খোকা বস্‌বেন, তাও অপরের সাহায্য কর্‌তে হবে নাকি?

পুণ্ডরীকাক্ষ হেসে বল্‌লে—এনাক্ষির কটাক্ষ-বাণে তো আহত হ'য়েই আছি, তা ষ্ট্রেচার আনালে পঙ্গুর প্রতি করুণা করাই হয়।

এনা আর উত্তর দেবার সময় পেলে না, তারা গিয়ে ঘরে প্রবেশ কর্‌লে, সেখানে রাজা বাহাদুর বিদ্যমান। কিন্তু এনার চোখের দৃষ্টিতে যে তীক্ষ্নতা ফুটে উঠে পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে ধাবিত হ'লো তাতেই সে বুঝ্‌লে যে, তার রসিকতায় এনা কী পরিমাণ প্রীত হয়েছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ ঘরে গিয়ে বস্‌তে না বস্‌তে মেনা এসে ঘরে ঢুক্‌ল। অমনি পুণ্ডরীকাক্ষ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মেনা বল্‌লে—পিসিমা যেতে চাচ্ছেন, তিনি বল্‌ছেন যে, অনেক কাজ আছে, আর বিলম্ব কর্‌বার সময় আজ আর নেই তাঁর।

পুণ্ডরীকাক্ষ এই তাগাদা শুনে একটু রুষ্ট হ'য়েই বল্‌লে—আচ্ছা, আজ তবে আসি। কাল সন্ধ্যার পর আপনারা দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়ে বাড়ীখানিকে মঙ্গলময় ক'রে দেবেন।

পুণ্ডরীকাক্ষের পিসিমা পাশের ঘর থেকে বারান্দায় বাহির হ'য়ে মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দাঁড়াল। তাকে দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মেনা আর এনাও বাহিরে এল। তারা নিকটে এলে পিসি চাপা স্বরে বল্‌লে—তা হ'লে কাল সন্ধ্যার পরে যেও মা লক্ষ্মীরা! যেও!

মেনা এনা স্মিতমুখে বল্‌লে—অত ক'রে বল্‌তে হবে না; যাব, আমরা যাব।

পিসি বল্‌লে—কাল সন্ধ্যাবেলা আমরা আবার নিতে আস্‌ব।

মেনা বল্‌লে—আর নিতে আস্‌তে হবে না, পিসিমা। আমরা নিজেরাই পথ চিনে যেতে পার্‌ব।

এনা পুণ্ডরীকাক্ষের কাছ ঘেঁসে গিয়ে বল্‌লে—আমরা অমনি যেতে পার্‌ব, আমরা তো কোথাও আহত হইনি, যে, আমাদের জন্যে ষ্ট্রেচার পাঠাতে হবে।

পুণ্ডরীকাক্ষ ভ্রূকুটি ক'রে কৃত্রিম শাসনের স্বরে বল্‌লে—আঃ! দিদি শুন্‌তে পাবেন যে।

এনা বললে—যত ভয় আপনার দিদিকে, আমাকে আপনার একটুও ভয় নেই?

তখন পুণ্ডরীকাক্ষের পিসি সিঁড়িতে নাম্‌তে আরম্ভ করেছে। কাজেই, পুণ্ডরীকাক্ষ আর অপেক্ষা কর্‌তে না পেরে এনার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে কেবল ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, তাকে সে একটুও ভয় করে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ সিঁড়িতে নাম্‌তে নাম্‌তে পিসিকে শাসন কর্‌তে লাগ্‌ল—তোমার সকল বিষয়েই তাড়াতাড়ি। সাত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে এত তাগাদা কেন? আর দু দণ্ড বস্‌তে পার্‌লে না? ওঁরা কী মনে কর্‌বেন বলো দেখি, যে, এসেই অমনি যাই-যাই।

পিসি একটু ভীত ভাবে বল্‌লে—কাল কাজ, কত কাজ কর্‌তে এখনো বাকী আছে। তাই তো তাড়াতাড়ি, নইলে আর থাক্‌তে কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ ঝাঁঝের সহিত ব'লে উঠ্‌ল—কাজ আছে জানি, কিন্তু সারা রাত তো এখনো প'ড়ে আছে। কেউ তো আর রাতটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে না? এক রাত না হয় নাই ঘুমাতাম!

পিসি বুঝ্‌লে, যে, ভাইপো বাবাজীকে সুন্দরীদের সন্নিধি ত্যাগ ক'রে চ'লে আস্‌তে হয়েছে ব'লে তিনি খাপ্পা হ'য়ে উঠেছেন। তার মনে হ'লো যে, সে বলে—তা বাপু, আমি একলাই বাড়ী ফিরে যেতে পার্‌ব,

তুমি না হয় আবার ফিরে তাদের কাছে যাও ! কিন্তু ভাইপো আর সেকেলে কেরানী ভাইপো নেই, যে, তাকে কোনো কথা বল্‌তে সাহস কর্‌বে, এখন ভাইপো বাবাজী নূতন বড়মানুষ হয়েছে, তার মেজাজ এখন বদ্‌লে অন্য রকম হ'য়ে গেছে, সে এখন কথায় কথায় ধম্‌কায়। যখন সে ত্রিশ টাকার কেরানী মাত্র ছিল, তখন পিসির খোসামোদ করা দর্‌কার ছিল, কেননা, কেবল পেটভাতায় দাসী আর রাঁধুনী কোথায় আর পাওয়া যেত। কিন্তু এখন তার পিসি না থাক্‌লেও স্বচ্ছন্দে চল্‌বে, দাসী চাকর রাঁধুনীর তো কোনো অভাব নেই, নিত্য নূতন চাকর বামুন বাহাল হচ্ছে। কাজেই পিসি ভাইপোর তিরস্কার নীরবেই হজম কর্‌লে।

যখন পুণ্ডরীকাক্ষ আর তার পিসি চ'লে যাচ্ছিল, তখন মেনা আর এনা উপরের বারান্দা থেকে তাদের যাওয়া দেখ্‌ছিল। গেটের কাছে গিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ একবার পিছন ফিরে মেনাকে দেখে নিলে, মেনা আর এনা দুজনেই মনে কর্‌লে যে, সে এনাকেই দেখ্‌বার জন্যে মুখ ফিরিয়ে দেখে গেল। তা'রা অদৃশ্য হ'য়ে গেলে মেনা এনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুই কি পুণ্ডরীক-বাবুকে কিছু বলেছিলি নাকি? আজ দেখ্‌ছি তাঁর সেই পেটেণ্ট্ জামাটি ছেড়ে সাদা জামা পরেছেন, আর হাতের সাতটা আংটি শীত্‌লে রেখে এসেছেন!

পুণ্ডরীকাক্ষের এই পরিবর্ত্তন এনাও লক্ষ্য করেছিল। সে খুশী হ'য়ে বল্‌লে—না, আমি কিছু বলিনি। আমাদের সংসর্গে প'ড়ে ওর এখন রুচিটা অনেকটা ভদ্রতা-সঙ্গত হচ্ছে। এখনো কানের নীচে পর্য্যন্ত কদর্য্য জুল্‌ফীটা কাটা হয়নি। ওটা বোধ হয় আমার বাক্যবাণ না খেলে লোপ পাবে না।

মেনা নীরবে মুচ্‌কি হাস্‌লে। তার হাসি দেখে এনা খুব হাস্‌তে লাগ্‌ল।

বাড়ীতে ফিরে গিয়েই পুণ্ডরীকাক্ষ কল্যকার আয়োজনের জন্য বাহির হ'য়ে গেল।

পরদিন সকালে চার জন পাচক এল। তারা চার জনে চার জন মাত্র নিমন্ত্রিত লোকের জন্য রাত্রের ভোজের রান্না করবে। তারা গ্যাস আর ইলেকট্রিক উনান জ্বেলে রান্না চড়িয়ে দিলে। একশ রকম খাবার রান্না করবার ফরমাস তাদের উপর; কাজেই, সকাল থেকে তার আয়োজন না করলে রাত আটটায় খাওয়ানো সম্ভব হবে কেমন ক'রে।

বেলা দশটার সময় পুণ্ডরীকাক্ষ নূতনবাজার আর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে নানা রকমের মাছ, মাটন-মাংস ইত্যাদি বাজার ক'রে নিয়ে এল। বাজারে যত রকম ভালো মাছ সে চোখে দেখেছে তার কিছুই বাদ দেয় নি। যত রকম ফল আর মেওয়া পাওয়া যায় তাও এসেছে। দ্বারিক ময়রা, ভীম নাগ, পুঁটে ময়রা, নবীন ময়রা যত রকম খাবার তৈরি করতে জানে তা তাদের বায়না দেওয়া হয়েছে। সেসব বিকালে আসবে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের নাহুমের দোকানের পেস্তার আর বাদামের বরফি, আর বড়বাজারের মাড়োয়ারী খাবারও বাদ পড়ে নি। বড়বাজারের নানারকম আচার, বীরভূমের মোরব্বা, আর ফণিভূষণ দে'র দোকান থেকে বিকানীর, হাপর, মির্জ্জাপুরের পাপর আনতেও তার ভুল হয় নি।

বিকাল বেলা এক গাড়ী বোঝাই ফুল এল। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে আর নূতনবাজারে জোড়াসাঁকোতে যত রকম ফুল পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করা হয়েছে।

কলিকাতা কলাভবনের চার জন নামজাদা শিল্পীকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার বাড়ীখানিকে সাজিয়ে দেবার জন্যে। তাদের পুণ্ডরীকাক্ষ ঢালাও হুকুম দিয়েছে যে, আপনারা আপনাদের মনের মতন ক'রে

আপনাদের যতদূর সাধ্য ভালো ক'রে, বাড়ীটিকে সাজাবেন, টাকার দিকে তাকাবেন না।

শিল্পী চিত্রকরেরা দুপুরবেলা থেকে বাড়ীটিকে সাজাতে লেগে গেছে।

আজ আর পুণ্ডরীকাক্ষের ব্যস্ততার অন্ত নেই। সে দৌড়ে দৌড়ে সারা বাড়ী দেখে বেড়াচ্ছে কোথাও যেন কোনো অসম্পূর্ণতা না থাকে, আর কোথাও যেন কোনো খুঁৎ কারো চোখে না ধরা পড়ে। একবার রান্নাঘরে, একবার ভাঁড়ারঘরে, একবার যে-ঘরে খাওয়ানো হবে সেখানে, আবার যে-ঘরে নিমন্ত্রিতরা এসে বস্‌বেন সেখানে সে ছুটাছুটি কর্‌ছে, এবং একই জায়গায় বার বার ফিরে ফিরে গিয়ে দেখে দেখে আস্‌ছে সব ঠিক আছে কি না, সব ঠিক প্রস্তুত হচ্ছে কি না।

সন্ধ্যার সময় তার সব আয়োজন সম্পূর্ণ হ'য়ে গেল। তখন সে চট্‌পট্ স্নান সেরে নিয়ে কাপড় বদ্‌লে পিসিকে বল্‌লে—পিসিমা, চলো ওঁদের আগ বাড়িয়ে নিয়ে আসিগে।

পিসি তাড়াতাড়ি সাফ কাপড় প'রে প্রস্তুত হ'য়ে এল। তার পর তা'রা দুজনে রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে গেল।

এরা রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে যেতেই দেখ্‌লে, তাঁরাও আস্‌বার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। তাদের দেখেই রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তোমরা আবার কষ্ট ক'রে এই রাত্রে এসেছ! আমরা তো যাচ্ছিলামই। তা এসেছ, ভালোই হয়েছে। চলো, এখন যাওয়া যাক।

তাঁরা সকলে রওনা হলেন। রাজা বাহাদুর আর মেনা যখন ভাস্করের ঘরের সাম্‌নে এলেন, তখন তাঁদের দুজনেরই মনে কেমন লজ্জা বোধ হ'লো যে, তাকে বাদ দিয়ে তাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। অথচ পরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ, তাদের বলাও যায় না যে, আমাদের বাড়ীতে আরও একজন লোক আছে যাকে আমাদের সঙ্গেই নিমন্ত্রণ

করা আবশ্যক, নতুবা দৃষ্টিকটু হয়। মেনা একবার ভাস্করের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, তাকে দেখা গেল না, কেবল তার ছায়াটা দেখা গেল. সে টেবিলের উপর ঝুঁকে ব'সে পড়্‌ছে। মেনার মুখ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

গেট থেকে বাহিরে বেরিয়েই নিমন্ত্রিতরা দেখ্‌লে যে, পুণ্ডরীকাক্ষের সুন্দর বাড়ীখানি আজ যেন বিবাহরাত্রির নববধূবেশ ধারণ করেছে। বাড়ীর সাম্‌নে পুষ্প-পল্লব দিয়ে একটি সুন্দর তোরণ রচিত হয়েছে। তার দু-পাশে মঙ্গলকলস আর কদলীতরু স্থাপিত হয়েছে, কলসের গায়ে স্বস্তিক আঁকা, আর কলসের গলায় চাঁদমালা ঝুলানো, মুখে সশীর্ষ ডাব স্থাপিত। বাড়ীতে যতগুলি আলো আছে তার সবগুলি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে, জ্যোতির প্রলেপে শ্বেতপাথরের বাড়ীখানি অপরূপ দেখাচ্ছে। পুষ্পতোরণের মধ্যে ছোট ছোট ইলেক্‌ট্রিক লাইটের রঙীন বাল্‌ব্‌ জল্‌ছে—যেন রঙের বিন্দু দিয়ে নববধূর ললাটে কনেচন্দন পরানো হয়েছে।

শ্বেতপাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে একটি বিকশিত রক্তপদ্মের বুকে দুখানি চরণকমল অঙ্কিত। তার পরের ধাপে হংসমিথুন। তার পরের ধাপে এক জোড়া মাছ। তার পরের ধাপে মাঝখানে একটি শঙ্খ আর তার দুপাশে দুটি প্রজ্জ্বলিত দীপ আঁকা হয়েছে! আল্‌তার রং দিয়ে শ্বেতপাথরের উপরে চিত্র করা হয়েছে। চারটি ধাপ উপরে উঠেই একটি চত্বর। সেখানে পদ্মের লতার ফাঁকে ফাঁকে হংস শঙ্খ মৎস্য ইত্যাদি বিন্যাস ক'রে বধূছত্র আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে।

মেনারা দেখ্‌লে, ঘরের রঙের সঙ্গে মিল ক'রে সাদা গরদের পর্দ্দা টাঙানো হয়েছে, দ্বারে দ্বারে ও বাতায়নে বাতায়নে!

পুণ্ডরীকাক্ষ তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে তার সমস্ত বাড়ী দেখিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তক্‌তক্‌ কর্‌ছে। বাথ-

রুম, রান্নাঘর প্রভৃতিও দেখবার উপযুক্ত, আধুনিকতম-প্রয়োজন-সাধন-আয়োজনে মণ্ডিত। কোনো ঘরে তার লেখাপড়ার সরঞ্জাম টেবিল চেয়ার ইত্যাদি বিন্যস্ত। তারই পাশের ঘরে সুন্দর শেল্‌ফের উপর নানাবিধ পুস্তকের সমাবেশ। ফরাশ পাতা আর চেয়ার কাউচ পাতা দুটি বৈঠকখানা ধনশালিতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরুচির পরিচয় দিচ্ছে। সে দুটি ঘর পুণ্ডরীকাক্ষ ঠাকুরবাড়ী আর কলকাতার বহু বড়লোকের বাড়ীর বৈঠকখানা দেখে সাজিয়েছে। অনেক ফার্ণিচার সে লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয়ে ফরমাস দিয়ে শিল্পী অসিত হালদারকে ব'লে তৈরি করিয়ে আনিয়েছে। ঘরের দেয়ালে এত সুন্দর সুন্দর ছবি প্রলম্বিত করা হয়েছে যে, ছবির প্রদর্শনী দেখার মতন সেইগুলি দেখ্‌তেই দর্শকের এক বেলা কেটে যেতে পারে। রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষকে কন্যাদের কাছে একলা ছেড়ে দেবার জন্যে বল্‌লেন, আমি একদিন বাড়ী দেখে গেছি। আমি বুড়ো মানুষ, আর হাঁট্‌তে পারি না। আমি এইখানে একটু বসি। তোমরা সব দেখে ফিরে এসো।

রাজা বাহাদুর বৈঠকখানায় ব'সে পড়্‌লেন। সকল ঘরে পাখা তো চল্‌ছিলই। একজন ভৃত্য এসে রূপার নূতন গুড়গুড়িতে মৃগনাভি-সুগন্ধি অম্বরী তামাক দিয়ে গেল। রাজা বাহাদুর তাই টান্‌তে লাগ্‌লেন। পুণ্ডরীকাক্ষ মেনাকে আর এনাকে বাড়ীর বাকী অংশ দেখাতে নিয়ে গেল।

বাড়ীর একতলায় পুণ্ডরীকাক্ষের আপিস-এর আর লাইব্রেরী। দোতলায় দুটি বৈঠকখানা। ত্রিতলে তার দুটি শয়ন-কক্ষ। মেনাদের নিয়ে সে এবার ত্রিতলে উঠ্‌ল। দুখানি মেহগিনি কাঠের খাটে সুধাধবল বিছানা পাতা রয়েছে। ঘরের মাঝখানে খাট পাতা। আর ঘরের এক পাশে দুখানি ড্রেসিং-টেবিলের ধারে একখানি ক'রে চেয়ার

পাতা। প্রত্যেক ঘরের-সঙ্গে-লাগা একটি ক'রে ড্রেসিং-রুম ও বাথরুম। তার শয়নকক্ষে মাত্র একখানি ছবি রয়েছে। ছবির বিষয়টি বিশেষ কিছু নয়, তথাপি ছবিখানি মনোরম। একটু জলের নীল আভাস, তার উপর একটি লাল পদ্ম অর্দ্ধবিকশিত হ'য়ে ঈষৎ নত হ'য়ে আছে, যেন নবোঢ়া বধূর কমলপত্রী চেলীর আধ-ঘোমটায়-ঢাকা লজ্জায় আরক্ত আনত মুখখানি; তার পাশে মরকতমণির পাত্রের মতন ঘন সবুজ বর্ণের একটি পাতা, তার উপরে মুক্তাফলের মতন এক বিন্দু জল টলটল কর্‌ছে, আর সেই পাতার তলায় যেন ছাতা মাথায় দিয়ে জলের মধ্যে দীর্ঘ পায়ের অর্দ্ধেক ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি বক, যেন জলের উপরে একটি শুভ্র শঙ্খ ভাস্‌ছে।

এই ছবিখানি দেখে মেনা বল্‌লে—আপনার বাড়ীর সবই সুন্দর—আগাগোড়া সুন্দর। তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর এই পদ্ম আর বকের ছবিখানি। আর এই ছবিখানিকে যে আপনি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে দেন নি, এখানিকে একাকী রেখে দিয়েছেন, এতে আপনার সুবুদ্ধি আর শিল্পরুচির চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন।

মেনার মুখ থেকে এই প্রশংসা শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ একেবারে হৃদ-গদ্‌গদ হ'য়ে নিজের জীবন আর চেষ্টা সার্থক মান্‌ল। সে কৃতার্থ হ'য়ে বল্‌লে—এই ছবিখানি আমি ফর্‌মাস দিয়ে আঁকিয়েছি, কবি হালের গাথা-সপ্তশতীতে এই-রকম একটা বর্ণনা পড়েছিলাম।

এনা তাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনার বাড়ী দেখে আমার মৃচ্ছকটিক নাটকের বসন্তসেনার বাড়ীর বর্ণনা মনে পড়্‌ছে! এত বিলাস, এত আয়োজন আপনার কেন?

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—এ-সব বিলাস আমার জন্যে একটুও নয়। এই গৃহে যাঁকে আমি লক্ষ্মীরূপে একদিন অভ্যর্থনা

কর্‌বার দুরাশা আর দুর্লভ কল্পনা মনে পোষণ কর্‌ছি, তাঁকেই অভ্যর্থনা কর্‌বার এইগুলি পূজোপকরণ। আমি পূজারী মাত্র।

এনা হেসে বল্‌লে—তা হ'লে লক্ষ্মীকে শীঘ্র আবাহন ক'রে নিয়ে আসুন, আমরা আর একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে পাব।

পুণ্ডরীকাক্ষ গম্ভীর হ'য়ে মেনার মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌লে—আমি শীঘ্রই একদিন লক্ষ্মীর দর্‌বারে আমার প্রার্থনা উপস্থিত কর্‌ব।

মেনা পুণ্ডরীকাক্ষের দৃষ্টির মধ্যে একটা মোহাবেশ দেখে কেমন অস্বস্তি বোধ কর্‌লে, কিন্তু সে তখনও মনে কর্‌তে চাইলে যে, পুণ্ডরীকাক্ষ এনার পাণিপ্রার্থী হবে ব'লে তার অনুমতি ও সাহায্য প্রার্থনা কর্‌ছে।

এনাও ঐ রকম একটা কিছু অস্পষ্ট ধারণা কর্‌লেও মেনার মুখের দিকে পুণ্ডরীকাক্ষের সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত তার ভালো লাগ্‌ল না। সে আর কোনো কথা না ব'লে গম্ভীর হ'য়ে চুপ ক'রে রইল।

এনাকে গম্ভীর হ'তে দেখেই মেনা তাড়াতাড়ি বল্‌লে—চলুন, চার তলায় কি আছে, দেখে আসি।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—সেখানে এখন প্রবেশ নিষেধ। একেবারে খাবার সময় যাওয়া যাবে।

মেনা বল্‌লে—তবে চলুন, পিসিমা যেখানে আছেন সেখানে যাই। তাঁকে দেখ্‌ছি না যে!

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনাকে আর এনাকে নিয়ে নীচে নাম্‌তে নাম্‌তে বল্‌লে—পিসিমা ভাঁড়ার-ঘরে আছেন। তিনি রাজা বাহাদুরের লজ্জায় পালিয়েছেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনাদের পিসিমার কাছে রেখে নিজে রাজা বাহাদুরের কাছে ফিরে এল।

একটু পরেই মেনা আর এনাও সেখানে এল। তাদের আস্‌তে দেখেই পুণ্ডরীকাক্ষ সম্ভ্রমের সহিত উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলে এবং বল্‌লে—এখন তবে অনুগ্রহ ক'রে খেতে চলুন, আহার প্রস্তুত।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—আর কে কে নিমন্ত্রিত আছেন ? তাঁরা সব এসেছেন ?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আর কেউ নিমন্ত্রিত নেই, আপনাদের সঙ্গে আমি কি আর কাউকে নিমন্ত্রণ করতে পারি? একদিন আমার আগের আপিসের বাবুদের নিমন্ত্রণ করতে হবে, কিন্তু সে পরে হবে, আজ কেবল আপনাদের এনেই আমার প্রথম গৃহপ্রবেশ!

আর যে কেউ অপরিচিত নিমন্ত্রিত নেই তাতে রাজা বাহাদুর, মেনা এনা সকলেই একটা আরাম ও স্বস্তি অনুভব করলেন, এবং সকলে প্রসন্ন মনে খেতে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লেন। পুণ্ডরীকাক্ষের যে রকম গৃহ-সজ্জা হয়েছে, তাতে খাওয়ানোটাও একটা দর্শনীয় ও আস্বাদনীয় ব্যাপার হবে, এই কৌতূহল সকলের মনের মধ্যেই প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। কেবল তাঁদের তিন জনের জন্য যে আয়োজন চারিদিকে করা হয়েছে, তাতে যে আহারের ব্যাপারটাও খুব বিরাট্ রকমের আয়োজনে সম্পন্ন করা হয়নি, তা মনে হচ্ছিল না।

পুণ্ডরীকাক্ষ নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে চার তলায় গেল। তার বাড়ীর প্রত্যেক তলায় দুটি ক'রে বড় ঘর, তার দু-পাশে বারান্দা, আর সেই দুটি ঘরের সংলগ্ন একটি ক'রে ড্রেসিং-রুম ও একটি ক'রে বাথরুম আছে। চার তলাতেও মাত্র দুটি ঘর। একটি ঘরের সাম্‌নে গিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ অভ্যাগতদের দিকে ফিরে বিনীত কুণ্ঠার সহিত বল্‌লে—"এই ঘরটি আমার পূজার ঘর।" তার পর সে পায়ের জুতা খুলে সেই ঘরে প্রবেশ করল।

অভ্যাগতরাও তার দেখাদেখি পায়ের জুতা ছেড়ে ঘরে প্রবেশ করল। তারা মনে করেছিল যে, ঘরের মধ্যে ঢুকে সেখানে সিংহাসনের উপর কোনো দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত দেখবে। কিন্তু তারা দেখলে, সেই ঘরটির চারিধারে কেবল স্বচ্ছ কাচ, তার দেয়াল কাচের, তার জানালা কাচের, কেবল কাচখণ্ডগুলি একত্র ধ'রে রাখবার জন্য যা কাঠ বা লোহার ফ্রেম লাগানো হয়েছে। ঘরের মেঝে মার্ব্বেল পাথরের, আর তার ছাদ পাতলা হাল্কা স্লেটের টালি দিয়ে মন্দির-চূড়ার আকৃতিতে ছাওয়া। যেখানে ছাদ আর দেয়াল মিলেছে সেখানে স্প্রিং রোলারে গোল কুণ্ডলী পাকিয়ে গুটানো রয়েছে সাদা গরদের পর্দ্দা চারদিকের দেয়াল-জোড়া। সে ঘরে বিশেষ কোনো আস্‌বাবের বাহুল্য নেই। কেবল ঘরের মাঝখানে একখানি ছোট পুরু দামী কার্পেট পাতা আছে, সেখানি আসনের চেয়ে কিছু বড় অথচ শয্যার পক্ষে ছোট। সেই কার্পেটের সাম্‌নে আছে একটি ছোট নীচু শ্বেতপাথরের টুল, তার উপর খান দুই তিন বই আছে। টুলের পাশে আছে একখানি শ্বেতপাথরের উপর রঙীন পাথর আর ঝিনুকের কাজ-করা ফুল-লতা-পাতা-পাখী-আঁকা বড় পুষ্পপাত্র, তার উপরে অল্প কয়েকটি ফুল তখনো রয়েছে। সেই পুষ্পপাত্রের পাশে আছে একটি পিতলের চক্‌চকে মাজা ধূপদানী আর একটি ধুনাচি, তাতে ধূপ আর ধুনা তখনো পুড়ে সুরভি ধূম উদ্‌গিরণ কর্‌ছে। তার পাশে কাজ-করা রূপার বাটিতে আছে চন্দন কস্তুরী আর কুঙ্কুম-পঙ্ক। এই-সমস্ত পূজোপকরণের পাশে আছে একটি সুন্দর শেল্‌ফ্, তার উপরে থাকে থাকে সাজানো আছে নানা ধর্ম্মশাস্ত্র—নানা উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্‌ভাগবত, ইংরেজী বাইবেল, কোরানের বাংলা-ইংরেজী অনুবাদ, তালমুদ, আবেস্তা, গ্রন্থসাহেব, ইমিটেশন্ অফ্ ক্রাইষ্ট্, দেশী বিদেশী বহু ভক্ত সাধুর বাণী, দোহা,

রামকৃষ্ণ-কথামৃত, চীনের ধূপ, লাউৎস ও কন্‌ফুসিয়াসের বাণী, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, নৈবেদ্য, খেয়া, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। আর ঘরের অপর পাশে আছ একটি প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আর তার পাশে একটি ছোট শেল্‌ফে আছে কয়েকখানি ইংরেজী এষ্ট্রনমী বা জ্যোতিষের গ্রন্থ আর জগদানন্দ রায়ের নক্ষত্র-চেনা এবং কয়েকখানা আকাশমণ্ডলের ম্যাপ ও চার্ট্। আর ঘরের এক কোণে একখানি শ্বেতপ্রস্তর-ফলকের উপর কালো পাথরের অক্ষরে লেখা আছে—

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈত-তত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥

অভ্যাগতরা ঘরের কোথাও কোনো দেববিগ্রহ খুঁজে দেখ্‌তে না পেয়ে আশ্চর্য্য হ'লো এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে তাকাল।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিনীত ভাবে বল্‌লে—এই ঘরটিতে আমি সকল দেশের সকল জাতির উপাস্য এক ভগবানের পূজা কর্‌বার চেষ্টা করি। ভগবানের-দেওয়া আলো-বাতাস যাতে যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং বিশ্ব-মন্দিরের শোভা যাতে কিছুতে আচ্ছন্ন না হয়, এই উদ্দেশ্যে এই ঘরটিকে আমি কাচে বানিয়েছি। যদি কখনো রৌদ্র বাতাস অসহ্য হয় তবে ঐসব পর্দ্দা নামিয়ে একটু আচ্ছাদন টেনে দি। আর রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ব'সে ব'সে বিশ্বেশ্বরের আশ্চর্য্য অনন্ত বিচিত্র বল্‌-খেলা পর্য্যবেক্ষণ করি আর বিস্ময়ে অভিভূত হই। আর সেই হয় আমার পূজা বন্দনা স্তব, আর তাতেই হয় আমার চিত্তশুদ্ধি আর চিত্তপ্রসারণ!

সেই ঘরখানি দেখে আর পুণ্ডরীকাক্ষের কথা শুনে অভ্যাগতদের মন তার প্রশংসায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। তা'রা কেউ কোনো কথা না ব'লে শ্রদ্ধাস্তব্ধ-হৃদয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ পাশের ঘরের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। সে ঘরের দরজা ছিল বন্ধ। পুণ্ডরীকাক্ষ দরজায় ঠেলা দিতেই সে দরজা গেল খুলে, আর হাজার আলোর জেল্লা এসে আগন্তুকদের মুখের উপর পড়্‌ল। সকলে সবিস্ময়ে দেখ্‌লে সেই ঘরের মধ্যে যেন হাজার হাজার আলোর ফুল ফুটে রয়েছে, সে যেন কোন্ পরীরাজ্য, কোন্ স্বপ্নপুরী, কোন্ মায়া-মন্দির! তারা পুণ্ডরীকাক্ষকে অনুসরণ ক'রে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখ্‌লে—সেই ঘরখানির আগাগোড়া আয়না দিয়ে তৈরি, তার দেয়াল আয়নার, ছাদ আয়নার, কপাট জানালা আয়নার, মেঝে পর্য্যন্ত পুরু কাচের আয়নার। ঘরের ছাদতল থেকে তিনটি ইলেক্‌ট্রিক আলোর ঝাড় ঝুল্‌ছে, আর দেয়ালের গায়ে কতকগুলি দেয়ালগিরিতেও আলো জ্বল্‌ছে। সেইসব আলো আয়নায় আয়নায় প্রতিফলিত হ'য়ে অসংখ্য ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে, দেয়ালে ছাদে মেঝেয় কেবল আলো বিচ্ছুরিত হ'য়ে সমস্ত ঘর ঝক্‌মক্ করছে, যেন আকাশের সমস্ত তারা আর নক্ষত্র ঝাঁক বেঁধে এই ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে, যেন আশে পাশে পায়ের তলায় আর মাথার উপরে আলোর ফুলের সমারোহ হয়েছে, যেন আলোর ফুলঝুরি থেকে জ্যোতিধারা উৎসারিত হ'য়ে পড়্‌ছে। এই ঘরে ঢুকে দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হয়,—আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি, না, মাথা নীচু ক'রে ছাদতলে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি; আমি একাকী আছি, না, আমার কায়ব্যূহ চতুর্দ্দিককে আচ্ছন্ন করেছে; আমি কোথায় আছি—দ্বারের কাছে অথবা দেয়ালের পাশে অথবা ঘরের মধ্যস্থলে; সে সম্বন্ধে ঘোর

সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঘরের দরজা কোন্‌টা এবং কোন্ দিকে, তাও নির্ণয় ক'রতে ধাঁধা লাগে, কারণ, হাজার দরজা সব দিকে প্রতারণা করবার জন্যে খোলা দেখাচ্ছে। তারা মাত্র চার জন লোক সেই ঘরে প্রবেশ করেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে সেই ঘরে হাজার হাজার নরনারী সমবেত হয়েছে, এবং সেই প্রতিচ্ছায়া অনন্ত অসংখ্য হ'য়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর প্রসারিত হয়েছে। এমনি কোনো দর্পণের ঘরে প্রবেশ ক'রেই বোধ হয় দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ হয়েছিল।

এই ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে ছিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই এনার কণ্ঠ থেকে খিল্‌খিল্ ক'রে হাসির হিল্লোল সমুৎসারিত হ'লো। সকলের চোখ তার মুখের দিকে ফির্‌ল, মনে হ'লো যেন লক্ষ লক্ষ ভ্রমর কমল-মধু-পিপাসু হ'য়ে উঠ্‌ল। এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—এ কী চমৎকার ঘর তৈরি করেছেন। বাঃ, কী মজা!

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আসুন, খেতে বসুন, খাবার জুড়িয়ে যাচ্ছে।

সকলে বিস্ময়-বিহ্বল হ'য়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল—কোথায় আহারের আয়োজন হয়েছে? প্রথমে ঘরে ঢুকেই আলোর আর আত্মছায়ার অসংখ্যগুণন দেখার দিকেই সকলের লক্ষ্য ছিল, এখন তারা দেখ্‌লে, পাশের ঘরের মেঝের উপরে মাঝখানে অনেকখানি স্থান জুড়ে ফুলের বিছানা পাতা রয়েছে, বর্ষাকালের কদম কেয়া পদ্ম ও অন্যান্য ছোট বড় সুরভি সুগন্ধী ও কেবল-রূপশালী নির্গন্ধী কত রকম ফুল দিয়ে সেই স্থানটি আবৃত। পুণ্ডরীকাক্ষ একটি সুইচ্ টিপ্‌তেই নানা রঙের ছক আর নকসা-কাটা চারটি আলোর চৌকা ছায়া মেঝের উপর এসে পড়্‌ল। সেই রঙীন আলোর ছক-কাটা ছায়া দেখেই মনে হ'লো যেন কে চারখানি সুন্দর কার্পেটের আসন পেতে দিয়ে গেল!

পুণ্ডরীকাক্ষ স্মিতমুখে বল্‌লে—আজ আপনাদের এই আলোর আসনে ব'সে খেতে হবে। আপনারা অনুগ্রহ ক'রে বসুন।

সকলে কৌতুক অনুভব ক'রে নীরবে গিয়ে এক একটি ছায়াছবির উপর দাঁড়াল, আর অমনি সেই আলোকের রঙের নক্‌সা প্রত্যেকের গায়ের উপর গিয়ে পড়্‌ল, সকলের গা আর মুখ রঙের উল্কি পরার মতন বিচিত্র হ'য়ে গেল। এনা অন্যদের দিকে দেখেই তার পাশের ঘরের আয়নায় নিজের ছায়ার দিকে তাকাল এবং নিজের রূপ দেখে আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠ্‌ল!

পুণ্ডরীকাক্ষ আর একটি স্বইচ্‌ টিপ্‌লে, আর অম্‌নি সেই ফুলের বিছানার মধ্যে চারটি অত্যুজ্জ্বল আলো জ্ব'লে উঠ্‌ল। তখন গায়ের উপরকার বর্ণচ্ছটা অনেকখানি লুপ্ত হ'য়ে ফিকে হ'য়ে গেল এবং সকলে দেখ্‌লে যে, সেই ফুলের আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে শ্বেত পাথরের থালায় বাটিতে গেলাসে বিবিধ খাদ্যসম্ভার স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে, সেগুলি এতক্ষণ নীচের দিকে আলোর অভাবে চোখে পড়ে নি, এখন আলোকে সমুদ্ভাসিত হ'য়ে দৃষ্টিগোচর হ'লো।

সেই পুষ্পাস্তরণের এক দিকে বস্‌লেন রাজা বাহাদুর আর তাঁর পাশে মেনা, তাঁদের সম্মুখে পাশাপাশি বস্‌ল এনা আর পুণ্ডরীকাক্ষ। এনা খাবারের দিকে দেখেই বল্‌লে—করেছেন কি? কত খাবার? এত খাবার মানুষে খেতে পারে? সেদিন যে আমাদের বড় বলা হচ্ছিল যে, আমরা আপনাকে যে খাবার দিয়েছিলাম তা দশাননের পক্ষেও অতিরিক্ত; তবে কুম্ভকর্ণের খবরটা আপনি সেদিন মনে করতে পারেন নি। আজ এ কার উপযুক্ত আহারের আয়োজন করেছেন শুনি! হিড়িম্বার, না ঘটোৎকচের!

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—ভক্ত দেবতাকে কত উপকরণ দিয়ে ভোগ দেয়। দেবতা তো তাতে দৃষ্টিমাত্র পাত ক'রে সেই ভোগকে প্রসাদে পরিণত করেন। আমিও কেবল ভোগ সাজিয়ে দিয়েছি, আপনারা যা স্পর্শ কর্‌বেন তাতেই আমার পরিশ্রম আর আকিঞ্চন ধন্য হ'য়ে যাবে।

এনা চুপিচুপি পুণ্ডরীকাক্ষের কানে কানে বল্‌লে—বাক্যবাগীশ! কথায় আপনার সঙ্গে কেউ পার্‌বে না।

রাজা বাহাদুর বুঝ্‌লেন যে, সেদিন যে তাঁরা পুণ্ডরীকাক্ষকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছিলেন এ তারই পাল্‌টা জবাব আর পরিশোধ। তাই তিনি আর কোনো কথা না ব'লে আহারে প্রবৃত্ত হ'লেন এবং মুখে খাবার তুলে তার পর বল্‌লেন—সব চেখে চেখে দেখা যাক, কণিকা পরিমাণ খেতে খেতেই তো পেট ভ'রে যাবে।

পিতার দেখাদেখি মেনাও খেতে আরম্ভ কর্‌ল। কিন্তু এনা হাত গুটিয়েই ব'সে রইল।

পুণ্ডরীকাক্ষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি হাত দিচ্ছেন না যে?

এনা বল্‌লে—দাঁড়ান আগে গুণে দেখি কত রকম খাবার আছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—গুণ্‌তে হবে না, আমিই ব'লে দিচ্ছি. সব শুদ্ধ এক শো রকম আছে।

কথাবার্ত্তা আর রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে খাওয়া শেষ হ'লো। অমনি চার জন চাকর সদ্য ধোপার পাট-ভাঙা সাদা ধব্‌ধবে কাপড় জামা প'রে চারটি গাম্‌লা, চার ঘটী জল আর চারখানি নূতন সাবান আর নূতন তোয়ালে নিয়ে ঘরে এল এবং সকলের হাতে আঁচাবার জল ঢেলে দিলে। তার পর সকলে উঠে আবার নীচের বৈঠকখানায় ফিরে গিয়ে বস্‌লেন। সেখানে চাকরে পান-মস্‌লা-সুদ্ধ দুখানি রূপার ডিশ এনে

রেখে দিলে এবং রাজা বাহাদুরকে আবার মৃগনাভিসুগন্ধী অম্বরী তামাক সেজে এনে দিলে।

অল্পক্ষণ আলাপ করার পর রাজা বাহাদুর বললেন—এইবার তা হ'লে যাওয়া যাক্। যে খাওয়া হয়েছে এখন বিছানার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর অন্য উপায় নেই।

পুণ্ডরীকাক্ষ উঠে একটি ঢাকাই সোনা-রূপার তার দিয়ে তৈরি আতরদান এনে তাঁদের সকলের সাম্‌নে ধর্‌লে, তার মধ্যে খুব দামী উৎকৃষ্ট খস্‌খসের আতর ছিল। সকলে আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে একটু একটু ক'রে আতর নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'লেন।

মেনা পুণ্ডরীকাক্ষকে বল্‌লে—চলুন, একবার পিসিমাকে ব'লে আসি।

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনা আর এনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে পিসির কাছে গেল।

পিসি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—খাওয়া হ'লো মা। তোমরা খাবে ব'লে পুণ্ডরীকের কী ভাবনা। কোন্ জিনিস যে ভালো লাগ্‌বে তোমাদের, তা তো সে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না, তাই কল্‌কাতা শহরে যত রকমের জিনিস পাওয়া যায় তা সব জোগাড় কর্‌তে চেষ্টা করেছে। তোমরা কিছু খেয়েছ তো মা?

মেনা হেসে বল্‌লে—পিসিমা, ভদ্রতা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বারও দরকার নেই। যত রকম খাবার দিয়েছিলেন, তার এক এক চুটকি খেলেও তো একজনের পক্ষে অতিরিক্ত হ'য়ে যায়। তা হ'লে আমরা এখন আসি পিসিমা।

পিসি বল্‌লে—এস মা, এস, রাত অনেক হ'য়ে গেছে! পুণ্ডরীক, ওঁদের এগিয়ে দিয়ে আসিস্।

এনা হেসে বল্‌লে—না, ওঁর আর আগাতে যেতে হবে না, আমরা পথ চিনে ঠিক যেতে পারব।

পুণ্ডরীকাক্ষ তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে তাদের গেট পর্য্যন্ত অগ্রস কর'রে দিলে। সে যখন বিদায় নেবার জন্য বিনীতভাবে মাথা নত ক'রে কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে সকলকে নমস্কার করলে, তখন মেন প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—আজ আপনার বাড়ীতে যা দেখ্‌লাম আর যে ভোজ খেলাম, তা আমাদের চিরকাল স্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে।

মেনার মুখের এই প্রশংসাবাক্য শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃতার্থ হ'য়ে গেল। সে যখন বাড়ী ফিরে এল তখন তার মনে এমন প্রবল আনন্দ হয়েছে যে, সে যেন নেশার ঘোরে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌ল, তার পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী স'রে গেছে, তার শরীরের ভার যেন লোপ পেয়েছে, সে লঘু হ'য়ে শূন্য আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে!

বারোর পরিচ্ছেদ

দান ও প্রতিদান

পুণ্ডরীকাক্ষের গৃহপ্রবেশের পরের দিন বিকালে পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের ঋণের সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে গেল এবং সে প্রথমেই গিয়ে রাজা বাহাদুরের সঙ্গে তাঁর অফিস-ঘরে দেখা করলে।

রাজা বাহাদুর তাকে দেখেই হাসিমুখে সমাদর ক'রে অভ্যর্থনা করলেন—এস, এস, আমরা কাল থেকে কেবল তোমার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য আর ইন্দ্রজাল রচনার রুচি ও শক্তির কথাই বলাবলি করছি। তোমার হাতে ও-সব কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ উঠে রাজা বাহাদুরের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে ও তাঁর পায়ের কাছে ঐ-সব কাগজ রেখে দিয়ে বললে—সামান্য কিছু প্রণামী এনেছি, আপনাকে দয়া ক'রে নিতে হবে।

রাজা বাহাদুর কৌতূহলী হ'য়ে অবনত হ'য়ে পায়ের কাছ থেকে কাগজগুলি তুলে নিলেন এবং সেগুলি খুলেই একবার চোখ বুলিয়েই ব'লে উঠলেন—এ যে দেখছি আমারই ঋণের সব দলিল আর খত! এ-সব তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করলে?

পুণ্ডরীকাক্ষ প্রফুল্ল মুখে বললে—আমি সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছি।

রাজা বাহাদুর ক্ষণকাল চুপ ক'রে চিন্তা ক'রে বললেন—তা বেশ করেছ। আমাকে সত্যনিধন এটর্নি বলছিল বটে যে, একজন কে সমস্ত ঋণ কিনে নিয়েছে। আমার তো শুনে প্রথমে ভয়ই হয়েছিল

যে, সমস্ত ঋণ যখন একজনে কিনে নিয়েছে তখন কোন্ দিন এসে সে বল্‌বে যে, আমার সব টাকা শোধ ক’রে দাও, আর তা না হ’লে তোমার সব জমিদারী আমি দেনার দায়ে কিনে নেবো। সত্যনিধন আমাকে তখন তোমার নাম বল্‌লে না, কিন্তু ভরসা দিলে যে, যে-লোক এই ঋণ কিনে নিলে সে স্থদখোর লোভী শাইলক নয়, আমার কোনো শত্রুও নয়, বরং আমার বন্ধু ব’লেই সে আমাকে আমার নানা মহাজনের তাগাদার অপমান থেকে বাঁচাবে ইচ্ছা ক’রেই সব ঋণ সে একা কিনে রেখে দিয়েছে। সে যে তুমি, তা তো জান্‌তাম না। তা যদি এতদিন জান্‌তাম, তা হ’লে এতদিন মিছা দুর্ভাবনায় ভুগ্‌তাম না। তা তুমি সব ঋণের মহাজন হয়েছ, খুব ভালোই হয়েছে, আমি র’য়ে ব’সে স্থদ আর আসল ক্রমে ক্রমে শোধ কর্‌তে পার্‌ব। তা এই খত দলিলগুলি তুমি আমাকে দিতে এনেছ কেন, ও তো তোমার কাছে থাক্‌বে। এগুলি তুমিই রেখে দিও।

পুণ্ডরীকাক্ষ একটু সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে, আপনার সমস্ত ঋণ আমি শোধ করেছি, সে কি আমি আপনার মহাজন হ’য়ে আপনার উপর জুলুম কর্‌ব ব’লে? আমি আপনাদের চিন্তামুক্ত কর্‌বার জন্যে এগুলি খালাস ক’রে এনেছি আপনার হ’য়ে। সব দলিলে মহাজনদের প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদ দেওয়া আছে, স্থদ-আসল উশুল দেওয়া আছে। অতএব আপনি তো ঋণমুক্ত।

রাজা বাহাদুর গম্ভীর হ’য়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ, আগের মহাজনদের কাছ থেকে আমি ঋণমুক্ত হয়েছি বটে, কিন্তু তোমার কাছে আমার ঋণ শুধু ঐ টাকায় নয়, আরও অন্য অনেক রকমে জমা হ’য়ে উঠ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিনীত ভাবে বল্‌লে—না না, আমার কাছে আপনার কোনো ঋণ নেই, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আপনি এইগুলি

অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করুন, তা হ'লেই আমি সুখী হবো আর আমার সকল ঋণ আপনি পরিশোধ ক'রে দেবেন।

রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষের সদাশয়তার পরিমাণ অনুভব ক'রে বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত স্বরে বল্‌লেন—এত টাকার দলিল তুমি আমাকে অমনি দিয়ে দিতে এসেছ যেচে? তোমার দানশক্তি অপরিমেয়। কিন্তু তোমার এই দান আমি কেন গ্রহণ করব, আমি তোমার কে?

পুণ্ডরীকাক্ষ লজ্জিত মুখ নত ক'রে ধীর স্বরে বল্‌লে—আপনি আমার পিতৃতুল্য।

রাজা বাহাদুর গম্ভীর ভাবেই বল্‌লেন—আমি যদি তোমার পিতৃতুল্য. তবে আমি তোমাকে একটি উপদেশ দি, মনে রেখো। কেবল দান করলে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হ'য়ে যায়। কেবল ব্যয় করলে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অভাব দেখা দেয়। তুমি কিছু টাকা পেয়েছ। তা তুমি যে-রকম দরদহীন ভাবে ব্যয় করতে আরম্ভ করেছ, তা আর কত দিন থাকবে?

পুণ্ডরীকাক্ষ তেমনি লজ্জিত ভাবে বল্‌লে—আপনার কাছে সব কথা বল্‌তে আমার সঙ্কোচ হয়, তবু বল্‌তে হচ্ছে। এই ব্যয়ই আমার শেষ ব্যয়। যদি আমার গৃহে লক্ষ্মীর পদার্পণ কখনো হয়. তবে তিনিই তাঁর ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করবেন, আমি তাঁর হাতে সব সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে ছুটি নেবো।

রাজা বাহাদুর হাসিমুখে বল্‌লেন—তবে তোমার সেই লক্ষ্মীর শুভাগমন পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা ক'রে তার পর তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ কোরো। এখন এগুলি নিয়ে যাও, এসব তোমার কাছেই থাক্‌ আপাততঃ।

পুণ্ডরীকাক্ষ মাথা অবনত ক'রে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—আমি তো এই-সব আপনাকে দান করবার স্পর্দ্ধা নিয়ে আসিনি, আমি এসেছি প্রণামী দিয়ে আমার বহুকাল-সঞ্চিত আশা সম্পূরণের প্রার্থনা জানাতে।

রাজা বাহাদুর কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কী তোমার প্রার্থনা ও আশা বলো তো শুনি।

পুণ্ডরীকাক্ষ স্খলিত বচনে বল্‌লে—আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে……

পুণ্ডরীকাক্ষের কথা সমাপ্ত হ'লো না দেখে রাজা বাহাদুর তার কথার উপসংহার স্বরূপে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আমার কন্যা সম্প্রদান করি? সে তো আমার অভিলাষ তোমাকে আগেই জানিয়েছি। আমার কন্যারও অমত হবে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু কন্যা সম্প্রদান কর্‌তে আমিই দেবো তোমাকে যৌতুক, আমি তো কন্যা বিক্রয় কর্‌তে পার্‌ব না।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—না না, কন্যাকে বিক্রয় কর্‌বেন কেন? আপনার কন্যা যদি দয়া ক'রে আমার গৃহে যেতে সম্মত হন, তবে তিনি যেন এই জেনে যেতে পারেন যে, তাঁর পিতা ঋণমুক্ত হ'য়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এবং যার গৃহে তিনি শুভাগমন কর্‌ছেন সে তাঁর পিতার মহাজন নয়, বন্ধু ও আত্মীয়।

রাজা বাহাদুর দলিলগুলি পুণ্ডরীকাক্ষের সম্মুখে আগিয়ে ধ'রে বল্‌লেন—তুমি দানের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেই তোমার মনের ঔদার্য্য ও দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিয়েছ, সেই পরিচয়েরও পূর্ব্বে তোমাকে আমরা বন্ধু ও আত্মীয় ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি। অতএব এগুলি তুমি গ্রহণ করো, আমি গ্রহণ ক'রে তোমাকে প্রত্যর্পণ কর্‌ছি।

পুণ্ডরীকাক্ষ সত্য-সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে বল্‌লে—তা হ'লে আপনি প্রকারান্তরে বল্‌ছেন যে, আমি আপনার কন্যার যোগ্য নই। তা যদি না মনে করেন, তবে আমার সমস্ত জীবন নষ্ট হ'য়ে গেলেও আমি তাঁকে প্রার্থনা কর্‌ব না। যাঁকে আমি সম্মান করি, শ্রদ্ধা করি এবং ভালোবাসি, তাঁকে একজন অযোগ্য লোকের সঙ্গে আজীবনের বন্ধন স্বীকার কর্‌তে আমি প্রার্থনা কর্‌তে পারি না।

রাজা বাহাদুরের মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল পুণ্ডরীকাক্ষের কথা শুনে। তিনি এক মুহূর্ত্ত চিন্তা ক'রে বল্‌লেন—আচ্ছা, তুমি যখন এ রকম কথা বল্‌ছ, তখন আমাকে গ্রহণ কর্‌তে হবে হয় তো। কিন্তু গ্রহণে সম্মত হবার আগে আমি একবার এনাকে তার সম্মতি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। তার পং আমার মত আমি তোমাকে জানাব।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিনীত ভাবে বল্‌লে—আমি মেনা দেবীর কথা আপনাকে বল্‌ছি, আমি মেনা দেবীকে প্রার্থনা করি।

রাজা বাহাদুর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন, তিনি যেন নিজের শ্রবণশক্তিকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছেন না এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কাকে? মেনাকে? আমার বড় মেয়ের নাম মেনা, আর ছোট মেয়ের নাম এনা।

পুণ্ডরীকাক্ষ মৃদুস্বরে বল্‌লে—আজ্ঞে হঁ্যা, আমি তা জানি, আমার কোনো ভুল হয়নি. আমি আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেনা দেবীরই পাণি প্রার্থনা করি।

রাজা বাহাদুর এমন বিস্মিত হ'লেন যে, তিনি পূরা এক মিনিট সময় কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লেন না, অবাক্ হ'য়ে পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর মনে সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল যে, এই পুণ্ডরীকাক্ষ লোকটা পাগল না কি। পাগল না হ'লে কি কেউ লাখ

টাকার দলিল দান ক'রে দিতে চায়, পাগল না হ'লে কি কেউ ঐ রকম উড়নচণ্ডী ভাবে খরচ করতে পারে, পাগল না হ'লে কি সে এনার সঙ্গে ভাব ক'রে আর মেনার কাছ থেকে দূরে দূরে থেকে শেষে মেনাকেই বিবাহ করতে চায়?

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের মুখে বিস্ময় ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাব দেখে বললে—আমি জানি যে, আমি মেনা দেবীর যোগ্য মোটেই নই। যদি তিনি বা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তা হ'লেও আমি ব্যথিত হবো না, কারণ আমি বরাবরই মনে ক'রে এসেছি উনি আমার আয়ত্তাতীত, আমার স্বপ্নেরও অগোচর, আমার সারা জীবনের সাধনারও অনধিগম্য। আমি মেনা দেবীকে যদি না-ই পাই, তথাপি আপনাকে ঐ দলিলগুলি নিতে হবে। আমি কোনো দেনা-পাওনার মৎলব নিয়ে ঐ দলিলগুলি আপনাকে দিতে আসিনি, আপনি মেনা দেবীর পিতা, আপনি আমাকে কৃপা করেন, কেবল এই জন্যেই আমি আপনার চিন্তা মোচনের জন্য এইগুলি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছি।

রাজা বাহাদুর মনে মনে স্থির ক'রে রেখেছিলেন যে, মেনার তো একজনের সঙ্গে বিবাহের কথা স্থির হ'য়েই আছে, এনারই বিবাহের জন্য একজন ভালো পাত্র চাই। সেই কথা মনে রেখেই তিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর নিজের মনের মধ্যে তো স্থির করাই ছিল যে, এই পাত্র এনার জন্যেই তিনি নির্ব্বাচন করছেন, তাই তিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্পষ্ট ক'রে এতদিন বলতে ভুলেই গিয়েছিলেন যে, মেনা তার প্রার্থিতব্যা নয়, এনাই তার আরাধনীয়া; এবং পুণ্ডরীকাক্ষ তাঁদের বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতে আরম্ভ করা অবধি তার সঙ্গে এনার যে-রকম ঘনিষ্ঠ প্রীতির ও রঙ্গের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে তাঁর মনে এ চিন্তা একটুও উদয় হয়নি যে, কোনো দিন পুণ্ডরীকাক্ষকে

বল্‌তে হ’বে যে, সে যেন মেনার প্রতি আকৃষ্ট না হয়। কিন্তু এ কি অকস্মাৎ আবিষ্কার! পুণ্ডরীকাক্ষ মেনার পাণিপ্রার্থী!

রাজা বাহাদুর অনেক কষ্টে বাক্য বল্‌বার শক্তি ফিরে পেয়ে বল্‌লেন—তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা, আমি এ কথা শোন্‌বার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না, আমি বরাবর মনে করেছি যে, আমার এনাকেই তুমি বোধ হয় পছন্দ কর্‌বে ও পছন্দ করেছ!

রাজা বাহাদুর আবার নীরব হ’য়ে চিন্তামগ্ন হ’লেন।

রাজা বাহাদুরকে চিন্তান্বিত দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমি যদি কিছু অন্যায় প্রার্থনা ক’রে থাকি তা হ’লে আমাকে আপনি মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি আর কখনো এ কথা মুখে উচ্চারণ কর্‌ব না। আর এ কথা এক আপনি ছাড়া আর কাউকে আমি আজ পর্য্যন্ত জানাই নি, কখনো জানাবও না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। যদিও সে বলেছিল যে, সে মেনা দেবীকে না পেলেও ব্যথিত হবে না, তথাপি তার মুখ আশাভঙ্গের অবসাদে সাদা ও ম্লান হ’য়ে উঠেছিল। তার মুখে জোর-ক’রে-টেনে-আনা হাসি মেঘলা দিনের সূর্য্যাস্ত-কালের রৌদ্র প্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টার মতন বড় করুণ দেখাচ্ছিল।

তার মুখের দিকে চেয়ে রাজা বাহাদুর ব্যথিত হ’লেন এবং আবেগকম্পিত মৃদু স্বরে বল্‌লেন—আচ্ছা, আমি তোমার প্রস্তাবের কথা আমার মেয়ের কাছে ব’লে দেখি, তারই সম্মতি-অসম্মতির উপর সব নির্ভর কর্‌বে; আমি এ বিষয়ে একেবারে অক্ষম, একেবারে ক্ষমতাহীন!

পুণ্ডরীকাক্ষের মনের মধ্যে আবার সঞ্জীবনী আশা জেগে উঠ্‌ল এখনো তা হ’লে তার প্রার্থনা শেষ আর খতম হ’য়ে নামঞ্জুর হ’য়ে

যায় নি। ক্ষীণ আশা তার অন্তরের মধ্যে মরি কি বাঁচি অবস্থার মধ্যে দোলায়িত হ'তে লাগ্‌ল। সে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বাহির হ'লো।

সে আজ মেনা আর এনার সম্মুখে যেতে সাহস কর্‌তে পার্‌লে না, সে যেন কোনো মহৎ অপরাধ ক'রে ধরা পড়ার ভয়ে এই বাড়ী থেকে পলায়ন কর্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ যখন এসেছিল তখনই এনা তাকে দেখ্‌তে পেয়েছিল, সে তো তারই প্রতীক্ষাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে দেখ্‌লে পুণ্ডরীকাক্ষ অন্যদিনের মতন বরাবর উপরে তার কাছে না এসে আজ তার বাবার ঘরে ঢুক্‌ল। অনেক ক্ষণ পরে সে বাহির হ'লো, কিন্তু তখনো সে উপরে না এসে বাড়ী থেকে বাহির হ'য়ে চ'লে গেল। অন্য দিন সে যাবার সময় যেতে যেতেও কতবার ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে দেখে যায়, আজ সে একবারও মুখ ফিরিয়ে চাইলে না, পাছে চাইতে গেলে তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে যায় এই ভয়েই যেন সে মাথা নীচু ক'রে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চ'লে গেল! কেন, কী হয়েছে, ব্যাপার কি ?

এনা মেনাকে এই ঘটনা বল্‌বে ব'লে মেনার ঘরের দিকে চল্‌ল। সে মেনার ঘরের কাছে যেতেই শুন্‌লে একজন ভৃত্য এসে মেনাকে বল্‌ছে—বড় দিদিমণি, রাজা বাহাদুর আপনাকে একবার নীচে ডাক্‌ছেন।

এনা বুঝ্‌লে এই আহ্বানের সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষের আগমন ও প্রস্থানের সম্পর্ক বিজড়িত হ'য়ে আছে। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে চ'লে গেল, কিন্তু তর্কে তর্কে থাক্‌ল মেনা কোথায় যায়, কি করে, কি বলে এবং তার পিতাই বা কি করেন ও কি বলেন. যতখানি পারে আড়ি না পেতে জেনে নিতে তো তা'র হবেই।

মেনা তার পিতার কাছে এসে দেখ্‌লে তিনি গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে ব'সে আছেন।

মেনা ঘরে এসে দাঁড়াল। তবু কিছুক্ষণ রাজা বাহাদুর তার সঙ্গে কোনো কথা বল্‌তে পার্‌লেন না। তার পর তিনি পুণ্ডরীকাক্ষের-দেওয়া দলিলগুলি তুলে ধ'রে মেনার হাতে দিলেন। মেনা দেখেই বুঝ্‌লে কতকগুলি দলিল। তার ভয় হ'লো বুঝি পাওনাদারেরা দেনার জন্যে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি কর্‌ছে, অথবা তাদের দেনার তাগাদায় সব জমিদারী বিকিয়ে যেতে বসেছে, সেই দুঃসংবাদ দিতেই তার বাবা তাকে ডেকেছেন।

মেনা যখন দলিলগুলি দেখ্‌বার জন্যে তার চোখ তার পিতার দিক থেকে সরিয়ে নিলে, তখন রাজা বাহাদুর ধীর গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—এই দলিলগুলি সব আমার ঋণের। আমার সব ঋণ পরিশোধ ক'রে দিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষ এগুলিকে খালাস ক'রে এনেছেন। তিনি এই মাত্র এসেছিলেন। তিনি এগুলি সব আমাকে অমনি দিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ আমাকে নেবার জন্য অনুরোধ ক'রে পীড়াপীড়ি কর্‌ছেন। তিনি কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা না ক'রে এম্‌নিই আমাকে সব দিয়ে দিতে চান। কিন্তু আমি কি তা নিতে পারি? তার কাছ থেকে আমি এমন বৃহৎ দান কেন নেবো? তাই আমি প্রতিদানে তাকে কি দিতে পারি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। তখন সে দ্বিধা-কম্পিত কণ্ঠে বল্‌লে—আমি আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা মেনা দেবীর পাণি প্রার্থনা করি।

মেনার মুখ পুণ্ডরীকাক্ষের মহৎ দানের সংবাদ শুন্‌তে শুন্‌তে প্রশংসায় বিস্ময়ে ও আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, কিন্তু তার পিতার মুখ থেকে সে যখন শুন্‌লে যে, পুণ্ডরীকাক্ষ তাকে প্রার্থনা করেছে, তখন

তার মুখ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত আসামীর মতন রক্তশূন্য ফেকাশে হ'য়ে পড়্‌ল, সে বিস্মিত চকিত দৃষ্টিতে তার পিতার মুখের দিকে তাকালো।

রাজা বাহাদুর তাঁর কন্যার মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমি তাকে কোনো কথা দিই নি। তোমার সম্মতিই যে একমাত্র আবশ্যক, তা আমি তাকে স্পষ্ট ব'লে দিয়েছি। তুমি জানো মেনা, আমাদের অবস্থা এখন কী দারুণ সঙ্কটে এসে ঠেকেছে। এই দলিলগুলি যদি আমি ফেরত পাই তা হ'লে কেবল যে ঋণের দারুণ ও দুর্ব্বহ দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাই তাই নয়, পিতৃপিতামহের জমিদারীটাকেও ফিরে পেতে পারি। কিন্তু এই পরম লাভের চেয়েও আমার পরম কামনার বস্তু তোমার সুখ ও তোমার আনন্দ। তুমি যদি স্বেচ্ছায় পুণ্ডরীকাক্ষকে বিবাহ কর্‌তে সম্মত হও তা হ'লেই আমি এগুলি নেবো; অন্যথা আমি এগুলি পুণ্ডরীকাক্ষকে ফিরিয়ে দেবো, তা তাকে আমি ব'লে দিয়েছি। এ সম্বন্ধে তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে তুমি জেনো, এবং তোমার এতটুকু অনিচ্ছা থাকলে আমাকে বল্‌তে দ্বিধা কোরো না।

রাজা বাহাদুর কন্যার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করলেন। মেনা গম্ভীর হ'য়ে কিছু বলি-বলি ক'রেও কথা বল্‌তে পার্‌ছে না দেখে রাজা বাহাদুর আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—তুমি বেশ ক'রে বিচার ক'রে দেখে তবে আমাকে তোমার অভিমত জানিও। তোমার সঙ্গে কুমীরখালির জমিদার কন্দর্পকুমারের বিবাহের কথা অনেক দিন থেকে হ'য়ে আছে, তার সঙ্গে তোমার একবার দেখাও হয়েছিল। তুমি যদি তাকে মনে মনে কল্পনাতেও স্বামী মনে ক'রে থাকো, অথবা তাকে স্বামীবোধে ভালোবেসে থাকো, তাও আমার কাছে বল্‌তে দ্বিধা কোরো না। রবি-বাবু বলেছেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা কোনো লোককে

স্বামী ব'লে ভালোবাসে না, তারা ভালোবাসে তাদের মনের মধ্যেকার স্বামীনামক আইডিয়াটাকে, ধারণাটাকে! এই-রকম ভালোবাসা তিনি দেখিয়েছেন তাঁর নৌকাডুবি উপন্যাসে কমলার চরিত্রে, আর যোগাযোগ উপন্যাসে কুমুদিনীর চরিত্রে। তুমি যদি সেই রকম ভাবে কন্দর্পকে মনে মনে পতিত্বে বরণ ক'রে থাকো, তবে সে-ই তোমার পতি হবে। কিন্তু যদি তোমার মন মুক্ত থাকে, তবে তুমি বিচার ক'রে দেখো এই দুজনের মধ্যে কে তোমার কাছে অধিক বরণীয় ব'লে মনে হয়।

মেনা মাথা নত ক'রে অতি মৃদু স্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি এঁদের দুজনের কাউকেই মনে কখনো স্থান দিই নি। আমি বরাবর এই স্থির ক'রে রেখেছি তুমি আমাকে যার হাতে সম্প্রদান কর্‌বে, সেই হবে আমার স্বামী, আমি তাকেই ভালোবাস্‌তে চেষ্টা করব, যদি ভালোবাসা দিতে না পারি তবে স্ত্রীর কর্ত্তব্য যাতে একটুও ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার দিকে সর্ব্বদা অবহিত হ'য়ে থাকব। তুমি যদি চিন্তামুক্ত হও তবে আমি স্বচ্ছন্দে এঁকে বিবাহ কর্‌তে পার্‌ব। যদি আমার সম্মতির উপর তোমার চিন্তা মোচন হওয়া নির্ভর করে তবে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জেনো। আমি তো কুমীরখালির জমিদারকে মাত্র একদিন দেখেছিলাম, সে কত দিন আগে; আর এঁকে তো আমি কত দিন থেকে আলাপ হবার আগে থেকেই দেখ্‌ছি, তার পরে আলাপ পরিচয়ও হয়েছে। এঁর হাতে যদি তুমি আমাকে সম্প্রদান করো, তাতে আমার আপত্তি হ'তে পারে না। আমি কি বাবা, কখনো তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করেছি?

রাজা বাহাদুর মেনার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। মেনা ধীরে ধীরে পিতার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াল। রাজা বাহাদুর কন্যাকে সস্নেহে

আবেষ্টন ক'রে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—তুমি আমার অতিশয় পিতৃভক্ত মেয়ে এ আমি জানি ব'লেই তো ভয় হয় পাছে আমার ইচ্ছা তোমার উপর চাপিয়ে তোমাকে আমার ইচ্ছার কাছে বলি দিয়ে বসি।

মেনার চোখে জল এলো। সে বাষ্পাকুল কণ্ঠে বল্‌লে—না বাবা, তুমি আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না। তুমি আমার জন্যে যা ব্যবস্থা কর্‌বে তাই আমার শুভাশীর্ব্বাদ হবে।

রাজা বাহাদুর কন্যার বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা হ'লে কি আমি পুণ্ডরীকাক্ষকে এই শুভসংবাদ দিয়ে তাকে সুখী কর্‌তে পারি ?

মেনার কণ্ঠ থেকে অতি ক্ষীণ স্বর শোনা গেল—হ্যাঁ।

রাজা বাহাদুর ঋণদায় থেকে অব্যাহতি ও কন্যারও বিবাহের ব্যবস্থা একসঙ্গে হ'য়ে গেল দেখে আনন্দিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তিনি মনে কর্‌লেন যে, মেনার যে গাম্ভীর্য্য, তা পিতার কাছে কন্যার লজ্জা ও সঙ্কোচের আবরণ মাত্র, তার গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে ধনশালী লোকের একেশ্বরী গৃহিণী হবার সৌভাগ্যে তার অন্তর নিশ্চয়ই আনন্দিত হচ্ছে। তিনি এও ভাব্‌লেন যে, কুমীরখালির জমিদার কন্দর্পের সঙ্গে এনার বিবাহ দিলেও চল্‌বে।

মেনা পিতার কাছ থেকে ফিরে এল।

এনা এতক্ষণ যেন প্রাণ হাতে নিয়ে প্রতি মুহূর্ত্ত গুণে গুণে মেনার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা কর্‌ছিল। মেনা যখন ফিরে এল, সে দৌড়ে এল দিদিকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে ব্যাপার কি, কেন পুণ্ডরীকাক্ষ তাদের বাবার কাছে এসে মাথা নীচু ক'রে চ'লে গেল, কেন সে তাদের সঙ্গে দেখা না ক'রেই আজ চ'লে গেছে ; আর কেনই

বা তাদের পিতা তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং এতক্ষণ তাকে কি-ই বা বল্‌লেন। কিন্তু সে এসেই কথা বল্‌তে গিয়ে দিদির মুখের দিকে চেয়ে থম্‌কে গেল, সে দিদির মড়ার মতন সাদা ফেকাশে মুখ দেখেই চম্‌কে উঠ্‌ল এবং সে সঙ্কল্পিত প্রশ্ন কর্‌তে ভুলে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দিদি, দিদি, কি হয়েছে? কোনো বিপদ হয়েছে না কি? তোমার কি কোনো অসুখ কর্‌ছে? তোমার মুখ অমন পাঙাশ বর্ণ হয়েছে কেন?

মেনা হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌লে এবং তার সেই চেষ্টা এমন করুণ দেখাল, যে, এনা শিউরে উঠ্‌ল। মেনা বল্‌লে—না, কোনো মন্দ খবর নেই, বরং শুভসংবাদই আছে। পুণ্ডরীক-বাবু বাবার সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে সেই সমস্ত খত আর দলিল বাবাকে ফেরত দিয়ে গেছেন, অমনি। তাঁর এই মহাদানের বদলে বাবা তাঁকে প্রতিদানে কিছু নিতে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি আমাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছেন।

এনার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো, সে একবার চম্‌কে উঠে স্তব্ধ হ'য়ে এক মুহূর্ত্ত মেনার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, সে নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না, সে মেনার কথা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিল না, সে মনে কর্‌তে পার্‌ছিল না যে, পুণ্ডরীকাক্ষ কখনো এমন অসম্ভব কথা বলেছে। তার প্রথমে মনে হ'লো, নিশ্চয় তার দিদি তাকে নিয়ে রহস্য কর্‌ছে, পুণ্ডরীকাক্ষ তাকেই বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব ক'রে গেছে, তার দিদি তাকে নিয়ে একটু রঙ্গ কর্‌বার জন্য প্রকৃত তথ্য চেপে রেখে বল্‌ছে যে, আমাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়েছে। সে হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা কর্‌ছিল, কিন্তু দিদির ম্লান গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে সে ব্যাপারটাকে তত লঘু কর্‌তে পার্‌লে না। সে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দুঃসংবাদ

শ্রবণের প্রথম শক্‌টা কাটিয়ে উঠে গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা কর্‌লে—দিদি, সত্যি ?

মেনা করুণ ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লে—হ্যাঁ ভাই, সত্যি ।

এনা আবার এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বল্‌লে—তা বাবা কি তাকে কথা দিয়েছেন !

মেনা বল্‌লে—না, এখনো কথা দেন নি । আমাকে মত জিজ্ঞাসা ক'রে তাকে শেষ জবাব দেবেন ব'লে আমাকে ডেকেছিলেন ।

এনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি কী বল্‌লে ?

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে এনা যেমন ব্যগ্র আগ্রহে দিদির মুখের দিকে চেয়ে রইল, তাতে মনে হলো যেন এই উত্তরটির উপর তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে ।

মেনা ভগিনীর মুখের দিকে তাকাতে না পেরে অন্য দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—বাবার দুশ্চিন্তা দূর হবে, তিনি ঋণমুক্ত হবেন, এইজন্যে আমি স্বীকার করেছি ।

এনা অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—আর বাবার উপর দরদ দেখিয়ে নেকা সাজ্‌তে হবে না । তোমার মনে মনে ইচ্ছে ছিল তা বল্‌তে আর লজ্জা কেন ! আমি এ তো অনেক দিন আগেই জান্‌তাম । শুধু তো বাবাকে সুখী করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও তো সুখী হবে । কিন্তু তোমার কুমীরখালি যে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক্‌বে, তার কপালে কী ব্যবস্থা কর্‌লে ? সম্মার্জ্জনী ? সেদিন যে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখে এসেছ, তাতে তো বাবার উপর দরদের ঔদার্য্য উছ্‌লে উঠ্‌বেই !

মেনার বুক ফেটে কান্না আস্‌ছিল । সে যে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত আহ্বানে বিপুল ও অসামান্য আত্মত্যাগ ক'রে এসেছে, তারই বেদনায়

তার সমস্ত অন্তর তখনও টনটন করছিল। সে মনে করেছিল তার একমাত্র সহচরী সখী বন্ধু ও ভগিনী এনার কাছে মনের বেদনার সান্ত্বনা পাবে; কিন্তু তার পরিবর্ত্তে এ কী কঠোর নিষ্ঠুর আঘাত এল তার কাছ থেকে! মেনা একেবারে মর্ম্মাহত হ'য়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে নিজের ঘরে গিয়ে লুকাল। সে আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানার উপর ব'সে পড়ল, এবং শূন্য দৃষ্টিতে একদিকে চেয়ে রইল যেন সে কঠিন আঘাতে হতচেতন হ'য়ে পড়েছে। সে আজ বড় একাকিনী, বড় অসহায়া!

এনাও দৌড়ে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানার উপর উপুড় হ'য়ে পড়ল, এবং বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করতে চেষ্টা করতে লাগল।

আর সেই সময় পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের পত্র পেয়ে শঙ্কা-কম্পিত হস্তে খাম উন্মোচন ক'রেই যখন দেখলে যে, মেনা তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত হ'য়েছে, এবং রাজা বাহাদুরও তাতে সম্মতি দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে পাঠিয়েছেন, তখন তার আনন্দের আবেগ এমন প্রবল হ'য়ে উঠেছিল যে, সে তা আর অন্তরে ধারণ ক'রে রাখতে পারছিল না, সেই অসহ্য আনন্দে সে তখনই ভগবানের কাছে মাটিতে লুণ্ঠিত হ'য়ে প্রণাম করলে, এবং প্রথম আনন্দের প্রবল আঘাত একটু সামলে নিয়ে সে গিয়ে বসল তার পূজার ঘরে, পূজার আসনে। আজ আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় তার সমস্ত দেহ-মন ভগবানের দয়ার সম্মুখে লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল।

তেরোর পরিচ্ছেদ

"যাহা চাই তাহা ভুল ক'রে চাই,

যাহা পাই তাহা চাই না।"

পরদিন বিকালে নিয়মিত সময়ে পুণ্ডরীকাক্ষ আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে বেড়াতে এল। কাল যখন সে রাজা বাহাদুরের সম্মতি-পত্র পেয়েছিল, তখন থেকে আজ বিকাল পর্য্যন্ত সে যে কী নিদারুণ কষ্টকর ধৈর্য্য ও সংযম অবলম্বন ক'রে থেকেছে তা তার অন্তর্যামীই জানেন। তার কেবলই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে ছুটে এসে মেনার চরণধূলায় অবলুণ্ঠিত হ'য়ে নিজের হৃদয়ের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। কিন্তু তখনই এলে পাছে সে কোনো অধীরতা প্রকাশ ক'রে মেনার অসন্তোষ উৎপাদন ক'রে ফেলে, এই ভয়ে সে অনেক দেরী ক'রে মনের আনন্দ অনেকখানি পরিপাক ক'রে তবে এসেছে। সে প্রথমে গিয়েই রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করলে। তিনি হেসে উঠে-দাঁড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করলেন. এবং কোলাকুলি ক'রে তাকে বললেন—যাও তুমি ওপরে যাও, মেনারা আছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ এতদিন এই বাড়ীতে আসছে, মেনাকে দেখলেই তার প্রতি সম্ভ্রমে ও সম্মানে সে এমন অভিভূত হ'য়ে পড়েছে যে, সে তার সঙ্গে কখনোই ভালো ক'রে মুখ তুলে মন খুলে কথা বলতে পারে নি। মেনা না থাকলে সে এনার সঙ্গে পরিহাস রঙ্গ-রসিকতা করেছে, মেনা এলেই তার মুখ বন্ধ হ'য়ে গেছে। আজ তো মেনার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে তার রীতিমত হৃৎকম্প হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল,

তার এই বিবাহের প্রস্তাবে মেনা দেবী না জানি তাকে কী মনে কর্‌ছেন, না জানি তিনি তাকে কি লোভী উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে কর্‌ছেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ দুরুদুরু-কম্পিত হৃদয়ে এক একটি ক'রে গুণে গুণে সিঁড়ি উঠে উপরে এল। অন্যদিন এনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, পুণ্ডরীকাক্ষ গেটের কাছে এলেই সে হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে ডেকে নেয়, তার হাসিমুখ দেখে সে সাহস পেয়ে এতদিন মেনার দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে আস্‌তে পেরেছে। আজ যখন সবচেয়ে এনার সাহায্যের ও সমর্থনের আবশ্যক ছিল, সেই দিনেই এনা কোথায় লুকালো ? এনা তো আজ বারান্দায় উপস্থিত নেই ?

পুণ্ডরীকাক্ষ পা ঘ'সে ঘ'সে সমস্ত বারান্দাটা একবার এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত বেড়াল, কিন্তু বৈঠকখানাগুলির কোনো ঘরেই কাউকে দেখ্‌তে পেলে না। কোনো চাকরকেও দেখ্‌তে পায় না যে, খবর দেবে। আর খবর দেবেই বা কাকে ? এনার পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত তো সে মেনার সম্মুখীন হ'তেই পার্‌বে না, সন্নিহিত হওয়া তো দূরে থাক্।

আজ এনা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সে কিছুতেই পুণ্ডরীকাক্ষের সাম্‌নে যাবে না, তার সঙ্গে কথা বল্‌বে না, সেদিকে তাকিয়েও দেখ্‌বে না, সে আজ ঘর থেকে বাইরেই যাবে না। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষের আস্‌বার নির্দ্দিষ্ট সময়টি যত কাছিয়ে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, এনার অস্বস্তি ও উস্‌খুস্‌নি তত বাড়্‌তে লাগ্‌ল। তবু সে বিছানা আঁক্‌ড়ে প'ড়ে রইল, কঠোর ও কঠিন হবে এই প্রতিজ্ঞা তো সে করেছে, এবং সেই প্রতিজ্ঞা তাকে রাখ্‌তে তো হবে। অল্প কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পরই তার মনে হ'তে লাগ্‌ল যেন সে এক যুগ অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। তখন সে ছট্‌ফট্ করতে করতে বিছানায় উঠে বস্‌ল !

একবার দিদির ঘরের দিকে কান পেতে শুন্‌তে চেষ্টা কর্‌লে তার দিদির ঘর থেকে কোনো শব্দ আস্‌ছে কি না। অনেকক্ষণ কান পেতে থেকেও সে সাড়া শব্দ শুন্‌তে পেলে না। তখন তার মনে হ'লো যে, নিশ্চয় এতক্ষণ পুণ্ডরীকাক্ষ এসেছে, আর তার দিদি গিয়ে তার সঙ্গে আলাপে রত হয়েছে! এই কথা মনে হ'তেই রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্ব'লে উঠ্‌ল, সে তড়াক ক'রে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দিদির ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে ঘরের দরজা খোলা; আবার কান পেতে শুন্‌লে—ঘরে মানুষ থাকার কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তখন তার সন্দেহ রইল না যে, আজ তার দিদি তাকে না ডেকেই অভিসারে যাত্রা করেছে! তবু একবার সন্দেহ ভঞ্জন কর্‌বার জন্য সে তার দিদির ঘরের কাছে গিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখ্‌লে তার দিদি কাপড়-চোপড় প'রে বিছানার উপর নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে আছে। সে ব্যঙ্গ-কটু স্বরে বল্‌লে—কি গো! বাসকসজ্জা নাকি? সখি, শ্যাম না এল!

মেনা যেমন স্থির নিস্পন্দ হয়ে ব'সে ছিল, তেমনি তার কোলের উপর দুখানি হাত জোড় ক'রে ব'সে রইল, এনার দিকে ফিরে তাকালে না, বা কোনো কথা বল্‌লে না, অথবা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেল্‌লে না। সে বোধ হয় তার জীবন-বিধাতার কাছে করুণা ভিক্ষা কর্‌ছিল, এই ভয়ঙ্কর আত্মত্যাগের উপযুক্ত বল প্রার্থনা কর্‌ছিল। তার প্রতিক্ষণেই মনে হচ্ছিল এইবার পুণ্ডরীকাক্ষ আস্‌বে এবং তার সঙ্গে সে পত্নীভাবে কথা বল্‌বে, তাকে তার ভাবী পত্নী মনে ক'রে সে কত প্রেম-বচন বল্‌বে। কিন্তু সেইসব বাক্য সহ্য করার ও প্রসন্ন মনে গ্রহণ কর্‌বার মতন মনের অবস্থা তো তার সে প্রস্তুত ক'রে তুল্‌তে পারে নি। সে তার বাবার কাছে বলেছে বটে যে, সে যাকেই পতিরূপে

গ্রহণ কর্‌বে তাকেই সে ভালোবাস্‌তে চেষ্টা কর্‌বে, আর ভালো যদি না বাস্‌তে পারে তবু তার পত্নী-কর্ত্তব্যের কোনো ত্রুটি হবে না ; কিন্তু এখন রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হবার সময় তার তো সাহস হচ্ছিল না, তার কেবলি মনে হচ্ছিল যদি তার মন প্রসন্ন হ'য়ে কর্ত্তব্য সম্পাদনও না কর্‌তে পারে! সে আরও বুঝ্‌তে পার্‌ছিল যে, এনা পুণ্ডরীকাক্ষকে ভালোবেসেছিল, তাই সে তার প্রতি হিংসায় তার উপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে তার সঙ্গে রূঢ় আচরণ কর্‌ছে ; এতে সে ভগিনীর প্রতি একটুও রুষ্ট হচ্ছিল না, বরং তার মন মমতায় আর তার প্রতি সমবেদনায় ভ'রে উঠ্‌ছিল। সে দিদি হ'য়ে বোনের আশা ও ভালোবাসাকে যে আঘাত করেছে তার প্রতি-আঘাত সে সহ্য কর্‌তে বাধ্য এবং এনা তার উপর ক্রুদ্ধ হ'লে হয় তো শীঘ্র পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতিও বিরূপ হ'য়ে যাবে, এই মনে ক'রে মেনা বোনকে কোনো সান্ত্বনার বাক্য বল্‌তে পার্‌ছিল না, অথবা তাকে বল্‌তে পারছিল না যে, সে কতখানি অনিচ্ছাতে কেবল তার পিতার দিকে চেয়ে এই প্রেমশূন্য বিবাহে সম্মতি দান করেছে। সে মনে কর্‌ছিল সে যতই কেন বুঝিয়ে বলুক না, এনা তাকে ভুল বুঝ্‌বেই, অতএব তাকে বুঝিয়ে কোনো ফল নেই। আরও সে এখন এমন সঙ্কট অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছিল যে, সে কথা বল্‌তে সাহস কর্‌ছিল না, সে এখন কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লে কথার বদলে হয় তো তার চোখের জলই ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়্‌বে।

মেনাকে নিরুত্তর নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে দেখে এনার অন্তর আরো জ্ব'লে উঠ্‌ল—সে ব'লে উঠ্‌ল—ইস্‌ দারুণ বিরহ যে।

কন্ত পাহুন বিরহ দারুণ,
সঘনে খর শর হন্তিয়া।

মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকী,
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

মেনার চোখ ফেটে জল পড়্‌তে চাইছিল, তার ইচ্ছা কর্‌ছিল সে ছুটে গিয়ে বোনের গলা ধ'রে কেঁদে তাকে নিষ্ঠুর হ'তে নিষেধ করে। কিন্তু সে মনকে দৃঢ় পাথর ক'রে স্থির হ'য়ে ব'সেই রইল। ভগিনীর কটু শ্লেষবাক্যে তার অন্তর শোণিতাপ্লুত হ'য়ে উঠ্‌ছিল কিন্তু সে বাহিরে কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ কর্‌লে না।

দিদিকে আঘাত ক'রেও তার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে এনা অধিকতর ক্রুদ্ধ হ'লো এবং পুণ্ডরীকাক্ষ এখনো কেন এল না, এই জান্‌বার আগ্রহও দুর্ণিবার হ'য়ে উঠ্‌ল। সে মেনাকে আর কিছু না ব'লে চ'লে গেল পুণ্ডরীকাক্ষ এসেছে কি না দেখ্‌তে।

এনা যখন পূর্ব্ব দিকের বারান্দায় এল, তখন পুণ্ডরীকাক্ষ পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে বারান্দার দক্ষিণ ধারে চ'লে গিয়েছিল। বারান্দার বাঁক ঘুরে গিয়েছিল ব'লে সে এনাকে অথবা এনা তাকে দেখ্‌তে পেলে না। এনা এসে দুই বৈঠকখানায় অথবা বারান্দায় কাউকে না দেখে, বারান্দার যে কোণটিতে দাঁড়ালে গেটের ফাঁক দিয়ে রাস্তার খানিকটা আর পুণ্ডরীকাক্ষের বাড়ীর একটু অংশ দেখা যায় সেইখানটিতে গিয়ে দাঁড়াল। সে উন্মুখ হ'য়ে দেখ্‌ছে। পুণ্ডরীকাক্ষ পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে তার পিছনে এসে উপস্থিত হ'লো। পিছনে পদশব্দ শুনেই এনা যেমন পিছন ফিরে দেখেছে অমনি তার সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষের হাসিমুখের মুখোমুখী সাক্ষাৎ ঘ'টে গেল। লোকে চুরি কর্‌তে গিয়ে হঠাৎ ধরা পড়্‌লে যেমন ক'রে চম্‌কে ওঠে, অন্ধকার রাত্রে একলা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে ভূত দেখেছি মনে ক'রে লোকের যেমন গা কেঁপে ওঠে,

এনার তেমনি ভাব হ'লো। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পলায়ন করবার জন্য পিছন ফিরে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

পুণ্ডরীকাক্ষ এনার মুখ চোখ আর তার বিনা বাক্যব্যয়ে প্রস্থানের উপক্রম দেখেই বুঝ্‌লে যে, কী একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তথাপি সে পূর্ব্ববৎ রসিকতা করবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লে—ক্রোধং দেবি সংহর সংহর! ভক্তের প্রতি বিমুখী হবেন না!

অপরাধ করিয়াছি—

হুজুরে হাজির আছি।

এনা চট্ ক'রে ফিরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কঠোর দৃষ্টিতে পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে চেয়ে কঠোর স্বরে বল্‌লে—যিনি ভুজপাশে বান্ধি দিবে দণ্ড তাঁকে ডেকে দিচ্ছি। ভীষ্ম তো ইচ্ছামৃত্যু স্বীকারই করেছেন, আর আপনার সাম্‌নে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে বাণ নিক্ষেপের আবশ্যক হবে না!

এনা যেমন চট্ ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি চট্ ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্ষিপ্র পদে সেখান থেকে চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিহ্বল হ'য়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

এনা গিয়ে দিদিকে কটু রূঢ় শ্লেষদিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—দিদি, তোমার শ্যাম নাগর যে এসেছেন, কেলিকদমের তলে রাধা রাধা ব'লে বাঁশি বাজাচ্ছেন। যাও, এইবার অভিসারে বেরিয়ে পড়।

এই কথা বল্‌তে বল্‌তে তার চোখের জল উপ্‌চে উঠ্‌ল, সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে গিয়ে নিজের ঘরে বিছানার উপর মুখ চেপে শুয়ে পড়্‌ল।

মেনা তবু নড়্‌ল না। কে যেন তাকে মন্ত্র প'ড়ে পাষাণে পরিণত ক'রে দিয়েছে এবং তাতে তার জীবনীশক্তি স্তম্ভিত আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছে

পুণ্ডরীকাক্ষ বেচারা আবার অনেকক্ষণ পায়চারী ক'রে ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌ল ; প্রতি মুহূর্ত্তেই সে আশা কর্‌ছিল যে, এইবার মেনা বা এনা আস্‌বে, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তই তাকে নিরাশ ক'রে অতীত হচ্ছিল। প্রতীক্ষার সময় বড় দীর্ঘ দুঃসহ বোধ হয়। একটি মিনিট প্রতীক্ষা করার পর পুণ্ডরীকাক্ষের মনে হচ্ছিল সে যেন যুগযুগান্ত সেখানে হত্যা দিয়ে প'ড়ে আছে, দেবতার প্রসন্নতার প্রতীক্ষায়, কিন্তু দেবতার দয়া পাওয়ার তো কোনো পরিচয়ই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সে কি ফিরে যাবে, না কাউকে দিয়ে আবার এনাকে বা মেনাকে খবর দেবে ? চুপিচুপি চোরের মতন তার পালিয়ে যেতে লজ্জাও কর্‌ছিল, আবার এনার রকম আর ব্যবহার দেখে তার অপেক্ষা কর্‌তেও লজ্জা আর ভয় দুইই হচ্ছিল।

এমন সময় তার সৌভাগ্যক্রমে একজন চাকর সেইখানে এসে উপস্থিত হ'লো, সে বৈঠকখানার আস্‌বাবের ধূলা ঝাড়্‌বে। তাকে দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—ওহে, দেখ, বড় দিদিমণিকে গিয়ে একবার বলো যে, পুণ্ডরীকাক্ষ-বাবু এসেছে।

ভৃত্য ঘর-ঝাড়া ছেড়ে চ'লে গেল। সে মেনার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বাইরে থেকে ডেকে বল্‌লে—দিদিমণি, সাম্‌নের মার্ব্বেল-বাড়ীর বাবু এসেছে।

চাকরেরা পুণ্ডরীকাক্ষকে মার্ব্বেল-বাড়ীর বাবু বলে, তারা তার উৎকট নাম উচ্চারণ কর্‌তে পারে না।

চাকর দিয়ে ডাক এসেছে ! তা হ'লে স্বামিত্বের স্বত্ব অধিকার সাব্যস্ত হ'য়ে গেছে, চাকর দিয়ে হুকুম পাঠানো হ'য়েছে ! আর অবহেলা করা তা হ'লে চল্‌বে না ! এই ভেবে মেনা ধীরে ধীরে উঠ্‌ল, এবং পুতুল-বাজীর পুতুলের মতন যেন অপরের হাতের সূতার টানে চল্‌তে লাগ্‌ল।

মেনা যখন এসে পুণ্ডরীকাক্ষের সাম্‌নে দাঁড়াল, তখন তার মুখের দিকে তাকিয়েই পুণ্ডরীকাক্ষ শিউরে উঠ্‌ল, এ কী মেনা ? না, এ মেনার ভূত ? না, এ মেনার মর্ম্মর-মূর্ত্তি ? এক রাত্রির মধ্যে মেনার মধ্যে কী ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘ'টে গেছে। মেনা স্বভাব-গম্ভীরা স্বল্পভাষিণী। কিন্তু তার চেহারার মধ্যে এমন একটি উজ্জ্বল শোভন শ্রী ছিল যে, তাকে দেখ্‌লেই মন মুগ্ধ হ'য়ে যেত, তার নির্ব্বাক সান্নিধ্যও ছিল চিত্ত-রসায়ন ! কিন্তু এক রজনীর মধ্যে কোন্‌ রাক্ষস যেন তার প্রাণ-রস নিঃশেষে শোষণ ক'রে পান ক'রে নিয়েছে ! পুণ্ডরীকাক্ষ স্তম্ভিত হ'য়ে চিত্রার্পিতের মতন দাঁড়িয়ে রইল, সে যে এখনই মেনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, সে যে আজ মেনাকে তার সৌভাগ্যের জন্য অন্তরের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে পূজা করবে ব'লে পরম আনন্দে এখানে এসেছিল, তা ভুলেই গেল। মেনার মূর্ত্তি দেখে তার আর কোনো উৎসাহ অবশিষ্ট রইল না। মেনা তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তথাপি সে তাকে একটা শিষ্ট বাক্যও বল্‌তে পারলে না।

মেনা এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে তারই হুকুমে, অথচ পুণ্ডরীকাক্ষ তার সঙ্গে কোনো কথা বলে না, কেবল বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এই অবস্থায় মেনা অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করতে লাগ্‌ল। সে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা ক'রে থেকে শেষে বল্‌লে—আসুন, ঘরে এসে বসুন।

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলে এতদিন হাতে স্বর্গ পেত, আনন্দে আত্মহারা হ'তো, স্বর্গের অপ্সরার স্বর কানে এল মনে করত। কিন্তু আজ এ কি মেনার স্বর সে শুন্‌লে ? তার মনে হ'লো যেন কোনো অশরীরী আত্মা পরলোক থেকে কথা কইলে, এবং সে স্বর যেন কান্নার সাগর সাঁতার দিয়ে পার হ'য়ে এল।

মেনা পুণ্ডরীকাক্ষকে আহ্বান ক'রে আরও এক মুহূর্ত্ত তার সাম্‌নে স্থির নির্ব্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ; কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ কোনো কথা বলে না, বা নড়ে না দেখে, সে আস্তে আস্তে ফিরে বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে এবং একাকিনী সেই ঘরের মাঝখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুণ্ডরীকাক্ষের সংজ্ঞা ফিরে এল। সে অপরাধীর মতন ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে প্রবেশ কর্‌লে এবং সেও গিয়ে নীরবে প্রকাণ্ড হল-ঘরের মাঝখানে মেনার থেকে কিছু দূরে দাঁড়াল। তখন আবার মেনাকেই বল্‌তে হ্‌লো—বসুন।

এইবার পুণ্ডরীকাক্ষ কথা বল্‌তে পার্‌লে। সে বল্‌লে—আজ্ঞে, আগে আপনি বসুন।

এই কি প্রণয়িনী ও ভাবী পত্নীর সঙ্গে প্রেম-সম্ভাষণ? কথা ব'লেই পুণ্ডরীকাক্ষের নিজের কানেই বিশ্রী শোনাল। এমন সসম্মান অভিভাষণ মেনারও কাছে বিসদৃশ ঠেক্‌ল।

মেনা বস্‌ল। পুণ্ডরীকাক্ষও দূরে তটস্থ ভাবে বস্‌ল। আবার কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়েই চুপ।

মেনা দু-দুবার কথা বলেছে আগে। কাজেই, এবার পুণ্ডরীকাক্ষ তার মনের সমস্ত সাহস সঞ্চয় ক'রে ব'লে ফেল্‌লে—আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ ক'রে আমার মর্ম্মর-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'তে স্বীকার করেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য, আমার জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার পরিপক্ক ফল!

পুণ্ডরীকাক্ষ কবিত্ব ক'রে মর্ম্মের-মন্দির বল্‌বে স্থির করেছিল, কিন্তু বল্‌তে গিয়ে সে-কথা তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হ'লো না, সে ল্‌লে মর্ম্মর-মন্দির!

মেনার মুখের কোনো ভাবান্তর উপস্থিত হ'লো না। বিবাহের আলোচনায় তরুণীর মুখে চোখে গণ্ডে গ্রীবায় ব্রীড়ার লালিমা খেলা ক'রে গেল না। সে মড়ার মতন ফেকাশে মুখে বল্লে—বাবা আমাকে আপনার ইচ্ছার কথা বল্ছিলেন, আর বাবারও ইচ্ছা ....

মেনার কণ্ঠস্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল, কথা আর শেষ হ'লো না।

কিন্তু মেনা যা বলেছে তাতেই পুণ্ডরীকাক্ষের মনে মহা খট্‌কা লেগে গেল। মেনা বল্লে "আপনার ইচ্ছা", "বাবার ইচ্ছা"! আর তার নিজের ইচ্ছা কোথায় গেল? যেটা সর্ব্বপ্রধান, সেটারই কোনো সন্ধান নেই! তখন পুণ্ডরীকাক্ষের মনে পড়্‌ল এনার কথা —ভীষ্ম তো ইচ্ছামৃত্যু স্বীকার করেছেন...তবে কি মেনার এই বিবাহে সম্মতি দান তার ইচ্ছামৃত্যু! তার পিতাকে ঋণমুক্ত ক'রে দেবার জন্য তার আত্ম-বলিদান! এই সম্ভাবনা মনে হ'তেই পুণ্ডরীকাক্ষ শিউরে উঠ্‌ল। শেষে সে কি যাকে ভালোবেসেছে, তাকে দুঃখ দিয়ে তার অনিচ্ছাতে তাকে বন্দিনী কর্‌তে যাচ্ছে!

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনার কথার উত্তরে অনেক কথাই বল্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিল, কিন্তু সে কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না, সে চুপ ক'রে মাথা নত ক'রে ব'সে রইল।

মেনা পুণ্ডরীকাক্ষকে নীরব দেখে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। পুণ্ডরীকাক্ষও মেনাকে নীরব দেখে অস্বস্তি অনুভব কর্‌ছিল। তখন তারা উভয়েই আকাঙ্ক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল যে, এনা বা রাজা বাহাদুর বা একটা কোনো চাকরই হোক, কেউ একজন সেই ঘরে আসুক, এবং তাদের মধ্যে যে দুস্তর বরফ জ'মে উঠেছে, তা একটু গলিয়ে দিয়ে যাক্। তাদের দুজনের মধ্যে যেন দুরুত্তীর্য্য অশ্রু-লবণাক্ত সমুদ্র

ব্যবধান, তা উত্তীর্ণ ক'রে দেবার জন্য কেউ একজন সেতু হ'য়ে আসুক!

তাদের উভয়ের সৌভাগ্য-বশতঃ তাদের পরিত্রাণ এসে উপস্থিত হ'লো, সিঁড়িতে রাজা বাহাদুরের জুতার শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌ল। উভয়েই এবার যেন অনেকক্ষণ দম বন্ধ ক'রে থাকার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল।

রাজা বাহাদুর অন্য দিন অপেক্ষা আজ খুব বেশি চটি জুতার শব্দ কর্‌তে কর্‌তে সিঁড়ি উঠ্‌ছেন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে। তাঁর চটি জুতা জোড়া যেন বল্‌তে বল্‌তে আস্‌ছে—চক্কবাঅ-বহু আমন্তেহি সহচরং, ণং উঅৎথিদা রঅণী! হে চক্রবাক-বধূ, এই সময়ে সহচরের সহিত সম্ভাষণ শেষ ক'রে নেও, এই যে রজনী এসে উপস্থিত হ'লো!

রাজা বাহাদুর মনে কর্‌ছেন যে, পুণ্ডরীকাক্ষ অনেক ক্ষণ উপরে গেছে, তার সঙ্গে মেনার এত ক্ষণে অনেক আলাপ হয়েছে, আর হয় তো বা এনাও তাদের মিলন-সভায় উপস্থিত আছে, তাই তিনি তাদের সকলকে একত্র দেখে খুশী হবেন মনে ক'রে উপরে আস্‌ছেন। তথাপি যদি এনা প্রণয়ীদের মিলন-সভায় উপস্থিত না থাকে, সেইজন্য সাবধানতা অবলম্বন ক'রে তিনি পদশব্দ কর্‌তে কর্‌তে সিঁড়িতে উঠ্‌ছেন।

মেনা আর পুণ্ডরীকাক্ষের মনে হ'তে লাগ্‌ল রাজা বাহাদুর বড় বেশি বিলম্ব কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছেন. তিনি সত্বর এসে ঘরে প্রবেশ কর্‌লে তারা যেন শান্তি পায়।

রাজা বাহাদুর ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লেন। তিনি দেখ্‌লেন, সেখানে কেবল মেনা আর পুণ্ডরীকাক্ষ পরস্পর থেকে অনেক দূরে দূরে ব'সে আছে, এনা নেই। তিনি ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বল্‌লেন—

তোমরা একলা আছ, আমি মনে করলাম এনাও আছে বুঝি। এনা কই?

রাজা বাহাদুর যেন কন্যা ও ভাবী জামাতার আলাপ ও প্রণয়-নিবেদনের মধ্যে এসে প'ড়ে একটু অপ্রস্তুত হ'লেন, তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার ছল ক'রে বললেন—দেখি, আমি এনাকে ডেকে আনি!

রাজা বাহাদুর আবার বেরিয়ে চ'লে গেলেন। মেনা আর পুণ্ডরীকাক্ষ আবার একলা।

এবার পুণ্ডরীকাক্ষ কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে কথা বললে। সে মেনাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি আপনার অনিচ্ছাতে কেবল আমাকে সুখী করবার জন্যে আর আমার চরম সৌভাগ্যের পরিচয় দেবার জন্যে সম্মতি দিয়েছেন?

মেনা কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বললে—বাবা আমার সম্মতি চেয়েছিলেন।

এই উত্তরের অর্থ পুণ্ডরীকাক্ষ কী বুঝবে? পিতাকে মেনা তার সম্মতি তো জানিয়ে দিয়েছেই এবং সে সংবাদ তো পুণ্ডরীকাক্ষ মেনার পিতার কাছ থেকে পেয়েছে, তবে আবার তার মেনাকে এ প্রশ্ন করা কেন. এই কথাই কি মেনা তাকে বলতে চাইল, অথবা সে এই বলতে চাইল যে, তার পিতা তার সম্মতি চেয়েছিলেন তাই সে পিতার ইচ্ছার কাছে আপনার স্বাধীনতা বলি দিয়ে সম্মতি দিয়েছে!

রাজা বাহাদুর আবার জুতার শব্দ করতে করতে ফিরে এলেন এবং ঘরে প্রবেশ করবার আগেই বলতে আরম্ভ করলেন যে, "এনার মাথা ধরেছে, সে শুয়ে রয়েছে, চোখ দুটোও খুব লাল হয়েছে দেখলাম। আজকাল খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, আবার জর না হয়!

পুণ্ডরীকাক্ষ বা মেনা কেউ কোনো কথা বল্‌লে না। রাজা বাহাদুর তাদের নীরবতা নব প্রণয়ের প্রথম প্রকাশ্য মিলনের লজ্জা মনে করলেন। রাজা বাহাদুর উপবেশন করলেন। কিন্তু তিনিও খুঁজে পান না কি কথা তুল্‌বেন। অবশেষে তিনি বল্‌লেন—পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি এখনই চ'লে যেও না, জল খেয়ে যাবে। আমি জলখাবার আন্‌তে বলি।

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের কথায় পরিত্রাণের একটা উপায় যেন খুঁজে পেলে, সে তো এখন চ'লে গেলেই বাঁচে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—আজ্ঞে না, এখন আর আমি জল খাব না, আমার একটু কাজ আছে, আমি এখন আসি।

সে নমস্কার করলে। সে যে কাকে নমস্কার করলে, মেনাকে না রাজা বাহাদুরকে, তা ঠিক বুঝা গেল না।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিদায় নিয়ে গেল। কিন্তু অন্য দিনের মতন তার মন আজ আনন্দ-সাগরে সাঁতার দিচ্ছিল না, বরং একটা কিসের অভাব আর বিষাদ তার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল। আজ যে এনা এসে তাদের সভাকে শোভা ও প্রাণ দান করেনি, এই কথাই তার মনে বারংবার প্রবল ও প্রধান হ'য়ে উদয় হচ্ছিল। সে কি মেনার কাছে সহজ সরল ভাবে কোনো দিন কথা বল্‌তে পেরেছে! প্রতিদিন তো এনাই তাদের মধ্যস্থ হ'য়ে তাদের মিলনের সাহায্য করেছে। আজ সেই এনার অনুপস্থিতি তাকে এমন অপদস্থ আর অপ্রস্তুত ক'রে দিলে। সে যদি থাকৃত তবে সে কথা ব'লে রসিকতা ক'রে আসর সরগরম রাখ্‌ত। সেই তো তার সকল বাণীর অধিকারিণী, সেই তো তার মনের কথার প্রকাশিকা, সেই তো তার প্রণয় নিবেদনের প্রতিনিধি! আজ সেই এনা নেই ব'লেই তো এত

বিভ্রাট হ'লো, সে কি ছাই দুটা কথা গুছিয়ে বল্‌তে পারে ? মেনার কাছে গেলেই তো তার মনের কপাট বন্ধ হ'য়ে যায়, কথার খেই যায় হারিয়ে! কিন্তু এনা আজ এল না কেন? সে তো তাকে যখন দেখেছিল তখন তার কোনো পীড়ার লক্ষণ দেখে নি। তার পরে এই অল্প সময়ের মধ্যেই এমন মাথা ধর্‌ল যে, সে আস্‌তে পার্‌লে না। তার সঙ্গে এনার যখন দেখা হয়েছিল তখন এনা তাকে যে-কথা ব'লে গিয়েছিল তা তো অন্যদিনের মতন সরস রসিকতার কথা ব'লে মনে হয় নি, তার মধ্যে যেন একটু তিক্ত আর কটু রসের আস্বাদ সে পেয়েছে। কেন এনার এই উষ্মা ?

পুণ্ডরীকাক্ষ বড় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ী ফিরে চল্‌ল। সে নীচে নেমেই দেখ্‌লে এনা বাগানের মধ্যে একটি মর্ম্মর-বেদিকার উপর গাছের ঝোপের অন্তরালে অৰ্দ্ধ-সমাচ্ছন্ন ভাবে ব'সে আছে। সে এনাকে দেখেই তার দিকে চেয়ে হাস্‌লে, তার মনের ভার যেন অনেকখানি অকস্মাৎ নেমে গেল, তার মন হাল্‌কা বোধ হ'লো।

পুণ্ডরীকাক্ষ হাস্‌লে, কিন্তু এনা তার মুখ ফিরিয়ে নিলে, যদিও সে পুণ্ডরীকাক্ষের যাওয়া দেখ্‌বার জন্যেই বোধ হয় বাগানে গিয়ে বসেছিল, পুণ্ডরীকাক্ষ যাতে তাকে দেখে' না ফেলে এর জন্যে সে যথাসম্ভব আত্মগোপন কর্‌বার প্রয়াসও পেয়েছিল।

পুণ্ডরীকাক্ষ এনার বিমুখতা গ্রাহ্য না ক'রে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং নিকটে গিয়ে বল্‌লে—কি গো ছোট গিন্নি, আজ অধম অধীনের প্রতি অকরুণ কেন ?

এনা কর্কশ স্বরে বল্‌লে—আজ-কাল কোনো ভদ্রলোক বহুবিবাহ করে না! একটি গিন্নিকেই সাম্‌লান, আর ছোট গিন্নিতে কাজ নেই!

এনা হঠাৎ উঠে ফরফর ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ কেমন বিহ্বল হ'য়ে কিছুই বুঝ্‌তে না পারায় গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে নিজের বাড়ীর জঠরের মধ্যে গিয়ে লুকালো।

চৌদ্দর পরিচ্ছেদ

ত্র্যহস্পর্শ

সমস্ত দিন পুণ্ডরীকাক্ষের মনে হচ্ছিল যে, সে যেন কি হারিয়েছে; তার সমস্ত জীবন যেন রসশূন্য হ'য়ে পড়েছে। যত বিকাল হ'য়ে আস্‌ছিল তত তার মনটা অত্যন্ত বিরস বোধ হচ্ছিল। মেনাকে সে লাভ করেছে, এখন তাকে বরণ ক'রে ঘরে আবাহন ক'রে আন্‌লেই হয়। কিন্তু তবু তার চিত্ত কেন প্রসন্ন হচ্ছে না। সে এখন মেনার কাছে যে যাবে, গিয়ে সে কী বল্‌বে! তার সাম্‌নে যে, সে বল্‌বার মতন একটা কথাও খুঁজে পায় না। আগেও সে মেনার সম্মুখে অভিভূত হ'য়ে থেকেছে, কিন্তু এনা মধ্যস্থ থাকাতে সে কোনোমতে কথাবার্ত্তা চালিয়ে এসেছিল। কিন্তু আজও যদি কালকার মতন এনা উপস্থিত না থাকে, তবে? মেনা সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে যে একটা সম্ভ্রম-মিশ্রিত আকর্ষণ ছিল, যে একটা শ্রদ্ধা-সমন্বিত অনুরাগ ছিল, সেটা তো দেবতার প্রতি ভক্তের সেবার ভাব, তাকে ঠিক প্রেমের আসক্তি বলা যায় না। আর এনাকে সে মানবী রূপে আত্মীয় রূপে অনুভব করেছে, তাকে সম্মুখে রেখে সে তাকে যে-সব কথা বলেছে তা মেনাকে উদ্দেশ ক'রে বলা হ'লেও সে মেনা নয় এনা ব'লেই সে বল্‌তে পেরেছে। মেনার সে পাণিপ্রার্থী, এখন তার নিত্য নিয়মিত তার কাছে যাওয়া দরকার, কিন্তু যাওয়ার সময় যত ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে তার বুক তত কেঁপে কেঁপে ওঠে কেন? সে যাবে কি যাবে না, এই চিন্তাতে দোমনা হ'য়ে যখন সে ছাদের উপর পায়চারী কর্‌ছিল, আর মেনাদের বাড়ীতে ছাদের দিকে তাকিয়ে এনার মুখে

প্রসন্ন হাস্য-খচিত আশা ও আহ্বানের জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠেছিল, এমন সময় রাজা বাহাদুরের এক আহ্বান-পত্র এসে উপস্থিত। তাতে তিনি লিখেছেন—প্রিয় পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি বিকালে আস্‌বে আশা করি। তবু যদি কোনো কারণে না আস, তাই তোমাকে আস্‌বার জন্যে বিশেষ ক'রে অনুরোধ কর্‌ছি তুমি আস্‌বে এবং রাত্রিতে এখানে আহার কর্‌বে। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেবো। তুমি অবশ্য অবশ্য আস্‌বে।

পুণ্ডরীকাক্ষ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। সে যে কেবল মাত্র মেনার দর্শনপ্রার্থী হ'য়ে যাচ্ছে না, সে যে রাজা বাহাদুরের আহ্বানে যাচ্ছে, স্বেচ্ছায় নয়, সে যে সেখানে গিয়ে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে পরিচিত হবে এবং তার সঙ্গে অন্ততঃ কিছু কথা বল্‌তে পার্‌বে, এই সান্ত্বনা পেয়ে তার সাহস হলো। সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে নীচে নেমে চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ যখন রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে গেল, তখন দেখ্‌লে উপরের বৈঠকখানায় বাড়ীর সকলেই আছেন,—রাজা বাহাদুর, মেনা, এনা, ভাস্কর, আর একজন অচেনা অদেখা লোক। সেই লোকটির গায়ের রং বেশ ফর্সা, নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা, বেশ পালিস-করা, মাজা-ঘষা, তোয়াজ-করা, দেখ্‌লেই বড়লোক ব'লে চেনা যায়। বেশভূষা বেশ সুরুচি-সঙ্গত, আর দামী, কিন্তু আগাগোড়া বিলাতী, দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে, সে আজন্ম লক্ষ্মীর পেঁচার ডানার আওতায় মানুষ হয়েছে। পুণ্ডরীকাক্ষ যখন ঘরে ঢুক্‌ল, তখন সেই লোকটি শিকারের গল্প কর্‌ছিল,—কেমন ক'রে একটা বাঘ গুলি খেয়ে তাদের একটা হাতীকে আক্রমণ করেছিল, আর হাতীটাকে জখম ক'রে দিয়েছিল তারই সবিস্তার বিবরণ বল্‌ছিল; পুণ্ডরীকাক্ষ যখন ঘরে

প্রবেশ করল তখন একবার মাত্র অপাঙ্গে তাকে দেখে তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রেই সে তার গল্প চালিয়ে যাচ্ছিল। তার গল্পের মধ্যে বাধা দিয়ে রাজা বাহাদুর বল্লেন—এস এস পুণ্ডরীকাক্ষ। কন্দর্প, তোমার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দি। ইনি আমাদেরই প্রতিবেশী, ঐ সাম্‌নে যে মার্ব্বেল প্যালেস্ দেখা যায়, সেই বাড়ী এঁরই, এঁর নাম শ্রীমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড! আর পুণ্ডরীকাক্ষ, ইনি হচ্ছেন কুমীরখালির জমিদার শ্রীমান্ কন্দর্পকুমার রায় চৌধুরী, ইনি খুব শিকারী, তারই গল্প কর্‌ছেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ কন্দর্পকে নমস্কার কর্‌লে। কন্দর্প তার দিকে ভালো ক'রে না তাকিয়েই তাচ্ছিল্যের ভাবে একটা ছোট্ট নমস্কার প্রত্যর্পণ কর্‌লে মাত্র। তার পরে আবার সে তার শিকারের গল্প বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

গল্পটা এক জায়গায় এসে একটু ছেদ পড়্‌তেই এনা চট্ ক'রে বল্‌লে—চলুন ভাস্কর-বাবু, আমরা বাগানে বেড়িয়ে আসি, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ব'সে থাক্‌তে ভালো লাগে না।

এনা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উঠে দাঁড়াল এবং ভাস্করের দিকে তাকিয়ে চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্য আহ্বান কর্‌লে।

যেদিন পুণ্ডরীকাক্ষকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ানো হয়েছিল, সেইদিন ভাস্করকে নিমন্ত্রণ কর্‌তে ভুল হ'য়ে গিয়েছিল এবং ভাস্কর নিত্য তাদের বাড়ীতে আহার কর্‌লেও সেদিন বিশেষ উপলক্ষ্যের নিমন্ত্রণে সে নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে খেতে অস্বীকার করেছিল। এইজন্য আজ তাকে আগে থাক্‌তেই নিমন্ত্রণ তো করা হয়েই ছিল, অধিকন্তু তাকেও ডেকে এনে সভায় বস্‌তে বলা হয়েছিল। ভাস্কর এই ধনী-সভায় বস্‌তে অস্বস্তি অনুভব কর্‌লেও এক পাশে আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে কন্দর্পকুমারের

আস্ফালন শুনছিল। সে এখান থেকে পলায়নের কোনো উপায় না পেয়ে ভাব্‌ছিল যে, সেই রাত নটা-দশটা পর্য্যন্ত এই যন্ত্রণা ভোগ তার কপালে বিধাতা আজ নির্ঘাত লিখেছেন। এমন সময় সে এনার আহ্বান পেয়ে অব্যাহতি পেয়ে গেল। কিন্তু তার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এতদিন সে এই বাড়ীতে বাস কর্‌ছে, কখনো মেনা বা এনা তার সঙ্গে আপনি যেচে কথা বলেনি, কেবল সে-ই কয়েক দিন মেনার কাছে কাজ উপলক্ষ্য ক'রে গিয়ে যা কথা ব'লে এসেছে, এনার সঙ্গে কিন্তু কোনো দিনই কথা বল্‌বার সুযোগ তার হয় নি, সেও কথা বল্‌বার চেষ্টা করে নি, পাছে কেউ ভাবে যে, বাড়ীর চাকরটা সমকক্ষ হবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর্‌ছে। আজ এনাকে স্বয়ং উপযাচিকা হ'য়ে আহ্বান কর্‌তে দেখে সে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'লো, এবং তার অত্যন্ত কৌতূহলও হ'লো। সে এনার সঙ্গে সঙ্গেই উঠ্‌ল।

তাদের উঠে চ'লে যেতে দেখে রাজা বাহাদুর কন্দর্পকে বল্‌লেন—হ্যাঁ, বেশ তো, তোমরা ততক্ষণ বাগানে বেড়িয়ে এসোগে, আমি ততক্ষণ পূজোটা সেরে নি।

কন্দর্পও উঠে দাঁড়িয়ে মেনাকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লে—বেশ চলো, বাগানেই বেড়ানো যাক গে, আজ আবার পূর্ণিমা আছে।

মেনা উঠ্‌বে কি উঠ্‌বে না, গেলেও কার সঙ্গে যাবে, কন্দর্পের সঙ্গে, না পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে, তা স্থির করতে না পেরে একটু ইতস্ততঃ কর্‌ছিল, কিন্তু কন্দর্প অতিপরিচিত আত্মীয়ের মতন তার পিঠে হাত দিয়ে বল্‌লে—চলো চলো, উঠে পড়!

রাজা বাহাদুর এখনও কন্দর্পকে বলেন নি যে, পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে মেনার বিবাহের কথা পাকা হ'য়ে স্থির হ'য়ে গেছে, আর পুণ্ডরীকাক্ষকেও বল্‌তে পারেন নি যে, এই যুবকটির সঙ্গে বহু কাল থেকে মেনার

বিবাহের কথা এক রকম স্থির হ'য়েই ছিল। এর কারণ, প্রথমতঃ, আজ কন্দর্প হঠাৎ কোনো খবর না দিয়ে আপনি এসে উপস্থিত হয়েছে, এবং কয়েক দিন এই বাড়ীতেই সে থাকবে এমন আভাসও দিয়েছে; এতে কন্দর্প আর মেনার মধ্যে কি রকম সম্পর্ক গ'ড়ে উঠ্বে, তা বলা কঠিন; যদি তাদের পূর্ব্বের বাক্-দানের ফলে প্রণয় প্রগাঢ় হয়, তা হ'লে হয় তো পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে বিবাহের কথা হওয়া অবধি মেনা আর এনার মনের আর মুখের ভাব যেন কেমন-কেমন বোধ হচ্ছে, সেটাও স্থির ক'রে না জানা পর্য্যন্ত কিছু শেষ মীমাংসা করা উচিত মনে হয় নি। বৃদ্ধের কেবলি মনে হচ্ছিল, এ সময় যদি এদের মা বেঁচে থাকৃতেন, তা হ'লে তিনি অতি সহজেই তাদের মনের কথা জান্তে পার্তেন। পুণ্ডরীকাক্ষের-দেওয়া দলিলগুলি রাজা বাহাদুরকে তার প্রতি বদান্য ক'রে তুলেছিল বটে, কিন্তু তাঁর মন ভিতরে ভিতরে এই ইচ্ছা কর্ছিল যে, কন্দর্পের সঙ্গেই মেনার বিবাহ হ'লে শোভন ও উপযুক্ত হ'তো। কন্দর্পের চুলের ডগা থেকে নখের ডগা পর্য্যন্ত আগাগোড়া অভিজাতিত্বের পরিচয়মণ্ডিত। মেনার মতন নারী-মর্য্যাদাময়ী ও মহিমময়ী মেয়ের উপযুক্ত বর এই পুণ্ডরীকাক্ষ নয়, কারণ, সে তো এই সেদিন হঠাৎ ধনী হ'য়ে পড়েছে, তার দেহে-মনে এখনো লক্ষ্মীশ্রীর ছোপ বেশ ভালো ক'রে পড়ে নি।

কন্দর্প মেনার পিঠে হাত দিয়ে তাকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে তাগাদা কর্লে সে একবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার পিতার দিকে তাকাল।

রাজা বাহাদুর বল্লেন—হ্যাঁ, মেনা, তোমরা যাও না, বেড়িয়ে এসোগে খানিকক্ষণ।

মেনা সেই সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্ডরীকাক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, সে মাছের মতন চোখে তার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে ব'সে আছে, তার বাগ্‌দত্তা বধূকে আর-একজন দখল ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তার কোনো আপত্তি বা নিজে তাকে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ তার দৃষ্টিতে লেশমাত্র প্রকাশ পাচ্ছে না।

মেনা পাথরের মূর্ত্তির মতন আড়ষ্ট হ'য়েই উঠ্‌ল এবং কন্দর্পের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল।

সকলে চ'লে গেল, তখনও পুণ্ডরীকাক্ষ স্থাণু হ'য়ে ব'সে আছে দেখে রাজা বাহাদুর তাকে বল্‌লেন—যাও না, তুমিও ওদের সকলের সঙ্গে বেড়াও গে না।

তখন পুণ্ডরীকাক্ষ সুবোধ বশংবদ আজ্ঞাবহ বালকের মতন রাজা বাহাদুরের আদেশ পালনের জন্যই যেন উঠ্‌ল, তার নিজের যেন কোনো আগ্রহ উৎসাহ এবং অধিকার নেই।

পুণ্ডরীকাক্ষ যখন ঘর থেকে বাহিরে এল, তখন কেউ কোথাও নেই, সকলে বাগানে চ'লে গেছে। পুণ্ডরীকাক্ষের নিতান্ত ইচ্ছা হচ্ছিল যে, সে কাউকে কিছু না ব'লে চুপিচুপি নিজের বাড়ীর আড়ালে গিয়ে লুকায়। কিন্তু সে রকম ক'রে পালিয়ে যাওয়ারও সাহস তার নেই। সে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত ভয়ে ভয়ে বাগানে গিয়ে নাম্‌ল; তার কেবলই মনে হচ্ছিল সে যেন অনধিকারে সেখানে পদার্পণ করছে।

বাড়ীর পিছনে প্রকাণ্ড বাগান, ৩৬ বিঘা জমি জুড়ে। তার মধ্যে কত বীথিকা, কত কুঞ্জ, কত লতাগৃহ, কত বৃক্ষবাটিকা, পুঞ্জে পুঞ্জে সুবিন্যস্ত। কত ঝোপ, কত ঝাড়, কত আড়াল, কত উপবেশনের আসন-বেদিকা! মাঝখানে পুকুর; তাতে জলিবোট বাঁধা; সাদা

লাল নীল কুমুদ ফুটে রয়েছে। পুকুরের উপরে একটি চত্বর মার্ব্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। তার এক প্রান্তে একটি অশোক-বনিকা এবং তার মধ্যে দুটি সন্নিহিত গাছে একটি হিন্দোলা টাঙানো, সেখানে মেয়েরা মাঝে মাঝে ঝুলন খেলে। ফুল আর ফলের গাছ এমন পর্য্যায়ে রোপিত যে, বাগান কখনো ফুলহীন বা ফলহীন থাকে না। ঋতুপর্য্যায়ে নানা ফুল ও নানা ফল সেই উদ্যানটিকে সুশোভিত ও সমৃদ্ধ ক'রে রাখে।

পুণ্ডরীকাক্ষ বাগানে গিয়েই দেখ্‌লে কন্দর্প আর মেনা যুগলে এক দিকে চলেছে। আর এনা ও ভাস্কর বেড়াতে বেড়াতে তার দিকেই আস্‌ছিল, কিন্তু তাকে একাকী ছন্নছাড়া ও যূথভ্রষ্ট হ'য়ে বেড়াতে দেখেই এনা এমন ক'রে হেসে উঠ্‌ল যে, তাতেই তার মন একদম দ'মে গেল। এনা চট্‌ ক'রে অন্য দিকে ফিরে বেশ জোর গলাতেই পুণ্ডরীকাক্ষকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌লে—চলুন ভাস্কর-বাবু, আমরা যেদিকে কেউ নেই সেদিকে বেড়াতে যাই।

দুটি যুগল পুণ্ডরীকাক্ষের দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে আড়ালে চ'লে গেল। আজ এনা যেন বিদ্রোহিণী হ'য়ে ভাস্করকে আশ্রয় ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষকে অবহেলা দেখাতে চায়, এ-কথা পুণ্ডরীকাক্ষের মতন বোকা লোকেরও বুঝ্‌তে বাকি থাক্‌ল না। পুণ্ডরীকাক্ষ চোরের মতন একটি লতাগৃহের মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে একটা শিলাসনে ব'সে পড়্‌ল এবং সেইখানেই মূঢ়ের মতন স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—সে কিছুতেই এদের সঙ্গে নিজেকে খাপ্‌ খাইয়ে মানিয়ে তুল্‌তে পার্‌ছে না। সে যখন এখানে প্রথম প্রবেশ করেছিল, তখন তো এমন খাপ্‌ছাড়া অসঙ্গতি তার মনে ঠেকে নি। হঠাৎ কোথায় কি কল বিগ্‌ড়ে গেল, যে, সে একেবারে এখানে অচল হ'য়ে পড়্‌ল। যে বিধাতা তার সৌভাগ্যকে এতদূর বহন ক'রে নিয়ে এলেন, তিনি কেন

ঘাটের কাছে এনে ভরা-ডুবি কর্‌তে চাচ্ছেন? সবাই বেশ সহজে মেনা আর এনার সঙ্গে মেলামেশা করছে, কথাবার্ত্তা বল্‌ছে, এমন কি, বাড়ীর চাকর ভাস্করটা পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গ ও সমকক্ষতা লাভ্‌ কর্‌ছে, কেবল সে-ই কেন তাদের দল থেকে ভ্রষ্ট আর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়্‌ল।

বেচারা নিজের ভাগ্যফল চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে কতক্ষণ যে সেখানে কাটিয়ে দিয়েছে সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না। অকস্মাৎ সেই লতা-কুঞ্জের মধ্যে লোক প্রবেশের শব্দে তার সংজ্ঞা ফিরে এল। সে দেখ্‌লে মেনা আর কন্দর্প। সে লতাজালের অন্তরালে ফার্ণের পত্রাচ্ছন্ন শিলাসনে ব'সে ছিল, তাকে তারা দেখ্‌তে পায়নি; আর সেখানে যে গোপনে কেউ থাক্‌তে পারে এ সম্ভাবনাও তাদের মনে নিশ্চয় উদয় হয়নি। এই যুগলের আবির্ভাবে পুণ্ডরীকাক্ষ অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। অথচ তাদের এই একান্ত গোপন মিলনে বাধা ঘটিয়ে সে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ কর্‌তেও পার্‌ছিল না। সে ইচ্ছা না কর্‌লেও সেখানে সে আড়ষ্ট নিঃস্পন্দ হ'য়ে ব'সে রইল। দুজন যুবক-যুবতীর গোপন মিলন যে দেখা উচিত নয়, এ-কথা মনে হ'লেও সে পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিল না; সে যদি এখন উঠে চ'লে যায়, তা হ'লে সে যে তাদের গোপন স্থানে আগমন দেখে ফেলেছে এ তা'রা টের পাবে, এবং হয়তো মেনা তাতে লজ্জা পাবে; আর তাদের উভয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক ও তাদের মধ্যে কি কথা হয়, মেনার স্বভাব কি রকম, এও জান্‌বার যে সুযোগ অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছে, তাও সে ছাড়তে পার্‌ছিল না। সে যেখানে ছিল সেইখানে স্থির নিশ্চল হ'য়ে ব'সেই রইল।

সে শুন্‌তে লাগ্‌ল, কন্দর্প বল্‌ছে—মেনা, তোমাকে আমি এই-বার এই শ্রাবণ মাসেই বিয়ে ক'রে নিয়ে যেতে চাই। কত কাল

থেকে আমাদের বিয়ের কথা স্থির হ'য়ে আছে, কেবল তুমি বি-এ পাস না ক'রে বিয়ে করবে না পণ ক'রে ব'সে আমাদের মিলন বিলম্বিত আর জীবনটাকে বিড়ম্বিত ক'রে রেখেছ। এইবার তো বি-এ পাস করবে। এই শ্রাবণ মাসেই আমাদের বিয়ে হ'য়ে যাক্। কি বলো ?

মেনা গম্ভীর ভাবে বল্‌লে—সে-সব কথা আমি কিছু জানি না, বাবা জানেন, আপনার যা বল্‌বার আছে, তা বাবাকে বল্‌বেন।

কন্দর্প বোধ হয় মেনার হাত ধর্‌লে। পুণ্ডরীকাক্ষ তা গাছ-পালার আড়াল থেকে দেখ্‌তে পেলে না, কিন্তু শুন্‌লে, মেনা বল্‌লে—আমার হাত ছেড়ে দিন্, হাত ধর্‌বেন না।

কন্দর্প কোমল স্বরে বল্‌লে—এখনো এত নিষ্করুণ কেন ? আমার নাম কন্দর্প, কিন্তু আমি কন্দর্পের বাণে একেবারে জর্জ্জরিত হ'য়ে আছি। আমাকে একটি চুমু দাও।

মেনা কঠোর স্বরে বল্‌লে—আঃ, ছাড়ুন। কী করেন আপনি ? আপনার মুখে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, আপনি মদ খেয়েছেন !

পুণ্ডরীকাক্ষের বোধ হ'লো কন্দর্প মেনাকে চুম্বন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। সে ব'সে ব'সে দর্‌দর্ ক'রে ঘাম্‌তে লাগ্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষের বোধ হ'লো কন্দর্প বাধা পেয়ে বল্‌লে—তোমার অধর-সুধার অভাবেই তো মদ খেতে হয় ! অধর-সুধা পান কর্‌তে দিতে কেন এ কৃপণতা ! দুদিন পরে তো আমাদের বিয়ে হবেই, তবে দুদিন আগে আর পরেতে কি আসে-যায়। তাতে তো তোমার সতীত্ব নষ্ট হবে না।

এই ব'লে কন্দর্প হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ পুণ্ডরীকাক্ষ শুন্‌তে পেলে। পুণ্ডরীকাক্ষ

আজন্ম দারিদ্র্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয়েছে, আশৈশব সে দেখে এসেছে অধিকাংশ লোকই তাকে হীন মনে ক'রে তার সংস্পর্শ থেকে দূরে দূরে থেকেছে; তার পিতার দেখাদেখি সে সকল লোককে সম্মান ও সমীহ ক'রে ভয়ে ভয়ে দূরে দূরে থেকেছে, কখনো সে কোথাও মাথা উঁচু ক'রে কারো সমকক্ষ হ'য়ে দাঁড়াতে সাহস করে নি। তার পর চাকরী করতে ঢুকেও সেখানে আপিসের সামান্য কেরানী মাত্র হ'য়ে সে সকলের কাছে কুণ্ঠিত খাটো হ'য়েই ছিল, কারো কাছে সে মাথা তুলে কথা কইতে সাহস করে নি। সকলের সে ধমক খেয়েছে, সকলের সে আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছে, সকলের চেয়ে সে যে হীন অপদার্থ এই ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছে। এর ফলে তার মনে কোনো স্বয়ংক্রিয়তা ও প্রবৃত্তি জন্মলাভ করতে পারে নি, তার মনের তৎপরতা উৎপন্ন হয়নি, ইচ্ছা মাত্র কর্ম্ম করবার ক্ষিপ্রতা এবং কোন্ অবস্থায় যে কি করা উচিত তা তৎক্ষণাৎ স্থির সিদ্ধান্ত করা ও কার্য্যপরম্পরা শীঘ্র ভেবে নিয়ে মীমাংসা নির্ণয় করা তার অভ্যাস হয়নি ব'লে তার স্বভাবগত হয়নি। সে মেনার আপত্তি ও কন্দর্পের তাকে আক্রমণ টের পেয়েও তৎক্ষণাৎ স্থির ক'রে ফেলতে পারলে না যে তার তখন কি কর্ত্তব্য। সে কন্দর্পকে দেখে' অবধি, তার চালচলন আর সব-কিছুকে অগ্রাহ্যের ভাব দেখে', তার কাছে সঙ্কুচিত হ'য়ে গিয়েছিল; তাকে সে সম্মানিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে মনে মনে স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। সে তার সঙ্গে মেনার ধস্তাধস্তির শব্দ শুনেও নিজের করণীয় নির্দ্ধারণ করতে পারছিল না। সে যখন উঠি-কি-না-উঠি ভেবে ইতস্ততঃ করছে, তখন সে শুনলে, মেনা তীক্ষ্ণ স্বরে ডেকে উঠল—ভাস্কর-বাবু, এই মাতাল পাষণ্ডটার হাত থেকে আমাকে কি বাঁচাতে পারেন?

এনা পুণ্ডরীকাক্ষকে একাকী দলছাড়া যূথভ্রষ্ট হ'য়ে বেড়াতে দেখে নিষ্ঠুর ভাবে হেসে তাকে অপ্রতিভ ক'রে দিয়ে ভাস্করকে নিয়ে অন্য দিকে চ'লে গিয়েছিল। কিন্তু সে পুণ্ডরীকাক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে যেতেই তার সেই হাসির ভাণ আর রাখ্‌তে পারলে না, সে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে ভাস্করকে বল্‌লে—আমাকে মাপ করবেন, আমার আর বেড়াতে ভালো লাগ্‌ছে না, আমি বাড়ী ফিরে যাচ্ছি।

এই ব'লেই সে একাকিনী হন্‌হন্‌ ক'রে বাড়ীর দিকে ফিরে চল্‌ল। তখন ভাস্কর বল্‌লে—আমি কি আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবো ?

এনা তার দিকে না ফিরেই চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেল—ধন্যবাদ, না, তার দরকার নেই।

এনা তার সঙ্গ কেন যে যেচে চেয়ে নিয়েছিল, আবার অকস্মাৎ তা পরিহার ক'রে চ'লে গেল, এবং সে তার সঙ্গে বাড়ী পর্য্যন্ত ফিরে যায় এও সে চাইলে না কেন, তা বুঝ্‌তে না পেরে ভাস্কর একটু মৃদু হেসে ভাবলে—

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!

তার পর সে এনা যেদিকে গিয়েছিল তার উল্টা দিক্ দিয়ে দ্রুতপদে বাড়ীতে ফিরে চল্‌ল। তার তো বাগানে বেড়াবার আর কোনো আবশ্যক বা সঙ্গী নেই, তার বাড়ীতে ফিরে যেতেই হবে, এবং পাছে এনা মনে করে যে, সে তাকে অনুসরণ করছে তাই এই সন্দেহ বাঁচাবার জন্য সে উল্টা পথে ঘুরে বাড়ী ফিরে চলেছিল।

তখন মেঘের পাত্‌লা আচ্ছাদন ভেদ ক'রে পূর্ণিমার কাক-জ্যোৎস্না উঠেছিল, বাগানের অন্ধকার পাত্‌লা হ'য়ে তরল আলোকে মিশে গিয়ে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছিল। সেই আলোকে লতা-

কুঞ্জের দ্বারের ফাঁক দিয়ে মেনা ভাস্করকে চ'লে যেতে দেখেই তাকে ডাক দিলে—ভাস্কর-বাবু, এই মাতাল পাষণ্ডটার হাত থেকে আমাকে কি বাঁচাতে পারেন ?

ভাস্কর হঠাৎ নিজের নামের ডাক শুনে থম্‌কে দাঁড়াল, আর তার পরেই লতাকুঞ্জের দিকে কান পেতে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শুন্‌তে পেলে, কিন্তু কিছু দেখ্‌তে পেলে না। অমনি সে এক দৌড়ে সেই কুঞ্জের মধ্যে গিয়ে ঢুক্‌ল।

ভাস্কর দৌড়ে আস্‌ছে শুনেই কন্দর্প মেনাকে ছেড়ে দিয়ে স'রে দাঁড়াল। পুণ্ডরীকাক্ষ ভাস্করকে ডাকা শুনেই উঠি-উঠি ক'রেও আর উঠ্‌তে পার্‌ল না।

ভাস্কর কাছে গিয়ে দেখ্‌লে, মেনার কেশ-বেশ সব বিপর্য্যস্ত বিশ্লথ হ'য়ে পড়েছে। সে কন্দর্পের আক্রমণ থেকে মুক্ত হ'য়ে হাঁপাতে হাঁপাতে মাথায় কাপড় তুলে দিচ্ছে।

ভাস্কর সেখানে যেতেই কন্দর্প অনাবশ্যক ক্রোধে গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল—এই শূয়ার, ভাগো হিঁয়াসে।

কন্দর্প তার জমিদারী-মেজাজ প্রকাশ করতে না করতে ভাস্করের কঠিন হস্তের একটি ঘুষি গিয়ে পড়্‌ল তার মুখের উপরে, এবং সে ঠিক্‌রাতে ঠিক্‌রাতে চ'লে গেল দু-হাত দূরে। সেখানে চারিদিকে গাছ আর গাছের টব থাকাতে কন্দর্প মাটিতে প'ড়ে গেল না, কোনো রকমে ধাক্কা খেয়ে টাল সাম্‌লে নিলে। কিন্তু ভাস্করের মুষ্টির যে মিষ্ট স্বাদ সে পেয়েছিল তাতে সে আর কোনো কথা না ব'লে প্রহৃত কুকুরের মতন লেজ গুটিয়ে লতাগৃহ হ'তে বাহির হ'য়ে চ'লে গেল, এবং একটু বেশ দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে ব'লে গেল—গুণ্ডা লাগিয়ে মাথা গুঁড়ো ক'রে ছাড়্‌ব। এর শোধ আমি নেবো !

কন্দর্পের মনের মধ্যে বহু অকথ্য অশ্রাব্য গালি দাপাদাপি কর্‌ছিল, কিন্তু একটিকেও প্রকাশ ক'রে ভাস্করের শ্রুতিগোচর কর্‌তে তার আর সাহসে কুলালো না।

কন্দর্প যখন চ'লে গেল, তখন ভাস্কর জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমি কি আপনাকে এগিয়ে দেবো ?

মেনা বল্‌লে—আপনি বাইরে একটু দাঁড়ান, আমি কাপড়টা সাম্‌লে নিয়ে যাচ্ছি।

ভাস্কর বেরিয়ে গেল। কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ তো তখনো সেখানে সকলের অজ্ঞাতসারে ব'সে আছে! হায় হায়! সে এখন কি কর্‌বে ? সেখানে কেউ নেই মনে ক'রে মেনা যদি অসম্বৃত হয়? পুণ্ডরীকাক্ষ তাড়াতাড়ি দুই চক্ষু মুদ্রিত ক'রে অন্ধ সেজে বস্‌ল।

মেনা গায়ের মাথার কাপড় সুসংযত ক'রে নিয়ে বাহিরে আস্‌তেই ভাস্কর তাকে বল্‌লে—আমি অনেক দিন থেকে আপনাকে একটা কথা বল্‌ব-বল্‌ব মনে কর্‌ছি, কিন্তু বল্‌তে সাহস করি নি। কিন্তু আজ আমার সাহস হচ্ছে। আপনি যদি আদেশ করেন তবে বলি।

মেনা চল্‌তে গিয়েও থম্‌কে দাঁড়াল। সে ভাস্করের কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি বলুন।

ভাস্কর বল্‌লে—আপনি কন্দর্পের বাগ্‌দত্তা বধূ জেনে আমি এতদিন আপনাকে আমার অভিলাষ জানাতে পারি নি। কিন্তু আজ এই ব্যাপারের পরে আপনি আর বোধ হয় ঐ লোকটির বধূ হ'তে স্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনি যদি আমাকে গ্রহণ করেন তবে আমার···

হঠাৎ মেনা ক্রুদ্ধ হ'য়ে কর্কশ তিরস্কারের স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—লোভী কোথাকার! আপনি কি মনে করেন যে, আপনি আমাকে ঐ

লম্পটটার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন ব'লে আমার কাছ থেকে কৃতজ্ঞতার মূল্য আদায় ক'রে নেবেন! এতদিন আপনার এই ইচ্ছা কোথায় ছিল? এখন জেনেছেন কি না যে, পুণ্ডরীকাক্ষ-বাবু বাবার সব দেনা শোধ ক'রে তাঁর জমিদারী তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাই এখন এসেছেন সেই জমিদারীর অর্দ্ধেক লাভ করবার লোভে আমাকে কৃতার্থ করতে। এই কথাটা কাল কেন বল্তে পারেন নি? তা হ'লে যে আমি পরমানন্দে স্বীকার করতাম, আমাকে টাকার কাছে আত্মবিক্রয় করতে হ'তো না!

ভাস্করকে কে যেন হঠাৎ কঠিন আঘাতে তার চেতনা লোপ ক'রে দিয়ে গেল। সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীর গম্ভীর স্বরে বল্লে—আমি জানতাম না, পুণ্ডরীক-বাবু আপনার পিতার ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে তার বদলে আপনাকে প্রার্থনা করেছেন। আর আমার ধনলোভ যদি থাকৃত তবে আমি আমার পিতার জমিদারী ছেড়ে দিয়ে আপনাদের কাছে দাসত্ব করতে আস্তাম না। আমি মনে করেছিলাম আপনি আমাকে ভালোবাসেন। আর আমি আপনাকে ভালো-বেসেছিলাম। তাই এই অন্যায় দুঃসাহস প্রকাশ ক'রে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন। আমি আপনার পিতার কোনো রকম সন্দেহ উৎপাদন না ক'রে যত শীঘ্র পারি আপনাদের বাড়ী ত্যাগ ক'রে যাব। আমার এই মূঢ়তার কথা আর কেউ কখনো জান্বে না।

ভাস্কর আর কোনো কথা না ব'লে দ্রুতপদে সেখান থেকে চ'লে গেল, মেনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পার্লে না।

ভাস্কর চ'লে যেতেই মেনা সেইখানে মাটিতে ব'সে প'ড়ে ফুলে ফুলে কাঁদ্তে লাগ্ল।

পুণ্ডরীকাক্ষের কানে কেবল মেনার শেষ কথা কয়টি গুঞ্জন কর্‌ছিল —এই কথাটা কাল কেন বল্‌তে পারেন নি? তা হ'লে যে আমি পরমানন্দে স্বীকার কর্‌তাম, আমাকে টাকার কাছে আত্মবিক্রয় কর্‌তে হ'তো না!

পুণ্ডরীকাক্ষ ব'সে ব'সে ভাব্‌ছিল—হায় হায়, অন্ধ আমি! আমি কেবল আমার নিজের সুখের দিকেই দেখেছি, আর যাকে আমি ভালোবাসি মনে করেছি তার সুখের দিকে তাকাইই নি! আমি টাকার জোরে ভালোবাসা কেন্‌বার দুরাশা করেছিলাম! কাল হ'লে ঐ দরিদ্রকে যে পরমানন্দে বরণ কর্‌ত, তাকে আমি টাকার জালে বন্দিনী কর্‌তে চেয়েছি! হায় রে মূঢ়, হায় রে অনভিজ্ঞ! প্রেম কি টাকা দিয়ে কেনার জিনিস!

পুণ্ডরীকাক্ষ নিজেকে বারম্বার ধিক্কার দিতে লাগ্‌ল, আর কেমন ক'রে এই অদৃষ্টের জট ছাড়ানো যায় তারই উপায় সে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌ল।

মেনা ভাস্করের প্রতি অভিমানের বশেই তাকে হঠাৎ কটু কথা ব'লে ফেলে এখন মনে মনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হচ্ছিল, কেন সে অমন ক'রে রূঢ় ভাবে আঘাত কর্‌লে! সে মনে মনে ভাস্করকেই ভালোবেসে এসেছিল, এ কি ভাস্কর তার চোখের দৃষ্টি আর মুখের প্রসন্নতা দেখে বুঝতে পারে নি? প্রেম কি এই আভাস-ইঙ্গিতের চেয়ে স্পষ্টতর অন্য-কিছুর প্রতীক্ষা রাখে আত্মপ্রকাশ কর্‌বার জন্যে? তা যদি সে বুঝেছিল, তবে সে এর আগে কেন তাকে উদ্ধার কর্‌ল না। এই অভিমান তার প্রিয়ের কর্ত্তব্যহানির প্রতি অভিমান, এই অভিমান তার প্রিয়ের প্রেমনিষ্ঠার শৈথিল্যের প্রতি অভিমান!

মেনা খানিকক্ষণ কেঁদে নিয়ে মনটাকে কথঞ্চিৎ লঘু ক'রে নিলে। তার পর সে আত্মসংবরণ ক'রে চোখ-মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল, এবং

একবার চারিদিকে তাকিয়ে কেউ তাকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌ল কি না দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

যখন এদিকে কন্দর্পের সঙ্গে মেনার, আর ভাস্করের সঙ্গে কন্দর্পের ও মেনার সংঘাত চল্‌ছিল, তখন এনা সকলের আগেই বাড়ীতে ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে চলেছিল। পথে তার সঙ্গে দেখা হ'লো তার পিতার। রাজা বাহাদুর তাকে দেখে বল্‌লেন—এনা, তুমি যে এত শিগ্‌গির চ'লে এলে?

এনা সংক্ষিপ্ত আর কাটা কথায় ত্বরিত উত্তর দিলে—এম্‌নি।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—এনা, আমার সঙ্গে একটু এসো তো, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

রাজা বাহাদুর আগে আগে তাঁর ঘরে গেলেন, আর এনা তাঁর পিছনে পিছনে গেল।

রাজা বাহাদুর ব'সে এনাকে কাছে ডেকে নিয়ে বল্‌লেন—বোস্‌ এনা, আমার কাছে এসে বোস্‌। তোকে আমার একটা কথা বল্‌তে হবে। তোর তো মা নেই, তিনি থাক্‌লে তিনিই বল্‌তেন, তিনিই সব যা-কিছু কর্‌বার তা কর্‌তেন। কিন্তু এখন আমিই তোদের মা আর আমিই তোদের বাবা। আমার কাছে কিছু লজ্জা করিস্‌ নে মা। তোর দিদির তো বিয়ের একটা ভালোই ব্যবস্থা হ'লো। এখন তোর একটা ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌তে পারি। মেনার সঙ্গে কন্দর্পের বিয়ের কথা অনেক দিন থেকে হ'য়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ পুণ্ডরীকাক্ষ তাকে বিয়ে কর্‌তে চেয়ে বস্‌ল। তাকে আমি প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার্‌লাম না। কিন্তু এখন কন্দর্প নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছে। তাকে এখনো আমি বলি নি যে, মেনার সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কন্দর্প বেশ ভালো ছেলে, তাকে

আমার জামাই কর্‌বার ইচ্ছা বহু দিন থেকে। এখন তুই যদি কন্দর্পকে বিয়ে করিস্ তা হ'লে সকল দিক বজায় থাকে। কন্দর্পও একেবারে হুতাশ হ'য়ে ফিরে যায় না! তাকে কি আমি তোর……

এনা চুপ ক'রে পিতার কথা শুন্‌ছিল, কিন্তু তাঁর কথা শেষ না হ'তেই সে রোষোদ্দীপ্ত তীক্ষ্ণ স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—বাবা, আমাকে তুমি কী মনে করেছ? আমি কি সকল বিষয়েই কেবল দিদির উচ্ছিষ্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকৃব মনে করো? তুমি কাপড় জামা গহনা এনে দিয়েছ, আগে দিদি বেছে ভালো ভালো জিনিসগুলি তুলে নিয়েছে, তার পর আমি অবশিষ্ট প্রসাদ পেয়েছি। বিয়ের বেলাতেও দিদির বাছাই করার পর অবশিষ্ট এড়া বর আমাকে গছাতে হবে? আমি চাই না তোমার কাছে কিছু,…চাই না, চাই না, চাই না! ……

বল্‌তে বল্‌তে এনা কান্নায় ভেঙে পড়্‌ল। সে উঠে পালিয়ে যাচ্ছিল, তার পিতা সস্নেহে তাকে ধ'রে নিজের কোলের কাছে টেনে নিলেন, আর সে বাবার কোলে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা বাহাদুর পরম স্নেহে আর সান্ত্বনার ভাবে তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন—এনা, আমার এনা, সে তো কখনো আমার সঙ্গে এমন উদ্ধত ভাবে কথা বলে না, সে তো আমাকে কখনো এমন নির্ম্মম পক্ষপাতদুষ্ট ব'লে অপবাদ দিতে পারে না। তবে তার আজ এ কী অকস্মাৎ তিরস্কার! কোথায় আমার কি ত্রুটি ঘটেছে, কোথায় আমি কি ভুল ক'রে আমার অজ্ঞাতসারে তার কোমল মনে আঘাত করেছি! হায় হায়! বৃদ্ধ আমি, বালিকাদের মনের রহস্য তো আমি বুঝ্‌তে পারি না; পুরুষ আমি, মেয়েদের মনের রহস্য জান্‌বার উপায় তো আমার নেই! এ সময় তিনি কেন নেই, কেন তিনি আমাকে একাকী ফেলে রেখে স্বার্থপরের মতন আগে চ'লে

গেলেন ? তিনি থাক্‌লে তো তিনিই তাঁর মেয়েদের মনের কথা আন্দাজে আভাসে বুঝে যা যথাযথ তাই ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌তেন ! তুমি তোমার স্বামী-কন্যাদের ছেড়ে কোথায়, ওগো তুমি কোথায় !

বৃদ্ধ কন্যার ক্রন্দন দেখে ব্যথিত হ'য়ে আর পরলোকগতা পত্নীর অভাব তীব্র ভাবে অনুভব ক'রে মনে মনে যে বিলাপ কর্‌ছিলেন তার বাহ্য বিকাশ দেখা গেল তাঁর দুই চোখ বেয়ে দরবিগলিত অশ্রুধারার রূপে ! পিতার চোখের জল টপ্‌ টপ্‌ ক'রে ঝ'রে ঝ'রে কন্যার মাথায় স্নেহ-সান্ত্বনা আর শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

অনেক ক্ষণ কান্নার পর এনা চট্‌ ক'রে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেল। বৃদ্ধ পিতা ব্যথিত অন্তরে একাকী স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ অনেকক্ষণ সেই লতাগৃহের মধ্যে একাকী ব'সে থেকে যখন আর কারো সাড়াশব্দ কোথাও শুন্‌তে পেলে না, তখন অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বাহির হ'য়ে এল, সে যে চুরি ক'রে আড়ি পেতে কত কি ঘটনা দেখে ফেলেছে, আর কত কি শুনে ফেলেছে তা পাছে আর কেউ ধ'রে ফেলে, এই ভয়ে তার বুক দুরুদুরু ক'রে কাঁপ্‌ছিল। সে ধীর মন্থর পদসঞ্চারে ভারাক্রান্ত মন আর অচলিষ্ণু দেহ নিয়ে বাড়ীতে ফিরে এল। নীচে কেউ নেই। সে উপরে উঠ্‌ল একটি একটি ধাপ যেন গুণে গুণে, সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে থেমে থেমে উপরে কারো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় কি না, শুন্‌তে শুন্‌তে। সে উপরে এসেও দেখ্‌লে কেউ কোথাও নেই, বৈঠকখানা শূন্য—ভোঁ-ভাঁ। সে অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব কর্‌তে লাগ্‌ল। সে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এই বাড়ীতে এসেছে, অথচ গৃহস্থের কোনো সন্ধানই নেই ! সে এখন না পারে চ'লে যেতে, আর না পারে একাকী বায়ুভূত নিরাশ্রয়

অবস্থায় হা-প্রত্যাশায় অপেক্ষা কর্‌তে! তবু যদি তার মন ভালো থাকৃত! সে ধীরে ধীরে বারান্দার একধার থেকে অন্য ধার পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাওয়া-আসা ক'রে পায়চারী কর্‌তে লাগ্‌ল, তার নিজের পায়ের শব্দও তার কানে ভীষণ লাগ্‌ছিল, সে যেন শোকার্ত্ত পুরীর শান্তি ভঙ্গ ক'রে অপরাধ কর্‌ছে এম্‌নি একটা ভয় তার মন আচ্ছন্ন ক'রে ধর্‌ছিল।

অনেক ক্ষণ পরে একজন চাকর এসে চারিদিক ঘুরে দেখে' চ'লে গেল। আবার খানিক ক্ষণ পরে আর-একজন চাকর এসে পাশের ঘরে খাবারের ঠাঁই কর্‌তে লাগ্‌ল—পুণ্ডরীকাক্ষ সেই ঘরের সাম্‌নে দিয়ে যায় আর আসে, আর গণে—এক দুই তিন চার পাঁচ ছ-খানা আসন পাতা হ'লো, ছ-গেলাস জল, ছ'টি ছোট ছোট রেকাবিতে নুন নেবু আদার কুচি নেবুর রসে আর নুন দিয়ে ভিজানো শশার চাক্‌তি আর কাঁচা মুগ ভিজা রেখে গেল। এক একটি আসনের পাশে পাশে এক এক খানি ধোওয়া ইস্ত্রি-করা ন্যাপ্‌কিন্‌ রেখে গেল। ছ-খানি আসনের পশ্চাতে ছ'টি বড় পিকদানী আর ছ'টি জাগে জল রেখে গেল, জলের পাশে একখানি ক'রে নূতন সাবান ময়দা বেসন আর দুটি ক'রে খড়্‌কে এক একখানি রেকাবিতে সাজিয়ে রেখে দিলে। প্রত্যেক আসনের পাশে এক একটি পানের ডিবাতে পান আর মস্‌লা একবার এসে রেখে গেল! এই-সব আয়োজন স্তরে স্তরে আর পরে পরে সজ্জিত হ'চ্ছে, আর পুণ্ডরীকাক্ষ দেখ্‌ছে আর ভাব্‌ছে—'কার শ্রাদ্ধ কে করে, খোলা কেটে বামুন মরে।'

এর পর অনেকগুলি চাকর বড় বেশি ব্যস্ত হ'য়ে ঘোরাফেরা কর্‌তে লাগ্‌ল, এবং মাঝে মাঝে সকলে একত্র হ'য়ে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে কি যেন পরামর্শ কর্‌তে লাগ্‌ল। একটা কথা পুণ্ডরীকাক্ষের কানে

গেল—তুই যা না, মহারাজকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়, খাবার তৈরি হয়েছে, খাবার কি দেওয়া হবে ?

পুণ্ডরীকাক্ষ কোনো রকমে খেয়ে পালাতে পার্‌লে এখন বাঁচে। খাবার প্রস্তুত শুনে তার অনেকখানি আশ্বাস হ'লো। এইবার তা হ'লে সে মুক্তি পাবে।

রাজা বাহাদুরের খাস খান্‌সামা গিয়ে রাজা বাহাদুরের ঘরের বাহিরে থেকে প্রথমে গলা-খাঁখারি দিলে, তার পর আরও একটু নিকটস্থ হ'য়ে বল্‌লে—খাবার তৈরি হয়েছে। দেওয়া কি হ'বে এখন ?

রাজা বাহাদুর নিজের ঘরে এনাকে ডেকে নিয়ে যেমন ভাবে ব'সে ছিলেন, এনা চ'লে যেতেও তিনি একাকী তেমনি ভাবে ব'সেই ছিলেন। এখন খানসামার কথায় তাঁর হুঁশ ফিরে এল। তিনি সজাগ হ'য়ে সোজা হ'য়ে বস্‌লেন, এবং জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মেনা আর বাবুরা সব বাগান থেকে ফিরে এসেছে ?

খান্‌সামা বল্‌লে—হ্যাঁ, তাঁরা সব ফিরে এসেছেন।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তবে খাবার দিতে বলো গে, আমি যাচ্ছি।

রাজা বাহাদুর উঠ্‌লেন, এবং চোখে মুখে জল দিয়ে একটু সুস্থ হ'য়ে নিয়ে ঘর থেকে বাহির হলেন। সমস্ত পুরীটা যেন হানা বাড়ীর মতন নিস্তব্ধ ছম্‌ছম্ কর্‌ছে, কোনোখানে কারো সাড়া শব্দ নেই। তিনি দ্রুতপদে বৈঠকখানায় এসে প্রবেশ কর্‌লেন, এবং ঘরে ঢুকেই থম্‌কে দাঁড়ালেন, কেউ নেই ঘরে! সবাই গেল কোথায় ? তিনি বারান্দায় বাহির হ'য়ে এলেন। দেখ্‌লেন, পুণ্ডরীকাক্ষ একাকী ভূতের মতন বারান্দাময় টহলাতে টহলাতে বারান্দাটা যেন চ'ষে ফেল্‌ছে। তিনি অবাক্ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালেন, এবং সে বেড়াতে

বেড়াতে তাঁর কাছে এলে তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আর সবাই কোথায়? তুমি একলা রয়েছ!

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—জানি না তো কে কোথায় আছেন।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কতক্ষণ এখানে একলা আছ?

পুণ্ডরীকাক্ষ ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—তা তো ঘড়ী দেখিনি, পাঁচ মিনিটও হ'তে পারে, পাঁচ ঘণ্টাও হ'তে পারে, কারণ একলা প্রতীক্ষা করার সময় অল্প হ'লেও অতি দীর্ঘ মনে হয়!

রাজা বাহাদুর অত্যন্ত লজ্জিত হলেন, নিমন্ত্রিত অতিথিকে ও ভাবী জামাতাকে একাকী অবহেলিত অবস্থায় ফেলে রাখায় তাঁর কর্ত্তব্যহানি হয়েছে মনে ক'রে। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্চর্য্য হলেন যে, মেনাই বা এখানে নেই কেন, আর কন্দর্প ও ভাস্করই বা এখনো আসেনি কেন! তিনি অকস্মাৎ খুব শোরগোল আরম্ভ ক'রে দিলেন—ওরে কে আছিস্? এই, যা তো দিদিমণিদের এখানে আস্‌তে বল্‌, ভাস্করবাবুকে খবর দে যে খাবার দেওয়া হচ্ছে, কন্দর্পবাবুকে খবর দে, যা যা, চট্‌ ক'রে সব যা, এক একজন এক একদিকে যা, যা দেরি করিস্ নে। সবাইকে ডেকে আন্‌, ডেকে আন্‌, খাবার-দাবার যে সব জুড়িয়ে জল হ'য়ে গেল। কী রকম সব আক্কেল! বাড়ীতে নেমন্তন্ন, অথচ যে-যার সব নিজের নিজের ঘরে ঢুকে ঢুকে ব'সে আছে .....

রাজা বাহাদুরের এই সব তিরস্কার-বাণী অন্যকে উপলক্ষ্য ক'রে নিজের উপরই বর্ষিত হচ্ছিল।

সর্ব্বাগ্রে সেখানে এল ভাস্কর। তাকে দেখেই রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—কী ব্যাপার হে, এই পুণ্ডরীকাক্ষ এসে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তোমরা সব কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

তার পরে এল মেনা। তাকেও রাজা বাহাদুর অনুযোগ দিয়ে বল্‌লেন—এ কি মেনা, তোমার মা তো আজ নেই, তোমার বাবা বৃদ্ধ, বাড়ীর সব ভার তো তোমাকে নিতে হবে। এখন কি লজ্জা ক'রে পালিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে মা। পুণ্ডরীকাক্ষ বা কন্দর্প রয়েছেন তাতে আর লজ্জা কি? তাঁদের দেখো শোনো......

রাজা বাহাদুর মেনার মুখের দিকে চেয়ে চম্‌কে উঠ্‌লেন। মেনা কি দু-তিন দিন হ'লো ম'রে গেছে, এখন দানোয় পেয়ে উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছে! তিনি ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মেনা, তোমার কি অসুখ কর্‌ছে?

মেনা মৃদু কোমল স্বরে বল্‌লে—না বাবা, আমার তো কিছুই হয়নি।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—বাপ-মার চোখ কি কখনো ভুল করে রে? তোর নিশ্চয় কিছু অসুখ কর্‌ছে। তুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ নে। বুঝে শুঝে খেয়ো বাছা, যে চারিদিকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে!

কন্দর্প এল। তারও মুখ নববর্ষার নভস্তলের মতন কালো হ'য়ে আছে, থম্‌থম্ কর্‌ছে!

একটা কোথায় কি জট্ পাকিয়ে উঠেছে, বৃদ্ধের ক্ষীণ দৃষ্টি তার খেই ধর্‌তে পার্‌ছে না, এ-সম্বন্ধে তাঁর আর একটুও সন্দেহ রইল না। এইজন্য তিনি আর কন্দর্পকে তার বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন না। তিনি চাকরদের ডেকে বল্‌লেন—এই, কে আছিস্, ঠাকুরকে খাবার দিতে বল্, ঢের রাত হ'য়ে গেছে।

এখন তিনি লোক-সান্নিধ্য থেকে একান্তে গিয়ে চিন্তা কর্‌তে চান, যদি কোনো সূত্র তিনি খুঁজে বাহির কর্‌তে পারেন।

এর পরে এনা এল। তারও মুখ গম্ভীর অপ্রসন্ন। কিন্তু তার মলিনতার কারণ রাজা বাহাদুর কতক জানেন ব'লে তিনি আর তার দিকে বেশি লক্ষ্য করলেন না।

এনা এসে বারান্দার রেলিং ধ'রে বাহিরের দিকে মুখ ক'রে সকলের থেকে দূরে দাঁড়াল।

রাজা বাহাদুর সকলকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন—এস, তোমরা সব ততক্ষণ এসে ঘরে বোসো, খাবার দেওয়া হোক।

তিনি ঘরে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেনাও ঘরে গেল। কন্দর্প দরজার কাছে দাঁড়িয়েই রইল, আর ভাস্কর যে-ঘরে খাবার দেওয়া হচ্ছিল সেই ঘরে গিয়ে ঢুকল, যেন খাবার দেওয়ার তদারক করতে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ আস্তে আস্তে গিয়ে এনার কাছে দাঁড়াল। এনা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। পুণ্ডরীকাক্ষ ধীরে ধীরে বল্‌লে—কী সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে!

এনা কোনো কথা বল্‌লে না। পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—খাওয়ার পর একটু জ্যোৎস্নায় বেড়াতে যাবেন?

এনা এবার অনুচ্চ অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বল্‌লে—জ্যোৎস্না আমার ভালো লাগে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ জিজ্ঞাসা করলে—আপনার কী ভালো লাগে তা হ'লে?

এনা পূর্ব্ববৎ বল্‌লে—যান, আমার কিছুই ভালো লাগে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমাকে আপনার একটু সাহায্য করতে হবে।

এনা বল্‌লে—আমার ফুরসৎ হবে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিনীত মিনতির স্বরে বল্‌লে—আপনি ছাড়া আমার আর যে কেউ সাহায্য কর্‌বার নেই। আপনার দিদিকে কেবল একটি কথা আপনি আমার হ'য়ে বল্‌বেন।

এনা বল্‌লে—আপনার কথা আপনি নিজে বলুন গে না, আমার বল্‌বার কি দায় পড়েছে?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—দায় না, দয়া! আমি যে ওঁকে কোনো কথা বল্‌তে সাহসই পাই না।

এনা এবার বিষম কটু ঝাঁঝের সহিত উত্তর দিলে—আপনার ফুলশয্যার রাত্রেও আমি যাব নাকি আপনার প্রেম-নিবেদনের প্রতিনিধি হ'য়ে! আমি পা-র্‌-ব না!………

ব'লেই এনা সেখান থেকে চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ বেচারা সেইখানে রেলিঙের উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে বাহিরের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌লে।

রাজা বাহাদুর ঘরের ভিতর থেকে ডাক্‌লেন—পুণ্ডরীকাক্ষ, এসো! খাবার দেওয়া হয়েছে।

সকলে মিলে খাবার ঘরে গেল।

দুই সারিতে ছয়খানি ঠাঁই করা হয়েছে। এক দিকে রাজা বাহাদুর গিয়ে বস্‌লেন, মেনা তাড়াতাড়ি তাঁর পাশের আসনের উপর গিয়ে দাঁড়াল। রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—কন্দর্প, তুমি এইদিকে এসে বোসো। আর তোমরা তিনজন সাম্‌নে বোসো।

কন্দর্প গিয়ে মেনারই পাশের আসনে ব'সে পড়্‌ল। এনা একটেরের আসনে দাঁড়িয়ে ভাস্করকে বল্‌লে—ভাস্কর-বাবু, আপনি এই আসনে আসুন।

এনা তার সান্নিধ্য পরিহার কর্‌তে চায় দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ অপ

পার্শ্বের আসনে গিয়ে বস্‌ল। এনা আর পুণ্ডরীকাক্ষের মধ্যের আসনে ভাস্কর বস্‌তে যাচ্ছে, এমন সময় কন্দর্প হঠাৎ তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—এই গোমাস্তাটার সঙ্গে ব'সে আমাকে খেতে হবে নাকি? কুমীরখালির জমিদার কারো বাড়ীর গোমাস্তার সঙ্গে ব'সে খায় না।

এই কথা শুনে ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মতন ভাস্করও তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এবং গর্ব্বিত ভাবে বল্‌লে—আমিও কোনো মাতাল দুশ্চরিত্র লোকের সঙ্গে ব'সে খাই না। আর তোমার কুমীরখালির মতন তিনটে জমিদারী আমি যদি মনে করি তবে আজই কিনে নিতে পারি!

এই কথা ব'লে ভাস্কর এবং সঙ্গে সঙ্গে কন্দর্পও দুদিকের দুই দরজা দিয়ে বাহির হ'য়ে চ'লে গেল।

এক মিনিট ঘরের মধ্যে কোনো প্রাণের স্পন্দন টের পাওয়া গেল না। যেন ঘরে বজ্রাঘাত হয়েছে, এবং ঘরের সব কয়টি প্রাণী যে যেখানে যেমন ছিল তদবস্থ হ'য়েই প্রাণত্যাগ করেছে। মিনিট খানেক পরে রাজা বাহাদুর চাকরকে বল্‌লেন—কন্দর্পবাবুর আর ভাস্কর-বাবুর খাবার ঠাকুরকে বল্ তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের নিজের নিজের ঘরে দিয়ে আসুক। সেখানেই তাঁদের ঠাঁই ক'রে দিগে।

পাচক এসে দুজনের খাবার তুলে নিয়ে গেল। যে ঘটনা ঘট্‌ল সে-সম্বন্ধে রাজা বাহাদুর কোনো উল্লেখ মাত্র কর্‌লেন না, কারণ তিনি মেনা আর পুণ্ডরীকাক্ষের মুখ দেখেই বুঝ্‌লেন যে, এই ব্যাপার তাদের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, এবং তাদের মুখে যে নানা ভাবের ছাপ পড়েছিল তাতে এও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘ'টে গেছে, এই ঘটনাটি তারই পরবর্ত্তী উপসংহার মাত্র।

নিমন্ত্রণ-সভা ভাঙা-হাটের ন্যায় এক নিমেষে শ্রীহীন হ'য়ে পড়্‌ল। পুণ্ডরীকাক্ষ আর এনার মাঝখান থেকে আসন আর থালা বাটি গেলাস রেকাবি তুলে নিয়ে যাওয়াতে তাদের মধ্যে বেশ একটি ব্যবধান আর বিচ্ছেদ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল।

রাজা বাহাদুর ভগবান্‌কে প্রণাম ক'রে আহারে প্রবৃত্ত হলেন, তিনি আর কাউকে খেতে অনুরোধ কর্‌লেন না। তাঁকে আহারে প্রবৃত্ত দেখে সবাই খাদ্যের থালায় হাত দিল, কিন্তু কার মুখে যে কতটুকু খাদ্য উঠ্‌ল তা বলা শক্ত। কেউ কাউকে আরও খাওয়ার জন্য অনুরোধ কর্‌ল না, কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল না যে, আর কোনো জিনিস চাই কি না, কেউ ভদ্রতা ক'রে বল্‌লে না যে, প্রচুর আয়োজন ও প্রচুর খাওয়া হয়েছে! বিবাহ-প্রারম্ভের নান্দীমুখ নিমন্ত্রণ-সভা যেন শ্রাদ্ধ-সভাতে পরিণত হ'লো। অল্পক্ষণ পরেই সকলেই হাত গুটিয়ে বস্‌ল, এবং তাদের আহারে বিরত দেখে চাকরেরা এসে হাতে জল ঢেলে দিলে।

আঁচানো হ'তেই পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আজ তা হ'লে আমি এখন আসি।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—যাবে? আচ্ছা. রাত ঢের হয়েছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ পালিয়ে বাঁচ্‌ল এবং গৃহস্থেরাও যে-যার ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে বাঁচ্‌ল। সে রাত্রে এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর ছজন লোকই কোনো না কোনো কারণে চিন্তামগ্ন হ'য়ে সারা রাত আর ঘুমাতে পার্‌ল না। এই ছ'টি লোকের ভাগ্যসূত্রে একসঙ্গে জটিল গ্রন্থি লেগে গেছে, এর যে কি রকম ক'রে মোচন হবে, তাই হয়েছিল প্রত্যেকের ভাবনা, কারো বা সব জেনে, কারো বা কতক জেনে, আর কারো বা কিছু না জেনেই!

পনেরোর পরিচ্ছেদ

গ্রন্থিমোচন

সকালে উঠেই রাজা বাহাদুর মেনাকে ডেকে বল্‌লেন—মেনা, একটা কী বিষম দুর্দ্দৈব ঘটেছে, আমি ঠিক ধর্‌তে পার্‌ছি না। কন্দর্প হয় তো আজই তোমার সঙ্গে বিবাহের কথা উত্থাপন কর্‌বে। তাকে তো আজ বল্‌তে হবে যা হয় একটা কিছু। আমি মনে করেছিলাম যে, তাকে বল্‌ব যে, তোমার বিবাহ অন্য স্থানে স্থির কর্‌তে বাধ্য হয়েছি। তোমার বদলে এনার সঙ্গে তা'র বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কন্দর্প ঐ পরিবর্ত্তনে বিশেষ কিছু আপত্তি কর্‌ত না বোধ হয়; কারণ, সে আমার জমিদারীর অর্দ্ধেক চায়, বিশেষ ক'রে যে-সব জায়গা তার তালুকের লাগোয়া। তাতে তোমাকে বিয়ে কর্‌লেও তার যা লাভ, এনাকে বিয়ে কর্‌লেও সেই লাভ; সে এনাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি হ'তো। কিন্তু আমি এনার মত জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সে তো আমার কথা শুনে রাগ ক'রে কেঁদে-কেটে মহা আপত্তি জানালে। এখন তুমি কি বলো। তুমি কি একবার এনাকে বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌বে?

মেনা ধীর কোমল স্বরে বল্‌লে—ঐ লোকটি এনার স্বামী হবার উপযুক্ত নয়, বাবা! ও মদ খায়, আর·········

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আর কি?

মেনা মাথা হেঁট ক'রে অতি ধীর স্বরে বল্‌লে—ও দুশ্চরিত্র।

রাজা বাহাদুর কন্যার কথা শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন—এ-কথা তুমি বল্‌ছ ভাস্করের কথা শুনে?

মেনা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বল্‌লে—না, আমি আগেই জান্‌তে পেরেছি।

রাজা বাহাদুর আর কোনো প্রশ্ন কর্‌লেন না। তিনি মেনাকে বল্‌লেন—আচ্ছা, তুমি যাও।

মেনা চ'লে গেল। রাজা বাহাদুর ভাস্করকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে রাজা বাহাদুর বিমনা ভাবে বল্‌লেন—বোসো, বোসো ভাস্কর, বোসো। আচ্ছা, কন্দর্প আর তোমার মধ্যে এমন বিবাদ হবার হেতুটা কি ?

ভাস্কর হাস্‌বার চেষ্টা ক'রে বল্‌লে—তা তো ঠিক জানিনে, হয় তো জমিদারী চা'ল, অথবা মাতালের খেয়াল।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কেমন ক'রে জান্‌লে, ও মাতাল ?

ভাস্কর বল্‌লে—কাল ওর মুখে মদের গন্ধ পেয়েছিলাম।

রাজা বাহাদুর আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আর তুমি যে তাকে দুশ্চরিত্র ব'লে দোষারোপ কর্‌লে, তা কেমন ক'রে জান্‌লে ?

ভাস্করের মুখ অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু পরক্ষণেই সে হেসে প্রশ্নটাকে লঘু ক'রে দেবার জন্যে বল্‌লে—ও একটা আমার আন্দাজ, গালির বদলে গালি দেওয়া; যে মদ খায় সে দুশ্চরিত্র না তো কি !

রাজা বাহাদুর আবার প্রশ্ন কর্‌লেন—আর তুমি যে তাকে বল্‌লে —তার কুমীরখালির মতন তিনটা জমিদারী তুমি ইচ্ছা কর্‌লে আজই কিনে ফেল্‌তে পারো, তারই বা মানে কি ?

ভাস্কর আবার হেসে উঠ্‌ল ও বল্‌লে—ও গর্ব্বের বদলে একটা শূন্য দম্ভ প্রকাশ। অহঙ্কারের কি কোনো মানে আছে ?

রাজা বাহাদুর বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, ভাস্কর সত্য প্রকাশ কর্‌তে চাচ্ছে না। যে-কথা সে এত দিন গোপন ক'রে রেখে এসেছে, সেই

কথার আভাস কাল ক্রোধের বশে প্রকাশ ক'রে ফেলেছে, আজ আবার সে তা গোপন কর্‌তে চাচ্ছে। অতএব কারো গোপন কথা শোন্‌বার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত নয় মনে ক'রে রাজা বাহাদুর আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন না। ভাস্কর নমস্কার ক'রে চ'লে গেল।

অল্পক্ষণ পরে রাজা বাহাদুরের ঘরে এসে ঢুক্‌ল পুণ্ডরীকাক্ষ।

তাকে দেখেই রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—এসো পুণ্ডরীকাক্ষ, বোসো।

পুণ্ডরীকাক্ষ বস্‌ল। রাজা বাহাদুর তার মুখের দিকে তাকালেন, পুণ্ডরীকাক্ষের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কিছু বল্‌বার জন্যেই এসেছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হ'য়ে মাথা নত ক'রে মৃদু স্বরে বল্‌লে—আমি আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম।

রাজা বাহাদুর তার দিকে তাকিয়ে থেকেই কৌতূহলের সহিত বল্‌লেন—কি বলো।

পুণ্ডরীকাক্ষ অতি নম্রভাবে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমার একটা ভুল হয়েছিল, সেই ভুলটি আমি সংশোধন কর্‌তে এসেছি। আমি আগে জান্‌তাম না যে, মেনা দেবী কারও কাছে বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন, আর এও জান্‌তাম না যে, তিনি অন্য কাউকে মনে মনে ভালোবাসেন। তাই আমি আমার মনের মোহের বশে তাঁকে প্রার্থনা ক'রে ভুল করেছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে বারম্বার বলেছিলাম যে, আমি যে আপনার দয়া আর স্নেহের জন্য যৎসামান্য কিছু প্রণামী দিতে চেয়েছিলাম, তা কোনো রকম বণিগ্‌বৃত্তি মনে রেখে নয়, তার বিনিময়ে অন্য

কিছু লাভ কর্‌বার আশা নিয়ে আমি ঐ কাজ করিনি। আমি আমার টাকা দিয়ে আপনার কন্যাকে ক্রয় কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ব, এমন স্পর্দ্ধা আমার কখনো হ'তে পারে না; তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, তাঁদের আমি অপমান কর্‌তে কখনোই পারি না।

রাজা বাহাদুর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি এ-কথা কেন বল্‌ছ?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি যে অবধি মেনা দেবীকে প্রার্থনা করেছি, সেই অবধি তাঁর মুখের প্রসন্নতা আমি হরণ করেছি, এবং তাঁকে দুঃখিত দেখে তাঁর ভগিনীও বিষণ্ণ ও ব্যথিত হয়েছেন। আমি প্রথমে আপনার বাড়ীতে যে আনন্দ-পরিবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, আমার অসঙ্গত ও অবুঝ লোভে আমি সেই আনন্দ-রাজ্যকে নষ্ট কর্‌তে বসেছি। মেনা দেবী মনে করেছেন যে, তিনি যদি আমাকে বিবাহ কর্‌তে স্বীকার না করেন, তা হ'লে তাঁর পিতা ঋণমুক্ত ও চিন্তামুক্ত হ'তে পার্‌বেন না। কিন্তু আপনি জানেন যে, তাঁর এ ধারণা অত্যন্ত ভুল। তাঁর স্বীকার ও অস্বীকারের সঙ্গে আপনার ঋণপরিশোধের কোনো সম্পর্কই নেই—সেটা একেবারে স্বতন্ত্র ব্যাপার। এই কথাটি তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন আপনি। আর আমি স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দে তাঁকে আমার কাছে কোনো রকম বন্ধন বা বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিচ্ছি। তিনি যাঁকে ইচ্ছা অতঃপর বিবাহ ক'রে সুখী হ'লে আমিও সুখী হবো; এবং তাঁকে পেলে আমি যে পরিমাণে সুখী হতাম, তাঁকে সুখী দেখে আমি তার চেয়ে কম সুখী হবো না। আমি তাঁকে বিবাহ কর্‌বার যে প্রার্থনা করেছিলাম, তা প্রত্যাহার কর্‌ছি। আপনি তাঁকে তাঁর অভিলষিত পাত্রের হাতে সম্প্রদান কর্‌বেন।

রাজা বাহাদুর ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চিন্তান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন —তুমি এ-সব কথা কেন বলছ? মেনা কিংবা এনা তোমাকে কিছু বল্লেছে কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ জোরে মাথা নেড়ে বললে—না না, তাঁরা কিছু বলেননি। আমি দৈবক্রমে জানতে পেরেছি যে, তিনি কেবলমাত্র পিতৃভক্তির প্রেরণায় নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু আমি এও জেনেছি যে, আপনি যাঁকে তাঁর বর নির্ব্বাচন ক'রে রেখেছিলেন, সেই কন্দর্প-বাবুটি তাঁর যোগ্য পাত্র একেবারেই নন। মেনা দেবী বোধ হয় ভাস্কর-বাবুকে ভালোবাসেন, আর ভাস্কর-বাবুও তাঁকে ভালোবাসেন। আর ভাস্কর-বাবু নিশ্চয় কোনো ধনীর পুত্র, কোনো কারণে তিনি আপনার আশ্রয়ে এসে আছেন।

রাজা বাহাদুর কন্দর্প সম্বন্ধে প্রথমে মেনার, তার পরে ভাস্করের, আর এখন পুণ্ডরীকাক্ষের কাছ থেকে একই নিন্দা ও সাবধান-বাণী শুনে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন যে, সে কাল এমন কোনো আচরণ করেছে যাতে তার স্বরূপ পরিচয় এই তিন জনেরই কাছে ধরা প'ড়ে গেছে। এ সম্বন্ধে তাঁর আর কিছু সন্দেহ থাকল না। কিন্তু মেনা ভাস্করকে আর ভাস্কর মেনাকে ভালবাসে? এ কেমন ক'রে হ'তে পারে? তারা এক বাড়ীতে আছে, পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মাত্র, কিন্তু তাদের তো কখনো আলাপ পরিচয় করতে দেখিনি? এই সংশয় মনে নিয়ে তিনি পুণ্ডরীকাক্ষকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভাস্কর যে মেনাকে ভালোবাসে আর মেনাও তাকে ভালোবাসে, তা কি ভাস্কর বা মেনা তোমাকে বলেছে?

পুণ্ডরীকাক্ষ বাস্তবিক যদিও তাদেরই নিজের মুখ থেকে ঐ সংবাদ জেনেছিল, তথাপি তারা তো তাকে বলেনি, এইজন্যে সে

অর্দ্ধসত্য ও অর্দ্ধমিথ্যা কথা মাথা নেড়ে বল্‌লে—না না, তাঁরা আমায় কিছু বলেন নি। আমি অন্য উপায়ে জান্‌তে পেরেছি।

রাজা বাহাদুর মহা মুস্কিলে প'ড়ে গেলেন, তাঁর কাছে সব ব্যাপারটাই বিষম রহস্যাবৃত ব'লে মনে হ'তে লাগ্‌ল। সকলেই এক একটা নূতন নূতন কথা তাঁকে বলে, কিন্তু কেউ সে-কথার কোনো সমর্থক কারণ বলে না, কোনো প্রমাণ প্রয়োগ কর্‌তে চায় না। তিনি চিন্তিত ভাবে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি কি ক'রে জান্‌লে যে, ভাস্কর ধনী-বংশের ছেলে? সে কি তোমাকে সে সম্বন্ধে কিছু বলেছে?

পুণ্ডরীকাক্ষ তারই মুখ থেকে দু-দুবার শুনেছে যে, সে ইচ্ছা কর্‌লে আজই ধনী হ'য়ে যেতে পারে, তারও অর্দ্ধাংশ গোপন রেখে সে বল্‌লে—আমাকে ঠিক কিছু আলাদা ক'রে বলেন নি, কাল রাত্রে তো তিনি আমাদের সকলের সাম্‌নেই বল্‌লেন যে, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে জমিদারী কিন্‌তে পারেন। তাই আন্দাজ কর্‌ছি।

রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কিন্তু কালকের কথা তো ভাস্করের কেবল বৃথা অহঙ্কার হ'তে পারে?

পুণ্ডরীকাক্ষ ঈষৎ হাস্য ক'রে বল্‌লে—ভাস্কর-বাবুকে তো আপনি এতদিন দেখ্‌ছেন, তাঁর যে সংযত ব্যবহার আর গাম্ভীর্য্য, তাতে তিনি কি বৃথা গর্ব্বে আস্ফালন কর্‌তে পারেন ব'লে আপনার মনে হয়?

তাও তো বটে! তবে? ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তুমি আমাকে এই-সমস্ত কথা ব'লে প্রকৃত বন্ধুর কাজ করেছ। আমি ভাস্কর আর মেনার প্রতি লক্ষ্য ক'রে হোক, বা তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে হোক, তাদের মনের ভাব জান্‌তে জাগ্রত চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু তোমাকে তো বাবা, সেই দলিলগুলি সব ফেরত নিতে

হবে! তুমি আমার সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছ, তাই তো আমার পরম লাভ। তার উপর যদি তুমি আমার উত্তমর্ণ মহাজন হ'য়ে থাক, তা হ'লে কখনো আমায় তাগাদা কর্‌বে না, অপমান তো কর্‌বেই না, আর কখনো অতি নিষ্করুণ হ'য়ে আমাদের নিঃস্ব কর্‌তে চাইবে না। আমি তোমার কাছে অনেক রকমের ঋণে জড়িত আর আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছি, এ ঋণটিও তার সঙ্গে থাকুক, আমি যদি পরিশোধ কর্‌তে পারি ভালো, না পারি তো আমার পরে আমার কন্যারা তাদের পিতৃঋণ পরিশোধ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে।

পুণ্ডরীকাক্ষের মুখ অত্যন্ত ম্লান হ'য়ে গেল, সে ব্যথিত স্বরে বল্‌লে—এ যদি আপনি করেন, আপনি যদি দলিলগুলি আমাকে প্রত্যর্পণ করেন, তা হ'লে মেনা দেবীর ধারণা প্রতিপন্ন করা হবে যে, আমি তাঁকে লাভ কর্‌বার জন্য লোভের টোপ ফেলেছিলাম। কিন্তু আমি তখনো আপনাকে বলেছি, এখনো বল্‌ছি, আমার এই দলিলগুলি আপনার মহাজনদের কাছ থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যের মধ্যে মেনা আর এনা দেবীর পিতাকে চিন্তামুক্ত করা ছাড়া আর কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল না। আমি কোনো বিনিময়-বুদ্ধি নিয়ে আপনাদের অপমান কর্‌তে আসি নি।

রাজা বাহাদুর পুণ্ডরীকাক্ষকে ক্ষুণ্ণ দেখে তাড়াতাড়ি আত্ম-সংশোধনের ভাবে বল্‌লেন—না না, আমি তা মনে ক'রে বলি নি। কিন্তু এত বড় বৃহৎ দান আমি নি কেমন ক'রে? তুমি আমার দিক্‌টাও একটু বিবেচনা ক'রে দেখো!

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আচ্ছা, যদি দান-প্রতিদানের ব্যাপারই হয়, তবে আমার কারাবাসের সময় আমার নিরাশ্রয় পিসিকে আপনারা সাহায্য ক'রে যে মহৎ উপকার করেছিলেন, তারই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-

স্বরূপ এই সামান্য প্রত্যুপকার আপনি স্বীকার ক'রে আমার বিপুল ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করতে দিন্।

রাজা বাহাদুর হেসে বল্লেন—তোমার সদাশয়তার সঙ্গে পারবার জো নেই দেখছি। আচ্ছা, তা হ'লে আমার কাছ থেকে অন্য কিছু তুমি গ্রহণ করো। এনা বোধ হয় তোমাকে মনে মনে পছন্দ করে। তুমি তাকে গ্রহণ করো।

পুণ্ডরীকাক্ষের মন এই প্রস্তাবে খুশী হ'য়ে উঠতে চাইল, এই উপায়ে সে এই বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে মেনার আত্মীয় হ'য়ে তো থাকতে পারবে। কিন্তু সে তার মনের আনন্দ আর আগ্রহ দমন ক'রে বল্লে—না না, আমি বিনিময়ে কিছু নিয়ে আমার কৃতজ্ঞতার মর্য্যাদা আর মাহাত্ম্য খর্ব্ব করব না। আমি আর কিছু প্রার্থনা করতে সাহস করি না। আমার প্রার্থনার সঙ্গে যখন টাকার সম্পর্ক জড়িয়ে গেছে, তখন আমি আপনার কোনো কন্যাকেই প্রার্থনা করতে ভয় পাই।

রাজা বাহাদুর গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বল্লেন—তা হ'লে আমাকে কিছু সময় দেও, আমি সব দিক ভেবে চিন্তে দেখি।

পুণ্ডরীকাক্ষ উঠে প্রণাম করলে এবং বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ গেল ভাস্করের কাছে, আর রাজা বাহাদুর গেলেন তাঁর কন্যাদের কাছে।

পুণ্ডরীকাক্ষকে নিজের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে ভাস্কর অত্যন্ত আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, এবং একটু বিরক্ত ভাবেই সে উঠে দাঁড়িয়ে পুণ্ডরীকাক্ষকে অভ্যর্থনা করলে, কিন্তু কোনো কথা বল্লে না।

পুণ্ডরীকাক্ষ হাস্যপ্রসন্নমুখে ভাস্করের হাত ধ'রে বল্লে—ভাই, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, আমি তোমাকে তুমি ব'লে সম্বোধন

কর্‌ছি, তুমি রাগ কোরো না। আমি এইমাত্র রাজা বাহাদুরের কাছ থেকে আস্‌ছি। আমি না বুঝে শুঝে একটি অপকর্ম্ম ক'রে কাল থেকে অনুশোচনায় সারা হ'য়ে যাচ্ছি। এখন আমি সেই ভ্রম যথাসাধ্য আর যথাসম্ভব সংশোধন কর্‌তে চেষ্টা করব। তোমাকে দয়া ক'রে আমায় একটু সাহায্য কর্‌তে হবে।

ভাস্কর পুণ্ডরীকাক্ষের ভণিতার অর্থ বুঝ্‌তে না পেরে নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল—পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌তে লাগ্‌ল—আমি মেনা দেবীকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব করেছিলাম। সেই প্রস্তাব আমি এইমাত্র প্রত্যাহার ক'রে মেনা দেবীকে তাঁর অভিলষিত বর বরণ কর্‌বার স্বাধীনতা দিয়ে এলাম। এখন আমার সানুনয় অনুরোধ, তুমি তাঁকে বিবাহ করো ; তাতে তিনি সুখী হবেন, তুমি সুখী হবে। তুমি ধনীবংশের ছেলে; জানি না, কি কারণে তুমি দারিদ্র্য বরণ করেছ। তুমি দরিদ্র ব'লে মেনা দেবীকে পত্নীত্বে গ্রহণ কর্‌তে যদি সঙ্কোচ বোধ করো, তা হ'লে তুমি তাঁকে কিছু যৌতুক দিয়েই গ্রহণ যাতে কর্‌তে পারো, তার জন্যে আমি কিছু যৌতুক এনেছি, তোমাকে তা অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ কর্‌তে হবে।

বিস্মিত ভাস্করকে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে কিছু বল্‌বার অবকাশ না দিয়েই পুণ্ডরীকাক্ষ ঘর থেকে বাহির হ'য়ে গেল, এবং গাড়ী-বারান্দায় অপেক্ষমাণ মোটর-গাড়ীর কাছে একজন ভৃত্য ও দ্বারবান্ দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ইঙ্গিত কর্‌তে তারা কয়েকটা বড় বড় সুট-কেস্ বহন ক'রে নিয়ে পুণ্ডরীকাক্ষের পিছনে পিছনে ভাস্করের ঘরে এসে প্রবেশ কর্‌লে।

পুণ্ডরীকাক্ষ ভৃত্যদের বল্‌লে—তোমরা ও-গুলো এইখানে রেখে দিয়ে চ'লে যাও।

ভৃত্যেরা চ'লে গেল। পুণ্ডরীকাক্ষ স্থট-কেস্‌গুলি খুলে অনেকগুলি গহনার কেস্ আর কতকগুলি খোলা গহনা এবং রূপা-সোনার বাসন-কোষন বাহির ক'রে ভাস্করের বিস্মিত দৃষ্টির সাম্‌নে রেখে দিয়ে বল্‌লে—এগুলি মেনা দেবী আর এনা দেবীরই গহনা। এগুলি এবাড়ীরই বাসন-কোষন। রাজা বাহাদুর ঋণের দায়ে বিব্রত হয়েছেন জেনে তাঁরা পিতাকে সমর্পণ করেছিলেন, এবং রাজা বাহাদুর যখন এগুলি বিক্রয় কর্‌তে জহুরীর দোকানে নিয়ে যান, তখন সৌভাগ্যক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি এইগুলি সব বেশি দাম দিয়ে কিনে রেখেছিলাম মেনা দেবীর বিবাহে যৌতুক দেবো ব'লে। এখন আমার হ'য়ে তুমি যৌতুক দিলে আমি স্থখী হবো।

ভাস্কর এতক্ষণ পরে বিস্ময় সংবরণ ক'রে বল্‌লে—এ যে অনেক টাকার জিনিস! আপনি রাজা বাহাদুরের সব ঋণ নাকি শোধ ক'রে দিয়েছেন, তার পরে এই এত টাকা অপরিচিত নিঃসম্পর্কীয় আমাকে দান ক'রে দিতে চাচ্ছেন! এমন দান কর্‌লে আপনার নিজের জন্যে থাক্‌বে কি?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—ভাই, আমি ত গরিবের ছেলে, আজন্ম গরিব। আমি ছিলাম ত্রিশ টাকা মাইনের কেরানী। অকস্মাৎ ভগবানের দয়ায় আমি কিছু টাকা পেয়ে গিয়েছিলাম। তা তো আমার প'ড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। দিয়ে থুয়েও যা আমার থাক্‌বে, তা আমার মাসে ত্রিশ টাকার চেয়ে বেশি আয়েরই থাক্‌বে। আমি একলা মানুষ, আমার খরচই বা কি। মধ্যে আমার বিবাহের একটা মোহ হয়েছিল। তা আমার কেটে গেছে।

ভাস্কর বল্‌লে—তা যেন হ'লো, কিন্তু আমাকে এত টাকার জিনিস দেবার কি উদ্দেশ্য আপনার?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমার মনে মেনা দেবী একটি সম্মানিত শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছেন। তাঁকে সুখী কর্‌বার ইচ্ছাতেই আমার এই অনুরোধ।

ভাস্কর উত্তরোত্তর আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু আমি যদি মেনা দেবীকে বিবাহ করি, তাতে তো আপনি তাকে বিবাহ কর্‌তে পারলেন না! এতে আপনার তো দুঃখ হবারই কথা!

পুণ্ডরীকাক্ষ হেসে বল্‌লে—আমার ভোগের দিক থেকে, লোভের দিক থেকে দেখ্‌লে, আমার দুঃখ হবার কথা। কিন্তু আমি যাঁকে শ্রদ্ধা করি, তাঁর সুখের দিক থেকে দেখ্‌লে তো আমার সুখ হওয়াই উচিত। আমি স্বার্থপর হ'য়ে ভুল করেছিলাম, আমার প্রেমের অমর্য্যাদা করেছিলাম, আমার প্রেমাস্পদের অগৌরব করেছিলাম। এই জন্যেই তো প্রেমের উচ্চ আদর্শ আমাদের দেশে স্থাপিত হয়েছিল—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
প্রিয়েন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তার প্রেম নাম॥

ভাস্কর পুণ্ডরীকাক্ষের নিষ্কাম ভালোবাসার পরিচয় পেয়ে আর তার অসামান্য বদান্যতা দেখে মুগ্ধ হ'লো। সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন যে, মেনা দেবী আমাকে বা আমি তাঁকে ভালোবাসি, আপনার মনে এমন উদ্ভট অসম্ভব সন্দেহ হবার হেতু কি। তিনি ধনী জমিদারের কন্যা, আর আমি সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র। আমিই বা কেমন ক'রে ঐ দুরাশা মনে পোষণ কর্‌তে পারি, আর তিনিই বা কেমন ক'রে এতখানি হীনতা স্বীকার কর্‌তে পারেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ হেসে বল্‌লে—প্রেমের চক্ষুতে প্রেম ধরা পড়ে। আর প্রণয়ের দেবতা অন্ধ, সে পাত্রাপাত্র বিচার করে না। নইলে

আমার মতন সামান্য দরিদ্রের মনে কেমন ক'রে জমিদারের কন্যার প্রতি অনুরাগ জন্মাল।

ভাস্কর বল্‌লে—আপনি বারম্বার বল্‌ছেন আপনি মেনা দেবীকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন, ভালোও বাসেন। তবে তাঁকে অপরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার জন্যে ঘটকালি করতে আপনার কষ্ট হচ্ছে না, এ আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও অসাধারণ ব্যাপার ব'লে মনে হচ্ছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আমাদের দেশের প্রণয়-দেবতা অন্ধ, কিন্তু স্বয়ং প্রজাপতি বড় জাগ্রত প্রহরী! তাঁর অধীন পাহারাওয়ালা প্রথম নম্বর হচ্ছেন মনু, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছেন রঘুনন্দন, আর তৃতীয় নম্বর হচ্ছেন পাঁজি, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি কত কি। মনু তাঁর সংহিতা-অস্ত্র নিয়ে, আর রঘুনন্দন তাঁর উদ্বাহ-তত্ত্ব উঁচিয়ে বল্‌ছেন যে, প্রণয় অন্ধ হ'য়ে যার-তার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ঘটাতে পারে, কিন্তু খবর্‌দার, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ব্রাহ্মণীর, কায়স্থের সঙ্গে কায়স্থের, বৈদ্যের সঙ্গে বৈদ্যের, আর শূদ্রের হাজার উপশাখার মধ্যে সম-শাখার পুরুষ ও স্ত্রীর যদি প্রণয় না হয়, তবে আমরা তা নাকচ ও নামঞ্জুর ক'রে দেবো। তার পর যদি কারো বা সুপ্রসন্ন অদৃষ্ট আর করুণাময় বিধাতার অনুগ্রহে জাতের গণ্ডি মেনে প্রণয় হয়, তবে আবার পাঁজি আছেন, কোষ্ঠী আছেন, গ্রহ আছেন, নক্ষত্র আছেন, গণ আছেন, বর্ণ আছেন, অরিষড়ষ্টক, সপ্তশলাকা ইত্যাদি কত কূটকচালে ব্যাপার আছেন। এত উপদ্রব উত্তীর্ণ হ'য়ে আমাদের দেশে ক'টা লোকের ভাগ্যে নিজের অভিলষিত প্রিয়ের সঙ্গে মিলন ঘটে? ভাগ্যে না হয় আমি রাজা বাহাদুরের স্বজাতি হয়েছিলাম। কিন্তু তার পর গোত্র না মিল্‌তে পারত, কোষ্ঠীর ফল মিল্‌তে না পারত; তাতেও তো বিবাহ হ'তো না। আমি মনে করব সেই রকম কোনো কারণেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

হয়নি। কিন্তু আমি যদি মেনা দেবীকে সুখী কর্‌তে পারি, তা হ'লে চিরকাল আমার একটা আত্মপ্রসাদ লাভ হবে, আর আমি তোমাদের প্রিয়বন্ধুরূপে চিরদিন গণ্য হ'তে পার্‌ব।

ভাস্কর পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে বল্‌লে—আপনার মহত্ত্বের ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমি তো মেনা দেবীকে বিবাহ কর্‌বার মতন মূঢ় দুরাশা মনে পোষণ করি না। তা আপনি যে প্রলোভন আমার সাম্‌নে এনে ধরেছেন, তার সম্বন্ধে আমি দু-চার দিন পরে ভেবে-চিন্তে আমার মত জানাব। আজ এখনি আমাকে আপনার অপার অনুগ্রহ গ্রহণ কর্‌তে অনুরোধ কর্‌বেন না।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—আচ্ছা, তুমি ভেবে দেখো। কিন্তু জেনো, এই সমস্ত তৈজস আর অলঙ্কার তোমার জন্যেই রইল আমার কাছে, তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই মেনা দেবীকে তাঁর এই নষ্ট সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ক'রে সকল রকমে হৃষ্ট কর্‌তে পারো।

পুণ্ডরীকাক্ষ অলঙ্কারগুলি আবার বাক্‌সে বন্ধ ক'রে ভৃত্যদের ডাক দিলে এবং সেগুলি গাড়ীতে তুলে নিয়ে রাজা বাহাদুরের বাড়ী থেকে বিদায় হ'লো।

যখন পুণ্ডরীকাক্ষ ভাস্করের সঙ্গে মেনার বিবাহের ঘটকালি কর্‌ছিল, সেই সময় রাজা বাহাদুর মেনার কাছে গিয়ে তাকে আদর ক'রে কাছে ডেকে বসিয়ে বল্‌লেন—হ্যাঁ রে মেনা, তুই ভাস্করকে ভালোবাসিস্‌, তাকে বিয়ে কর্‌তে চাস্‌, এ-কথা আমাকে এতদিন বলিস্‌ নি কেন?

মেনার বিষণ্ণ ম্লান চক্ষু দুটি হঠাৎ বাঘিনীর চোখের মতন ভয়ঙ্কর হ'য়ে জ্ব'লে উঠ্‌ল—সে তীব্র স্বরে বল্‌লে—কে বল্‌লে তোমাকে এ কথা? ভাস্কর-বাবু বুঝি? মিথ্যা কথা! অর্থলোলুপ ধূর্তের মিথ্যা অপবাদ রটনা!

রাজা বাহাদুর কন্যার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্‌লেন—ছি মা, না জেনে শুনে কাউকে কটু কথা বল্‌তে নেই। ভাস্কর অতি সংযত স্বভাবের সৎ লোক। সে আমাকে কিছু বলে নি। আর সে তো অর্থলোলুপ লোক নয়। সে কোনো বড় লোকের ছেলে, কোনো কারণে বাড়ী-ঘর ছেড়ে বিদেশে চাকরী কর্‌তে এসেছে। শুন্‌লে না, কাল সে বল্‌লে যে, কন্দর্পর জমিদারীর মতন জমিদারী সে ইচ্ছা কর্‌লে কিন্‌তে পারে! ক্রোধের সময় কিছু অত্যুক্তি হয় ধ'রে নিলেও, ঐ কথা যে নিছক আস্ফালন নয়, তা ভাস্করের চরিত্র দেখে মনে হয়।

মেনার মনে পড়্‌ল, ভাস্কর তার ধনশালিতার কথা কাল দু-দুবার বলেছিল—একবার তাকে, আর একবার কন্দর্পকে। তা হ'লে তার পিতার অনুমানের মধ্যে কোনো সত্য থাকা সম্ভব। তখন মেনার মন একটু শান্ত হ'লো। সে ব্যথিত দৃষ্টি তুলে পিতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তবে এমন কথা তোমাকে আর কে বল্‌লে⋯ ⋯?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—পুণ্ডরীকাক্ষ কেমন ক'রে টের পেয়েছে যে, তুমি তাকে প্রীতির টানে বিবাহ করতে সম্মত হও নি, তুমি কেবল আমাকে ঋণমুক্ত করবার জন্যে পুণ্ডরীকাক্ষের দানের বিনিময়ে আত্ম-বলি দিতে উদ্যত হয়েছ। তাই সে আজ সকালে এসে তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি দিয়ে গেছে, আর সে নিজে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছে। আমি তাকে তার কিনে-নেওয়া দলিলগুলি ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে সেগুলি কিছুতেই নিলে না, সে বলে যে, সে তো তোমার বিনিময়ের জন্যে আমাকে সেগুলি দেয় নি, সেগুলি সে তোমার পিতার চিন্তা দূর ক'রে তোমাকে সুখী ও প্রফুল্ল দেখ্‌বার জন্যেই দিয়েছিল। সে-ই আমাকে ব'লে গেল যে, তুমি আর ভাস্কর পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে আকৃষ্ট হয়েছ।

মেনা আবার রুষ্ট স্বরে ব'লে উঠ্‌ল—এ নিশ্চয় ভাস্কর-বাবুর কারসাজি। তিনি জান্‌তে পেরেছেন যে, পুণ্ডরীকাক্ষ-বাবু অত্যন্ত মহৎ, উদার প্রকৃতির লোক, তাঁকে দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়ে এখন তাঁকেই নিজের ঘটকালিতে নিযুক্ত করেছেন। তুমি তাঁদের ব'লে দিয়ো, আমি তাঁদের কাউকেই বিবাহ কর্‌তে চাই না। আমাকে কেউ যেন বারম্বার অপমান না করেন।

মেনার মতন শান্ত ধীর গম্ভীর মেয়েকে রাজা বাহাদুর কখনো রুষ্ট হ'য়ে উচ্চ স্বরে কথা কইতে এর আগে শোনেন নি। তার ক্রোধ দেখে তিনি ভয় পেয়ে আর কিছু বলা থেকে নিরস্ত হ'লেন। কিন্তু যে জট পাকিয়ে গেছে, তা যে কেমন ক'রে মোচন করা যাবে, তারও কোনো উপায় আবিষ্কার করতে না পেরে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত আর উন্মনা হ'য়ে প্রস্থান কর্‌লেন।

মেনা যেমন ব'সে ছিল, তেমনি ব'সে রইল, সে তখন চিন্তা-সাগরে একেবারে তলিয়ে গেছে।

রাজা বাহাদুর নিজের আফিস-ঘরে ফিরে গিয়ে কন্দর্পকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বল্‌লেন—দেখ কন্দর্প, অনেক দিন থেকে আমার সাধ ছিল যে তোমার সঙ্গে মেনার বিবাহ দি। কিন্তু আমার কন্যা বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার জ্ঞানবুদ্ধি হিতাহিত-বোধ পরিপক্ক হয়েছে। তার স্বাধীন মতামতও হয়েছে। কাল থেকে আমার মনে হচ্ছে, সে বোধ হয় তোমার প্রতি তত অনুরক্ত হ'তে পার্‌ছে না। এতে তাকে জোর ক'রে বিবাহে সম্মতি দেওয়ানো তার পিতার পক্ষে উচিত হবে না। আমি বড় দুঃখিত হচ্ছি যে, এই সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, পরস্পরের স্বেচ্ছায় বিবাহ না হ'লে তা কোনো পক্ষেরই সুখকর হবে না।

কন্দর্প একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে—তা মেনা যদি না সম্মত হয় তো আমি এনাকে বিবাহ কর্‌তে তো পারি।

রাজা বাহাদুর এবার দৃঢ় স্বরে বল্‌লেন—না, তাদের কাউকেই তোমার বিবাহ করার সম্ভাবনা আর নেই। তুমি ঐ সঙ্কল্প মন থেকে দূর ক'রে দিও।

কন্দর্প অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ স্বরে বল্‌লে—আমাকে যে এমন অপমান ক'রে আপনি বাড়ী থেকে তাড়াবেন, তা আমি জান্‌তাম না। তা জান্‌লে আমি আর আপনার বাড়ীতে এসে উঠ্‌তাম না। আপনার ঐ গোমাস্তাটা আপনার কাছে আমার নামে নিশ্চয় কিছু লাগিয়েছে। আচ্ছা, তাকে আমি দেখে নেবো, গুণ্ডা লাগিয়ে তার মাথা গুঁড়ো ক'রে তবে আমি ছাড়্‌ব। বেশ! তবে আর আমি আপনার বাড়ীতে থাক্‌তে চাই না। আমি এখনই চল্লাম, ক্যাল্‌ক্যাটা হোটেলে গিয়ে থেকে আমার যা কাজ আছে তা সেরে বাড়ী চ'লে যাব।

কন্দর্প গাড়ী ডাকিয়ে তখনই চ'লে গেল। রাজা বাহাদুর অনেক অনুরোধ কর্‌লেন অন্ততঃ এই বেলাটা থেকে খাওয়া-দাওয়া ক'রে তার পর যাবার জন্যে। কিন্তু কন্দর্প রাগে গোঁ গোঁ কর্‌ছিল, সে কিছুতেই থাক্‌তে স্বীকৃত হ'লো না।

কন্দর্পকে চ'লে যেতে দেখেই এনা এসে মেনাকে ব্যঙ্গের স্বরে বল্‌লে—দিদি, তোমার এক বর তো বিমুখ হ'য়ে বিদায় হ'লো। এই-বার তোমার মানস-সরোবরে পুণ্ডরীক প্রস্ফুটিত হবার আর কোনো বাধা রইল না! উঠে পড়, আনন্দে নৃত্য কর্‌তে শুরু ক'রে দাও।

মেনা আজ প্রফুল্ল হাস্যের সহিত বল্‌লে—ভাই এনা, তুই ঠিক ধরেছিস্, বাস্তবিক আমার আনন্দে নৃত্য কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে, কিন্তু আমার মানস-সরোবরে পুণ্ডরীক প্রস্ফুটিত হবে ব'লে নয়, পুণ্ডরীকাক্ষ-

বাবু আমাকে বিবাহের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে গেছেন ব'লে। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান ক'রে গেছেন। আমি বন্দিনী-দশা থেকে আজ মুক্তি পেয়েছি!

এনা আশ্চর্য্য হ'য়ে চম্‌কে উঠ্‌ল—অ্যাঁ! বলো কি তুমি! সত্যি?

মেনা বল্‌লে—সত্যি! এই মাত্র বাবা আমাকে সুখবর দিয়ে গেলেন। পুণ্ডরীকাক্ষ-বাবু বুঝ্‌তে পেরেছেন যে, আমি তাঁকে ভালো না বেসেও. কেবল বাবার ঋণশোধের বিনিময়ে তাঁকে বিবাহ কর্‌তে সম্মত হয়েছিলাম। তিনি আমাকে এই হীন আত্মবিক্রয় থেকে অব্যাহতি দিয়ে গেছেন, অথচ বাবার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও ঋণের দলিলগুলি ফেরত নেন নি।

এনার ও মেনার মুখে পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসার ভাব ফুটে উঠ্‌ল। এনা বল্‌লে—দিদি, ঐ ক্যাব্‌লা লোকটি যে এত মহৎ, তা তো আগে জান্‌তাম না! তার উপর আমি বড় রাগ করেছিলাম, তোমারও উপর! কেন সে তোমাকে কিন্‌তে চাইবে, আর তুমিই বা আপনাকে এত সস্তায় বিক্রী কর্‌তে চাইবে। এই বেশ হয়েছে!

মেনা হেসে বল্‌লে—এনা ভাই, দু-দিন পরে তোর মুখে আজ হাসি ফুট্‌তে দেখে আমার মনের গ্লানি দূর হ'লো। আমি তোর প্রিয়কে হরণ কর্‌ছিলাম জেনে শুনে। আমি তো বেশ জানি, তুই পুণ্ডরীকাক্ষকে ভালোবেসেছিস্। তাই তো তোর আমার উপর অত রাগ হয়েছিল। কিন্তু এখন তো বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্. আমি কী দুষ্কর কঠিন কাজ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলাম কেবল বাবাকে সুখী দেখ্‌বার জন্যে। বাবার ঋণের ভাবনা দূর কর্‌বার জন্যে আমি তোর সুখ বলি দিয়ে আত্মবলি দিতে উদ্যত হয়েছিলাম। তুই মনে করেছিলি যে, আমি পুণ্ডরীকের সম্পত্তিলোলুপ হ'য়ে তাকে বিবাহ কর্‌তে সম্মত হয়েছি। কিন্তু তোকে অসুখী ক'রে

আমি সম্পদের মধ্যেও কি কোনো আনন্দ কখনো পেতাম, সমস্ত ঐশ্বর্য্য যে আমার কাছে বিষ বোধ হ'তো !

এনা দিদির পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে—দিদি, আমি অত্যন্ত স্বার্থপর, তাই তোমার ত্যাগের পরিমাণ আর তার মাহাত্ম্য বুঝ্‌তে না পেরে তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছি। তোমার স্নেহে আমার যে একদিনের জন্যেও সন্দেহ হয়েছিল, এ আমার চিরজন্মের জন্য লজ্জার আর অনুশোচনার কারণ হ'য়ে রইল। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

মেনা এনাকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে স্নেহ-কোমল স্বরে বল্‌লে—তুইও আমাকে ক্ষমা করিস্ ভাই ! এইবার বল্, আমি তোর ঘটকালি করি। বাবা পুণ্ডরীককে বলে-ছিলেন যে, আচ্ছা, মেনাকে যদি তুমি বিবাহ না করো তবে এনাকে বিবাহ করতে পারো সে যদি সম্মতি দেয়। তাতে সে কি বলেছে জানিস্ ? সে বলেছে আমার সঙ্গে টাকার জঞ্জাল জড়িয়ে গেছে, আমি আর কাউকে প্রার্থনা করতে সাহস করি না। সেই সাহস-হারা ভীরুকে উৎসাহ দিয়ে তার মনে সাহস সঞ্চার ক'রে দেবার ভার আমি নেবো।

এনা বল্‌লে—না দিদি, তোমার কোনো কষ্ট করতে হবে না। আর তা ছাড়া ঐ লোকটা তোমাকে যে রকম ভয় করে, ভক্তি করে, তাতে তুমি তাকে যা বল্‌বে তাই তোমার আদেশ ব'লে মান্য করবে। আমার উপর তার ভালোবাসা আছে কি না, আমিই তা যাচাই ক'রে নিয়ে আমিই তাকে সাহসী ক'রে তুল্‌ব।

মেনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হোক, তোরা সুখী হ।

এনাও হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—কিন্তু দিদি, আমার চেয়ে সে তোমাকেই চিরকাল বেশি ভালোবাস্‌বে, এতে আমার একটু একটু হিংসে হবে, এ-কথা আমি তোমাকে আগে থাক্‌তেই ব'লে রাখ্‌ছি।

আজ অনেক দিন পরে দুই বোন পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ্র অনাবিল শুচি হাস্যে পরস্পরকে অভিষিক্ত ক'রে দিলে।

ষোলোর পরিচ্ছেদ

ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র

বিকাল বেলা হ'তেই পুণ্ডরীকাক্ষের মন অভ্যাস-মতো মেনাদের বাড়ী যাবার জন্যে ছটফট্ করতে লাগ্‌ল। কিন্তু আজ সে বারম্বার মনকে বুঝাতে লাগ্‌ল—আর কেন, মিছামিছি গিয়ে লজ্জা পাওয়া আর অন্যকে অপ্রস্তুত করা। যা হবার তা হ'য়ে ব'য়ে গেল। এই মাঝের দিন কয়টা আমার স্বপ্নবিলাসের মতন আমাকে একটা অলীক আনন্দে মশ্‌গুল্ ক'রে রেখেছিল। এখন স্বপ্ন ভেঙে গেছে, তবে আর কেন সেই স্বপ্নের স্মৃতি টেনে নিয়ে বেড়ানো! যে কয় দিন মেনা দেবীর কাছে যেতে পেরেছি, তাই আমার এই অকিঞ্চন জীবনের পক্ষে যথেষ্ট! এর পরে আমার পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তো কেউ ঘোচাতে পার্‌বে না! আমি চিরকাল হা-প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ব, তিনি যবে আর যখন এই পথ দিয়ে যাবেন তখন আমার নয়ন-মনকে তো তিনি কৃতার্থ ক'রে দিয়ে যাবেন! যদি তাঁর বিয়ে হ'য়ে যায়, তিনি অন্য জায়গায় চ'লে যান, আমারও সেই জায়গায় গিয়ে থাক্‌তে বাধা কোথায়? খাবার সঙ্গতি ভগবান ক'রে দিয়েছেন, আর কোনো বন্ধনই নেই, তবে আর ভাবনা কিসের? আমি তাঁর পিছনে পিছনে ছায়ার মতন ফির্‌ব, ছায়ার মতন পায়ের সঙ্গেই লেগে থাক্‌ব, কখনো তার বেশি নিকটস্থ হ'তে চাইবও না, পার্‌বও না!

শ্রাবণ মাস। ঝুপ্‌ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। রাজা বাহাদুরের বাগান থেকে কেয়া-ফুলের আর বকুল-ফুলের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে ভিজে বাতাসে ভর ক'রে। পুণ্ডরীকাক্ষ তার বাড়ীর দোতলার বারান্দায়

ব'সে ব'সে বিরহবিধুরা রমণীর মতন সন্ধ্যা-বধুর রোদন দেখ্‌ছে। এমন সময় তার পিসি সেখানে এসে তার ধ্যান ভঙ্গ ক'রে দিলে।

তার পিসি মালা জপের মাঝখানে বল্‌লে—পুণ্ডরীক, শ্রাবণ মাস তো যায়, বিয়ের দিন একটা ঠিক কর্।

পুণ্ডরীকাক্ষ বিষণ্ণ হাসি হেসে বল্‌লে—পিসিমা, জীবনের উপর দিয়ে তো ৩৫টা শ্রাবণ কেঁদে চ'লে গেছে, আর একটাও না হয় গেল! গত ৩৫টায় যদি বিয়ে না ক'রেই শ্রাবণকে বিদায় দেওয়া গিয়েছে, তবে এটাকেও যাবে। তুমি তার জন্যে কিছু ভেবো না! শ্রাবণ আমার অনুরোধ শ্রবণের জন্যে এক দিনও বেশি অপেক্ষা কর্‌বে না!

পিসি বিরক্তির সহিত বল্‌লে—তুই কী যে সব হেঁয়ালি বলিস্ তা তো ঠিক্ বুঝ্‌তেও পারি না! যা তোর মন চায় তাই কর্!

পিসি চ'লে গেল।

পুণ্ডরীকাক্ষ ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—এতদিন কী মহা মোহের মধ্যেই ছিলাম! মনে করেছিলাম, ভাগ্য যখন ফিরেছে, তখন আমার সকল বাসনাই পূর্ণ হবে। কিন্তু বিধাতা আমার ললাটের পশ্চাতে ব'সে হেসেছিলেন, তিনি দিলেন আমার সব প্ল্যান উল্‌টে-পাল্‌টে। তখন মনে করেছিলাম, আসল তো পেয়েই গেছি, আর নকলের দর্‌কার কি! কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সেই সময়ে একখানা ফটোগ্রাফ, অন্ততঃ তার হাতের একটুক্‌রা লেখা কাগজ, তার পায়ে মাড়ানো একটু ধুলো যদি সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌তাম, তা হ'লে এখন আমার কেবল ভাব-রাজ্যে বিচরণ কর্‌তে হ'তো না, বাস্তব একটা কিছু অবলম্বন আমার থাকৃত!

পুণ্ডরীকাক্ষ ভাব্‌তে ভাব্‌তে কেমন অন্যমনস্ক ভাবেই হঠাৎ উঠে পড়্‌ল, এবং বর্ষাতি জামা গায়ে চড়িয়ে ছাতা হাতে ক'রে বেরিয়ে

পড়্ল,—সে পথে পথে ভিজে ভিজে ঘুরে মনটাকে শান্ত ও দেহটাকে শ্রান্ত ক'রে নিয়ে আস্তে চায়।

বাড়ী থেকে বেরিয়েই তার পা চল্তে চায় মেনাদের বাড়ীর দিকে। সে তাদের বাড়ীর ফটকের সাম্নে এসে অভ্যাস আর আগ্রহ বশতঃ মুখ ফিরিয়ে তাদের বাড়ীর বারান্দার দিকে তাকাল। সন্ধ্যার আব্ছায়া আলোকে ধারাশ্রাবণের জলজালের ভিতর দিয়ে সে দেখ্লে, রাজা বাহাদুরের বাড়ীর বারান্দার আলোকোদ্ভাসিত কোণটিতে, যেখান থেকে ফটকের ফাঁক দিয়ে বাহিরের রাস্তার একটু ফালি দেখা যায় সেইখানটিতে, দাঁড়িয়ে রয়েছে এনা। সে যেদিন থেকে তাদের বাড়ীতে যেতে আরম্ভ করেছে, সেই দিন থেকে প্রত্যহ যখনই সে তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছে, তখনই দেখেছে যে, এনা ঐ জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাকে যেতে দেখেই হাসিমুখে নীরব সমাদরে তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়েছে। এই যে প্রত্যহ একই স্থানে অবস্থিতি, এ কি কেবল অকস্মাতের ঘটনা, এ কি কেবল রাস্তায় লোক-চলাচলের বিচিত্রতা দেখ্বার কৌতূহল, এ কি কেবল বহুদিনাগত অভ্যাস, না এ কারও জন্যে প্রতীক্ষা? সেই কেউটি কি সে? এতদিন তো সে মনে করেছে যে, সেই কেউটি সে-ই; এনা তার দিদির ভাবী বরকে সাদর সম্বর্দ্ধনা কর্বার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে। কিন্তু সে যে এনার দিদিকেই মনে মনে ভালবেসেছে, তাকেই দেখ্বার জন্যে প্রত্যহ ছুটে ছুটে তাদের বাড়ীতে নিয়মিত সময়ে গিয়েছে, তা এনা কেমন ক'রে জান্বে, সে তো অন্তর্যামিণী নয়, সর্ব্বজ্ঞা নয়, জান্ নয়! তবে? পুণ্ডরীকাক্ষ মনে মনে ভাব্তে লাগ্ল—তবে কি সে মনে কর্ত যে, আমি তাকে দেখ্বার লোভেই তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে পল মুহূর্ত্ত গণনা করেছি, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত

হ'লে এক মিনিটও কখনো বিলম্ব করি নি। রেলগাড়ীর টাইম্‌টেব্‌লের নির্দ্দেশ মতন যে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি, সে তারই সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য রসিকতা করবার জন্যে! বরাবর করেছিও তো তাই! মেনা কাছে এলে' আমি বাক্‌রোধ-হওয়া অন্তিম-অবস্থার লোকের মতন হ'য়ে যেতাম, মনে হ'তো আমার যেন নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে। তার সাম্‌নে আমি সম্ভ্রমে সম্মানে ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌তাম; আর এর সঙ্গে অনর্গল আলাপ করেছি, হেসেছি, রঙ্গ আর রসিকতা করেছি। এতে লোকের মনে কি ধারণা হ'তে পারে? সে যদি ভুল ক'রে থাকে, তবে অন্যায় করে নি। কিন্তু সেই রকম ধারণা করা কি কেবল নিছক ভুলই? আমার মন কি তাকে দেখে প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে নি; তাকে দেখ্‌বার জন্যে, তার সঙ্গে আলাপ কর্‌বার জন্যে উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে থাকত না? যদি তার ভুল হ'য়ে থাকে, তবে সে ভুল আমিই তার মনে সঞ্চার ক'রে দিয়েছি। এই জন্যেই কি রাজা বাহাদুরের কাছে যেদিন আমি মেনাকে বিবাহ কর্‌বার প্রস্তাব কর্‌লাম, সেদিন তিনি আমার মুখে মেনার নাম শুনে চম্‌কে উঠেছিলেন, সে নামটা তাঁর কানে অপ্রত্যাশিত শুনিয়েছিল, তিনি আমার ভ্রম হয়েছে মনে ক'রে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি যাকে চাই, সে মেনা নয়, এনা। তার পরেও যখন আমার নির্ব্বন্ধাতিশয়তা দেখে তিনি স্থির নিশ্চয় জান্‌লেন যে, আমি মেনাকেই প্রার্থনা কর্‌ছি, তখন তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। আর সেই দিন থেকে মেনার মুখ তো কালবৈশাখীর কালো মেঘের মতন গম্ভীর ম্লান হ'য়ে পড়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে এনাও হ'য়ে উঠেছিল তিরিক্ষি-মেজাজ, আর দুর্লভ-দর্শন। এই দু-দিন তো সে ঐ কোণটিতে দাঁড়িয়ে আমার আগমন প্রতীক্ষা করে নি। আর আজ যেমন আমি মেনাকে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি

দিয়ে এসেছি, অমনি কি এরও প্রসন্নতা ফিরে এল! এ কি আজ আবার আমারই আগমন-প্রতীক্ষায় পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! তবে কি সে আমাকে ভালোবাসে, আর আমিও ওকেই ভালোবাসি? আর মেনার নারী-মর্য্যাদাসম্পন্ন মহত্ত্বব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে আমি শ্রদ্ধাকে আর সম্মানকে ভালোবাসা ব'লে ভুল করেছি! কিন্তু আর তো কিছু আশা কর্‌তে, কিছুর প্রতি লোভ কর্‌তে আমার সাহস হয় না। আমি আর ও-পথে পা দেবো না। আর, জীবনের ক'টা দিনই বা বাকী আছে, দেবো ফুঁকে যেমন ক'রে ফুঁকে দিলাম এই পঁয়ত্রিশটা সুদীর্ঘ বৎসর।

পথের কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে, মাথার উপর অবিরল ধারা-বর্ষণ অগ্রাহ্য ক'রে পুণ্ডরীকাক্ষ অনেকক্ষণ ধ'রে ভাব্‌লে। তার পর ছাতা মাথার উপর সোজা ক'রে ধ'রে চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

সে অল্প দূর চ'লে গেছে, এমন সময় রাজা বাহাদুরের বাড়ীর একজন চাকর ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে দৌড়ে এসে পুণ্ডরীকাক্ষকে বল্‌লে—বাবু, ছোট দিদিমণি আপনাকে ডাক্‌ছেন!

পুণ্ডরীকাক্ষ থম্‌কে দাঁড়াল। এক নিমেষের জন্য তার মুখটা চিন্তায় অন্ধকার হ'য়ে উঠ্‌ল, তার পর হাস্যোৎফুল্ল মুখে সে ফিরে চাকরটির আগে আগে চল্‌ল।

পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের বাড়ীতে যেতেই একজন ভৃত্য এসে তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে ভিজা ছাতা নিলে, তার পর তার গা থেকে ভিজা ওয়াটার-প্রুফ জামাটা ছাড়িয়ে নিলে। পুণ্ডরীকাক্ষ ধীর পদক্ষেপে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

মার্ব্বেল-পাথর-পাতা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে পুণ্ডরীকাক্ষ যেমন সিঁড়ির বাঁক ঘুরে মোড় ফিরে উপরের দিকে

চেয়েছে, দেখ্‌লে সিঁড়ির মাথায় বারান্দায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে—এনা !

পুণ্ডরীকাক্ষের সঙ্গে এনার চোখোচোখি হ'তেই এনা চাপা কণ্ঠে রঙ্গভরা মৃদু স্বরে গেয়ে উঠ্‌ল—

ওই পথভোলা এক পথিক এসেছে !
চিনি তোমায়, চিনি নবীন পান্থ,
পথে পথে ওড়ে তোমার
ওয়াটার-প্রুফের প্রান্ত !

ঘরছাড়া এই পাগলাটাকে,
এমন ক'রে কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি' ?

পুণ্ডরীকাক্ষ হাসিমুখে উপরে উঠে এল। এনা গান থামিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—ঝমাঝম্ বৃষ্টির মধ্যে পথের মাঝে ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে কি বিষম দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন, শুনি ? দুস্তর পারাবার তো লঙ্ঘন করা অভ্যাস আছে, তবে 'কেবলি এই রাস্তাটুকু পার হ'তে সংশয়' আর কিছুতে ঘুচ্‌ল না ? লোভী ছেলে যেমন রাস্তার ধারে মিঠাইয়ের দোকানের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, লোভ আছে অথচ মিঠাই কেন্‌বার সম্বল নেই, আপনিও দেখ্‌ছি সেই রকম, লোভ আছে প্রবল, কিন্তু সাহস হয় না ! জানেন তো, 'নান্ বাট্ দি ব্রেভ্ ডিজার্ভ্‌স্ দি ফেয়ার !'

পুণ্ডরীকাক্ষ হেসে বল্‌লে—আমি ফেয়ার ডিজার্ভ্ করি না, কাজেই, আর সাহসও নেই, ডিজায়ারও নেই। অপরাধী হয়েছি, ভুল ক'রে। তাই ভয় মন জুড়ে রয়েছে।

এনা রঙ্গভরা স্বরে বল্‌লে—মা ভৈঃ! মা ভৈঃ! বাঁশ-বনে ডোম অমন কাণা হ'য়েই থাকে। তাতে বিশেষ কোনো অপরাধ জমা হয় নি। আর যদি অপরাধ হয়েছেই মনে করেন, তবে তো ক্ষমা চাইতেও আসা দর্‌কার।

পুণ্ডরীকাক্ষ ম্লান মুখে বল্‌লে—আমার ক্ষমা চাইতেও সাহস হয় না। আপনি যখন আমাকে ডেকে এনেছেন, তখন আপনিই আমার ক্ষমা-প্রার্থনাটা আপনার দিদির কাছে পৌঁছে দেবেন, আর আপনিও আমার স্পর্দ্ধা ক্ষমা কর্‌বেন।

এনা হাসিতে মুখখানিকে ভ'রে তুলে লীলা-ভরে মাথা দুলিয়ে বল্‌লে—না, আমি কিছুতেই ক্ষমা কর্‌ব না, এই নিয়ে চিরকাল আমাদের ঝগ্‌ড়া চল্‌বে, চিরকাল আপনাকে খোঁটা খেতে হবে! তবে দিদি শান্ত মানুষ, তাঁর কথা স্বতন্ত্র, তিনি ক্ষমা কর্‌লেও কর্‌তে পারেন। আসুন, ঘরে এসে বসুন, আমি দিদিকে ডেকে আনি।

পুণ্ডরীকাক্ষ সন্ত্রস্ত ভাবে বল্‌লে—না না, আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বল্‌তে পারি না। আপনিই আমার হ'য়ে বল্‌বেন।

এনা হেসে বল্‌লে—তবে যে বড় দিদিকে বিয়ে কর্‌বার সখ হয়েছিল? দিদি বৌ হ'লে তো ভয়ে ভয়ে দম আট্‌কেই আপনি মারা যেতেন! কী ফাঁড়াটাই আপনার কেটে গেল! এইবারে একটি এমন বৌ নির্ব্বাচন করুন, যার সঙ্গে সহজে কথা বল্‌তে পার্‌বেন। আমার সঙ্গে তো বেশ কথা বল্‌তে পারেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—তা পারি, হয় তো আমি রোজ রোজ আপনাদের দু-বোনকে দেখে দেখে মনে মনে দুজনকেই ভালোবেসে-ছিলাম, একজন হয়েছিলেন আমার কল্পলোকের নারী-মহিমার আদর্শ মাত্র, আর একজন হয়েছিলেন ব্যাবহারিক জীবনের নর্ম্মসখী; একজন

হয়েছিলেন স্বপ্নলোকবিহারিণী দেবী, আর একজন হয়েছিলেন প্রতিদিনের জীবনের সব-কিছুকে অমৃতে অভিষেককারিণী মানবী; একজন চিন্তা ভাব, আর একজন বাক্য হাসি রঙ্গ-রসিকতা।

এনা তেমনি প্রফুল্ল মুখেই বল্‌লে—তবে তো আপনি গডাচর-চণ্ডুর দলের লোক, আপনার ডুডও চাই, টামাকও চাই! কিন্তু দুধ জুট্‌ল না ব'লে তামাকও ত্যাগ করেন কেন?

পুণ্ডরীকাক্ষ গম্ভীরভাবে বল্‌লে—আমি জন্ম-হতভাগা। তাই ঘরপোড়া গরুর মতন সাহস কর্‌তে পারি না। পাছে বেশি চাইতে গিয়ে সবটাই হারাই!

এনা হাস্‌ত হাস্‌তে বল্‌লে—চেয়েই একবার দেখুন না, হারাবেন না, ভয় নেই। আমার পরামর্শ নিয়ে যদি আগে কাজ কর্‌তেন তবে আমি আপনাকে পথ ভুলে নারকোল-গাছে ওঠ্‌বার দুরাশা থেকে প্রতিনিবৃত্ত কর্‌তাম। অমিত রায়ের কথা মনে আছে তো—সে বলেছিল, "জীবনে অনেক সুযোগ ঘট্‌তে পারে, কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায়, তার ভাগ্য ভালো,—যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড় কম সৌভাগ্যবান্ নয়!"

পুণ্ডরীকাক্ষ আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—তা হ'লে তুমি সাহস আর ভরসা দিচ্ছ, আমি বাঁ দিক থেকে রাজকন্যাকে লাভ কর্‌বার দুরাশা মনে পোষণ কর্‌তে পারি?

এনা সর্ব্বদেহে হেসে, মাথা দুলিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ, তা পারো। কিন্তু রাজকন্যা লাভ কর্‌বার 'দুরাশা' তো কেটে গেছে, এবার রাজকন্যা লাভ কর্‌বার 'আশা' কর্‌তে হবে! ভাষা ভুল কোরো না!

পুণ্ডরীকাক্ষ সৌভাগ্যের আনন্দাতিশয্যতায় বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে রইল।

এনা অনর্গল কথা ব'লে অজস্র হেসে তাকে চাঙ্গা ক'রে তুলে বল্‌লে—এখন ঘরে এসে বোসো। আমি দিদিকে ডেকে আনি। এইবার তো দিদি গুরুজন হবে, তাকে প্রণাম কোরো!

এনা ঘরে প্রবেশ কর্‌ল সমস্ত দেহলতা হিল্লোলিত ক'রে আনন্দের তরঙ্গের মতন। পুণ্ডরীকাক্ষ তার পিছনে পিছনে গিয়ে দরজার কাছে জুতো খুলে রাখ্‌তে দাঁড়াল।

এনা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—ও কি, জুতো খুল্‌ছ কেন? এ তো দেবীমন্দির নয়, মানবীর গৃহ। অতএব……

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—জুতোটা ভিজে একেবারে চ্যাব্‌চ্যাব্ কর্‌ছে!

এনা বল্‌লে—জুতোর আর অপরাধ কি বলো? ঝাড়া এক ঘণ্টা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌লে! তবে দাঁড়াও, বাবার এক জোড়া চটিজুতো এনে দি।

পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে—না না, সর্ব্বনাশ! আমি কি তাঁর জুতোতে পা দিতে পারি, তিনি গুরুজন!

এনা হেসে বল্‌লে—তবে তো দিদির জুতোতেও পা দেওয়া চল্‌বে না। দেখি আমার জুতো যদি ঐ গদাধরের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ কর্‌তে পারে!

পুণ্ডরীকাক্ষ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—জুতো দিয়েই প্রথমে বরণ করা হবে! তা তুমি তো আমার শালী নও! আর নয়ই বা কেন, চিরকাল মনে হবে আমি যেন শালী নিয়েই ঘর কর্‌ছি।

এনা বল্‌লে—তাতে আর ক্ষতি কি? কেউ কি আর শালী নিয়ে ঘরসংসার করে না। বরং সেই ভাব মনে থাক্‌লে আমি কখনো

তোমার কাছে পুরোণো হবো না, তুমি চিরকাল পরকীয়া-রসে বিভোর থাকবে। আমাদের বৈষ্ণব-প্রেম-সাধনা চল্‌বে!

এনা পুণ্ডরীকাক্ষকে ঘরে বসিয়ে জুতো আন্‌তে চ'লে গেল, যেন একটি আনন্দ-তরঙ্গ উছ্‌লে চল্‌কে চ'লে গেল। সে একজন চাকরকে দিয়ে একজোড়া চটি জুতো বাইরের বৈঠকখানায় পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গেল মেনার ঘরে।

মেনা তার ঘরের জানালায় ব'সে চুপ ক'রে বৃষ্টি দেখ্‌ছিল, আর দু-দিনের মধ্যে তার জীবন-রঙ্গভূমির উপর দিয়ে যে দ্রুত পট-পরিবর্ত্তন হ'য়ে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘ'টে গেল, তারই সম্বন্ধে চিন্তা করছিল। এনা একরাশি জুঁই ফুলের মতন হাসিতে খুশীতে ভরপুর হ'য়ে দিদির গায়ের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল, এবং তাকে দুই হাত দিয়ে পরিবেষ্টন ক'রে ধ'রে আনন্দ-বিহ্বল স্বরে বল্‌লে—দিদি, দিদি, আমি ঐ ক্যাব্‌লাটাকে রাস্তা থেকে ডাকিয়ে এনে প্রোপোজ ক'রে দিয়েছি, সে অ্যাক্‌সেপ্‌ট্‌ করেছে! দিদি, তুমি এসো।

মেনা প্রীতিতে প্রফুল্ল মুখে বিস্ময় মাখিয়ে বল্‌লে—বলিস্‌ কি রে! আঁা! তুই প্রোপোজ করলি! তোর লজ্জা করল না?

এনা আহ্লাদে টগ্‌বগ্‌ করতে করতে বল্‌লে—এতে আর লজ্জা কি! সে একে বেটা ছেলে, মুখচোরা! তাতে আবার তোমার কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে ভড়্‌কে ভয় পেয়ে গেছে। চিরকাল কি পুরুষেরাই প্রস্তাব করবে? মেয়েদের সে সাহস কোনো কালেই হবে না? আর তা ছাড়া বৈষ্ণব প্রেমের আদর্শ হচ্ছে লজ্জা পর্য্যন্ত ত্যাগ!

মেনা এনাকে কোলের সাম্‌নে টেনে এনে তার মুখচুম্বন করলে, তার চোখ দিয়ে আনন্দের জল গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

এনা দিদির চোখে জল দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হ'লো, তারও সমবেদনায় ও নিজের আনন্দাতিশয়তায় চোখে জল আস্‌ছিল, কিন্তু সে সেই ভাব দূর ক'রে দেবার জন্যে কথায় রঙ্গের সুর মিশিয়ে বল্‌লে—দিদি, তুমি কাঁদ্‌ছ, লোকে মনে কর্‌বে যে, তুমি ঐ ক্যাব্‌লাকে পেলে না ব'লে কাঁদ্‌ছ!

মেনা চোখের জলের ভিতর দিয়ে বোনের মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে—আমি কাঁদ্‌ছি কেন জানিস্ ভাই? আমি তোর দিদি হ'য়ে তোর এই আনন্দ নষ্ট কর্‌তে বসেছিলাম! তোকে আমি আজীবন দুঃখী ক'রে রাখ্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম!

এনাও এবার গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—তুমি নিজেকেও তো আজীবন দুঃখের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলে, দিদি! এখন ঐসব কথা থাক্। তুমি বাইরে এস। আমি ক্যাব্‌লাকে একলা বসিয়ে রেখে এসেছি।

মেনা চোখের জলের সঙ্গে হাসি মিলিয়ে বল্‌লে—তুই কি এখনো ঐ নামে ডাক্‌বি নাকি! পুণ্ডরীক-বাবু কি মনে কর্‌বে বল্ তো!

এনা সর্ব্বাঙ্গ হাসিতে হিল্লোলিত ক'রে বল্‌লে—কী আবার মনে কর্‌বে! এমন আদরের ডাক শুনে কৃতার্থ হ'য়ে যাবে। তুমি এসো, এসো……

এই ব'লে এনা মেনাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্‌ল। মেনা যেতে যেতে কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের মুখের জল মুছে ফেল্‌তে লাগ্‌ল।

মেনা আর এনা এসে দেখ্‌লে পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে রাজা বাহাদুর ব'সে আছেন। তিনি কন্যাদের দেখেই বল্‌লেন—তোমরা দুজনেই কোথায় ছিলে! পুণ্ডরীকাক্ষ এসে এক্‌লাটি ব'সে আছেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ মেনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে তার বিষাদ-মেঘ অনেকখানি কেটে গেছে, তার মুখে আবার লাবণ্যশ্রীর উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে।

পিতার কথা শুনেই মেনা হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বল্‌লে—বাবা, এনা আমাকে সুখবর দিতে গিয়েছিল যে, সে একেবারে নীলকণ্ঠ হ'য়ে আমার কাঁধের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, আর স্বয়ং বোঝাটিও স্বচ্ছন্দে ন'ড়ে বস্‌তে সম্মত হয়েছেন। এনা এই কলিকালে স্বয়ং দধীচি মুনির অবতার! কী মহৎ আত্মত্যাগ আর কষ্টস্বীকার!

মেনা আজ অস্বাভাবিক রকমে অনেক কথা ব'লে ফেলে হাস্‌তে লাগ্‌ল। তার এই হাসি দেখে আর রস-সম্পৃক্ত কথা শুনে পুণ্ডরীকাক্ষ ও রাজা বাহাদুর উভয়েই আশ্চর্য্য আর আনন্দিত হ'লেন; তাঁরা বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে, পুণ্ডরীকাক্ষ এনাকে বিবাহ কর্‌তে সম্মত হ'য়ে একসঙ্গে সকলকে সুখী ও দায়মুক্ত করেছে, মেনা যে পিতার ঋণচিন্তা মোচনের জন্য আত্মহত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিল, সেই ঋণচিন্তা মোচন হ'লো, অথচ তাকে আত্মহত্যা কর্‌তে হ'লো না, এনা সুখী হ'লো, এবং পুণ্ডরীকাক্ষও যে নেহাৎ অসুখী হয়েছে, তাও মনে হয় না।

কন্যার কথা শুনে রাজা বাহাদুর আহ্লাদে উৎফুল্ল হ'য়ে একবার এনার মুখের দিকে তাকালেন এবং একবার পুণ্ডরীকাক্ষের মুখের দিকে তাকালেন। তাদের দু-জনেরই লজ্জানত স্মিতমুখ দেখে রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—বেশ বেশ, এ সত্যই সুখবর। এই রকম ব্যবস্থাই কর্‌বার জন্যে আমার আগাগোড়া সঙ্কল্প ছিল, আর আমি এনার কথা মনে ক'রেই স্বয়ং পুণ্ডরীকাক্ষের কাছে গিয়ে আমার কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের প্রস্তাব করেছিলাম, কারণ, তখনও তো কন্দর্পের সঙ্গেই মেনার বিবাহের কথা স্থির ছিল। তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে,

এতে তোমরা সকলেই সুখী হবে, আর তোমাদের সুখী দেখে আমিও সুখী হবো।

এনা অগ্রসর হ'য়ে গিয়ে সরম-সঙ্কুচিত ভাবে পিতাকে প্রণাম করলে। তার দেখাদেখি পুণ্ডরীকাক্ষও এগিয়ে গিয়ে রাজা বাহাদুরকে প্রণাম করলে। দুজনে পাশাপাশি তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। রাজা বাহাদুর তাড়াতাড়ি উঠে দুই হাত প্রসারিত ক'রে দুজনকে ধর্‌লেন, এবং তাদের দুজনকে নিজের দু-পাশে টেনে এনে হস্ত দ্বারা বেষ্টন ক'রে ধ'রে বল্‌লেন—তোমরা পরস্পরের প্রীতিতে পরিতৃপ্ত হও, সুখী হও—এই আশীর্ব্বাদ করি। আর মহাকবি কালিদাসের কথায় বলি—

আশীর্‌ অন্যা ন তে যোগ্যা পৌলোমী-মঙ্গলা ভব।

এমন সময় একজন ভৃত্য এসে রাজা বাহাদুরকে সংবাদ দিলে—একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছে, জরুরী খবর আছে বল্‌ছে।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি রকম লোক? ভদ্রলোক?

ভৃত্য বল্‌লে—হ্যাঁ, একজন ছোক্‌রা বাবু।

রাজা বাহাদুর চ'লে যেতে যেতে ব'লে গেলেন—তোমরা বোসো, আমি এখনই আস্‌ছি।

রাজা বাহাদুর চ'লে গেলেই এনা মেনাকে প্রণাম করলে, এবং হাস্‌তে হাস্‌তে পুণ্ডরীকাক্ষকে বল্‌লে—নাও, প্রণাম করো! বাইরে দেখাবে যেন গুরুজন, আর মনে মনে বল্‌বে—দেহি পদপল্লবমুদারম্‌!

পুণ্ডরীকাক্ষ লজ্জিত স্মিত মুখে মেনাকে নমস্কার করলে।

মেনা বল্‌লে—আমিও বাবার মতন মহাকবি কালিদাসের কথায় তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—

উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী-যোগম্‌।

এনা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—উপরাগ এবং অনুরাগ দুইয়েরই অর্থে বলো। কিন্তু দিদি তোমার আশীর্ব্বাদটা তোমার পক্ষে তেমন্ সুবিধার হ'লো না। তুমি শেষকালে উপ-রাগের দলে প'ড়ে গেলে!

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃত্রিম তর্জ্জন ক'রে এনার কানে কানে বল্‌লে—আঃ! দিদিকে কি যা-তা কথা বলো তুমি!

এনা অধর উল্টে ভেংচি কেটে বল্‌লে—ইস্, ভারি দিদি! দুদিন আগে দিদি কী ছিল। দুদিন আগেই ইনি তোমার না ছিলেন কল্প-লোকের স্বপ্নবিহারিণী! এখনি যে কত কবিত্ব কর্‌ছিলে!

মেনা কথাটাকে পাল্‌টে দেবার জন্যে বল্‌লে—এর মধ্যেই তুই ভদ্রলোককে তুমি বল্‌তে আরম্ভ করেছিস্!

এনা চোখে-মুখে হাসির বিদ্যুচ্ছটা খেলিয়ে বল্‌লে—দুদিন পরে তো বল্‌তেই হবে, আজ থেকেই অভ্যাস ক'রে রাখ্‌ছি। তুমিও তুমি বল্‌তে আরম্ভ ক'রে দাও। কিন্তু ওকে কখনো তোমাকে তুমি বল্‌তে দিও না। তবু খানিকটা আপনির ব্যবধান থাকৃবে! তোমার প্রতি ওর প্রেম তো আর একটুও গোপন কর্‌বার জো নেই এখন, কাজেই যতটা পারা যায় সাবধান থাকা ভালো!

পুণ্ডরীকাক্ষ আবার এনাকে ভৎর্সনা ক'রে কিছু বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় রাজা বাহাদুর বিষণ্ণ মুখে সেখানে এসেই মেনার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—এক জন কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার সংবাদ দিতে এসেছে যে, ভাস্করকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে।

সকলের হাসিমুখ মলিন ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে গেল। মেনার মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে পড়্‌ল। এনা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন তাঁকে পুলিসে ধর্‌লে?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—আজকে কংগ্রেসের একটা মিটিং হবার কথা ছিল। পুলিস এসে সভাপতিকে গেরেপ্তার ক'রে সভার জনতা লাঠির তাড়নায় ভেঙে দেয়। তখন সেই বিচ্ছিন্ন পলাতক জনতা একত্র ক'রে ভাস্কর সভাপতি হ'য়ে বক্তৃতা ক'রে গেরেপ্তার হয়েছে। যে ছেলেটি সংবাদ নিয়ে এসেছে, সে বল্‌ছে ভাস্কর অনেক দিন থেকে গোপনে তাদের টাকা দিয়ে সাহায্য কর্‌ত, তাই তারা ভাস্করকে চেনে। ভাস্করকে পুলিস যখন গেরেপ্তার করেছে, তখন তারা ভাস্করের জিনিসপত্র খানাতল্লাসী কর্‌তে আস্‌তে পারে। তাই যে ছেলেটি এসেছে, সে বল্‌ছে ভাস্করের জিনিসগুলি সে নিয়ে অন্যত্র সরিয়ে লুকিয়ে রেখে দেবে।

এইবার মেনার মুখের আভা প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, সে দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—না, তাঁর জিনিস অচেনা অজানা লোকের হাতে দেওয়া হ'তেই পারে না। যে লোকটি এসেছে, সে যে মিথ্যা কথা বল্‌ছে না, অথবা সে যে পুলিসের গুপ্তচর নয়, এ কেমন ক'রে জানা যাবে। বাবা, তুমি গিয়ে তাকে ব'লে দাও, ভাস্কর-বাবুর জিনিসের মধ্যে লুকোবার কিছু নেই, আসুক পুলিস, করুক খানাতল্লাসী!

রাজা বাহাদুর দ্বিধান্বিত ভাবে বল্‌লেন—তা তুমি কি ঠিক জানো ভাস্করের জিনিসের মধ্যে গোপন কর্‌বার উপযুক্ত কিছু নেই?

মেনা দৃঢ়স্বরে বল্‌লে—হ্যাঁ আমি জানি, তিনি কোনো অন্যায় কাজ কখনো কর্‌তে পারেন না। অন্যায় পাপ যা নয়, তা লুকোবার আবশ্যক নেই, তা পুলিস আসে আসুক।

মেনার দৃঢ় ও দৃপ্ত ভাব দেখে রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তবে যাই আমি সেই লোকটিকে এই কথাই বলি।

রাজা বাহাদুর চ'লে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মেনাও গম্ভীর মুখে সেখান থেকে চ'লে গেল। এনা আর পুণ্ডরীকাক্ষও বিষাদাচ্ছন্ন গম্ভীর

মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের এই আজকার আনন্দ-পূর্ণিমার উপর কোন্ রাহু বিষাদের ঘন ছায়া সঞ্চার ক'রে দিয়ে গেল।

অল্পক্ষণ নীরবে থেকে পুণ্ডরীকাক্ষ এনাকে বল্‌লে—তোমার দিদি কাল তাঁকে অত্যন্ত কঠিন কটু কথা ব'লে ভৎর্সনা করেছিলেন। সেই দুঃখেই তিনি বোধ হয় নিজেকে এমনি ক'রে শাস্তি দিলেন!

এনা আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন, দিদি কি ভৎর্সনা করেছিল, আর তুমি তা জান্‌তে পার্‌লে কেমন ক'রে?

পুণ্ডরীকাক্ষ বল্‌লে—এখন আর তোমাদের কাছে লুকিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই, তাই বল্‌ছি ·····

এই ব'লে সে লতাগৃহের মধ্যে গোপন থেকে যা যা দেখেছিল আর শুনেছিল, তা সমস্তই এনাকে বল্‌লে। এনা তো শুনে অবাক্!

তারপর পুণ্ডরীকাক্ষ যখন এনাকে বল্‌লে যে, সে কেমন ক'রে মেনা আর এনার সমস্ত অলঙ্কার উদ্ধার ক'রে রেখেছে, এবং সেগুলি সে এনে ভাস্করকে মেনার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ দিতে যেচেছিল, তথাপি ভাস্কর নেয় নি, তখন পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভাস্করের মহত্ত্ব ও লোভ-শূন্যতা দেখে এনার মন শ্রদ্ধায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল! চঞ্চলা হাস্যমুখরা এনাও মৌন-গম্ভীর হ'য়ে কেবল পুণ্ডরীকাক্ষের হাতের উপর নিজের হাতখানি স্থাপন কর্‌লে এবং তাতেই পুণ্ডরীকাক্ষ বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, এনা কী গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত তার আচরণ সমর্থন কর্‌ছে।

মেনা তার পিতার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়ে যে-ঘরে তিনি কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারের সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই ঘরের দরজার আড়ালে গোপন থেকে তাঁদের সব কথা শুন্‌ছিল, এবং সেই লোকটিকে বিদায় নিয়ে চ'লে যেতে দেখে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে এবং পিতাকে প্রশ্ন কর্‌লে—বাবা, লোকটি কি চ'লে গেল?

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—হ্যাঁ।

তখন মেনা নত মস্তকে মৃদু স্বরে বল্‌লে—তাঁর সব জিনিসপত্রগুলো আমি একবার দেখে নি। যা-কিছু কাগজ-পত্র আছে, সব আমি সরিয়ে রাখি। তুমি গেটের সান্ত্রীদের ব'লে দাও, বিনা খবরে কেউ যেন বাইরের লোক ভিতরে না আসে।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—আচ্ছা। ভাস্করের বাক্‌স দেরাজ খুল্‌বে কি দিয়ে? চাবি?

মেনা বল্‌লে—দেখি আমার চাবির থোলো আর এনার চাবির থোলো দিয়ে যদি খোলে।

রাজা বাহাদুর বল্‌লেন—তা হ'লে আমার চাবির থোলোটাও নিয়ে যাও।

মেনা ভাস্করের ঘরে গিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে, এবং বাড়ীর ভিতরের দরজা খুলে রেখে দিলে, যদি দর্‌কার হয় সে সেই দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে পলায়ন কর্‌তে পার্‌বে।

মেনা আর রাজা বাহাদুরকে ফিরে আস্‌তে না দেখে পুণ্ডরীকাক্ষ এনাকে বল্‌লে—আজ তবে আমি যাই। কাল সকালেই আস্‌ব। এখন তুমি তোমার দিদির কাছে কাছে থাকোগে।

তাদের মিলন-আনন্দের উপর বিষাদের ছায়াপাত হওয়াতে তাদের দুজনেরই মন বিস্বাদ হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তাদের মুখের হাস্য লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। তাই এনা আর কোনো আপত্তি কর্‌লে না। পুণ্ডরীকাক্ষ ভারী মন নিয়ে প্রস্থান কর্‌ল।

সতেরোর পরিচ্ছেদ

ভাস্করের ডায়ারী

মেনা ভাস্করের বাক্‌স খুলে যত সব কাগজ-পত্র বাহির ক'রে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে সে নিজের ঘরের দরজায় খিল বন্ধ ক'রে কাগজ-পত্রগুলি গুছিয়ে একটা বাক্‌সের মধ্যে রেখে দিতে লাগ্‌ল। কাগজ-পত্রের মধ্যে কতকগুলো লেখা সমাপ্ত-করা প্রবন্ধও ছিল, কতকগুলো অসমাপ্ত প্রবন্ধও ছিল। সেগুলির বিষয় দেখে কোনো আপত্তিজনক প্রসঙ্গ থাক্‌বার কথা নয় মনে ক'রে মেনা স্থির কর্‌লে সেগুলি কাল ভাস্করের বাক্‌সের মধ্যে রেখে দিয়ে আস্‌বে, আর দু-চারখানা বাজে চিঠি-পত্রও রেখে দেবে, যাতে পুলিশ এলে তাদের মনে কোনো রকম সন্দেহ না জাগে যে, কাগজ-পত্র কিছু সরানো হয়েছে। ভাস্করের কাগজ-পত্রের মধ্যে একখানা ডায়ারী ছিল। মেনা সেইখানা নিয়ে যেমন বাক্‌সের মধ্যে রাখ্‌তে যাবে, অম্‌নি সেখানা হাত থেকে প'ড়ে গেল। সে হাত বাড়িয়ে ঝুঁকে সেখানা তুলে নিতে গেল, আর সেই খোলা পাতায় তার নিজের নাম দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌ল। তখন তার কৌতূহল এমন দুর্দ্দমনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল যে, সে সেই ডায়ারীর পাতা খুলে পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। যদিও তার প্রত্যেক পংক্তি পাঠ করার পরই মনে হচ্ছিল যে, পরের ডায়ারী পড়া উচিত নয়, তথাপি এক পংক্তি পাঠের পরই অপর পংক্তির এমন আকর্ষণ বোধ কর্‌ছিল যে, সে না প'ড়ে থাক্‌তে পার্‌ছিল না। যখন সে প্রথম পৃষ্ঠা শেষ কর্‌লে, তখন তার পাঠের নেশা জ'মে উঠেছে,

সে সেই মাদকতার মোহে উচিত অনুচিত ভুলে সমস্তই পাঠ ক'রে চল্‌ল। ভাস্কর লিখেছে—

"যাক্, গঞ্জনপুরের জমিদার লালমোহন চক্রবর্ত্তীর ছেলে প্রভাকর আজ অদৃষ্টের ফেরে গঙ্গানগরের জমিদার রাজা বাহাদুর রাজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীর চাকর। প্রভাকর চক্রবর্ত্তী আজ ভাস্কর রায়. আর কাগজওয়ালাদের কাছে শঙ্কর শর্ম্মা! এই ভোল বদল আর কিছু না হোক, কৌতুকাবহ বটে। সত্যনিধন এটনি লোক ভালো, সে তবু আমাকে একটা চাকরী জুটিয়ে দিয়েছে, ভদ্রলোকের বাড়ীতে, আর তাঁদের কাছে আমার প্রকৃত পরিচয় গোপনই রেখে দিয়েছে। চাকরী কর্‌ছি। কিন্তু যাঁদের কাছে চাকরী করি, তাঁরা লোক খুবই ভালো। রাজা বাহাদুর আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, আর তাঁর মেয়েরা দেখ্‌তে ভারি সুন্দরী আর ভব্যা, বিশেষ ক'রে বড় মেয়ে মেনা, তিনি তাঁর গাম্ভীর্য্যে মর্য্যাদায় মহীয়সী মহারাণীর মতন সমস্ত বাড়ীখানি একটি সুশ্রী শোভন মহিমায় পূর্ণ ক'রে রাখেন। ছোট মেয়ে এনা যেন বাস্তবিকই এনা—তিনি হরিণীর মতন কুরঙ্গিণী, চঞ্চলা, হাস্যলাস্যলাবণ্যময়ী! রবি-বাবু বোধ হয় এ'কে দেখেই তাঁর শেষের কবিতা উপন্যাসে লিখেছেন—'ওর উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশীতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে একটা আনন্দ যেন টগ্‌বগ্ কর্‌ছে। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। সে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া ক'রে বেড়ায়।' এঁদের বাড়ীতে আমি আছি ভালোই, চাকরী যে করি তা এঁরা কোনো দিনই অনুভব কর্‌তে দেন না, সকলেই সম্মান সমাদর করেন, রাজা বাহাদুর পর্য্যন্ত আদেশ করেন না, তিনি পরামর্শ জিজ্ঞাসার ছলে আমাকে কাজের ইঙ্গিত করেন। মনা

দেবী আর এনা দেবী যদিও আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না, তবু তাঁদের দৃষ্টিতে সম্ভ্রম ফুটে ওঠে। আমি কোনো দিন তাঁদের ত্রিসীমানায় যাই না। ধনীর অবিবাহিতা কন্যারা বা অপর কেউ না মনে করেন আমি তাঁদের প্রতি অনুরক্ত, অথবা আমি তাঁদের অনুরাগ আকর্ষণ ক'রে আমার আখেরের একটা হিল্লে লাগিয়ে নেবার মৎলবে আছি।

সুখেই আছি। তথাপি সেই আমার গুঞ্জরী নদীর তীরে গর্জ্জনপুর গ্রামখানির একটি বাড়ীর জন্যে আমার মন এখনো কাঁদে—সেখানে ছিল পিতার স্নেহ মাতার স্মৃতি, কত অনুরক্ত লোকের প্রীতি-সম্মান। তাই—

রেবা-রোধসি বেতসী-তরু-তলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

সব চেয়ে কষ্ট হয় দেশের কল্যাণের জন্য যে-সকল কাজ করতে আরম্ভ করেছিলাম, সে সমস্তই পুলিসের সন্দেহের তাগাদায় বাবা বন্ধ ক'রে দিতে আদেশ করলেন, আমি তাঁর আদেশ অমান্য করতেও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু বাবা আমাকে ভয় করলেন, তিনি মনে করলেন আমি পুলিসের উৎপাত নিজের উপরে টেনে এনে তাঁকে শুদ্ধ তাতে জড়িয়ে ফেল্‌ব, তাই তিনি আমাকে বাড়ী ছেড়ে চ'লে আস্‌তে আদেশ করলেন। এ আদেশ আমি পালন করলাম কতক পিতার প্রতি অভিমানে, কতক দেশের ক্লীবত্ব স্মরণ ক'রে, আর কতক হতাশ হ'য়ে। গ্রামের মঙ্গলের জন্যে যেখানে যে কোনো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে গেছি, গ্রামবাসীর কাছ থেকে সাহায্যের চেয়ে বাধাই পেয়েছি বেশি, সকলে ভয় পেয়েছে, আমি অনর্থক পুলিসের উৎপীড়ন ডেকে আন্‌ছি। হায় রে ছায়া-ভয়-চকিত-মূঢ় দেশ! নিজেদের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নসংস্থানের উন্নতি করতে এত ভয়, এত অনুদ্যম, এত নিরুৎসাহ!"

এইখানে কয়েক দিন ডায়ারী লেখা হয় নি। তার পর একদিন হঠাৎ আবার ভাস্কর লিখে রেখেছে—

" আমি যে-তরী আশ্রয় করি তাই দেখি ফুটা হয়! নিজের পিতার আশ্রয় ত্যাগ ক'রে পিতৃতুল্যই স্নেহশীল যে রাজা বাহাদুরের শরণাপন্ন হলাম, তাঁর অবস্থাও দেখি শোচনীয়, ঋণে আপাদমস্তক নিমজ্জিত। আমি স্থির করেছি, আর তাঁর কাছ থেকে বেতন নেব না। আশ্রয় ও স্নেহ-সম্মান পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু কিছু অন্ততঃ না নিলে তিনি কুণ্ঠিত হবেন, তাই মাত্র ৫০ টাকা ক'রে মাসে নেবো, আর সেই টাকাটা কংগ্রেসের কাজে গোপনে সমর্পণ করব, যাতে পুলিস এসে তাঁর বা আমার সন্ধান পেয়ে আমার পিতার উপর উপদ্রব না করে। আমার খরচ আমার লেখা থেকেই চ'লে যাবে। শঙ্কর শর্ম্মার লেখা সমাদৃত হ'তে আরম্ভ হয়েছে!"

আবার কয়েক দিন ডায়ারী লেখা হয় নি। একদিন মাঝখানে সে লিখেছে—

ডায়ারী লেখা আমার ধাতে আসে না। আমি সঙ্গীর অভাবে এই খাতার পাতায় নিজের সঙ্গে নিজে মনের কথা বলাবলি করি। এই ডায়ারী আমার মনের কথার মূক ভাণ্ডারী! এই আমার পরম বন্ধু, এর কানে কানেই সব কথা বলা নিরাপদ, এ আপত্তি করে না, তর্ক করে না, উপদেশ দেয় না, যা গোপন রাখতে অনুরোধ করা যায় তাই সকলকে ব'লে বেড়াবার জন্যে এর মুখ চুলকোয় না।

আজ সন্ধ্যার সময় আমি মেনা দেবীর কাছে এই প্রথম গিয়েছিলাম, তাঁর সঙ্গে আজ প্রথম কথা বললাম। রাজা বাহাদুরের ঋণের কথা শুনে তাঁর মুখ মলিন হ'য়ে গেল। কিন্তু সে মুখের সেই শোভা যে না দেখেছে তাকে বোঝাতে পারব না যে, কী অপরূপ

সুন্দর দেখাল তাঁকে সেই ম্লানিমায় আর গাম্ভীর্য্যে! মনটা আজ হর্ষ-বিষাদে ভরপূর হ'য়ে আছে। আজ সন্ধ্যার আকাশে যেন নূতন রং লেগেছে মনে হচ্ছে। এ কি অনুরাগের প্রতিচ্ছুরিত আভা!"

আবার কয়েকদিনের পাতা ফাঁক। তারপর আবার লেখা আছে—

"আজ রাজা বাহাদুর মেনা দেবীকে বল্লেন—শঙ্কর শর্ম্মা নাম দিয়ে যে লোকটি লেখে, সে আমিই। এই কথা শুনে তিনি আমার দিকে যে স্মিত বিহসিত দৃষ্টিতে তাকালেন, তাতেই আমার সাহিত্য-সাধনার সিদ্ধিলাভ হ'য়ে গেল, আমি সাধনার অন্তে দেবীর বর পেয়ে গেলাম! শুনলাম, শঙ্কর শর্ম্মার লেখা তাঁর ভালো লাগে! শঙ্কর শর্ম্মার লেখনী আর জীবন দুই-ই সার্থক মনে হচ্ছে! আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়া হ'য়ে গেল! এখন শনি রাহু কেতু যত কুগ্রহ আছে তাদের সকলের সম্মিলিত কুদৃষ্টিকেও আমি আর গ্রাহ্য করি না!"

অনেক দিন পরে আবার লেখা আছে—

"শুনলাম, কে এক কন্দর্প নামের জমিদারের সঙ্গে মেনা দেবীর বিবাহের বাগ্‌দান হ'য়ে আছে। যাক্—দুভাবনা ঘুচ্‌ল। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে দুরাশা উঁকি মার্‌ত, যে, শঙ্কর শর্ম্মা যদি প্রিয় লেখক হয়, তবে লোকটাকেও নেহাৎ অপছন্দ হবার কথা নয়। আমি তো মনে করি, শঙ্কর শর্ম্মা নেহাৎ অপকৃষ্ট ওঁছা ধরণের লোক নয়। তবে সে গরীব। কিন্তু সে তো সুশীল শান্ত হ'য়ে সরকারী মন-মর্জ্জির হাওয়ায় নিজের জীবন-তরণীর পাল খাটিয়ে চল্‌লে এখনই আবার ধনবান্ হ'য়ে পড়্‌তে পারে; আর সেই কন্দর্প তার তুলনায় সামান্য প্রতিপন্ন হ'য়ে যেতে পারে! কিন্তু লোভ করা কিছু নয়। যদি মেনা দেবী সেই কন্দর্পের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে থাকেন, তবে কেন মিছামিছি প্রত্যাখ্যাত হবার দুঃখ ডেকে আনি? ভাগ্যে বেশি ঘনিষ্ঠতা করি নি! দূরে দূরে

আল্‌গা থেকে কী বুদ্ধির কাজই না করেছি ! ভাস্কর রায়ের বুদ্ধি আছে বল্‌তে হবে !”

আবার অনেকদিন কিছু লেখা হয় নি। শেষের দিকে লেখা হয়েছে—

“একজন পুণ্ডরীকাক্ষ পুতিতুণ্ড হঠাৎ স্ফীত-মুণ্ড হ’য়ে রাজ-বাড়ীতে আজ ছুঁচ হ’য়ে প্রবেশ করলেন। আগে পিসি পাঠিয়ে মণিকে বজ্র-সমুৎকীর্ণ ক’রে রেখেছিলেন, আজ তিনি সূত্রের ন্যায় সুড়সুড় ক’রে এসে হাজির হ’লেন ! তাঁর নেমন্তন্ন ! তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে কাল থেকে রাজকন্যাদের দুরূহ আয়োজন চলেছে, কত খাদ্য কাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে। আজ বিকাল থেকে তাঁরা প্রসাধনে মনোনিবেশ করেছেন, হঠাৎ-নবাবের মনোহরণ করবার জন্যে! রাজা বাহাদুর আমাকে বল্‌ছিলেন সেই নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত থাকতে। একজনের নিমন্ত্রণ, সাদর আহ্বান, আর আমার বেলা রবাহূত উপস্থিত হবার আদেশ। আমি ওতে নেই। ‘হংস-মধ্যে বকো যথা’ হ’য়ে ব’সে থাক্‌তে আমি রাজি নই ! আর আমি উপস্থিত থেকে কার বিশ্রম্ভালাপে বিঘ্ন ঘটাব, আর মন্যু কুড়াব ! মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ! তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মণিনা ভূষিতঃ প্রেমাকাঙ্ক্ষী পাণিপ্রার্থী ! সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে ক’রে নিরীহ লোককেও দংশন করতে উদ্যত হয়। আর মণিনা ভূষিতা রূপসীও কম ভয়ঙ্করী নন ! ‘মনসা দেবি নমোঽস্তু তে’ ব’লে তাঁদের পরিহার ক’রে আমি দূরে স’রেই রইলাম !

ভুল করেছিলাম। আগে কাউকে বিচার করা উচিত নয়। লোকের কার্য্য দেখে বিচার করা উচিত। এনা দেবী সেজেছিলেন মুনি-মনোহারিণী-বেশে ! কিন্তু মেনা দেবী একখানি খদ্দরের ঢাকাই শাড়ী আর একটি সাধারণ জামা প’রে শুচিব্রতা মূর্ত্তিতে সুন্দরতর

হয়েছিলেন! তাঁকে ঐ বেশে বড় সুন্দর লাগ্‌ছিল। হয় তো আমার দৃষ্টির পক্ষপাতিতা দোষ জন্মেছে। কে জানে? হবে।”

আবার কয়েক দিনের পাতা সাদা। তারপর একেবারে কালকার তারিখে লেখা আছে—

পুণ্ডরীকাক্ষ তো রোজ আসা-যাওয়া কর্‌ছেন। এনা দেবী তাঁর আগমন-প্রতীক্ষায় বাসকসজ্জা ক'রে রোজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন! অতএব ভগিনী-যুগল বুক্‌ড্‌! ব্যস্‌! দুদিন থেকে ভগিনী-যুগলকে বড় বিমনা দেখাচ্ছে! কারণ কি? দুজনে ঝগড়া হয়েছে?

আজ অকস্মাৎ কন্দর্পের আবির্ভাব হয়েছে। বেশ ডলাই-মলাই-করা গ্র্যাম-ফেড্‌ হৃষ্টপুষ্ট নাদুসনুদুস্‌ আনন্দদুলাল গোছের চেহারা। ভৃত্য-প্রতিপালিত কৃষ্ণের জীব। বেচারা পুণ্ডরীকাক্ষ! এর কাছে একেবারে নিষ্প্রভ ব'নে যাবে। হাজার হোক, সে তো ভুঁই-ফোঁড়, আর এ জমিদারের ছেলে।

আমারও নিমন্ত্রণ! রাজা বাহাদুর অনেক ক'রে বল্‌লেন, অস্বীকার কর্‌তে পার্‌লাম না। কিন্তু আমি ঐ সভায় তো একেবারে কাবু হ'য়ে থাক্‌ব। পুণ্ডরীকাক্ষ ভুঁই-ফোঁড়, হঠাৎ-নবাব। সে আমার মতন গরীব চাকরের সঙ্গে কথা বলা মর্য্যাদাহানিকর মনে করে। আগে আমাকে দেখ্‌লে মুখ কাচুমাচু ক'রে নমস্কার কর্‌ত। এখন বুক ফুলিয়ে আর মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়! আমি মনে মনে হাসি। ধনশালী হ'লে অসভ্য ও পরের প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ হ'তেই হবে কেন! আর কন্দর্প তো জমিদার মানুষ। তার তো আমার মতন চাকরের সঙ্গে আলাপ করাই অসম্ভব। বাড়ীর মেয়েরাও তো কখনো আলাপ-পরিচয় করেনি। আজ নিমন্ত্রণ-সভায় কি আর কথা বল্‌বেন? এক রাজা বাহাদুর সৌজন্যের অবতার, তিনি ভদ্রতার খাতিরে তাঁর ভৃত্যের সঙ্গেও তাঁর

ভাবী জামাইদের কোনো পার্থক্য করবেন না। তাতে মজা হবে, ওরা দুজনেই মনে মনে অপমান বোধ ক'রে বেশ চটবে আর গোঁ গোঁ করবে।

নিমন্ত্রণ-সভায় গিয়ে দেখি, আশ্চয্য অভাবনীয় ব্যাপার! কন্দর্প খুব আস্ফালন ক'রে নিজের বীরত্ব ঘোষণা করছিল। কথার ফাঁক পেয়েই এনা দেবী আমাকে অনুরোধ করলেন—চলুন ভাস্কর-বাবু, আমরা বাগানে বেড়িয়ে আসি! আমি তো ভাবছিলাম যে, কন্দর্পের ঐ মুখ যতক্ষণ না খাদ্যপানীয়ে পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ তার ঐ গর্ব্ব-বচন আমাদের গিলতে হবে। এখন এনা দেবীর আহ্বান পেয়ে আমি আশ্চর্য্য হ'লেও পরিত্রাণের পথ পেয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। এনা দেবী কখনো এর আগে আমার সঙ্গে কথা বলেন নি, আমিও তাঁর কাছে ঘেঁষতে সাহস করি নি। কয়েকদিন কাজের অছিলা ক'রে মেনা দেবীর কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাও কাজের কথা ছাড়া আর একটি কথা হয় নি। কিন্তু আজ এ কী অভাবিত ব্যাপার!

এনা দেবী আমাকে ডেকে আনলেন বটে, কিন্তু ঘরের বাহিরে এসে আর একটিও বাক্যালাপ করলেন না। আমি প'ড়ে গেলাম মহা মুস্কিলে। না পারি আমি কথা বলতে, আর না পারি চুপ ক'রে থাকতে; না পারি তাঁর সঙ্গ পরিহার ক'রে চ'লে আসতে, আর না পারি তাঁর ছায়া-সহচর হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে।

হঠাৎ এনা দেখলেন বেচারী পুণ্ডরীকাক্ষ মুখ চুন ক'রে একলাটি বাগানে পা টেনে টেনে কোনো মতে বেড়াচ্ছে, মেনাকে নিয়ে কন্দর্প বাগানের অন্য দিকে একটু আগেই চ'লে গেছে। দুটি মেয়ে কন্দর্পকে আর আমাকে সঙ্গী ক'রে বেছে নিয়ে ও-বেচারাকে একলা চরতে ছেড়ে দিয়েছে! বেচারার অবস্থা দেখে আমার মায়া হচ্ছিল। এমন

আমার জেলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য গতি নেই। ...র হাসি হেসে স্বদেশ-সেবায় পরম গৌরবের সঙ্গে কারা-বরণ ক' আঘাতে একেবারে ম্রিয়মাণ হ'য়ে এমন মুহ্যমান ভাবে ...ন যেন তার তখনই ধাত ছেড়ে যাবে ! এনা আমাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পুণ্ডরীকাক্ষের কাছ থেকে দূরে অন্য দিকে চ'লে গেলেন। আর পুণ্ডরীকাক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে যেতেই তিনি চট্ ক'রে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে বাড়ীর দিকে চ'লে গেলেন।

আমি পুণ্ডরীকাক্ষের মতন একাকী-দশায় পতিত হ'য়ে অন্য পথে বাড়ীতে ফিরে লুকাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার কানে মেনা দেবীর ভয়ার্ত্ত অথচ ভীষণ-ক্রুদ্ধ আহ্বান এসে পৌঁছাল—ভাস্কর-বাবু, এই মাতাল পাষণ্ডটার হাত থেকে আমাকে কি বাঁচাতে পারেন !

আমি তাঁর কণ্ঠস্বর অনুসরণ ক'রে যে দিক থেকে তাঁর কথা শুন্‌লাম সেই দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না, শুন্‌তে পেলাম একটা ধস্তাধস্তির শব্দ লতাকুঞ্জের ভিতরে।

আমি দুই লাফে সেখানে উপনীত হ'য়ে দেখ্‌লাম, সেখানে কন্দর্প দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে, আর মেনা দেবীও হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর স্রস্ত বেশবাস যথাস্থানে বিন্যস্ত কর্‌ছেন। ব্যাপার বুঝ্‌তে আমার বিলম্ব হ'লো না। আমার ইচ্ছা কর্‌ছিল সেই কন্দর্পস্বভাব সার্থকনামা লোকটার চৈতন্য ঘুচিয়ে চিরদিনের জন্য চৈতন্য উৎপাদন ক'রে দি। কিন্তু আমি আত্ম-সংযম কর্‌লাম, রাজার ভাবী জামাতা, আর আমি রাজার ভৃত্য মাত্র। কিন্তু সেই হতভাগা আমার মনস্কামনা নিজেই পূর্ণ কর্‌বার সুযোগ ক'রে দিলে, আমাকে গালি দিলে, এবং সেই তার মুখের গালি মুখে থাক্‌তেই তার বাক্‌রোধ ক'রে মার্‌লাম মুখে এক ঘুষি ! আমার

বক্সিং-কর ... কোনো পার্থক্য করবেন না। তাতে মজা হবে, ওরা উপর পড়ল, আর ... মান বোধ ক'রে বেশ চট্‌বে আর গোঁ গোঁ

কন্দর্প পলায়ন করল। ... ড়া পৌঁছে দেবার জন্যে লতাকুঞ্জের বাইরে এসে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বাইরে আসতেই আমার জিহ্বায় কী দুষ্টা সরস্বতী ভর করল, আমি তাঁকে ব'লে ফেললাম—এই ব্যাপারের পর তো আপনি ঐ পাষণ্ডটার সহধর্ম্মিণী হ'তে স্বীকার করতে পারবেন না। এখন যদি দয়া ক'রে আমাকে ঐ লোকটির স্থলাভিষিক্ত করেন……

আমার কথা সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই তিনি দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে আমাকে এই প্রথম জানালেন যে, পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরের সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে তার বদলে মেনা দেবীকে দাবী করেছে, এবং তিনিও তাতে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন! কিন্তু তিনি আমার চরিত্রের প্রতি, আমার ভদ্রতার প্রতি, আমার প্রেমের প্রতি অতি নিষ্ঠুর অবিচার ক'রে আমার উপর এই অভিসন্ধি আরোপ করলেন যে, আমি পুণ্ডরীকাক্ষের ফিরিয়ে-দেওয়া জমিদারীর লোভে এখন তাঁকে প্রার্থনা করছি! কী ভুল, আমি ধনলোভী ভাগ্যান্বেষী! আমি যদি মনে করি, তবে তো আজই আমার পিতার কাছে ফিরে গিয়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'তে পারি!

মীরা বাঈর স্বামী রাণা কুম্ভের মনে ভক্তি ছিল, কিন্তু তিনি কখনো তা প্রকাশ করতেন না, পাছে তাঁর প্রশ্রয় পেয়ে মীরা আরও অধিক ভাবোন্মত্তা হ'য়ে পড়েন। কিন্তু এক রাত্রে নিদ্রার মধ্যে রাণার মুখ থেকে ভগবানের নাম নির্গত হ'য়ে পড়ে। তাই শুনে মীরা স্বামীকে পরম ভাগবত জেনে পরদিন প্রভাতে উৎসব ঘোষণা করেন। কিসের উৎসব, জিজ্ঞাসা করাতে মীরা স্বামীকে

আমার জেলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য গতি নেই। কত কষ্ট ক'রে, তাঁর স্বদেশ-সেবায় পরম গৌরবের সঙ্গে কারা-বরণ করছে এর স্বামী। সেই আনন্দ একান্ত স্বার্থপর ভাবে নিজেদের উৎসব ঘোষণা। মীরার কথা শুনে রাণা খেদ ক'রে বলেছিলেন—দীওয়ার-কা অন্দর যো এৎনা রোজ ছিপাকে রখ্‌খা থা, উয় আজ নিকল গিয়া!

আমারও আজ সেই দশা। এতদিন বক্ষ-প্রাচীরের মধ্যে বন্ধ ক'রে যে প্রেমকে আমি যক্ষের নিধির মতন গোপন ক'রে রেখেছিলাম, তাকে কিনা আমি আজ আবরণ মোচন ক'রে অপমানিত করলাম। কিন্তু আমার পুরস্কার লাভও হ'য়ে গেছে! মেনা দেবী আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এই কথাটা কাল বল্‌তে পার্‌লে তিনি পরমানন্দে আমাকে বরণ কর্‌তে পার্‌তেন। ব্যস্! আমার চরম পাওয়া হ'য়ে গেছে। আমার প্রেম ব্যক্ত করেছিলাম ব'লেই না এই অন্তর্গূঢ় সংবাদটি জান্‌তে পার্‌লাম। কিন্তু ব্যক্ত প্রেমের অমর্য্যাদাও আমার মনে ক্লেশ দিচ্ছে।

'লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয়-তলে মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো!'

কিন্তু আমি—

'নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালোবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল,
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে!'

কিন্তু সকলের সকল আশা কি সফল হয়? আমারও হ'লো না। তাতে খেদ কি? দুঃখ একেবারে পাবে না, এমন হতভাগ্য কে আছে? আমার প্রিয়ের হাতের এই আঘাত আমার বুকে যে কিণাঙ্ক অঙ্কিত

ক'রে [illegible]-কর। [illegible] কোনো পার্থক্য করবেন না। তাতে মজা হবে, ওরা কিন্তু রামচন্দ্রের [illegible] [illegible]ান বোধ ক'রে বেশ চটবে আর গোঁ গোঁ [illegible] ইচ্ছা করছে, কিছুতেই [illegible]।

হা হা দেবি, স্ফুটতি হৃদয়ং, ধ্বংসতে দেহবন্ধঃ,

শূন্যং মন্যে জগদ্, অবিরত-জ্বালম্ অন্তর্ জ্বলামি।

সীদন্ন্ অন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা,

বিষ্বঙ্ মোহঃ স্থগয়তি, কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি॥

হায় হায় দেবী! আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে, দেহের সমস্ত গ্রন্থি-বন্ধন শিথিল হ'য়ে পড়ছে, এই জগৎ শূন্য মনে হচ্ছে, অবিরত-জ্বাল-দেওয়া চিতার মতন আমার অন্তর জ্ব'লে যাচ্ছে, আমার বিরহ-বিধুর অন্তরাত্মা অবসাদগ্রস্ত হ'য়ে অন্ধ-তমসার মধ্যে যেন নিমজ্জিত হ'য়ে যাচ্ছে, মোহ চারিদিকে ঘিরে আসছে। বলো দেবী, বলো, মন্দভাগ্য আমি এখন কি উপায় করব!"

এর পরেই আজকের তারিখে লেখা আছে—

"কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমাতে পারি নি। এখান থেকে পালাবার উপায় ভাবছিলাম। অর্থলোভী ব'লে যে অপবাদ পেয়েছে, তার আর এখানে থাকা সমীচীন হবে না। কন্যার মনে যখন এই ধারণা হওয়া সম্ভব হয়েছে, তখন পিতাই বা আমাকে টাকা-পয়সার কাজ করতে দিয়ে বিশ্বাস করবেন কি ক'রে? পালাতে হবেই, পালাতে হবেই, কিন্তু কেউ না মনে করে যে, আমি তহবিল তছরুপ ক'রে পালিয়েছি, কেউ না ভাবে আমি কোনো অন্যায় গোপন করবার জন্যে গা ঢাকা হয়েছি! সমস্ত রাত্রে কোনো উপায় স্থির করতে পারি নি।

সকাল বেলাই পুণ্ডরীকাক্ষ এসেছিলেন। তিনি লতাকুঞ্জের কাছে কোথায় ছিলেন, কাল মেনা দেবীর প্রতি কন্দর্পের আর আমার উভয়ের

আমার জেলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য গতি নেই। কত কত [illegible]রছেন যে, স্বদেশ-সেবায় পরম গৌরবের সঙ্গে কারা-বরণ করছে, অ[illegible] দেবীর কথা শুনে পুণ্ডরীক নিতান্ত স্বার্থপর ভাবে নিজের [illegible]ছে যে, মেনা দেবীও আমায় ভালোবাসেন! হায় রে অন্ধ সন্দেহ! এই সন্দেহ আগে আমারও মনে উদয় হয়েছিল, তাই না আমি ভুল ক'রে মেনা দেবীর কাছে আমার গুপ্ত প্রেম ব্যক্ত ক'রে এই লাঞ্ছনা পেয়ে এলাম! যাই হোক, তিনি তাঁর মনের সন্দেহ-বশে স্থির করেছেন যে, তিনি মেনা দেবীকে বিবাহ করবার জন্য যে প্রার্থনা করেছিলেন তা থেকে তাঁকে অব্যাহতি দিলে মেনা দেবী আমাকে বিবাহ করবার মতন মুক্ত অবস্থা লাভ করবেন। তিনি মুক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু আমার ধনলোভী অপবাদ থেকে আমাকে মুক্তি দেবে কে? সে উপায়ও পুণ্ডরীকাক্ষ ক'রে এসেছিলেন। তিনি আমার সাম্‌নে অন্ততঃ ৫০।৬০ হাজার টাকার জড়োয়া আর সোনার গহনা আর সোনা-রূপার তৈজসপত্র দিয়ে বল্‌লেন যে, ঐ সব গহনাই মেনা দেবীর আর এনা দেবীর! রাজা বাহাদুরের ঋণচিন্তা মোচনের জন্য তাঁরা তাঁদের পিতাকে বিক্রি করতে দিয়েছিলেন। যেদিন রাজা বাহাদুর সেই গহনাগুলি নিয়ে জহুরীর দোকানে দিতে গিয়েছিলেন, সেদিন তখন পুণ্ডরীক সেই জহুরীর দোকানে উপস্থিত ছিলেন। রাজা বাহাদুর তখনো পুণ্ডরীকাক্ষকে ভালো রকম চিন্‌তেন না, কিন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ রাজা বাহাদুরকে চিন্‌তেন। রাজা বাহাদুর চ'লে গেলে তিনি সমস্ত গহনাগুলি জহুরীর কাছ থেকে কিনে আনেন। সেগুলি তিনি রেখে দিয়েছিলেন মেনা দেবীকে বিবাহের যৌতুক দেবেন ব'লে। তিনি তো আর বিবাহ করবেন না স্থির করেছেন, কাজেই, আমাকে অনুরোধ করছিলেন যে, আমি ঐ গহনাগুলি নিয়ে মেনা দেবীকে যৌতুক দি, আর তাতে আমার ধনলোভের অপবাদ অনেকটা লাঘব

হবে! [illegible] কোনো পার্থক্য করবেন না। তাতে মজা হবে, ওরা জমিদারী বন্ধক [illegible] মান বোধ ক'রে বেশ চটবে আর গোঁ [illegible] গহনার মূল্য মেনা দেবীর [illegible]। [illegible] তার সমকক্ষ হ'লেও হ'তে পারে [illegible] মনস্কামনা সিদ্ধির পথ তো তিনিই নিজে সকল প্রকারে বন্ধ করেছেন।

কিন্তু আমার মনে পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি একটুও বিদ্বেষ নেই, বরং তাঁর মহানুভবতা আর প্রিয়ের প্রিয়কার্য্য সাধন করবার জন্য সাগ্রহ আত্মত্যাগ দেখে আমি মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি! আমি তাঁর নিঃস্বার্থ দানের অনুরোধ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে—আপনি যে মেনা দেবীকে বিবাহ করতে পারবেন না, তার জন্যে আপনার দুঃখ ক্ষোভ হচ্ছে না? তাতে তিনি উত্তর দিলেন—তার দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু ক্ষোভ হচ্ছে না। তিনি মেনা দেবীকে ভালোবেসেছেন, এই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট! এর পরিবর্ত্তে তার ভালোবাসা পেলে লাভ হ'তো। আর তাঁকে পত্নীরূপে পেলে পরম লাভ হ'তো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তো সে রকম বণিগ্‌বৃত্তি মনে রেখে লাভ-লোক্‌সান খতিয়ে ভালোবাসেন নি। তস্মিং প্রীতি, তৎপ্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ—এই হচ্ছে তাঁর প্রেমের আদর্শ! আরও আমাদের দেশে প্রেমের পথে কত বিঘ্ন!—প্রেমিক-প্রেমিকা এক জাতের না হ'তে পারে। ভাগ্যক্রমে না হয় মেনা দেবীর স্বজাতি হয়েছিলেন পুণ্ডরীকাক্ষ, কিন্তু তারপরে কোষ্ঠীর ফলাফলে গরমিল ঘটলেও তো বিবাহ হ'তে পারত না। এত বিঘ্ন যখন পদে পদে আমাদের প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তখন মনোরথ সার্থক না হ'লে হতাশ হবার তো কোনো কারণ নেই। আশা ছেড়ে দিয়েই প্রেম করতে হবে, আশা পূর্ণ হয় উত্তম। না যদি হয়, তাও সহ্য করতে হবে, কারণ, পূর্ণ যে হবে তার তো কোনো

আমার জেলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য গতি নেই। কত কত লোক স্বদেশ-সেবায় পরম গৌরবের সঙ্গে কারা-বরণ কর্ছে, আর আমি কি কর্ছি? নিতান্ত স্বার্থপর ভাবে নিজের দুর্ব্বলতা নিবারণ কর্বার জন্যে স্বদেশপ্রীতির মিথ্যা আবরণে জেলে যেতে চাইছি! একটা আঘাতে যখন দেহ-মন টন্‌টন্ করে, তখন আর একটা আঘাত খেলে আগের আঘাতের কথা আর মনে থাকে না। তাই আমি এক আঘাতকে আর-এক আঘাত দিয়ে ঢাক্‌তে যাচ্ছি! আর লোকে ভাব্‌বে—বাঃ! ভাস্কর কি বীর! এই রকম ক'রে আত্মপ্রবঞ্চনা আর নমপ্রবঞ্চনা কর্‌তে এক একবার লজ্জা আর ধিক্কার বোধ হচ্ছে। কিন্তু

ভপর এর চেয়ে মহত্তর শ্রেয়স্কর অন্য উপায় তো দেখ্‌তে পাচ্ছি

বল্‌ব যে, ওর এই পথই আমাকে অবলম্বন কর্‌তে হবে।

আমার সঙ্কল্প স্থির নিসপত্রগুলো এখানে প'ড়ে থাক্‌বে। পাঠিয়ে দেবো কর্‌ছি, তত আমার ঘর সেবককে, তারা নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে কর্‌ব। আজই সমস্ত দিনে ভালো। আর না-ই যদি পাই, তাতেই নিকাশ ঠিক ক'রে বিকাল বেলা তে খোয়াতে যখন পারছি, তখন গভর্মেণ্ট লোকের পরম সুবিধা ক'রে রে. ার দু-চারখানা কাপড়- সংস্থান হয় না? চলো জেলে, পথ সহজ খোলা। যে ক্ষতি স্বীকার বাইরে পালাতে চাও, করো একটা বক্তৃতা, অথবা বলো ছেড়ে দিচ্ছি, বন্দেমাতরম্, তোলো একটা তিন-রঙা পতাকা, বলো একবার জয় মহাত্মা গান্ধী মহারাজের জয়! ব্যস, আর কোনো ভাবনা নেই, একেবারে জেলখানার গরাদের অন্তরালে অন্ততঃ ছ-মাস তো কাটিয়ে আস্‌তে পার্‌বে! আমি স্থির কর্‌লাম, আজই বিকালে তীর্থযাত্রা কর্‌ব, এবং এমন কিছু কর্‌ব যাতে অন্ততঃ দু-বছর বাইরে বেরুতে না হয়।

আজ অবার সত্যনিধন এটর্নি খবর পাঠিয়েছেন যে, বাবার

হবে! ...কোনো পার্থক্য করবেন না। তাতে মজা হবে, ওরা জমিদারী বন্ধক... ...মান বোধ ক'রে বেশ চটবে আর গোঁ গোঁ গহনার মূল্য মেনা দেবীর ...

তার সমকক্ষ হ'লেও হ'তে পারে ... মনস্কামনা সিদ্ধির পথ তো তিনিই নিজে সকল প্রকারে বন্ধ করেছেন।

কিন্তু আমার মনে পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি একটুও বিদ্বেষ নেই, বরং তাঁর মহানুভবতা আর প্রিয়ের প্রিয়কার্য্য সাধন করবার জন্য সাগ্রহ আত্মত্যাগ দেখে আমি মুগ্ধ ও শ্রদ্ধান্বিত হয়েছি! আমি তাঁর নিঃস্বার্থ দানের অনুরোধ শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে—আপনি যে মেনা দেবীকে বিবাহ করতে পারবেন না, তার জন্যে আপনার দুঃখ আমার হচ্ছে না? তাতে তিনি উত্তর দিলেন—তার দুঃখ হচ্ছে ...ত্রের উপর হচ্ছে না। তিনি মেনা দেবীকে ভালোবেসেছেন ...হীন পুত্রকে দণ্ড যথেষ্ট! এর পরিবর্ত্তে তার ভালোবাসা পেলেও তে পারছি। বাবার তাঁকে পত্নীরূপে পেলে পরম লাভ হ'তো ...কট্ করছে তাঁকে দেখতে কিন্তু তিনি তো সে রকম ...লে মেনার মতন বাবাও আমাকে খতিয়ে ভালোবাসেন ...তিনি মনে করতে পারেন যে, আমি উইলের হচ্ছে তাঁর প্রেমে ...র সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হই, এই ভয়ে ফিরে বিদ... ...একবার ধনলোভের অপবাদই যথেষ্ট, আবার বাবার কাছ থেকে পাওয়া কেন? আর এক-একবার ধনলোভও যে না হচ্ছে তাও নয়; মনে হচ্ছে, পৈতৃক দায়াদাধিকার লাভ ক'রে মেনা দেবীকে দেখিয়ে দি যে, আমি তাঁর রাজা পিতার রাজকন্যার প্রত্যাশী মাত্র, তাঁর অর্দ্ধেক রাজ্যের প্রতি আমার বিন্দুমাত্রও লোভ নেই। কিন্তু না, মেনা দেবীকে পাওয়ার লোভ মন থেকে একেবারে উৎপাটন করতে হবে, তাঁকে পাওয়ার পথ আমাকে বন্ধ করতে হবে। অতএব

আমার জেলে যাওয়া ছাড়া আর অন্য গতি নেই। কত কত লোক স্বদেশ-সেবায় পরম গৌরবের সঙ্গে কারা-বরণ করছে, আর আমি কি করছি? নিতান্ত স্বার্থপর ভাবে নিজের দুর্ব্বলতা নিবারণ করবার জন্যে স্বদেশপ্রীতির মিথ্যা আবরণে জেলে যেতে চাইছি! একটা আঘাতে যখন দেহ-মন টন্‌টন্‌ করে, তখন আর একটা আঘাত খেলে আগের আঘাতের কথা আর মনে থাকে না। তাই আমি এক আঘাতকে আর-এক আঘাত দিয়ে ঢাকতে যাচ্ছি! আর লোকে ভাববে—বাঃ! ভাস্কর কি বীর! এই রকম ক'রে আত্মপ্রবঞ্চনা আর পরপ্রবঞ্চনা করতে এক একবার লজ্জা আর ধিক্কার বোধ হচ্ছে। কিন্তু পরিত্রাণের এর চেয়ে মহত্তর শ্রেয়স্কর অন্য উপায় তো দেখতে পাচ্ছি না। অতএব এই পথই আমাকে অবলম্বন করতে হবে।

আমার জিনিসপত্রগুলো এখানে প'ড়ে থাকবে। পাঠিয়ে দেবো একটা কোনো কংগ্রেসের সেবককে, তারা নিয়ে গিয়ে কোথাও ফেলে রাখবে। ফিরে এসে পাই, ভালো। আর না-ই যদি পাই, তাতেই বা আমার এমন কি ক্ষতি হবে? এত খোয়াতে যখন পারছি, তখন দুটো-চারটে লেখা আর দু-চারখানা বই আর দু-চারখানা কাপড়-জামা হারালেই বা আমার এমন কি ক্ষতি হবে? যে ক্ষতি স্বীকার করছি, মেনা দেবীকে একবার দেখবার আশাও যখন ছেড়ে দিচ্ছি, তখন তার কাছে আমার আর অন্য সকল প্রকারের ক্ষতি অতি তুচ্ছ, নগণ্য। সমুদ্রে পাতিতা শয্যা, শিশিরে কিং করিষ্যতি!

বন্ধু ডায়ারী, তোমার কানে কানে অনেক গোপন মনের কথা ব'লে গেলাম। মনের কথা প্রকাশ করতে না পারলে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে। তুমি আমার শ্বাস মোচনের সহায় ছিলে। তোমার কানে আমার শেষ কথা ব'লে নিলাম। আর কিছু বলবার সময় পাব না, বন্ধু!

অতএব বিদায়! বিদায়! আজ যাবার সময় তোমার অগ্নিসৎকার ক'রে যাব!

এইখানেই ভাস্করের ডায়ারী শেষ হ'য়ে থেমে গেছে। সেইখানে বোধ হয় তার চোখের এক ফোঁটা জল পড়েছিল, তার দাগ রয়েছে, শেষের লাইনের একটা জায়গার কালী চুপ্‌সে ছড়িয়ে গেছে!

মেনা যতক্ষণ এই ডায়ারী পড়্‌ছিল, ততক্ষণ ক্রমাগত সে চোখ মুছে মুছে অশ্রুজাল সরিয়ে সরিয়ে সিক্ত পক্ষ্মজালের ভিতর দিয়ে পড়েছে। এখন ভাস্করের চোখের জলের চিহ্ন দেখে তা'র চোখ দিয়ে হু-হু ক'রে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার অশ্রুনির্ঝরিণী তখন উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সে শয্যার উপর লুন্ঠিত হ'য়ে অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে লাগ্‌ল। সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল কেবল এই একটি কথাই—আমি হতভাগিনী, আমি হতভাগিনী, তাকে অপমান ক'রে দুঃখের মুখে তাড়িয়ে দিয়েছি!

মেনা ভাস্করের প্রতি প্রীতিতে পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ডরীকাক্ষের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে মনে মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—এনার ভাগ্য ভালো যে, সে এমন লোককে স্বামীরূপে পেতে যাচ্ছে। আমার ভাগ্যে তো সুখ নেই। তা'রা সুখী হোক, তা'রা আনন্দে থাকুক!

সারা রাত্রির জাগরণে ক্রন্দনে ক্লিষ্টা মেনা প্রভাতে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তখন এনা তার শুষ্ক মলিন মুখ দেখে দুঃখিত হ'লো। সেও বিষণ্ণবদনে এসে তার দিদির হাতে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার জন্যে কেবল কোমল স্বরে ডাক্‌লে—দিদি!

মেনা তার বোনের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতেই তার চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে অশ্রু ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এনারও চোখ অশ্রুসিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

অল্পক্ষণ চুপ ক'রে অশ্রুমোচন ক'রে মেনা বল্‌লে—আমিই তাঁকে জেলে ঠেলে পাঠিয়েছি, এনা!

এনা আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে—সে কি রকম?

মেনা এনাকে ভাস্করের ডায়ারীর সংবাদ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বল্‌লে।

এনা সমস্ত শুনে ভাস্করের পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য্য হ'লো, তার স্বদেশপ্রীতি দেখে প্রীত হ'লো, মেনার অবিমৃষ্যকারিতা দেখে দুঃখিত হ'লো এবং পুণ্ডরীকাক্ষের নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা আর আত্মত্যাগের মহত্ব দেখে আনন্দিতা ও শ্রদ্ধান্বিতা হ'লো। তা'র মনে আনন্দ ও দুঃখ দুইয়ের তরঙ্গ পাশাপাশি দুল্‌তে লাগ্‌ল। তার মুখে সুখ-দুঃখের ছায়া মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্রের মতো খেলা করতে লাগ্‌ল।

এনার কাছ থেকে রাজা বাহাদুর সব সংবাদ শুন্‌লেন, পুণ্ডরীকাক্ষও শুন্‌ল। সে নিজের প্রশংসায় লজ্জিত হ'য়ে ব্যথিত স্মিত মুখে এনা আর মেনার মুখের দিকে নত চোখের দৃষ্টি তুলে একবার তাকালে।

রাজা বাহাদুর ও সত্যনিধন এটর্নি দুজনে অনেক উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত কর্‌লেন; রাজা বাহাদুর স্বয়ং ভাস্করের জামিন হ'য়ে তাকে খালাস ক'রে আন্‌বার জন্য দর্‌খাস্ত দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। ভাস্কর সমস্ত স্বীকার করল, কিন্তু সে যে স্বদেশসেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রে অথবা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ ক'রে কিংবা স্বরাজ-পতাকা উত্তোলন ক'রে কোনো নৈতিক অপরাধ করে নি, এ-কথা সে জোর ক'রে বল্‌লে। তার ফলে তার এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো।

একদিন জেলখানায় ভাস্কর খবর পেলে, মেনা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তার প্রথমে মনে হয়েছিল সে দেখা কর্‌বে না। কিন্তু

পরক্ষণেই একবার মেনাকে দেখ্‌বার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে তাকে দুর্ব্বল ক'রে তুল্‌লে।

কয়েদীদের দেখা কর্‌বার ঘরে মেনা এল। তা'কে দেখেই ভাস্করের মনে হ'লো—

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়ম-ক্ষাম-মুখী ধৃতৈক-বেণিঃ।
অতি-নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহ-ব্রতং বিভর্ত্তি॥

মেনা একখানি মোটা খদ্দরের শাড়ী আর খদ্দরের জামা পরেছে। তা'র অঙ্গে কোনো অলঙ্কার নেই, দু-হাতে কেবল দু-গাছি সরু চুড়ি আছে। সে খালি পায়ে এসেছে।

মেনা ঘরে এসেই ভাস্করের পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে এবং অশ্রুধারায় পা অভিসিঞ্চিত কর্‌তে কর্‌তে কেবল ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌তে পার্‌লে—তুমি আমার অমার্জ্জনীয় অপরাধ ক্ষমা করো নি, বেশ করেছ। এ দণ্ড ত তুমি নিলে না, আমাকে দিয়ে গেলে। আমি আমরণ অপেক্ষা ক'রে থাক্‌ব তোমার ক্ষমার জন্যে। যদি পারো, আমার প্রায়শ্চিত্ত-কালের অন্তে আমাকে ক্ষমা কোরো।

ভাস্কর নত হ'য়ে মেনার হাত ধ'রে তাকে তুল্‌লে এবং কোনো কথা না ব'লে তা'র মুখের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হাস্যে তাকে অভিনন্দিত কর্‌লে।

মেনা ভাস্করের হাত থেকে হাত সরিয়ে নিলে না, ভাস্করও মেনার হাত ছেড়ে দিলে না। মেনা অশ্রুপ্লাবিত মুখে বল্‌লে—আমি তোমার ডায়ারী পড়েছি, সব টের পেয়েছি। আমি বাবাকে দিয়ে তাঁর সব